সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস
প্রথম ভাগ

রজনীকান্ত গুপ্ত

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

১

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৮৬
প্রথম নবপত্র প্রকাশ ঃ ২৩ বৈশাখ ১৩৮৮

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ প্রবীর সেন

পঁচিশ টাকা

SEPHOY JUDDHER ITIHAS
Vol I
By
RAJANI KANTA GUPTA

প্রকাশকের নিবেদন

রজনীকান্ত গুপ্ত রচিত 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। শুধুমাত্র প্রকাশিত হলো বললে ভুল হবে। পুনরায় প্রকাশিত হলো। রজনীকান্ত গুপ্ত পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত এই বিশাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন বারোশো ছিয়াশি সালে, শ্রাবণ মাসে। নিঃশব্দে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটির শতবর্ষ পূর্ণ হলো। পরিতাপের বিষয়, কোথাও কোনোভাবে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম সিপাহী যুদ্ধকে দেখবার প্রচেষ্টাকে বর্তমান কালের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো না। রজনীকান্ত গুপ্তর আগে সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে অসংখ্য যে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার সবকটিরই লেখক ছিলেন প্রতিপক্ষ ইংরেজ। ঝাঁসীর রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন প্রতিপক্ষ ঐতিহাসিকেরা আমাদের জাতীয় বীরদের কিভাবে হেয় করে দেখিয়েছেন। জাতীয় ইতিহাস রচিত হচ্ছে না বলে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন খেদ প্রকাশ করেছিলেন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও রজনীকান্ত গুপ্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরিশ্রম করে রচনা করলেন এই বিশাল গ্রন্থ। 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' রচনায় রজনীবাবু যখন হাত দেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ।

'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' পুনরায় প্রকাশ করবার ঘোষণার পর থেকে নানারকম মতামতের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছে। কেউ কেউ সাধুবাদ জানিয়েছেন, আবার কারোর কারোর মতে পুনরায় এই গ্রন্থকে প্রকাশ করা অর্থহীন। দুঃখিত যে দ্বিতীয় অভিমতের সঙ্গে কোনোভাবে আমরা আমাদের মেলাতে পারিনি। 'অর্থহীন' শব্দটির সঠিক অর্থ বুঝতে আমরা অক্ষম হয়েছি।

একথা আমরা অস্বীকার করি না যে রজনীকান্ত গুপ্তর পর ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা 'সিপাহী-যুদ্ধ' সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আজও করছেন। নতুন তথ্যের আলোকে আজকের রচনাগুলি যে আরও অনেক উন্নত হবে সে কথা কে অস্বীকার করবে! হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া 'সিপাহী-যুদ্ধ' সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তো বিতর্কেরও শেষ নেই। আমরা যারা সাধারণ মানুষ কোন্ শিবিরে তারা আশ্রয় গ্রহণ করব? পণ্ডিতী তর্ক চলছে চলুক—আমরা নীরবে শ্রদ্ধা জানাতে চাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যেসব বীরেরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের। স্বাধীনতার সুখভোগের তৃপ্তির মুহূর্তে আত্মত্যাগে মহীয়ান এইসব পূর্বপুরুষদের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা জানাতে যেন আমরা কুণ্ঠিত না হই।

'রজনীকান্ত গুপ্ত রচিত 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস'-এর নাম আমরা বাঙালীরা প্রায় প্রত্যেকেই জানি। পড়া দূরে থাক, কজনের ভাগ্যে গ্রন্থখানি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে

সেবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারোর কারোর আলমারীর শোভা বর্ধন করে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি দিনে দিনে হারিয়ে যাক, এ-নীতির আমরা সমর্থক নই। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে সাধারণ পাঠকদের হাতে তুলে দেবার ব্রতে ব্রতী হয়েই অর্থকরী ঝুঁকি নিয়েও আমরা প্রকাশ করলাম 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস'। গ্রন্থটি প্রকাশে ভূমিকা লিখবার মতো কোন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার আমরা আশ্রয় নিইনি। পরিবর্তে তদানীন্তন মনীষীদের একটি করে রচনা আমরা প্রতি খণ্ডে প্রকাশ করছি। এই খণ্ডে প্রকাশিত হলো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনা। এছাড়া শেষ খণ্ডে দেশী-বিদেশী ভাষায় রচিত 'সিপাহী যুদ্ধ' সম্পর্কিত একটি গ্রন্থপঞ্জী আমরা প্রকাশ করব।

আমরা জানি আমাদের বিচারবুদ্ধি খুবই সামান্য। কোনো গ্রন্থ অথবা ব্যক্তির সঠিক মূল্যায়ণ করবার অধিকারী আমরা নই। কিন্তু যাঁরা অধিকারী তাঁরা যদি এ-কাজটা করতেন তাহলে আমাদের এই অনধিকারচর্চা করতে হতো না।

শতবর্ষ পরে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি। আর শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি বাঙালী পাঠকসমাজের পক্ষ থেকে। বাঙালী পাঠকসমাজ যে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ-সংগ্রহে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন সেখানেই আমাদের সার্থকতা।

সবশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশে যিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তিনি হলেন আমাদের পরমবন্ধু সনৎকুমার গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন

সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম ভাগে যুদ্ধের কারণসমূহ এবং সিপাহীসৈন্যের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

অনুমান চারি ভাগে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হইবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে যথাক্রমে যুদ্ধসম্বন্ধীয় ঘটনাবলির বর্ণনা থাকিবে।

প্রসিদ্ধ পুস্তক, রাজকীয় শাসনপত্র, লৌকিক বার্তা প্রভৃতি হইতে ইতিহাসের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোন বৈদেশিকের হস্তে ভারতীয় ঐতিহাসিক চিত্র স্থল-বিশেষে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে তাদৃশ বৈষম্য পরিহার করিতে যথাশক্তি যত্ন বিহিত হইয়াছে। গ্রন্থে যে-যে বিষয়ের প্রবর্তনা করা গিয়াছে, তৎসমুদয় ন্যায়, সত্য ও উদারতার সম্মান রক্ষা করিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমাদের ভাষায় একখানিও প্রকৃত ইতিহাস দৃষ্ট হয় না। বর্তমান ইতিহাসে এই অভাবের পূরণ হইবে কি না, তাহা বলিতে আমার কোন স্পর্দ্ধা বা সাহস নাই। মাতৃভাষার অভাব মোচনে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র-শক্তি ব্যক্তি একান্ত অক্ষম। আমি বামন হইয়া উন্নত-পুরুষ-লভ্য ফল লাভের উদ্দেশে এই চাপল্য প্রদর্শন করিলাম।

হিন্দুহোস্টেল, কলিকাতা

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

২৮ এ শ্রাবণ, ১২৮৬

রজনীকান্ত গুপ্ত

রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। অদ্যকার সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা এই সাত বৎসরের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই জানেন, আমি পরিষদের অধিবেশনে আহূত হইয়া যদি কোনো দিন একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে চারিদিক হইতে আমার প্রতি প্রশ্ন হইত,—'রজনীবাবু কোথায়—রজনীবাবু কোথায় ?' আজিকার অধিবেশনেও আমি আহূত হইয়া একাকী এই সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু আজি কেহই জিজ্ঞাসা করেন নাই, রজনীবাবু কোথায় ? ছয় বৎসর পূর্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম। তদবধি পরিষৎ-সম্পর্কীয় সকল কার্য সম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলাম ; যে দিন কোনো কারণে তাঁহার সঙ্গ না পাইয়া আমাকে একা আসিতে হইত সে দিন কোথায় যেন কিছু ফাঁক পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইত। ছয় বৎসর মাত্র অতীত হইতে-না-হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে সহসা তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশার্থ আমাকে আহ্বান করিবেন, তাহা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই। Bengal Academy of Literature যখন বিজাতীয় নাম ও বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়, সেইদিন হইতেই রজনীবাবুর সহিত পরিষদের নিতান্ত নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহা পরিষদের প্রাচীন সদস্য-মাত্রই অবগত আছেন। পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুরূপে তিনি সদস্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের অনুরক্ত ভৃত্যস্বরূপে তিনি বঙ্গের সাহিত্যিক সমাজের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অন্যরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল , কলিকাতার মধ্যে তাঁহার ন্যায় আমার আত্মীয় দ্বিতীয় ছিল না , এবং এইস্থানে আমি পরিষদের সদস্য ও পরিষদের প্রতিনিধি স্বরূপে দণ্ডায়মান হইলেও আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিহার পূর্বক কোনো কথা বলা নিতান্ত কঠিন। আমার উক্তির অধিকাংশই আমার ব্যক্তিগত কথা। আশা করি, পরিষদের সভ্যগণ তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন।

আমার বয়স যখন ৮/৯ বৎসর; গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালার নিম্নশ্রেণীতে যখন আমি অধ্যয়ন করিতাম, তখন একদিন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে একখানি ক্ষুদ্র

পুস্তিকা হইতে dictation দেওয়া হইতেছিল। কয়েকদিন পরে দেখিলাম, সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমাদের বাড়িতে তক্তপোশের উপর পড়িয়া আছে। পুস্তিকাখানির নাম 'জয়দেব চরিত'; গ্রন্থকারের নাম দেখিলাম, রজনীকান্ত গুপ্ত। বইখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়া ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু উহার বিজ্ঞাপনটা পড়িয়া মনের মধ্যে কিরূপ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহা আজ প্রায় ২৭/২৮ বৎসর পরে ঠিক মনে আসিতেছে না।

এই ঘটনার ৫/৬ বৎসর পরে যখন আমি ইংরাজি স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা বহি, বাঙ্গালা কাগজ পড়া আমার রোগের মধ্যে ছিল। সেই সময়কার একখানা বান্ধব পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করি। সেই প্রবন্ধের শেষ-ভাগে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,—যাঁহার নামের সহিত পূর্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল, সেই রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী-যুদ্ধের বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বৃহৎ ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হইবে এই চিন্তায় আমার বালক-হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল। একদিন সহসা দেখিলাম, সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসের খণ্ডশঃ প্রকাশিত প্রথম ভাগ রজনীবাবুর অন্যতম বন্ধু বাঁকিপুরের বর্তমান গভর্নমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ কর্তৃক মদীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছে। আগ্রহসহকারে গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিলাম, একবার পড়িয়া তৃপ্তি হইল না, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলাম। গ্রন্থের ওজস্বিনী ভাষা ও বিষয় বর্ণনায় গ্রন্থকারের এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ কোনো বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহার পূর্বে দেখি নাই। সত্যের প্রতি অনুরাগ—স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিয়া আমার বালক-হৃদয় পুলকিত হইল।

গ্রন্থ পাঠ করিয়া যেন গ্রন্থকারের চরিত্র চোখের উপর দেখিতে পাইলাম, গ্রন্থপাঠে যে গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার পূর্বে আমার ধারণা ছিল না, কতবার আমার বাল্যবন্ধুগণকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়া শুনাইতাম; আমি স্বয়ং যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, সেই আনন্দভোগে অপরকে অধিকারী করিয়া আনন্দ পাইতাম।

তাহার পর চারি বৎসর অতীত হইল আমি যেবার এনট্রান্স পরীক্ষা দিই রজনীবাবু সেবার এনট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসিয়া আমি সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে কি-না, অনুসন্ধানে বাহির হই। আর কোনো বাঙ্গালা পুস্তকের আমি তাহার পূর্বে অনুসন্ধান লই নাই। সে দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। কলেজ স্ট্রিট ৯৭ নং বাড়ির দোকানের বাহিরে ফুটপাতের উপর সন্ধ্যার পর গুরুদাসবাবু মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল। আমি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন আশাপ্রদ উত্তর পাইলাম না। তখন নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বাসায় ফিরিলাম। এই সময়ে চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনের উপর, বঙ্গবাসীর কার্যালয় ছিল। রজনীবাবু তাঁহার চাঁপাতলার বাসা হইতে মাঝে মাঝে কার্যালয়ে যাইতেন।

ঐ লেনে আমার বাসা হইতে আমি রজনীবাবুকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতাম। বঙ্গবাসী কাগজে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যাহা কিছু বাহির হইত যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিতাম। এই সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া 'আর্যকীর্তি' প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে শুনিবামাত্র একখানা কিনিয়া আনিয়া পাঠ করি। রাজপুত, শিখ ও মারাঠার কাহিনী রজনীবাবুর স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণিত হইয়া মনের মধ্যে নানা ভাবের উদ্দীপনা করিত। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার পাঠদ্দশার শেষ সময়ে রজনীবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিচয় ঘটে। অখিল মিস্ত্রীর লেনে পরলোকগত গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর বাসায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বাল্যাবধি তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরিচয়ের পর তাঁহার চরিত্র-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই চরিত্রের সৌন্দর্যে ও ঔদার্যে এই সভাস্থলের অনেকেই মুগ্ধ ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে আমার বাগবাহুল্যের কোনো প্রয়োজন নাই।

রিপন কলেজে কর্মগ্রহণ করিয়া আমি রজনীবাবুর প্রতিবেশী ছিলাম। পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুতায় এবং বন্ধুতা ক্রমশঃ আত্মীয়তায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মধুর প্রকৃতির কোনো অংশ আমার অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার সহিত অবস্থানই আমার বিদেশ-প্রবাসের সর্বপ্রধান আনন্দ ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার অন্তিম রোগের সঞ্চার হয়, অন্ততঃ তাঁহার মনের ভিতর ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঐ রোগের বাহ্য লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই, স্বাস্থ্যভঙ্গের কোনো চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই, তাঁহার আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম। তিনিও দুই-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমন কি তাঁহার নিজ পরিবারস্থ কোনো ব্যক্তিই এই আশঙ্কার কথা জানিতেন না। কিন্তু তদবধি তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করিতেন। গত শীতকালের অবসানে বাইসাইকেল অভ্যাসের চেষ্টা করিতেন। ক্বচিৎ বা শিয়ালদহ স্টেশনে যাইয়া ওজন লইয়া আসিতেন।

এই সময়ে রজনীবাবু তাঁহার জীবনের কর্তব্য-সকল সম্পূর্ণ করিবার জন্য কিছু ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গৃহের লাইব্রেরিটির পূর্ণতা সাধনের জন্য তিনি অকাতরে পুস্তক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, গত বৎসর পূজার পর গয়াধামে গিয়া পিতৃকৃত্য সমাধান করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসখানি শেষ করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। তিনি কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে প্রায়ই বলিতেন, পরিবারবর্গের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই কাশীবাসী হইব। বিগত ২রা বৈশাখ তারিখে তিনি পরিষদের অপর চারিজন সদস্যের সহিত পরিষদের গৃহ নির্মাণার্থ ভূমি প্রার্থনায় কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সমীপে যাত্রা করেন। তৎপূর্বে তাঁহার হাতে সামান্য একটি ব্রণ হইয়াছিল। আমার সহিত প্রায় প্রত্যহই তাঁহার দেখা হইত। কিন্তু সেই ব্রণের বিষয় আমিও জানিতাম না। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে, আরও

কয়েকটা ব্রণ হয়, তৎপরে পৃষ্ঠে একটি ব্রণ দেখা দেয়। ২৭শে বৈশাখ ও ৩১শে বৈশাখ তিনি সেই পৃষ্ঠ-ব্রণের সংবাদ দিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পত্র লেখেন। ৩১শে বৈশাখের পর আর তাঁহার পত্র পাই নাই। ঐ পত্রের দুই-চারি হত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—'উহা সাধারণ ফোড়া বলিয়া বোধ হয় না, ডাক্তার বলেন carbuncular boil, কার্বঙ্কলের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে আমার বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে। ঘা ভাল হইলে একবার বাড়ি যাইব, কারণ সর্বাগ্রজ মহাশয় বাটীতে বড় পীড়িত অবস্থায় আছেন। ১০/১২ দিনের পর বাড়ি হইতে ফিরিব। তখন তোমাকে চিঠি লিখিব। আমার শরীর ভাল থাকিলে তোমাদের ওখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিব।'

ইহার পর সিপাহী-যুদ্ধের শেষ ভাগের শেষ ফর্মা ছাপাখানায় দিয়া তিনি বাটী গমন করেন এবং কার্বঙ্কলের পরিণত অবস্থা লইয়া ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। রজনীবাবু ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ি আসিবেন, আমিও আমার বন্ধুগণ যে সময়ে ব্যগ্রভাবে এই প্রতিক্ষায় ছিলাম, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, আমাদের সেই আশা আর পূর্ণ হইবার নহে। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় রজনীবাবু ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আশা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। সাহিত্য সমাজে রজনীবাবুর স্থান কোথায় তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সম্পাদিত কার্যের সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। অন্যে সেই ভার গ্রহণ করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাহার একান্ত অনুগত সুহৃদকে হারাইয়াছে। পরিষদের জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, সেরূপ বোধহয় সে সময়ে অপর কেহ করেন নাই। তিনি যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, শ্রদ্ধার সহিত ও অনুরাগের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম অনুরাগ পৃথিবীতে অতি বিরল সামগ্রী। পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই সেই শ্রদ্ধার ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছেন। আমি অনর্থক বাগবাহুল্য দ্বারা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব না। —'সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

দুই

১২৫৬ সালে ভাদ্র মাসের ২৯ তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্বকনিষ্ঠ।

তেওতা মাইনর স্কুলে ইঁহার বিদ্যা আরম্ভ হয়। বাল্যকালে তিনি দুষ্ট জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। তাহাতে শেষ পর্যন্ত জীবন রক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রবণশক্তির দুর্বলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল তিনি চির-জীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চে কথা না কহিলে শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তেওতা-স্কুলে শিক্ষক থাকায় শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মানিকগঞ্জ এনট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক

সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মানিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতা স্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে সংস্কৃত কলেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে; এবং তাঁহার শ্রবণশক্তির খর্বতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পৃথক আসন পাইতেন। সংস্কৃত কলেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। তাঁহার সংস্কৃতসাহিত্যের অনুরাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জিত হইয়াছিল। ইংরেজি ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তিলাভে সমর্থ হন নাই; এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কলেজে তিনি এনট্রান্স ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্তীকালে তিনি কিছুদিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্নমেণ্টের অধীন একটি সাবডেপুটিগিরি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায় বা চাকরি কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায়, তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতে তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক 'জয়দেবচরিত' বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ডস্টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্য-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য-চর্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি-না, তাহা তখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতিকষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু হোস্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধি লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণ-শক্তির দৌর্বল্য তাঁহার জীবিকার্জন-বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্য-চর্চাদ্বারা জীবন অতিবাহনের সঙ্কল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্য-চর্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে, এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জমাইতে

পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী রবিবারে সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উহার কার্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হয়।

যে কোনো সৎকার্যে সাধ্যমতো সাহায্য করিতে পাইলে তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্ন মতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ—'জয়দেব চরিত' ও 'পাণিনি' দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধকরি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে-পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থ মাত্রেরই বিষয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়,—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে সিপাহী-যুদ্ধের অংশ নির্বাচন করিয়া লওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহী-যুদ্ধের মতো নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোনো ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজিতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে

যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরি হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরিতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট.তিনি কোনো সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝান্সীর রানী, কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। দরিদ্র বাংলা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

জাতীয়ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে—এই আত্মসম্মানবুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন একদিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া, স্বজাতীয় গৌরবখ্যাপনের সহিত জাতীয়-ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্যকীর্তি, ভারতকাহিনী, বীরমহিমা, প্রতিভা, ঐতিহাসিক পাঠ প্রভৃতি পুস্তক ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জনসাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্বে আর কেহই করেন নাই। 'আমাদের জাতীয়ভাব', 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়', 'হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণ সভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয়ভাবের ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এস্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে। এইরূপ একটা ভাব আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোক ইংরাজ-ইতিহাস লেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্তীর আজকাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা, তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট

গুণ করিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত ; তাঁহার মর্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কি-না, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসঙ্কীর্ণ ছিল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই-একজন ব্যতীত আর কেহই করিয়াছিলেন কি-না, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে, সাহিত্যমধ্যে উহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চ, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কি-না সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল ; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন, এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন ; জীবনে তিনি আর কোনো কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত, তাঁহাদের কার্যের সহিত তৎকৃত কার্যের তুলনার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গ-সাহিত্যের, সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্রজীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি-না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল-মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায়

গ্রন্থের সূচনা—লর্ড ডেলহৌসীর শাসনকাল—প্রথম শিখযুদ্ধ—কসুর সন্ধি—রাজা লাল সিংহের পতন—বাইরাওল সন্ধি—প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী—মহারাণী ঝিন্দনের নির্বাসন—মুলতানের গোলযোগ—দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ—পাঞ্জাব অধিকার।

বঙ্গের মুসলমান রাজ্যে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রথম অভ্যুদয়-সময়ে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লোমহর্ষণ ও ভয়ঙ্কর। এই সময়ে প্রচণ্ড নিদাঘ-তপ্ত নিশীথে শতাধিক ত্রয়োবিংশতিজন ইংরেজ একটি স্বল্পায়তন গবাক্ষশূন্য গৃহে বায়ুর অভাবে জলের অভাবে কালের অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়। ইহার ঠিক একশত বৎসর পরে আর একটি বিশ্বত্রাস তরঙ্গের আঘাতে সমুদয় ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠে। এই তরঙ্গাভিঘাত অন্ধকূপ হত্যা অপেক্ষাও লোমহর্ষণ ও ভয়ঙ্কর। অন্ধকূপের ঘটনায় ভারতবর্ষের কেবল একটি ক্ষুদ্রতর অংশেই নৈরাশ্য, বিষাদ ও আতঙ্ক বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু এই সর্বব্যাপী তরঙ্গ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া সকলকেই গভীরতম আশঙ্কা-সাগরে নিমগ্ন করে। অন্ধকূপের ঘটনা সময়ে ভারতে ব্রিটিশ প্রতাপ বদ্ধমূল ছিল না, তখন ভারতে ব্রিটিশগণ একটি সামান্য ব্যবসায়ী কোম্পানির সমষ্টি মাত্র ছিল, কিন্তু এই তরঙ্গের রঙ্গ সময়ে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রতাপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতেছিল। এবং ইংলণ্ডের বণিকসমাজের একজন অনুগত কর্মচারির ক্ষমতা অশোক ও বিক্রমাদিত্য অথবা পিতর ও নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার স্পর্ধা করিতেছিল।

কি কারণে এই তরঙ্গাভিঘাত আরম্ভ হইল? কি কারণে ইহা বিশ্বত্রাস আক্রমণে ব্রিটিশ শাসনের বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উপক্রম করিল? যাহারা রাজাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে, কি কারণে তাহারা সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল? তাহার নির্দেশ করা কর্তব্য হইতেছে। কারণ নির্দেশের পর তদুৎপন্ন ঘটনাবলি যথাযথ বর্ণিত হইবে।

লর্ড ডেলহৌসী আট বৎসর কাল ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়েই ভারতবর্ষের অবস্থা এত পরিবর্তিত হয় নাই। এক দিকে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে

প্রভৃতি প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশ সকলকে যেরূপ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিতেছিল, অপর দিকে সেইরূপ রাজনীতি হস্ত প্রসারণ করিয়া স্বাধীন রাজ্য সকলকে ব্রিটিশ সিংহের পদানত করিয়া তুলিতেছিল। লর্ড ডেলহৌসীর সময়ে পাঞ্জাব, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হয়। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া লর্ড ডেলহৌসী এই সকল রাজ্য পররাষ্ট্র শ্রেণীতে নিবেশিত দেখেন এবং ভারত পরিত্যাগের সময় ইহা স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া গমন করেন।

সোব্রাহন্* যুদ্ধক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ-বীর লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদিগকে পরাজিত করেন। ব্রিটিশ-সেনানায়কগণের অসীম চাতুরী প্রভাবে এবং শিখ-সেনাপতিদিগের অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতাপাপে তাহাদের পরাজয় হয়† কিন্তু ইহাতে শিখ-রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই। হার্ডিঞ্জ শিখপ্রধানদিগকে একটি সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্য স্বাধীন অবস্থায় রাখেন। ৯ই মার্চ মিয়নমির ক্ষেত্রে এই সন্ধি নির্ধারিত হয়‡। সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর দোয়াব গ্রহণ করেন, যে সমস্ত খালসা সৈন্য ব্রিটিশ শাসনের

* সচরাচর এই স্থান সোব্রাওন্ নামে কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম সোব্রাহন্। দুটি ক্ষুদ্র পল্লী হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সোব্রা নামক জাতি এই পল্লীদ্বয়ে বাস করিয়া থাকে। এই সজ্ঞার বহুবচনে সোব্রাহন্ হয়। এই সোব্রাহনের নামে যুদ্ধ স্থানের নাম হইয়াছে। Vide Cunningham's History of the Sikhs. Second Edition, p. 324, note.

† প্রথম শিখযুদ্ধের সময় খালসাদিগের সেনাপতি সর্দার তেজ সিংহ ও রাজা লাল সিংহ গোপনে ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। যখন শিখ-সৈন্য ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, তখন লাল সিংহ তত্রত্য এজেণ্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজ-দিগের উৎকোচে এইরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া লাল সিংহ ফিরুসহরের (ফিরোজ সহর) যুদ্ধে প্রথমেই পলায়নপর হয়েন। এই সময়ে সর্দার তেজ সিংহ ২৫ হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেও অল্প-সংখ্যক পরিশ্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত লাল সিংহ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ উত্তেজিত হইয়াও ফিরোজপুর আক্রমণে নিরস্ত হন। সেনাপতিদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিখদিগের পরাজয় হয়। কলিকাতা রিভিউতে কাপ্তেন কানিংহাম প্রণীত শিখ ইতিহাসের সমালোচনস্থলে লেখক স্বীকার করিয়াছেন, লাল সিংহ ১৮৪৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাপ্তেন লরেন্সের নিকট সোব্রাহন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় সৈন্যনিবেশের বিবরণ প্রেরণ করেন। Vide Captain Cunningham's 'History of the Sikhs.' p. 263-299. Comp. Macgregor's History of the Sikhs. vol. II, p. 80-91. Calcutta Review for June 1849, p. 549-550. Edwin Arnold's Dalhousie's Administration of British India vol. I. p. 45.

‡ কস্থর নামক স্থানে উভয় পক্ষে সম্মিলন হয় বলিয়া এই সন্ধি 'কস্থরসন্ধি' বলিয়া প্রসিদ্ধ। Arnold's Administration of Dalhousie, vol. 1, p. 46.

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র এবং সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করিয়া ২০,০০০ পদাতিক ও ১২,০০০ অশ্বারোহী করা হয়, এতদ্ব্যতীত হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ দেড় কোটি টাকা গ্রহণ করেন*। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজস্ব-বিচক্ষণতা নিবন্ধন তদীয় কোষাগারে ১২ কোটি টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল. কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে অমাত্যদিগের পাপাচার বশতঃ উহা ব্যয়িত হইয়া অর্দ্ধকোটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। হার্ডিঞ্জ এই অর্দ্ধকোটি লইয়া অপর কোটির নিমিত্ত কাশ্মীরপ্রদেশ গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারিত করেন। রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র জম্মুর শাসন-কর্তা রাজা গোলাপ সিংহ এই সময়ে লাহোর দরবারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া কোটিমুদ্রা দিয়া কাশ্মীরপ্রদেশ হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এইরূপে মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিস্তৃত রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়**।

এই সন্ধির সময়ে দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। রাজ্যশাসনোপযোগী বয়ঃক্রমের অধিকারী হইতে তাঁহার আরও কয়েক বৎসর বাকি ছিল। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে পাঞ্জাবে একজন দ্বিতীয় রণজিৎ সিংহের বর্তমান থাকা উচিত ছিল, কিন্তু জগতের নিয়তি অনুসারে পাঞ্জাবে আর তাদৃশ মহামনস্বী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। দলীপের মাতা মহারাণী† ঝিন্দনের হস্তে রাজ্য-শাসনের ভার ছিল। ভারতবর্ষে নারীজাতির রাজ্য-শাসন-ঘটনা বিরল নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বীরনারীর অভাব নাই। মহাভারতকার বেদব্যাস হইতে রাজস্থানের ইতিহাস লেখক কর্ণেল টড্ পর্য্যন্ত সকলেই তেজস্বিনী ভারত-মহিলার গুণগান করিয়া গিয়াছেন। ভারতমহিলাগণ যেমন তেজস্বিনী ছিলেন, তেমনই সময়ে সময়ে রাজ্যশাসনেও ক্ষমতা দেখাইতেন। রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দন এইরূপ তেজস্বিতা ও শাসন-ক্ষমতার জন্য পাঞ্জাবের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ‡। ঝিন্দন অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও তেজস্বিনী ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে পরবশে থাকিয়াও রাজ্য-শাসনের সমুদয় কৌশল শিখিয়াছিলেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, ঈদৃশ তেজস্বিনী নারী পাঞ্জাবের শীর্ষ স্থানে থাকাতেও রাজা গোলাপ সিংহের পর একজন অকর্মণ্য ও অবিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

* Cunningham's History of the Sikhs. Appendix XXXIV. p. 423-433,

** Arnold's Administration of Dalhousie, vol. I, p. 47.

† পুস্তক বিশেষে ইঁহার নাম চন্দ্রা লিখিত আছে।

‡ Calcutta Review, 1869. No. 96. p. 39.

রাজা লাল সিংহ কোনও অমাত্যোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন না, তিনি দরবারগৃহে যেরূপ সকলের বিরাগ-ভাজন ছিলেন, রাজ্যের প্রকৃতি-সমষ্টির মধ্যেও সেইরূপ সকলের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। অপ্রথিত বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া লাল সিংহ উচ্চতম সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্য তাঁহাকে মানবস্পৃহণীয় গুণ-সমুহে সমলঙ্কৃত করিতে পারে নাই; তাঁহার সৌন্দর্য কেবল দেহ-যষ্টিতেই পর্যবসিত হইয়াছিল, উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইয়া চিত্তের উদারতা সাধন করিতে পারে নাই, সুশাসন-ক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসৃত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই, রণ-নিপুণতা কেবল স্বীয় তোষামোদপ্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত, উহা সমরক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লাল সিংহ শিখ-সমিতিতে উৎপাতকেতু স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় রণজিৎ-রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, তাঁহারই স্বজাতিদ্রোহিতায় অতুল-পরাক্রমশালী খালসাগণ অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করে। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, এইরূপ স্বজাতিদ্রোহিতা তাঁহাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। ঈদৃশ ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণমনা ও ক্ষীণতেজা ব্যক্তির হস্তে প্রথম শিখ-যুদ্ধের পর পাঞ্জাব-রাজ্যের শাসনভার সমর্পিত হয়।

কিন্তু পাঞ্জাব দীর্ঘকাল এই অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির ক্রীড়ার সামগ্রী হয় নাই। সন্ধির নিয়মানুসারে গোলাপ সিংহ কাশ্মীরপ্রদেশ অধিকার করিতে গমন করেন, এই সময় সেখ ইমামউদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান শ্রেষ্ঠের হস্তে কাশ্মীরের শাসন-ভার ছিল। লাল সিংহ ইমামউদ্দীনের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কাশ্মীরপ্রদেশে গোলাপ সিংহের গতি রোধ করেন। রেসিডেণ্ট হেনরী লরেন্স কোন কার্যই অর্ধসমাপ্ত রাখিবার লোক ছিলেন না। তিনি ইমামউদ্দীনের অসম্মতি দেখিয়া দশ সহস্র শিখ ও কতিপয় ব্রিটিশ সৈন্য সমভিব্যহারে শিশির-সঞ্চিত তুষার-স্তূপ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হন*। অবাধ্য ইমামউদ্দীন ইংরেজ সেনাপতির বিক্রম দর্শনে বশীভূত হন এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রধান অমাত্য গোলাপ সিংহের গতিরোধের নিমিত্ত যে অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা হেন্‌রী লরেন্সের সমক্ষে উপস্থিত করেন। লাল সিংহের এই পত্রের ভাব ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহনীয় হইল না। অচিরাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতার বিচারার্থ

* Marshman's Abridgement of the History of India, p. 454. Comp. Life of Sir Henry Lawrence, vol. II. p. 73.

ইউরোপীয় রাজপুরুষ হইতে সুদক্ষ লোক নির্বাচিত হইয়া একটি কমিশন সংস্থাপিত হইল*। বিচারে লাল সিংহ পেন্সন-গ্রাহী হইয়া আগ্রায় নির্বাসিত হইলেন। লাল সিংহ ডিসেম্বর মাসে আগ্রায় প্রেরিত হইয়া কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্যবসিত হইলেন, আর তাঁহার সহিত পাঞ্জাবের কোনও সম্বন্ধ রহিল না। এইরূপে লাল সিংহের অধঃপতন হইল এবং এইরূপে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বজাতিদ্রোহিতা গরলময় ফল প্রসব করিয়া বিলয় পাইল।

রাজা লাল সিংহের অধঃপতন হইলে রাজ্য রক্ষার্থ পুনর্বার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি হয়। বাইরাওল নামক স্থানে নির্ধারিত হয় বলিয়া এই সন্ধি বাইরাওল সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সন্ধির নিয়মানুসারে লাহোর দরবার হইতে কতিপয় সুদক্ষ লোক নির্বাচিত হইয়া একটি সভা সংগঠিত হয়। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এই শাসন-সম্বন্ধিনী সভার অধ্যক্ষ হন। দলীপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি অর্থাৎ ১৮৫৪ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সন্ধির নিয়মানুসারে এই প্রতিনিধি-প্রণালী দ্বারা রাজ্য শাসন করিবার ব্যবস্থা হয়**। সুতরাং যাবৎ মহারাজ দলীপ সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন, তাবৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া পাঞ্জাবের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বাহুবল-জিত বিস্তৃত রাজ্যের কোন অমঙ্গল না ঘটে, এই নিমিত্তই হার্ডিঞ্জ বর্তমান নিয়ম ব্যবস্থাপিত করেন। বাল্যকাল হইতে সমরলক্ষ্মীর ক্রোড়ে সম্বর্ধিত হইয়া এবং বর্তমান সময়ে বিজয়-গৌরব ও বিজয়শ্রীর পুরস্কার স্বরূপ একটি বিস্তৃত রাজ্য হাতে পাইয়াও হার্ডিঞ্জ উহা গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত উহার সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন†। হার্ডিঞ্জ শিখ জাতির অদম্য চঞ্চল স্বভাব বিশেষরূপে

* মার্সমান সাহেবের স্বপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে (Marshman's Abridgement of the History of India, p. 454) লিখিয়াছেন, রাজা লাল সিংহের বিচারার্থ ইউরোপীয় কর্মচারি ও শিখ সর্দার হইতে লোক নির্বাচিত হইয়া মিশ্র কমিশন স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস ও ফারমান্ মেরিবেল স্পষ্ট লিখিয়াছেন, কেবল ইউরোপীয় কর্মচারি দ্বারাই এই কমিশন সংগঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিশনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন:—সভাপতি—এফ্. কারি। মেম্বর—লেপ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল লরেন্স, মেজর জেনারেল সার জন লিটলার, জন লরেন্স ও লেপ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গোলডিং।

Vide, Life of Sir Henry Lawrence. vol. II. p. 82. Comp. Edwardes's A year on the Punjab Frontier, vol. I, p. 10.

**Cunningham's History of the Sikhs, Appendix XXXVII. p. 437-442. Comp. Life of Sir Henry Lawrence, vol. II. p. 90.

† A speech delivered at the Farewell banquet to the Marquis of Tweedale, at Madras. Vide Arnold's Administration of Dalhousie, vol. I, p. 78, note 2.

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজনীতি-কুশল ব্যক্তির হস্তে পাঞ্জাবের শাসনভার সমর্পিত না হইলে উত্তরকাল কখনও শুভাবহ হইবে না, এই জন্য প্রধান অমাত্যের পরিবর্তে এইরূপ শাসন-পদ্ধতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। সুতরাং এক্ষণে হেন্‌রী লরেন্সই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাঞ্জাবের হর্তা, কর্তা ও বিধাতা হইলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোগ্য পাত্রে এই ভার সমর্পণ করেন নাই। যোদ্ধজনোচিত বীরতা ও রাজনীতিজ্ঞোচিত দক্ষতা উভয়বিধ গুণই হেন্‌রী লরেন্সকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিল। যে তেজস্বিতা নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে আশ্রয় করিয়া জগতের ভয় জন্মাইয়াছিল, সে সর্বসংহারিণী তেজস্বিতা হেন্‌রী লরেন্সে উপগত হয় নাই, তথাপি তাঁহার তেজস কলের অনভিভবনীয় ছিল। শত্রুগণ রণস্থলে তাঁহার সংহার-মূর্তি দেখিয়া যেরূপ ভীত হইত, আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে বালস্বভাবসুলভ কোমলতা ও মৃদুতা দেখিয়া সেইরূপ প্রীতি লাভ করিত। ফলে হেন্‌রী লরেন্স তেজস্বিতা ও কোমলতা উভয়েরই আধার ছিলেন, উভয়েই তাঁহার প্রকৃতিকে সুশোভিত করিয়াছিল।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দ

সৌভাগ্যক্রমে অনলসপ্রকৃতি কার্যকুশল ব্যক্তির হস্তে পাঞ্জাবের শাসন-দণ্ড সমর্পিত হয়। হেনরী লরেন্স নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া এই গুরুতর কার্যভাব বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার শাসন-শৃঙ্খলায় পাঞ্জাব পুনর্বার ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল। রণজিতের রাজ্য এই রূপ সুখ ও শান্তিতে রমণীয় হইয়া ১৮৪৭ অব্দের বসন্তকাল অতিবাহন করে। সে সমস্ত চঞ্চল-প্রকৃতি খাল্‌সা সৈন্য এক সময়ে ভীষণ রণোন্মাদে মত্ত হইয়া পাঞ্জাব ও তৎপ্রান্তবর্তী প্রদেশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সৌম্য মূর্তি ধারণ করিয়া জীবনের শান্তিময় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট রিপোর্ট করিলেন, নিরস্ত্র খাল্‌সা সৈন্যের অধিকাংশ শান্তভাবে ভূমি কর্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছে। যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভীতিস্থল ছিল, কৃষাণজনোচিত সরলতা ও নিরীহতা এক্ষণে তাহাদিগকে উত্তরোত্তর অলঙ্কৃত করিতেছে। যদিও রেসিডেণ্ট এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পাঞ্জাবের ঈদৃশ আপাতরমণীয় অবস্থা দেখিয়া কর্তব্য-বিমুখ হন নাই। তিনি ধীরভাবে পাঞ্জাবের অবস্থা উন্নত করিতে লাগিলেন এবং ধীরভাবে সর্বত্র শান্তি স্থাপনে যত্নপর হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দন দৃঢ়তা ও তেজস্বিতায় মহিলাগণের গৌরবস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পর জাতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। ঝিন্দন বুঝিতে পারিলেন, ব্রিটিশ সিংহ ইহার মধ্যেই যেরূপ বর্দ্ধিত-

বিক্রম হইয়া পাঞ্জাবের প্রতি ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে সমস্ত পাঞ্জাব অচিরাৎ তাহার উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা, বুঝিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যেই এই সম্ভাবনা অনেকাংশে কার্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন, অধিক কি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে করসূত্রধৃত ক্রীড়াপুত্তুল করিতেও ক্রুটি করে নাই। বিদেশীর এই আস্পর্ধা, এই অনধিকারপ্রিয়তা তেজস্বিনীর হৃদয় প্রতিহত করিতে লাগিল। ঝিন্দন আর ধীরতার সীমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। দুনিবার দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া তিনি ইংরেজদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন, কামিনীর কোমল হৃদয় অপমানবিষে কালিময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট এই তেজস্বিনী অঙ্গনার মর্মগত তেজ নিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে অগ্নি অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রসৃত হইয়া হৃদয়কে স্তরে স্তরে দগ্ধ করে, দুই এক বিন্দু বারি-প্রক্ষেপে সে অগ্নির গতি রোধ করা সুসাধ্য নয়' সুখ দুঃখের সহচর আত্মীয় জন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জন প্রদেশে নির্জন গৃহে সে অগ্নির আধার সংরক্ষণই ভবিষ্য অমঙ্গল নিবারণের অমোঘ উপায়। রেসিডেণ্ট অবশেষে এই উপায় অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বিনা আইনে, বিনা বিচারে, কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, ঝিন্দনের প্রতি নির্বাসন-দণ্ড বিহিত হইল। তদীয় ভ্রাতা এই দণ্ডাজ্ঞা বহন করিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। ঝিন্দন অবনত মস্তকে এই গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিলেন, দুঃসহ মনোযাতনা প্রকাশক কোনও স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল না, অটলভাবে অটলচিত্তে এই তেজস্বিনী বীরজায়া স্বীয় ভবিষ্য জীবনের অতিবাহন-ভূমি কারাগৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমান অধিবাসি পরিবেষ্টিত সেখপুর নামক নির্জন স্থানে ঝিন্দনের আবাস গৃহ নিরূপিত হইল। ঝিন্দন অতঃপর রাজলক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া ১৯শে আগষ্ট এই কদর্য স্থানে কদর্য গৃহে কারারুদ্ধ হইলেন*। বিধাতা যদিও ঝিন্দনকে অঙ্গনা জনোচিত কোমল উপাদানে নির্মাণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন কোমলতায় পর্যবসিত হয় নাই। ঝিন্দন লাবণ্যলীলাময়ী ললনা হইয়াও অটলতার আস্পদ ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও ধীরতার অবলম্বন ছিলেন এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়াও ভীম-গুণান্বিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। যে বিকার ক্লিয়পেত্রাতে সংক্রান্ত হইয়া হৃদয়গ্রন্থি শিথিল করিয়া তুলিয়াছিল, সে বিকার ঝিন্দনে উপগত হইয়া ধৈর্য-চ্যুতির কারণ হয় নাই। ঝিন্দনের হৃদয় সর্বক্ষণ

* A general proclamation of H. B. Edwardes, *Assistant to Resident.* Vide Life of Sir Henry Lawrence vol. II, p. 99.

অটলতায় পূর্ণ ছিল, এই গুরুতর বিপৎপাতে তাঁহার চিরাভ্যস্ত অটলতা স্খলিত হইল না, হৃদয়-গ্রন্থি বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীর নারীর ন্যায় ঝিন্দন অটলভাবে স্বীয় দশা বিপর্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বৈদেশিক নেত্রে তাঁহার চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার চরিত্র-চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই অটলতা ও স্থিরহৃদয়তার জন্য নারী সমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

এইরূপে ঝিন্দন রাজপদ ও রাজসম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া জন্মের মতো কারাবাসিনী হইলেন। রাজবনিতা ও রাজমাতার ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম ইতিহাসের হৃদয় কালিময় করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা হেন্‌রী লরেন্সের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত পরিচিত আছেন, ঝিন্দনের এই নির্বাসনবিধি তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্মিত :করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ঝিন্দন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও রেসিডেণ্টের জীবন সংহারের অভিসন্ধি করাতে তাঁহার প্রতি এইরূপ নির্বাসন-দণ্ড বিহিত হইয়াছিল*। কিন্তু যেরূপ কমিশনে রাজা ·লাল সিংহের বিষয় বিচারিত হইয়া দণ্ড প্রয়োজিত হইয়াছিল, ঝিন্দনের অপরাধ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন বিচার কার্য যথাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয় নাই। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া দলীপ সিংহের মাতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। এ স্থলে কেবল সন্দেহই মন্ত্রী ও সন্দেহই শাস্তা হইয়াছিল। যে কল্পনা এইরূপ সন্দেহে সম্বর্ধিত হইয়া গরলময় ফল প্রসব করে, তাহা সন্নীতির অনুমোদিত কি না, সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। সূক্ষ্ম বিচারে দোষ সপ্রমাণ করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধানই সভ্য জগতের রীতি। হেন্‌রী লরেন্স সভ্যদেশ-প্রসূত হইয়া যে, এই সভ্য রীতি অতিক্রম করিয়াছিলেন তদ্‌বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

রাজ্ঞী ঝিন্দনের নির্বাসনের সহিত আপাততঃ পাঞ্জাবের সমুদয় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত বোধ হইল। এইরূপ বিনা গোলযোগে ও বিনা উদ্বেগে শরৎকাল পাঞ্জাবে উপস্থিত ও বিগত হয়। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে শাসন-সমিতির অধিনায়কেরও পরিবর্তন হইয়া উঠে। হেন্‌রী লরেন্স কয়েক বৎসর কাল গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বাস করিয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশে তিনি সিমলায় যাত্রা করেন, স্থান পরিবর্তনে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন

* Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 15. Comp. Life of Sir Henry Lawrence, vol. II, p. 98-100.

হয় বটে, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাঁহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইতে পরামর্শ দেন। হেন্‌রী লরেন্স এই পরামর্শানুসারে ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হন। এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড ডেলহৌসীর হস্তে ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। এদিকে হেন্‌রী লরেন্স ও স্যার্ ফ্রেডারিক কারি নামক একজন উচ্চতর সিবিলিয়ান কর্মচারি ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের হস্তে পাঞ্জাবের শাসন-ভার অর্পণ করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জের সাহিত ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। সুতরাং যুগপৎ ভারত সাম্রাজ্য লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিবর্তে লর্ড ডেলহৌসীর, এবং পাঞ্জাবরাজ্য সার্ হেন্‌রী লরেন্সের পরিবর্তে সার্ ফ্রেডরিক কারির বশ্যতা স্বীকার করে।

এইরূপে অধিনায়কের পরিবর্তন হওয়াতে আপাততঃ কোন গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। নূতন বর্ষ প্রসন্নভাবে পাঞ্জাবকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু নিয়তি-নির্দিষ্ট দশা-বিপর্যয় উল্লঙ্ঘন করা কাহারও ক্ষমতায়ত্ত নহে। পাঞ্জাবে আপাততঃ কোন গোলযোগ না থাকিলেও হঠাৎ একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত করিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ মুলতান জয় করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য দৃঢ়তর করেন। সেই সময় হইতে এক এক জন দেওয়ান লাহোর দরবারের অধীন হইয়া মুলতানের শাসন-কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৪৪ অব্দে মুলতানের শাসন-কর্তা সোয়ানমল্ল একজন ঘাতকের হস্তে নিহত হন। তদীয় পুত্র মুলরাজ পিতৃহত্যার পর মুলতানের দেওয়ানী পদ অধিকার করেন। লাহোর দরবার মুলরাজ্যের কোষাগারে অনেক অর্থ আছে ভাবিয়া, তাঁহার নিকট দেওয়ানী পদ গ্রহণের নজরানা স্বরূপ ৩০ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন। জন লরেন্সের (এক্ষণে লর্ড লরেন্স) মতে, পণ্ডিত জলাপ্রসাদ ও তদানীন্তন মন্ত্রী রাজা হীরা সিংহ জীবিত থাকিলে এই টাকা যথা সময়ে প্রদত্ত হইত, কিন্তু তাঁহাদিগের মৃত্যু নিবন্ধন লাহোর দরবার বিব্রত হইয়া পড়াতে এই প্রস্তাবানুসারে কার্য হয় নাই*।

* "Blue Book', 1847-9. p 88. Vide Edwardes's 'A year on the Punjab Frontier. vol. II, p. 38.

পুস্তক বিশেষে লিখিত আছে, লাহোর দরবার মুলরাজের নিকট নজরানা স্বরূপ এক কোটি টাকা প্রার্থনা করেন। পরে উক্ত সংখ্যা ১৮ লক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু প্রথম শিখ যুদ্ধের গোলযোগে এই টাকা দেওয়া হয় নাই। Vide Arnold's Administration of Dalhousie, vol. 1, p. 64. Comp. Kaye's Sepoy War. vol. I, p. 18.

মিয়নমিরের সন্ধির পর শিখরাজ্যে শান্তি-স্থাপিত হইলে লাহোর দরবারের মন্ত্রী রাজা লাল সিংহ মূলরাজের নিকট পূর্বপ্রাপ্য কয়েক লক্ষ টাকা ও রাজ্যের কর আদায় করিতে মূলতানে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঝঙ্গ নামক স্থানের নিকট মূলরাজের সৈন্য ইহাদিগকে পরাজিত করে*। এই সময়ে লাহোরের রেসিডেণ্ট মধ্যবর্তী হইয়া বহু বিলম্ব ও গোলযোগের পর উভয় পক্ষের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। ইহাতে এই স্থির হয় যে, মুলরাজ ঝঙ্গ বিভাগের স্বত্ব পরিত্যাগ এবং নজরানা ও পূর্ববাকির দরুণ ২০ লক্ষ টাকা লাহোর দরবারে অর্পণ করিবেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বর্ধিত হারে কর দিতে হইবে। মূলরাজ উপস্থিত সময়ে এই মীমাংসার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন না, প্রত্যুত সন্তোষ সহকারে রেসিডেণ্টের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন**।

এই মীমাংসার পর মূলরাজ এক বৎসর কাল শান্তভাবে অতিবাহিত করিলেন। এই আপাত শান্তিপ্রিয়তা দর্শনে বোধ হইল, লাহোর ও মুলতানঘটিত অন্তর্গূঢ় বিবাদ-বহ্নি একবারে নির্বাণ হইয়া গেল, ইহা হইতে আর কোন স্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া ভবিষ্য শান্তির উন্মূলন করিবে না। কিন্তু মুলরাজ যে সন্তোষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা স্থায়ী হইল না, কিছুকালের মধ্যেই লাহোর দরবারের মীমাংসা তাঁহার নিতান্ত মর্মপীড়ক হইয়া উঠিল। এই অসহনীয় যাতনা হইতে মুক্তি লাভের আশায় তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন।

নবেম্বর মাসে মূলরাজ সংবাদ পাইলেন, রেসিডেণ্ট হেন্‌রী লরেন্স শীঘ্রই পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। মুলরাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লাহোরে গমন করেন। কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়াতে রেসিডেণ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না। মুলরাজ এতন্নিবন্ধন তদানীন্তন প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট জন্ লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পদ ত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। লরেন্স আপাততঃ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। কিছুদিন পরে মুলরাজ আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদত্যাগ-পত্র অর্পণ করেন। এই পদত্যাগের দুটি কারণ প্রদর্শিত হয়। প্রথম, নূতন করঘটিত বন্দোবস্ত তাঁহার

---

* সার্ জন কে প্রণীত সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাসের সহিত ইহার কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। কে সাহেব বলেন, মুলরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে তিনি ভীত হইয়া ১৮৪৬ অব্দের শরৎকালে লাহোরে গমন পূর্বক দরবারের দাবী পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। Kaye's Sepoy War. vol. I, p. 18-19.

** Grounds of the Court's Judgment in convicting Dewan Moolraj of murder, Vide Edwardes's Punjab Frontier vol. 11, p. 39-40.

রাজস্বের সমূহ ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। দ্বিতীয়, লাহোর দরবারে আপীল করিবার প্রথা থাকাতে তিনি রীতিমতো প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারিতেছেন না*। যাহা হউক, মুলরাজ সম্ভবতঃ বিরক্ত-চিত্ত হইয়া একখানি পদত্যাগ-পত্র লাহোর দরবারে যথারীতি প্রেরণ করিলেন, দরবার মুলরাজের পত্র গ্রহণ করিলেন. এবং সর্দার খান সিংহ নামক একজন সুদক্ষ যুদ্ধবীর ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিকে তৎপরিবর্তে দেওয়ানী পদে নিয়োজিত করিয়া মুলতানে পাঠাইলেন। সর্দার খানকে রাজ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য ভান্স্ আগনু নামক একজন সিবিলিয়ান কর্মচারি এবং বোম্বাই সৈন্যদলের লেপটেনেন্ট আণ্ডারসন নামক একজন সৈনিকপুরুষ পাঁচশত সৈন্যের সহিত তৎসমভি-ব্যাহারে গমন করিলেন।

সর্দার খান এই দলবল লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলে মুলরাজ কোন বিরাগের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না, প্রত্যুত ধীরভাবে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন। দুর্গে আসিয়া মুলরাজ যথানিয়মে নবনিয়োজিত দেওয়ানের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। ইহার পর সর্দার খান ও তৎসমভিব্যাহারিগণ যখন দুর্গ হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন হঠাৎ ব্রিটিশ কর্মচারিগণ আক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক-রূপে আহত হইলেন। মুলরাজ এই আক্রমণ নিবারণে যত্ন করিলেন না, প্রত্যুত অশ্বারোহণে দ্রুত গতিতে তাঁহার উদ্যানস্থ বিলাস-ভবনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে সর্দার খান আহত ব্রিটিশ কর্মচারিদিগকে তাঁহাদিগের বাসভবনে আনয়ন করিলেন।

পরদিন সমস্ত মুলতান প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল। রাত্রির প্রাক্কালে মুলতানবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া আহত আগনু ও আণ্ডারসনের আবাস গৃহ অবরোধ করিল। নিরাশ্রয়, নিঃসহায় কর্মচারিদ্বয় অটলভাবে স্বীয় দশা-বিপর্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন, আহত হইয়াও অটলভাবে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় জীবনের শেষ সীমা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে আক্রমণকারিদিগের সংখ্যার আধিক্যবশতঃ তাঁহাদিগের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হইল, আক্রমণকারিগণ দলে দলে আসিয়া ক্ষতদেহ আগনু ও আণ্ডারসনকে বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল, ব্রিটিশ কর্মচারিদ্বয় আর আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া শান্তভাবে শান্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলেন। এইরূপে ব্রিটিশ শোণিত মুলতান সিক্ত করিল, এবং এইরূপে ব্রিটিশ নররুধিরে মুলতান-বাসিদিগের ক্রোধানল উপশান্ত হইল।

* Evidence of John Lawrence (now Lord Lawrence) on Moolraj's trial. Vide, Edwardes's, Punjab Frontier, vol. II, p. 42-44.

এই ঘটনার পর মূলরাজ স্বীয় পলায়িত ভাব পরিত্যাগ করিলেন। প্রকৃত বীর্যবত্তা ও প্রকৃত রণোন্মাদ এক্ষণে তাঁহাকে অধীর-প্রকৃতি করিয়া তুলিল। তিনি সৈন্যসমষ্টির শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত হইলেন, কিরূপে রণবিশারদ ইংরেজ সৈন্যর সম্মুখীন হইবেন, কিরূপে তাঁহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, এক্ষণে এই চিন্তাই অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। রণজিগীষা তাঁহাকে ভীরুতার বিনিময়ে সাহসিকতায়, ধীরতার বিনিময়ে রণদক্ষতায় এবং নিরীহতার বিনিময়ে যত্নপরতায় সমলঙ্কৃত করিল। এক্ষণে তিনি স্বীয় অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন; এবং বৈজয়ন্তী সেনার অধিনায়ক হইয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের পদে সমাসীন হইলেন।

এইরূপে মুলতান-যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধের সমকালেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এক্ষণে এই শিখ-যুদ্ধের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইতেছে। এই যুদ্ধের পর কিরূপে পাঞ্জাবে রণজিতের বংশধরদিগের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, তাহা যথাসময়ে যথারীতি বিবৃত হইবে।

অদম্য ব্রিটিশ সিংহ ক্রমে ক্রমে পাঞ্জাবে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিলসিক্ত রণজিৎ-রাজ্যের সহিত তাহার ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই রজ্জুবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। যে সমস্ত তেজস্বী ব্যক্তি অদ্যাপি শিখ-সমিতির গৌরব বর্ধন করিতেছিলেন, তাঁহারা ক্রমেই নিস্তেজ হইতে লাগিলেন। কমনীয় কামিনীজনও কঠোর শাসন-দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। রেসিডেণ্ট আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ও তেজস্বিতা অপ্রতিহত রাখিবার আশায় পুরুষ ও নারী উভয় জাতির উপরই সমভাবে কঠোর দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী ঝিন্দন অটলতা ও তেজস্বিতার আধার হওয়াতে ইহার পূর্বেই রেসিডেণ্টের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। এই কোপবহ্নির আশু নির্বাণ জন্য তাঁহাকে বিধর্মী মুসলমান জাতি-পরিবেষ্টিত সেখপুর নামক নির্জন স্থানে কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঝিন্দনের এই শোচনীয় পরিণামেও সেই কোপাগ্নি একবারে নির্বাপিত হয় নাই। এই বহ্নি কিয়ৎকাল প্রধূমিত অবস্থায় ছিল, এক্ষণে ঘোরতর বিদ্বেষ পবনে বিধূনিত হইয়া পুনর্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঝিন্দন আবার অপরাধিনী হইয়া রেসিডেণ্টের সমক্ষে সমানীত হইলেন।

মুলতানবাসিগের অভ্যুত্থান ও তন্নিবন্ধন অভিযান-নিয়োজিত ইংরেজ সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনার সংবাদ জুলাই মাসের প্রারম্ভে লাহোরের রেসিডেন্সীতে সমুপস্থিত

হয়। ইহার পূর্ববর্তী মে মাসে মহারাণী ঝিন্দনের অদৃষ্ট-নেমি পুনর্বার অবনত হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে। ইংলণ্ডীয় ইতিহাস-রচয়িতৃগণের নিকট অবগত হওয়া যায়, মুলতানঘটিত গোলযোগের পূর্বে লাহোর-দরবারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আর একটি চক্রান্তের সূত্রপাত হয়। মহারাণীর কতিপয় প্রিয়পাত্র ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সিপাহিদিগকে তদ্বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই চক্রান্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল নিঃশব্দে ইহা সমাহিত হয় নাই। সপ্ত-গণিত সেনাদলের কতিপয় ব্যক্তি তাহাদিগের অধিনায়কদিগকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করে। অন্যতম শিখ-সেনাপতি খান সিংহ মহারাণীর জনৈক বিশ্বস্ত পাত্র গঙ্গারাম এবং অন্য দুই ব্যক্তি প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। অবিলম্বে প্রকাশ্য ভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রধান ষড়যন্ত্রকারিদ্বয়ের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। রেসিডেণ্টের সমুদ্যত বজ্র কেবল এই চক্রান্তকারিদ্বয়ের জীবন হরণ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, ঘটনাসংসৃষ্ট অন্যান্য ক্ষুদ্র দোষার্হ ব্যক্তিগণের প্রতিও এই সূত্রে যাবজ্জীবন নির্বাসন-দণ্ড বিহিত হয়*। এইরূপে মুখ্য ও গৌণ বিপ্লবকারিদিগের দণ্ডবিধান করিয়া রেসিডেণ্ট অতঃপর মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি দৃষ্টি নিপাতিত করেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যাবৎ এই তেজস্বিনী নারী লাহোর দরবারের নিকটস্থ থাকিবেন, তাবৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাকে একবারে পাঞ্জাব-ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হয়; কিন্তু কারণ অভাবে এতদিন এই অভীষ্ট কার্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। এক্ষণে প্রস্তাবিত ষড়যন্ত্র-ব্যপদেশে রেসিডেণ্টের বাসনা সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল। সেখপুরের নির্জন গৃহ আর ঝিন্দনের লাবণ্যলীলা-তরঙ্গের বিলাস-ভূমি রহিল না, রেসিডেণ্টের দোর্দণ্ড প্রতাপে রণজিৎশাসিত পঞ্চনদ রণজিৎ-রমণীকে জন্মের মতো হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সমুদ্যত হইল। অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহ রেসিডেণ্টের হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন, সুতরাং স্যার ফ্রেডরিক কারির অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। অবিলম্বে ঝিন্দনের নিষ্কাশন দণ্ড-লিপি দলীপ সিংহের নামাঙ্কিত মোহরে সুশোভিত হইল। দরবারের কতিপয় কর্মচারি দুই জন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের সহিত এই লিপি বহন করিয়া সেখপুরে ঝিন্দনের অধিষ্ঠিত গৃহে সমুপস্থিত হইলেন**। মহারাণী ঝিন্দন অটল-ভাবে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রের নামাঙ্কিত নির্বাসন-দণ্ডলিপির নিকট মস্তক অবনত

---

* Kaye's Sepoy War. vol. 1, p. 29-30. Comp. Arnold's Dalhousie's Administration. vol. 1, p. 85-89.

** Ibid p. 30.

করিলেন, অটলভাবে স্বীয় অদৃষ্ট-বিপর্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া চির জীবনের মতো পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এক সময়ে যে লাহোর-দরবারে সিংহাসনভাগিনী করিয়া ঝিন্দনের গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট অবনত-মস্তক ছিলেন সেই সুখ সৌভাগ্য-তরঙ্গায়িত লাহোর পরিত্যাগকালে ঝিন্দনের যেরূপ অটলতা ও বিকারশূন্যতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেখপুর পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবের সীমা অতিবাহন সময়েও সেই অটলতা ও বিকারশূন্যতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। ধীরভাবে মহারাণী ঝিন্দন স্বীয় দশাবিপর্যয়ের সাক্ষীভূত সেখপুরের আবাস-গৃহের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে পাঞ্জাব তাঁহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, এতদিনের পর সেই পাঞ্জাব তাঁহার নেত্র-বিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। ঝিন্দন দুঃখ-সঙ্গিনী সহচরীগণে পরিবৃতা হইয়া জন্মের মতো সেখপুর হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমে ফিরোজপুরে আনয়ন করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে বারাণসীতে উপস্থিত করা হয়। মহারাণী ঝিন্দন, হিন্দুর আরাধ্য ক্ষেত্র, হিন্দুত্বের নিদর্শন-ভূমি কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মেজর জর্জ ম্যাক্‌গ্রেগর নামে একজন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের প্রহরিতায় পরিরক্ষিত হইলেন।

এইরূপে রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনের নির্বাসন-ব্যাপার সমাহিত হইল। পাঞ্জাব অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় ধীরভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্বাসন চাহিয়া দেখিল, একটি মাত্রও বারিবিন্দু তাহার নেত্র-বিগলিত হইয়া দেহ অভিষিক্ত করিল না, যে বহ্নি পুটপাকের ন্যায় শরীর বিদগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও হৃদয়-চুল্লি হইতে উদ্গত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না, পাঞ্জাব যোগনিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় জাড্য দোষে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু এই জড়ত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণাক্রান্ত নহে, এই নির্জীবত্ব প্রকৃত নির্জীবত্বের পরিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা। দলীপ সিংহ সুখময় বাল্যলীলা-তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীর ঈদৃশ দশা-বিপর্যয়ে তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ সংক্ষুব্ধ করিতে পারিল না। ভবিষ্য-জীবন ভবিষ্য-সংসারতত্ত্বানভিজ্ঞ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক রেসিডেণ্টের বশীকরণসূত্রে পরিচালিত হইয়া অম্লানবদনে, অতল অনন্ত সাগরে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর বিসর্জন দেখিল। মহারাণী ঝিন্দন প্রিয়তম স্বামীর অতুল রাজত্ব সম্পৎ, প্রাণাধিক তনয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় সহবাস-সুখ হইতে জন্মের মতো বিচ্যুত হইয়া কারাবন্দিনী হইলেন। যাঁহারা প্রকৃত সহৃদয়তার ক্রোড়ে পরিবর্ধিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিনতি সহকারে একবার এই সকরুণ দৃশ্য

স্মৃতিপটে চিত্রিত করিতে অনুরোধ করি, এবং একবার এই দুরবগাহ রাজনীতির পর্যালোচনা করিয়া ন্যায়ের পক্ষপাতবর্জিত সদ্‌বিচারের সহিত তাহার তারতম্য করিতে অনুরোধ করি। নির্জনে গম্ভীরভাবে অতীত কার্যকারণ আলোচনা করিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ব্রিটিশ দ্বীপেও ভারতবর্ষের কণিষ্ক ও চাণক্য অথবা ইতালির মেকিয়া-বেলির মন্ত্র-শিষ্য আছেন, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কোন কোন কর্মচারিও রাজনীতির ব্যপ-দেশে অবলম্বন করিয়া থাকেন। সহৃদয়গণ ইঁহাদের অদম্য তেজের নিকট মস্তক অবনত করিবেন, সভ্যতা ও উদারতার নিকট মস্তক অবনত করিবেন; কিন্তু স্বার্থ-সাধিনী কূট রাজনীতির নিকট কখনও নতশির হইবেন না। ঈদৃশী নীতি স্বয়ং নিষ্কামত্ব প্রদর্শন করিয়াও পরস্বাপহরণে রত, অনাসক্তভাবে পরিচিত হইয়াও ভোগ লালসার আয়ত্ব এবং ন্যায়ের অনুচারিণী রূপে প্রতিভাত হইয়াও অপরের সর্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। ভবিষ্যবংশীয় মনীষিগণ এই নীতির মন্ত্রশিষ্যদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু পাঞ্জাব এই নীতির কুহকিনীমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘ-কাল জড়ত্বাবস্থায় কালাতিপাত করে নাই, যে অগ্নি তাহার হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল তাহা দীর্ঘকাল তুষানলের ন্যায় অন্তর্গূঢ়ভাবে আপনার গতি প্রসারিত করে নাই। গুরুগোবিন্দ সিংহ পাঞ্জাবের শিরায় শিরায় যে তেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহার অলৌকিক শক্তিবলে অচিরাৎ এই জড়ত্ব সজীবতায় এবং এই অন্তর্নিগূঢ় তুষানল প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। ঝিন্দনের নির্বাসনের অব্যবহিত পরেই সমস্ত পাঞ্জাব অদৃষ্টচর মন্ত্রশক্তিবলে, অপূর্ব জাতীয় জীবনের মহিমার প্রসাদে পুনর্বার এই সর্ব-সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া বিষম অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি করিল।

যখন ভ্যান্স আগন্যু ও আণ্ডারসন মুলতানে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন, সেই সময়ে লেপটেনেণ্ট এডওয়ার্ডিস্ নামে একজন তেজস্বী যুদ্ধবীর বন্নুর বন্দোবস্ত-কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ভ্যান্স আগন্যু মুলতানের দুর্গে আহত হইয়াই একজন অশ্বারোহী কসিদ (দ্রুতগামী সংবাদ-বাহক) দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তির আশায় তাঁহার ও তদধীনস্থ জেনারেল কর্টলাণ্টের নামে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র জেনারেল কর্টলাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধারে সংরক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিল। ২১শে এপ্রেলের অপরাহ্ণকালে এডওয়ার্ডিস্ দেরাগাজি খাঁর শিবিরে বসিয়া চৌর্যাপরাধের বিচার করিতেছিলেন, এমন সময়ে কসিদ দ্রুতগতিতে কর্টলাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। এডওয়ার্ডিস্ পত্রের প্রয়োজনীয়তা অবগত হইয়া উহা স্বয়ং উন্মোচন পূর্বক ভ্যান্স আগন্যুর স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলেন*। আগন্যুর এই পত্রে

* Edwardes's Punjub Frontier. vol. II, p. 75-76.

তাঁহাদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এডওয়ার্ডিস্ একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, কিরূপে বিশিষ্ট সত্বরতা-সহকারে মুলতানে উপস্থিত হইবেন, কিরূপে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে শত্রুসমষ্টির করাল গ্রাস হইতে বিমুক্ত করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি যে কার্য সম্পাদন উদ্দেশে বন্নুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর তাঁহার মনোযোগ রহিল না। এডওয়ার্ডিস্ অবিলম্বে রেসিডেন্ট স্যার ফ্রেডরিক কারির নিকট একখানি পত্র লিখিয়া স্বল্পমাত্র সৈন্য ও কামান যাহা পাইলেন, তাহা লইয়া সিন্ধু নদী উত্তরণ পূর্বক মুলতানের নিকটবর্তী লিয়া নগর অধিকার করেন। এই অভিযানের প্রাক্কালে এডওয়ার্ডিস আগন্যুর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এই পত্র পৌছিবার পূর্বেই বিপ্লবকারিদিগের অস্ত্রঘাতে আগন্যু ও আণ্ডারসনের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। এডওয়ার্ডিস লিয়া নগরে স্বদেশীয়দিগের এই শোচনীয় পরিণামের সংবাদ অবগত হন। তিনি যাহাদিগকে রক্ষা করিতে স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া মুলতানে গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা যখন বিদেশে নিহত হইলেন, তখন এডওয়ার্ডিসের প্রতিহিংসাবৃত্তি সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল, মুলতান জয় ও মূলরাজের সর্বনাশ সাধনই তিনি এক্ষণে বীজমন্ত্র স্বরূপ গণনা করিতে লাগিলেন। মুলতানের ৫০ মাইল দক্ষিণে ভাওয়ালপুর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, এই রাজ্যের অধিনায়ক ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। এডওয়ার্ডিস এতন্নিবন্ধন আশ্বস্ত হৃদয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নামে ভাওয়ালপুরের নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, নবাব সম্মত হইলেন; অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য এডওয়ার্ডিসের সহিত সম্মিলিত হইল। এতদ্ব্যতীত জেনারেল কর্টলাণ্ট ও লেপ্‌টেনেণ্ট লেক প্রভৃতি ব্রিটিশ যুদ্ধ-বীরগণ এডওয়ার্ডিসের সহকারী হইলেন। তদীয় সৈনিক-বল কেবল এই বিভিন্ন দলের সংযোগেই পরিপুষ্ট হয় নাই। লাহোর দরবারের রাজা শের সিংহের অধীনে এক দল যুদ্ধকুশল শিখসৈন্য মুলতানে প্রেরিত হইল। এডওয়ার্ডিস্ এই সমস্ত সৈন্যদল লইয়া মূলরাজের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ইতিমধ্যে স্যার ফেডরিক কারি মুলতানে একদল ইংরেজ সৈন্য পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনুজ্ঞা লাভের নিমিত্ত ২৭শে এপ্রেল প্রধান সেনাপতির নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। উষ্ণ কটিবন্ধের এই উষ্ণ-প্রধান নিদাঘ সময়ে সার্ হিউ গফ্‌, সিমলার শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন, তিনি বর্তমান সময় যুদ্ধের অনুপযোগী বলিয়া সৈন্য প্রেরণ আপাততঃ স্থগিত রাখিতে আদেশ করিলেন। গবর্নর জেনারেলও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রধানতম কর্তৃপক্ষের এই মীমাংসা রেসিডেণ্টের মনঃপূত হইল না। গবর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির সহিত সার ফেডরিক কারির এই মত-

বৈষম্য হওয়াতে হারবার্ট এড্‌ওয়ার্ডিসের হৃদয়ও সংক্ষুব্ধ হইল। মে ও জুন এই রূপে অতিবাহিত হয়। জুলাই মাসের প্রারম্ভে মুলতান-দুর্গের দৃঢ়তা ও বলবত্তা দেখিয়া এড্‌ওয়ার্ডিস সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রেসিডেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সার ফ্রেড্‌রিক্ এই বিষয় প্রধান সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন। এবারেও লর্ড গফ্ পূর্ব সঙ্কল্প হইতে অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ডেলহৌসী ও সার জন্ লিটলার নামা জনৈক সেনাপতি-শ্রেষ্ঠেরও শিরঃ সঞ্চালিত হইল। কিন্তু এবারে সার্ ফ্রেড্‌রিক্ কারি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ শাসন-সমিতির প্রধান অধিনায়কত্রয়ের যুগপৎ মস্তক সঞ্চালনে তাঁহার দৃঢ়তর সঙ্কল্প পর্যুদস্ত হইল না। তিনি ১০ই জুলাই স্তুসম্ সমরক্ষেত্রে বিজয়শ্রীকে এড্‌ওয়ার্ডিসের অঙ্কশায়িনী দেখিয়া সোৎসাহচিত্তে নিজেই সমুদয় বিষয়ের দায়ী হইয়া সাম্পসন্ হুইস নামক জনৈক সেনাপতিকে ব্রিটিশ সেনা ও কামান লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। সুতরাং অবিলম্বে ব্রিটিশ তেজ মুলতান বিধ্বস্ত করিতে অভ্যুদিত হইল।

মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত করিবার জন্য কে দায়ী? কাহার জন্য নর-শোণিতে মুলতান প্লাবিত হইল? কে যুদ্ধ মাদকতায় জ্ঞানশূন্য হইয়া দিনের জন্য নয়, মাসের জন্য নয়, জীবনের তরে হতভাগ্য মুলরাজকে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্বাসিত করিল? আমরা ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিয়া এসকল প্রশ্নের সদুত্তর দিব। মুলতান ঘটিত গোলযোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, মুলরাজ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্বীয় পদোচিত ধীরতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ধীরভাবে লাহোর-দরবারে স্বীয় অবস্থা জানাইলেন, ধীরভাবে রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পরিশেষে ধীরভাবে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শাসনকর্তার হস্তে মুলতানের শাসন-ভার সমর্পণ করিলেন। ঈদৃশী ধীরতা কখন বিশ্বাসঘাতকতার জননী হইতে পারে না, ঈদৃশী সরলতা হইতেও কখন দুরভিসন্ধি পরিস্ফুট হয় না। মুলরাজ, দুর্গের সহিত সর্দার খান সিংহ মানের হস্তে যুদ্ধোপযোগী কামান ইত্যাদিও সমর্পণ করিয়াছিলেন *। যদি মুলরাজ রণমদে উন্মত্ত হইতেন, তাহা হইলে কখনও ধীরভাবে কামান ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে সমর্পণ করিতেন না। যে দুই জন ব্রিটিশ কর্মচারী দুর্গ মধ্যে সাংঘাতিক রূপে আহত হন, মুলরাজ তাঁহাদিগের প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ভ্যান্স আগন্যু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন,

* Moostapha Khan's letter to Herbert Edwardes. A year on the Punjab Frontier, vol. II, p. 129.

মুলরাজের কোন দুরভিসন্ধিতে তাঁহারা আহত হন নাই *। মুলরাজের সদাশয়তার এরূপ বলবৎ প্রমাণ থাকাতেও কেবল সার ফ্রেড্‌রিক কারির অব্যবস্থিততায় মুলতানে সমারাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সার ফ্রেড্‌রিক্‌ মুলরাজের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট দশ বৎসরের হিসাব চাহিলেন। মুলরাজ উত্তর দিলেন, "আমি কি প্রকারে পিতৃঠাকুরের কাগজপত্র উপস্থিত করিব? তৎসমুদয় কীট-দষ্ট অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।" এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই মুলরাজের হৃদয় ঘোর নৈরাশ্য-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল, রেসিডেণ্টকে আপনার অবশ্যম্ভাবী পতনের অধিনায়ক ভাবিয়া মনঃক্ষুণ্ণ শাসনকর্ত্তা পুনর্ব্বার নম্রভাবে কহিলেন "আমি আপনার মুষ্টিমধ্যেই তো আছি ** "। মুলরাজের এই শেষোক্ত উক্তি শ্রবণে কে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধিক্কার দিবে? কে তাঁহাকে বিপ্লবকারী বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলাপ করিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এরূপ নম্রতা দর্শনেও সার ফ্রেড্‌রিক কারির হৃদয় কঠিন হইয়া রহিল, তিনি মুলরাজের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না, ভ্যান্স আগন্যু ও আণ্ডার্সন মুলতানবাসিগণের রণমত্ততায় নিহত হইলেন। ভ্যান্স আগন্যু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মুলরাজকে নির্দ্দোষী বলিয়া হারবার্ট এড্‌ওয়ার্ডিস্‌কে পত্রও লিখিলেন, তথাপি সার ফ্রেড্‌রিক কারি মুলরাজের স্কন্ধে সমুদয় দোষ-ভার নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। প্রধান সেনাপতি ও গবর্নর জেনারেলের পুনঃ পুনঃ নিষেধ বাক্যেও তিনি নিরস্ত হইলেন না। সার্‌ ফ্রেড্‌রিক কারি কে? দেওয়ানী কার্য্যের এক জন রণমূর্খ কর্ম্মচারী মাত্র। আর লর্ড গফ কে? সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ সৈন্যসমষ্টির সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক †। একজন যুদ্ধানভিজ্ঞ দেওয়ানী কর্ম্মচারী অনায়াসে এই রণপণ্ডিত অধিনায়কের বাক্য পদদলিত করিয়া মুলরাজকে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া আহ্বান করিলেন!

ইংরেজ সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া মুলতানে আসিলে মুলরাজ যখন বীরবেশ ধারণ করিলেন, তখনও তাঁহাকে দোষী করা যাইতে পারে না। রেসিডেণ্টের রণকণ্ডূয়ন

* ভ্যান্স আগন্যু আহত হইয়া বন্নুতে জেনারেল কর্টল্যাণ্ট ও হারবার্ট এড্‌ওয়ার্ডিসের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতে এই বাক্যটি ছিল:—"আমার বোধ হয় না, মুলরাজ ইহার মধ্যে আছেন"—Herbert Edwardes, A year on the Punjab Frontier, vol. II, p. 78.

** Torrens, Empire in Asia, p. 338. Comp. Arnold's Dalhousie's Administration. vol. I, pp. 65-66

† Sir Charles James Napier, Defects in the Indian Government. p. 222.

যখন অপরিহার্য হইয়া উঠিল, তখনই মূলরাজ আত্মমর্যাদা রক্ষার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; ইহা প্রকৃত বীরপুরুষের লক্ষণ। যাহাহউক মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে লাহোর-দরবার রাজনীতি তরঙ্গে পুনর্বার দোলায়িত হইতে আরম্ভ হয়। এই রাজনীতিতেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের প্রধান কারণ নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে এই কয়েকটি ধরিতে হয়:—পঞ্জাব হইতে মহারাণী ঝিন্দনের নির্বাসন, মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্ধারিত করিতে রেসিডেণ্টের অমত এবং সর্দার ছত্র সিংহের প্রতি কাপ্তেন আবট্ ও রেসিডেণ্টের দুর্ব্যবহার*।

মহারাণী ঝিন্দনকে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে নির্বাসিত করা হয়, তাহা পূর্বে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। খালসা সৈন্যগণ যাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাঁহার এইরূপ শোচনীয় নির্বাসনে তাহাদের হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। অধিক কি, পঞ্জাবের সকলেই এতন্নিবন্ধন আপনাদিগকে যার পর নাই অপমানিত জ্ঞান করে**। শিখ সেনাপতি সের সিংহ রাজ্ঞী ঝিন্দনের নির্বাসনে নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, "ইহা সকলেই ভালরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাববাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কিরূপ দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে পরলোক সুখভোগী রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত ব্যবহার করিয়াছে, এবং কিরূপ দৌরাত্ম্যে এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহারা সমস্ত প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারারুদ্ধ ও হিন্দুস্থানে নির্বাসিত করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিতেও ত্রুটী করে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এতদূর নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ আমাদের রাজ্য পূর্বাপেক্ষা গৌরবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে"†।

কাবুলের আমীর দোস্ত খাও মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি দুর্ব্যবহার শিখদিগের অসন্তুষ্টির একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তিনি কাপ্তেন আবটকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "মহারাজ দলীপ সিংহের মাতা ঝিন্দনকে কারারুদ্ধ

* Major Evans Bell, Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 102. Comp. Torrens, Empire in Asia. Chap. XXIV.

** Arnold, Delhousie's Administration, vol. I, p. 115.

† Torrens, Empire in Asia, p. 340-341. Comp. Retrospects and Prospects &c. p. 103. Punjab Papers, 1849, p. 362.

ও নির্বাসিত করাতে সমস্ত শিখ জাতি দিন দিন অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে *। অধিক কি স্বয়ং সার ফ্রেড্‌রিক কারিও ১৮৪৮ অব্দের ২৫শে মে এই বিষয়-প্রসঙ্গে গবর্নর জেনারেলকে লিখিয়াছিলেন:—"সেনাপতি সের সিংহের শিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মহারাণী ঝিন্দনের নির্বাসন শুনিয়া খালসা সৈন্য সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ঝিন্দন খালসাদিগের মাতৃ-স্থানীয় ছিলেন, তিনি যখন নির্বাসিত হইয়াছেন, এবং মহারাজ দলীপ সিংহ যখন ইংরেজদিগের হস্তে আছেন, তখন তাহারা কখনই মূলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না" **। এই সর্বজনীন বিরাগের মূলকারণ কে? কাহার দোষে সমস্ত পঞ্জাব এইরূপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে সার ফ্রেড্‌রিক কারিকেই নির্দেশ করিতেছি। সার ফ্রেড্‌রিক প্রতিনিধি-সভার সম্পূর্ণ অমতে কেবল গবর্নর জেনারেলের লিখিত অনুমতি লইয়া মহারাণী ঝিন্দনকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন ***! যিনি চিরদিন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত বন্ধুতা সূত্রে নিবদ্ধ ছিলেন, চিরদিন যাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার দেখাইয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য গবর্নর জেনারেল সেই প্রিয়বন্ধু রণজিৎ সিংহের বিধবা-পত্নীকে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপরিচিত, অজ্ঞাত স্থানে নির্বাসিত করিলেন! সৌহার্দ্যের কি বিড়ম্বনা! বন্ধুতার কি শোচনীয় পরিণাম ৭ !

কে প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন, মহারাণী ঝিন্দন গোপনে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে তাঁহার প্রতি এইরূপ নির্বাসন-দণ্ড বিহিত হইয়াছিল ৭৭। সার ফ্রেড্‌রিক কারি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতেও ঝিন্দনের প্রতি এই দোষ আরোপিত হয় ৭৭৭। কিন্তু টরেন্স প্রভৃতি অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ কহেন, যখন রেসিডেণ্টের আদেশে মহারাণীর কাগজপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন তাহার মধ্যে ষড়যন্ত্র অথবা দুরভিসন্ধি-জ্ঞাপক কিছুই পাওয়া গেল না §। এ বিষয়ে ফ্রেড্‌রিক কারিও স্বয়ং বলিয়াছেন, "যদিও ঝিন্দনের ষড়যন্ত্রে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না, তথাপি যে রূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে

* Punjab Papers, 1849, p. 512. Comp. Retrospects and Prospects &c. p. 108.

** Punjab Papers, 1849, p. 179. Comp. Retrospects and Prospects &c, p. 108.

*** Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 103.

৭ Retrospects and Prospects &c. p. 106.

৭৭ History of the Sepoy War, vol. I, p. 30.

৭৭৭ Retrospect and Prospects &c. p. 104. Comp. Punjab Papers 1849, p. 10[illegible]

§ Empire in Asia, p. 243. Comp. Retrospects Prospects &c, pp. 107-108. Punjab PaPers, 1849, pp. 203, 30[illegible]

ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থ এ বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ-দোলায়মান হইবার অবকাশ নাই" *। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, সার ফ্রেড্রিক কারি মহারাণী ঝিন্দনকে নির্বাসিত করিয়া ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহকে হস্তে রাখিয়া কার্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। গবর্নর জেনারেল মহারাণী ঝিন্দনকে কেবল নির্বাসিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বার্ষিক বৃত্তিও ন্যূনতর করিয়া দিয়াছিলেন। বাহরাওল সন্ধির নিয়মানুসারে ঝিন্দনের বার্ষিক বৃত্তি ১,৫০,০০০ টাকা নিরূপিত হইয়াছিল। সেখপুরে কারারোধের সময় উহা কমাইয়া ৪৮,০০০ টাকা করা হয়। পরিশেষে বারাণসীতে নির্বাসন-সময়ে লেখনীর আর এক আঘাতে ৪৮ সহস্রের অঙ্ক দ্বাদশ সহস্রে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত কারাবন্দিনী বলিয়া রেসিডেণ্ট ঝিন্দনের সমুদয় অলঙ্কার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেন **। এইরূপে রাজবনিতা ও রাজমাতার প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল, এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের প্রথম কারণ ইতিহাস-হৃদয়ে স্থান পরিগ্রহ করিল। রণজিৎ-রাজ্যের সকলেই মহারাণীর এই নির্বাসন আপনাদের জাতীয় অবমাননা এবং মহারাজ দিলীপ সিংহের সিংহাসন-চ্যুতি ও পঞ্জাবরাজ্য-বিধ্বংসের পূর্বলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিল †। যে রণজিৎ সিংহের জীবিত সময়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট মিত্রভাবে হৃদয়ের সারল্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন, সেই রণজিৎ সিংহের অবর্তমানে তদীয় পত্নী নির্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। অদ্য রণজিৎ-মহিষী ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কারাবন্দিনী, অদ্য রণজিৎ-তনয় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ক্রীড়াপুত্তল। জগৎ এরূপ মিত্র-দ্রোহিতা কখনও মার্জনা করিবে না, ঐতিহাসিকগণও ন্যায়ের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে কখনও ঈদৃশ কার্যের প্রশ্রয় দিবেন না।

শিখ যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ, দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্ধারিত করিতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অমত। সর্দার ছত্রসিংহ হাজরার শাসনকর্তা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও গুণবৃদ্ধ বলিয়া শিখ-সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র শিখসেনাপতি সের সিংহও উদার-প্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন। মহারাজ দলীপ সিংহের সহিত এই সর্দার ছত্র সিংহের দুহিতা অথবা সের সিংহের ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধকর্তা বিবাহের দিন অবধারিত করিতে লাহোর-দরবারে রেসিডেণ্টের নিকট যথাবিধি আবেদন করেন। সেনাপতি সের সিংহ মেজর এড্ওয়ার্ডিসের সাহায্যার্থ মুলতানে

* Empire in Asia. p. 342.

** Empire in Asia, p. 343. Comp. Retrospects and Prospects &c. pp. 106, 107, 108. Punjab Papers, 1849, pp. 179, 577, 263, 575.

† Retrospects and Prospects &c. p. 109.

প্রেরিত হইয়াছিলেন, ভগিনীর বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এড্‌ওয়ার্ডিসের অনেক কথোপকথন হয়। এড্‌ওয়ার্ডিস্, রণদক্ষতার সহিত প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতায় অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি ২৮শে জুলাই প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে পূর্বোক্ত আবেদনের সমর্থন ও সর্দার সের সিংহের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া রেসিডেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখেন*। পত্রে উল্লেখ থাকিল, "এক্ষণে সকলেই প্রকাশ করিতেছে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট শীঘ্রই বর্তমান গোলযোগ ও সৈন্যগণের অসদ্ব্যবহারের কারণ প্রদর্শন করিয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন, এই সময়ে যদি মহারাজকে একটি মহারাণীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে সন্ধি রক্ষা করিতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিশেষ যত্ন আছে বলিয়া সাধারণের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ লোকের মন আশ্বস্ত হইবে"**। সার ফ্রেড্‌রিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারের সদস্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন; স্বীকার করিলেন, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট মহারাজ, তাঁহার বিবাহপাত্রী এবং তৎপরিবারবর্গের সম্মান ও সুখ বর্ধন করিতে বিলক্ষণ সমুৎসুক আছেন †। কিন্তু তিনি মেকিয়াবেলির যে কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না। মেকিয়াবেলির মন্ত্র-শিষ্য পুনর্বার অনন্যেয় রাজনীতির চাতুরী প্রদর্শন করিয়া লিখিলেন, "দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে, পঞ্জাবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। কন্যাপক্ষ ও দরবারের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে; এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই §।" যাঁহারা সরল প্রকৃতি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাঁহাদের সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা আপনাদের ন্যায় রেসিডেণ্টের এই লিখন ভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্বোধ্য রাজনীতির রহস্যোদ্ভেদে সক্ষম, যাঁহাদের মস্তিষ্কের সজীবতায় মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্তী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সংসার-বিরাগী উদাসীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন; পক্ষান্তরে সংসার-বিরাগী উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্তীর পদে সমাসীন হইয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড চালনা করিতেছেন; তন্তুবায়-কর-সঞ্চালিত তূরীর ন্যায়

* Retrospects and Prospects &c. p. 110. Comp. Empire in Asia, p. 343.

** Ibid. p. 111. Comp. Punjab Papers, 1849, pp. 270, 271. Empire in Asia, pp. 343-344.

† Retrospects and Prospects. &c. p. 111. Comp. Empire in Asia, p. 344.

§ Retrospects and Prospects of Indian Policy, pp. 111-112. Comp. Punjab Papers, 1849. pp. 272, 273, and Empire in Asia, p. 334.

একবার এক রাজ্য একের করতলস্থ হইতেছে, পুনর্বার তাহা অপরের দিকে সঞ্চালিত হইতেছে; তাঁহারা অনায়াসেই উত্তর লিখন-ভঙ্গীতে রেসিডেণ্টের হৃদয়ের তরঙ্গাবর্ত্ত দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিবেন। বুঝিতে পারিবেন, রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া তেজস্বী সের সিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ করিতে সম্মত নহেন, বুঝিতে পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ দিতে এখনও লাহোর-দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখ-হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অদ্য যাহা রণজিৎ-রাজ্য বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে, কল্য তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সর্বত্র ব্রিটিশ ভাব, ব্রিটিশ আচার ও ব্রিটিশ নীতির ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে।

কঠোর-প্রকৃতি রেসিডেণ্টের এই কঠোর উত্তর মুলতানে পৌছিল। উত্তর পাইয়া হারবার্ট এড্ওয়ার্ডিস্ সর্দার সের সিংহকে জানাইলেন, সের সিংহ উহা আবার হাজরাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার নিকট লিখিলেন। সর্দার ছত্র সিংহ ইহার পূর্বেই মহারাণী ঝিন্দনের কারারোধ দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রেসিডেণ্টের দুর্মতি বশতঃ তনয়ার বিবাহের গোলযোগ দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি শত গুণে বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, রেসিডেণ্ট গোপনে গোপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই পঞ্জাব কোম্পানীর মুল্লুক হইবে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে স্বদেশবৎসল বৃদ্ধ শিখ সর্দারের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তম জন্মভূমিকে এই আশঙ্কিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত শেষ রক্তবিন্দু তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন তিনি পঞ্জাবের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন। এইরূপ ক্ষুব্ধহৃদয়, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও সর্দার ছত্র সিংহ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তিনি সন্ধির নিয়ম যথাবৎ রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হইল না, ছত্র সিংহ ঘোরতর অপদস্থ ও অপমানিত হইলেন। এই অপদস্থতা ও অপমানই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের তৃতীয় ও সর্বশেষ কারণ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সর্দার ছত্র সিংহ হাজরার শাসন-কর্তা ছিলেন। কাপ্তেন আবট্ নামে রেসিডেণ্টের জনৈক সহকারী তথায় তাঁহার ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা-দাতা হন। কাপ্তেন আবট্ নিতান্ত সন্দিগ্ধ ও অকর্মণ্য ছিলেন। অনুচিত বিদ্বেষ-ভাব তাঁহার হৃদয় এরূপ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি এদেশীয় সকলকেই বিষনয়নে চাহিয়া দেখিতেন। বর্তমান বর্ণনীয় ঘটনার এক বৎসর পূর্বে আবট্ দেওয়ান জোয়ালাসাহি নামে একজন শিখশ্রেষ্ঠের প্রতি সন্দেহ করিয়া নিতান্ত অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেন। তাৎকালিক রেসিডেণ্ট সার হেন্‌রী লরেন্স আবটের এই কার্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া

গবর্নর জেনারেলকে লিখেন ঃ —"কাপ্তেন আবট্‌ একজন উৎকৃষ্ট কর্মচারী, কিন্তু তিনি সমুদয় বিষয়ই বিরুদ্ধভাবে দেখেন। আমি বোধকরি, তিনি না বুঝিয়া দেওয়ান জোয়ালাসাহির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।" এই দেওয়ান জোয়ালাসাহির সম্বন্ধে হেন্‌রী লরেন্স লিখিয়াছেন, "আমি কেবল একজন এতদ্দেশীয়কে ভাল বলিয়া জানি। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সময় অনুসারে তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন সম্মানার্হ ও সক্ষম ব্যক্তি *।" কেবল জোয়ালাসাহির বিষয়েই কাপ্তেন আবটের অত্যাচার তিরোহিত হয় নাই। সার ফ্রেড্‌রিক কারির সময়ে অন্যতম শিখ সর্দার ঝন্দা সিংহও আবটের বিষনয়নে পতিত হন। সার ফ্রেড্‌রিক এতন্নিবন্ধন আবট্‌কে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তাঁহার (আবটের) সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। যে সর্দারের প্রতি সন্দেহ করা হইয়াছে, তিনি একান্তমনে ও সাবধানতা-সহকারে আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন **।" এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত পরদ্বেষী ব্যক্তি ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ হঠ-প্রকৃতি ও অধীর-স্বভাব ব্যক্তির হস্তে গুরুতর রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত মন্ত্রণার ভার সমর্পিত হইয়াছিল।

নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, স্বভাব সমুদয় গুণ অতিক্রম করিয়া মাথায় উঠিয়া থাকে। কাপ্তেন আবট্‌ ইহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ-স্থল। সার হেন্‌রী লরেন্স ও সার ফ্রেড্‌রিক কারির নিকট তিরস্কার পাইয়াও আবটের চরিত্র-দোষ অপগত হয় নাই। মুলতান-বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কাপ্তেন আবটের সন্দিগ্ধ হৃদয়ে আবার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি বিশ্বাস করিলেন, সর্দার ছত্র সিংহ মূলরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইংরেজদিগকে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টায় আছেন। এই সন্দেহ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি ছত্র সিংহকে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বাসস্থান ছত্র সিংহের আবাস-বাটীর ৩৫ মাইল দূরে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুদয় সংস্রব বন্ধ করিয়া দিলেন†।

সর্দার ছত্র সিংহ প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত সাধু-প্রকৃতি ছিলেন। সার জন লরেন্স (এক্ষণে লর্ড লরেন্স) একদা কহিয়াছিলেন, "ছত্র সিংহ নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব

* Retrospects and Prospects of Indian policy, p. 113. Punjab Papers, 1849, p. 30. Comp. Empire in Asia, p. 344.

** Retrospects and Prospects &c, p. 114, Empire in Asia, p. 345. Punjab Papers, 1849. p. 328.

† Retrospects and Prospects &c p, 113. Empire in Asia, pp. 344-345. Punjab Papers, 1849, pp. 279, 285.

প্রাচীন ভাল মানুষ *।" কিন্তু কাপ্তেন আবট্ যাঁহার প্রতি সন্দেহ করেন, তাহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে সহস্র প্রমাণ থাকিলেও তিনি তাহাতে আস্থাবান্ হন না। সুতরাং ছত্র সিংহের প্রতি আবটের যে বিদ্বেষভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, লরেন্স প্রভৃতির বাক্যে তাহা বিনষ্ট হইল না।

একদল সৈন্য সুলতান যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ছত্র সিংহের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পাক্লি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কাপ্তেন আবট্ অতর্কিতরূপে, শাসন-কর্তার অজ্ঞাতসারে, হাজরার সশস্ত্র মুসলমান কৃষকদিগকে দলবদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া উক্ত সৈন্যদলের গতিরোধ করেন। ৬ই আগস্ট এই রণ-দুর্মদ মুসলমান সৈন্য ছত্র সিংহের বাসস্থান হরিপুর অবরোধ করে **। ছত্র সিংহের অধীনে কাপ্তেন কানোরা নামক একজন মার্কিন দেশীয় হাজরার সেনাপতি ছিল। ছত্র সিংহ আক্রমণকারীদিগকে শাসন করিতে তাহাকে আদেশ করেন। কানোরা বলিল, কাপ্তেন আবটের অনুমতি ব্যতীত সে উহাদিগের বিরুদ্ধে যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয় বার আদেশ হইল, বলা হইল, "কাপ্তেন আবট্ অবগত নহেন কামান সকল বিদ্রোহিগণের করতলস্থ হইয়া কিরূপ অনর্থ ঘটাইবে।" এবারেও অবাধ্য সেনাপতি শাসনকর্তার বাক্যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিল। কানোরার অসম্মতিতে দুইদল শিখ পদাতিক সর্দারের আদেশ প্রতিপালনার্থ প্রেরিত হইল। কানোরা আপনার কামান সকল গোলারাশিতে পরিপূর্ণ করিয়া, হাবিলদারদিগকে উহা ছুড়িতে অনুমতি দিল। হাবিলদারগণ অসম্মত হইল। কানোরা তাহাদিগের একজনকে স্বীয় তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া স্বয়ং গোলা-পূর্ণ কামানে আগুন দিল, সৌভাগ্যক্রমে কামানের সন্ধান ব্যর্থ হইল। কানোরা পুনর্বার দুইজন শিখ সৈনিকের প্রতি পিস্তল ছুড়িল। ইতিমধ্যে সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া গুলি করিয়া কানোরাকে নিহত করিল †। অপক্ষপাতী বিচারক মাত্রেই কানোরার এই শাস্তি ন্যায়সঙ্গত বলিবেন। কিন্তু কাপ্তেন আবট্ ইহা পেশোরা সিংহের হত্যার ন্যায় গুপ্ত-হত্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেন ††, এবং হত্যাকারী বলিয়া ছত্র সিংহের প্রতি সমুদয় দোষ

* Retrospects and Prospects, &c. p. 114. Comp. Empire in Asia. p. 345. Punjab Papers. p. 334,

** Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 115-116. Comp. Empire in Asia, p. 345.

† Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 116. Empire in Asia, 346. Punjab Papers, 1849, pp. 280. 301, 303.

†† Ibid, p. 116, Punjab Papers. p. 302. যে কয়েক ব্যক্তি রণজিৎ সিংহের দায়াদ বলিয়া পঞ্জাবের সিংহাসন প্রার্থনা করেন, পেশোরা সিংহ তাঁহাদিগের অন্যতম। ইনি ও ইহাঁর ভ্রাতা কাশ্মীরা

দিয়া রেসিডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন। সার ফ্রেড্‌রিক কারি উপস্থিত বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশিষ্ট ধীরতা ও গাম্ভীর্যসহকারে কাপ্তেনের অভিযোগ অসঙ্গত করিয়া উল্লেখ করিলেন। তিনি আবটকে স্পষ্ট লিখিলেন, "উপস্থিত বিষয় আপনি যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্দার ছত্র সিংহ প্রদেশের শাসনকর্তা। সমস্ত ফৌজদারী কার্য তাঁহার অধীনে আছে। শিখ সৈন্যদলের সমুদয় কর্মচারী তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে বাধ্য। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কি প্রকারে কনোরার হত্যা পেশোরা সিংহের হত্যার ন্যায় ঘোর নিষ্ঠুরতাজনক গুপ্ত হত্যা বলিয়া নির্দেশ করিলেন"*। যখন হাজরার এই গোলযোগের সংবাদ মুলতানে উপস্থিত হইল, তখন পিতার প্রতি কাপ্তেন আবটের দুর্ব্যবহারে সের সিংহ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। মেজর এড্‌-ওয়ার্ডিস স্পষ্ট বলিয়াছেন, "সের সিংহ তাঁহার পিতার পত্র দেখাইয়া এসম্বন্ধে বিলক্ষণ ধীরতা সহকারে অনেকক্ষণ কথোপকথন করেন, এবং তাঁহার পিতা এ বিষয়ে যে সমস্ত কার্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তদ্বিষয় বিচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন"**। রেসিডেণ্টের এই প্রাথমিক ধীরত্ব ও অপক্ষপাতিতায় বোধ হইয়াছিল, তিনি এইরূপ ধীরতা ও অপক্ষপাতিতা রক্ষা করিয়া সর্দার ছত্র সিংহকে উপস্থিত গোলযোগ হইতে অব্যাহতি দিবেন, এবং সর্দার ছত্র সিংহ আত্মরক্ষার্থ বিদ্রোহাদিগের দমন জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়া ন্যায়ের দণ্ড চালনা করিবেন। কিন্তু ঈদৃশ কোন অব্যাহতি ছত্র সিংহকে দেওয়া হইল না, ঈদৃশ কোন বিচার রেসিডেণ্ট হইতে নিষ্পন্ন হইল না। ছত্র সিংহ ধীরতার পরিবর্তে অধীরতা ও অপক্ষপাতিতার পরিবর্তে পক্ষপাতিতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিতান্ত অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া উঠিলেন।

সিংহ স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্য স্যালকোটে লাহোর দরবারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। ১৮৪৫ অব্দের মার্চ মাসে পেশোরা সিংহ পুনর্বার অস্ত্র ধারণ করেন। অদৃষ্টের বহুবিধ পরিবর্তনের পর জুলাই মাসের শেষে তিনি সিন্ধুর তীরবর্তী আটকের দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু ইহার একমাস পরে ছত্র সিংহের অধীনস্থ সৈন্যগণ ইহাঁকে অবরুদ্ধ করে। লাহোর-দরবারের তদানীন্তন উজীর মহারাণী ঝিন্দনের ভ্রাতা জহোর সিংহের আদেশে ইহাঁকে কারাগারে বধ করা হয়। এতন্নিবন্ধন সৈন্যগণ উদ্রিক্ত হইয়া জহোর সিংহকে গুলি করিয়া বধ করে। ইহাতে বোধ হয় এই হত্যার সম্বন্ধে সর্দার ছত্র সিংহ দোষী নহেন। Lionel James Trotter's History of the British Empire in India, vol. I, pp. 42-43. Comp. Retrospects and Prospects &c. p 116, note.

* Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 117, Punjab Papers, 1849, p. 313.

** Ibid pp. 123-124, Punjab Papers, 1849, p. 294. Empire in Asia, p. 347.

সার্ ফ্রেড্‌রিক কারির নিয়োগ অনুসারে কাপ্তেন নিকল্‌সন্ উপস্থিত ব্যাপারের শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কাপ্তেন আবটের সমর্থনকারী হইয়া ২০শে আগস্ট রেসিডেণ্টকে লিখিলেন, "সর্দার ছত্র সিংহের ব্যবহার সাতিশয় ভয়ঙ্কর ও শঙ্কাজনক। আমার বিবেচনায় নিজামতি হইতে পদচ্যুতি ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত করাই তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। আমি বোধ করি, আপনি এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন *।"

রেসিডেণ্ট বিনা আইনে, বিনা বিচারে এই কঠোর শাস্তির অনুমোদন করিয়া ২৩শে আগস্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের নিকট পত্র লিখিলেন, সুতরাং দণ্ডানুসারে ছত্র সিংহকে নিজামতি হইতে পদচ্যুত ও তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হইল **।

এইরূপে বৃদ্ধ সর্দার ছত্র সিংহ ব্রিটিশ রাজনীতির দুরবগাহ কৌশলে জড়িত হইয়া কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত হইলেন। যে দিন রেসিডেণ্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের প্রস্তাবিত দণ্ডের অনুমোদন করেন, সেই দিনই তিনি মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্‌কে লিখিয়াছেন, "সর্দার ছত্র সিংহ যে কার্য করিয়াছেন, তাহা কেবল কাপ্তেন আবটের অবিশ্বাস ও ভয়ে করা হইয়াছে, অন্য কোন কারণে নহে। লেপ্টনেণ্ট নিকল্‌সন্ ও মেজর লরেন্স এ বিষয়ে আমার সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছেন ***। তিনি ইহার পূর্বে প্রধান সেনাপতিকেও লিখেন "লেপ্টনেণ্ট নিকল্‌সন কানোরার মৃত্যু, হত্যার মধ্যে পরিগণিত করিতেছেন। তাঁহার মতে ছত্র সিংহই এই হত্যাকারিগণের অধিনায়ক। ইহাতে আমার বোধ হয়, তিনি কানোরার মৃত্যুর যথাবৎ বৃত্তান্ত অবগত নহেন" †। এতদ্ব্যতীত যে দিন রেসিডেণ্ট ছত্র সিংহের কর্ম্মচ্যুতির অনুমোদন করিয়া নিকল্‌সনের নিকট পত্র প্রেরণ করেন, তাহার পর দিন (২৪শে আগস্ট) আবার কাপ্তেন আবটের কার্যের অনুমোদন ও কানোরার মৃত্যু গুপ্ত-হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই ††। রেসিডেণ্ট এক দিকে সর্দার ছত্র সিংহকে নির্দোষী বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন, অপর দিকে নিকলসনের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করিলেন।

---

* Retrospets and Prospects, &c. p. 126. Punjab Papers, 1849, p. 295.

** Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 126, Punjab Papers, 1849, p. 297.

*** Retrospects and Prospects &c. p. 126. Punjab Papers, p. 297.

† Ibid. 129. Ibid, p. 286.

†† Ibid, 126 Ibid, p. 316.

৫ই সেপ্টেম্বর রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিষয় প্রসঙ্গে গবর্নমেণ্টে লিখেন—"আমি ছত্র সিংহকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে ও সম্মান রক্ষা করিয়া তদীয় কার্য-পদ্ধতির যথাবৎ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম" *। যাঁহাকে নির্দোষী বলিয়া প্রধান সেনাপতি ও কাপ্তেন আবট্ প্রভৃতির নিকট পত্র লিখিত হইল, তিনি আবার কিরূপে প্রাণদণ্ডার্হ হইলেন যে, রেসিডেণ্ট উক্ত দণ্ড হইতে অব্যাহিত দিতে প্রতিশ্রুতি হইয়াছিলেন? যাঁহার প্রতি হঠাৎ এরূপ গুরুতর দণ্ড প্রয়োজিত হইল, সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার কার্যের অনুসন্ধানই বা কিরূপে হইল? অধিক কি ছত্র সিংহকে এরূপ কথাও বলা হইল না যে, যদি তিনি আত্মদোষ ক্ষালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে **। প্রস্তাবিত বিষয়ে সার ফ্রেড্‌রিক কারির প্রত্যেক কার্যই এইরূপ পূর্বাপর সঙ্গতি-বিরুদ্ধ।

যখন ছত্র সিংহ রেসিডেণ্টের নিকট আপিল করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না, যখন তাঁহার কার্যের যথাপদ্ধতি বিচার হইল না, তখন তিনি ইংরেজদিগকে ঘোর দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। মহারাণী ঝিন্দনের শোচনীয় নির্বাসন ও মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহে রেসিডেণ্টর অসম্মতিতে তিনি ইহার পূর্বেই ব্রিটিশ কার্য-প্রণালীর প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের ঈদৃশ অপমান ও অপদস্থতায় তাঁহার সেই বিরক্তি শতগুণে বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উদরসাৎ হইবে, শীঘ্রই তাঁহাদিগের ধর্মলোপ ও সম্ভ্রম নষ্ট হইবে। ছত্র সিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজের পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া স্বীয় ধর্ম এবং স্বীয় জন্মভূমির উদ্ধারার্থ শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর সের সিংহ পিতার নিকট হইতে তাঁহার দুর্গতির সংবাদ পাইলেন। এই শোচনীয় সংবাদে তাঁহার মন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি আর ইংরেজদিগকে বন্ধুভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন না। ১৪ই সেপ্টেম্বর লাহোরে তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিলেন, তিনি আপনাদের ধর্ম ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন ***। বীরতনয়, বীর পুরুষের এই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। ৭ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সৈন্য মুলতান-দুর্গ আক্রমণ করিল, ১১ই

* Ibid, p. 127, 127. Punjab Papers, 1849, p. 320.

** Retrospects and Prospects &c. p. 127.

*** সের সিংহ ১২ই কি ১৩ই এইরূপ সঙ্কল্প করেন। Edwardes, A year on the Punjab Frontier, vol. II, p. 606. Empire in Asia, pp. 347-348.

সেপ্টেম্বর সের সিংহ দলবল সমভিব্যাহারে মুলরাজের সহিত মিলিত হইয়া আপনার পত্রের যাথার্থ্য রক্ষা করিলেন।

সের সিংহ পূর্বাবধি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত সের সিংহ বিলক্ষণ প্রভুপরায়ণ ছিলেন, এবং তিনি অধীনস্থ লোকদিগকে রাজানুরক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন *। সের সিংহের সদ্ব্যবহারের ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু সার ফ্রেড্রিক কারি ও কাপ্তেন আবটের অব্যবস্থিততায় এই তেজস্বী বীর পুরুষ ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কে জন্মদাতা প্রতিপালন-কর্তার অপমান ধীরভাবে চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হয়? কোন্ তেজস্বী ব্যক্তি আত্মমর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া পর পদ লেহন করিয়া থাকে?

সের সিংহ ব্রিটিশ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, মুলরাজ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এক্ষণে এই অতর্কিত ঘটনা দেখিয়া তিনি সের সিংহের প্রতি যথোচিত বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত আপনার সৈন্যদিগকে শত্রুর সম্মুখীন ও প্রাচীরের উপরিভাগে দণ্ডায়মান করিয়া দিলেন †। সুতরাং সের সিংহ কিছু দিনের মধ্যেই মুলরাজের সন্দেহে বিরক্ত হইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য আপনার সৈন্য সহিত মুলতান হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া মুলতানে উপস্থিত হইলে ২৬শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ সৈন্য পুনর্বার নগর আক্রমণ করে। ১৮৪৯ অব্দের ২রা জানুয়ারি ইহাদিগের গোলায় নগর বিধ্বস্ত হয়। মুলরাজ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট বীরত্ব ও দক্ষতা সহকারে আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু পরিশেষে সৈন্য-সমষ্টির বিশৃঙ্খলা দোষে তাঁহার পরাজয় হয়। সুতরাং তিনি ২২শে জানুয়ারি বিজেতার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

এইরূপে মুলতান বিধ্বস্ত হইল, এইরূপে মুলরাজ পরাজিত ও নির্বাসিত হইলেন। কিন্তু ছত্র সিংহ ও সের সিংহের হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা নির্বাপিত হইল না। মুলতান পতনের পূর্বে ১৮৪৮ অব্দের ২২শে নবেম্বর রামনগরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্য পরাজিত প্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করে। সের সিংহ এক্ষণে ৬০টি কামান ও ৩০

১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দ

* Empire in Asia, p. 347, Comp. A year on the Punjab Frontier vol. II. pp. 588-589.

† A year on the Punjab Frontier, vol. II. p. 621.

হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এই সৈন্য-দল লইয়া তিনি চিলিয়ানওয়ালার নিকট শিবির সন্নিবেশিত করেন।

মুলতান-ঘটিত গোলযোগের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সার হেন্‌রী লরেন্স পুনর্বার ভারতবর্ষে আসিয়া ১০ই জানুয়ারি লর্ড গফের শিবিরে উপস্থিত হন। কিন্তু সে সময়ে সার ফ্রেড্‌রিক কারির কার্য-কাল শেষ না হওয়াতে হেন্‌রী লরেন্সকে প্রধান সেনাপতির অবৈতনিক এডিকং হইয়া শিবিরে থাকিতে হয়। এদিকে ব্রিটিশ সৈন্য ১৩ই জানুয়ারি চিলিয়ানওয়ালায় সমুপস্থিত হয়। শিখ সেনাপতি সের সিংহ অপূর্ব সামরিক কৌশল সহকারে সেনা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ উপস্থিত হইলে এই সন্নিবিষ্ট সৈন্যদল অসাধারণ বিক্রম সহকারে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জেনারেল কাম্পবেল্ (লর্ড ক্লাইভ) ও জেনারেল পেনিকুইক দুইদল পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কতা করিতেছিলেন, সের সিংহের সৈন্যের পরাক্রমে এই অধিনায়ক-দ্বয়ের সৈনিক দল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ দুইদল অশ্বারোহী সৈন্য সম্মুখ-ভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, অল্পসংখ্যক রণমত্ত শিখ অশ্বারোহীর অমিত পরাক্রমে এই সৈন্যশ্রেণীও বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। বিজয়শ্রী সের সিংহের পক্ষ অবলম্বন করেন। ব্রিটিশ পতাকা শত্রুর করগত, ব্রিটিশ কামান অধিকৃত, ব্রিটিশ অশ্বারোহী পলায়িত ও ব্রিটিশ পদাতিক বিধ্বস্ত হয়। সেনাপতি সের সিংহ বীরত্বাভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া তোপধ্বনিতে চতুর্দিক কম্পিত করেন *।

এইরূপে চিলিয়ানওয়ালার সমরের অবসান হয়। যাঁহারা ওয়াটার্লুর ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া অলোকসামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে হতসর্বস্ব ও হতগৌরব করিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্য চিলিয়ানওয়ালায় আর্যতেজ, আর্যসাহস, ও আর্যবীর্যবত্তার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এই লোকাতীত বীরত্বের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণ-

* ব্রিটিশ লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, চিলিয়ানওয়ালায় শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া অনেক ক্ষতি সহ্য করে। Lieutenant-General Sir George Lawrence's Forty Three years in India, p. 263.

ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গফ্ও এই যুদ্ধে আপনাকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। J, M, Ludlow's, British India, its Races and its History, vol. II, p. 164.

কিন্তু এই নির্দেশ সমীচীন নহে। প্রকৃতপক্ষে সের সিংহই যুদ্ধে জয়ী হন। Marshman's History of India p. 465. Comp. Kaye's Sepoy War, vol I. p 42.

তরঙ্গায়িত গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় গ্রীক্ সেনাপতিদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে বলিব, হলদিঘাট ভারতবর্ষের থর্মাপলী, আর এই চিলিয়ানওয়ালা ভারতবর্ষের মারাথন। মেওয়ারের প্রতাপ সিংহ ভারতের লিওনিদাস্; আর এই সের সিংহ ভারতের মিলতাইদিস্। ইতিহাসে থর্মাপলী ও মারাথন কিছু সামান্য যুদ্ধ-ক্ষেত্র নহে, লিওনিদাস্ ও মিলতাইদিস্ কিছু সামান্য যুদ্ধবীর নহেন। যদি পৃথিবীতে কোন পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ বর্তমান থাকে, যদি পবিত্র স্বাধীনতার পবিত্র ধ্বজার কোন বিলাস-ক্ষেত্র থাকে, তাহা হইলে তাহা সেই থর্মাপলী ও মারাথন্। যদি কোন বীরপুরুষ বীরেন্দ্র-সমাজের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীনপরাক্রম মহাপুরুষ অলোকসামান্য দেশানুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেবসমিতিতে অপ্সরাদিগের বীণানিন্দিত মধুরস্বরে স্তুত হইয়া থাকেন, তবে তিনি সেই লিওনিদাস্ ও মিলতাইদিস। এই থর্মাপলা ও মারাথনের সহিত হলদিঘাট ও চিলিয়ানওয়ালা এবং এই লিওনিদাস্ ও মিলতাইদিসের সহিত প্রতাপ সিংহ ও সের সিংহের নাম গ্রথিত করা ভারতবর্ষের অল্প গৌরব ও অল্প বীরত্বের পরিচয় নহে। ফলে চিলিয়ানওয়ালা ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল লীলা করিবে,—ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। সের সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র সমাজে প্রাণগত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমরশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

কিন্তু সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরদিন এক জনের পক্ষে থাকেন না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে, অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় একবার ঊর্দ্ধে পুনর্বার অধোগামী হইয়া ইহলোকে সংসারের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে। সের সিংহ চিলিয়ানওয়ালায় যে বিজয়বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হন, গুজরাটে তাহা বিচ্যুত হয়। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যের দৃষ্টি পরিহার করিয়া চিলিয়ানওয়ালা হইতে গুজরাটে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হন। এদিকে জেনারেল হুইসও মুলতান হইতে প্রত্যাগত হইয়া লর্ড গফের দল পরিপুষ্ট করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি গুজরাটে পুনর্বার উভয় পক্ষের সংগ্রাম হয়। এবার বিজয়লক্ষ্মী ব্রিটিশ সেনাপতির করতলগত হন। ছত্রসিংহ ও সের সিংহ আর যুদ্ধ না করিয়া ১৪ই মার্চ বশ্যতা স্বীকার করেন। ৩৫ জন সর্দার ও ১৫,০০০ সৈন্যের অস্ত্র বিজেতার হস্তে সমর্পিত হয়।

এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ শেষ হইল। লর্ড ডেলহৌসী এই অবসরে সর্বগ্রাসক মুখ ব্যাদান করিলেন। ইলিয়ট সাহেব গবর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হইয়া লাহোর-

দরবারে প্রেরিত হইলেন। সার্ ফ্রেড্রিক কারির কার্যকাল শেষ হওয়াতে সার হেন্‌রী লরেন্স পুনর্বার রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলিয়ট তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ২৮শে মার্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে আহ্বান করিলেন। তৎপর দিন (২৯শে মার্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এই শেষ বার পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীননাথ এই অত্যাচার নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া শিখরাজ্য রক্ষা করিতে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডেলহৌসীর ঘোষণা-পত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিৎ-দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড়িল। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বাক্য সফল হইল। পঞ্জাব রাজ্য ভারত-মানচিত্রে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল *।

৩০শে মার্চ ডেলহৌসীর এই ঘোষণাপত্র ফিরোজপুর হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রিটিশাধিকৃত স্থান সমূহে প্রচারিত হয়। ৫ই এপ্রিল গবর্নর জেনারেল মহারাজ দলীপ সিংহকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা দিবার অনুমোদন করেন। যে লোক-প্রসিদ্ধ কোহিনুর হীরক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লবে রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, রণজিৎ যাহা অতি গৌরবে বাহুতে ধারণ করিতেন, ডেলহৌসী অদ্য "পাঁচ জুতি" মূল্য দিয়া তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহ হইতে গ্রহণ করিলেন †।

কে সাহেব স্বপ্রণীত সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "লর্ড ডেলহৌসী যে, মহারাজ দলীপ সিংহকে নানা বিপদ ও চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহাকে একটি বৃত্তি

* Empire in Asia, p. 351.

† কোহিনুরের ইতিবৃত্ত নিতান্ত অদ্ভুত। কিম্বদন্তী অনুসারে এই মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপর ইহা উজ্জয়িনী রাজের শিরোভূষণ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালবদেশ অধিকার করিয়া ইহা প্রাপ্ত হন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংস হইলে এই মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর নাদির সাহ মোগল সম্রাট মহম্মদ সাহকে পরাজিত করিয়া এই মণি গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহাম্মদ সাহ ইহা প্রাপ্ত হন। আহাম্মদ সাহের পরলোক প্রাপ্তির পর ইহা তদীয় উত্তরাধিকারী সা সুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সা সুজাকে পরাজিত করিয়া এই মণি গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনে রহিয়াছে। কথিত আছে, একদা ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি কোহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে রণজিৎ সিংহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ইস্কা কিমৎ পাঁচ জুতি।" অর্থাৎ সবলেই ইহা পূর্বাধিকারীর নিকট হইতে বল পূর্বক কাড়িয়া লইয়াছে। Vide Encyclopaedia Britannica (Eighth Edition) vol. II, p. 4-5.

নির্ধারিত করিয়া দিলেন, ইহা তাঁহার "রক্ষে সুখময় পরিবর্ত্তন হইল" *। সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেই কে সাহেবের এই বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইবেন।

কালের কি অচিন্ত্য প্রভাব। নিয়তি-নেমির কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন! যে পঞ্চনদে আর্য মহর্ষিগণ "প্রশস্ত-হৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া জলদ-গম্ভীর মধুরস্বরে সামগান করিতেন, যে পঞ্চনদের নির্জন গিরিগহ্বরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া যোগরত আর্য তাপসগণ সৃষ্টির প্রাণরূপিণী পরমাশক্তির ধ্যানে সংযতচিত্ত থাকিতেন" যে পঞ্চনদে রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহ যুদ্ধদুর্মদ জাতিকে বশীভূত করিয়া পরমসুখে রাজ্য শাসন করিতেন, অদ্য সেই পঞ্চনদ ব্রিটেনিয়ার করায়ত্ত, অদ্য সেই পঞ্চনদ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত। "প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে" সে পূর্বগৌরব সে পূর্বমহত্ত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। অদ্য যাহা দেখিতেছ তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অধীনস্থ প্রদেশ, সংবাদপত্রে অদ্য যাহার বিবরণ পাঠ করিতেছ, তাহা এই অধীনস্থ প্রদেশের কাহিনী মাত্র। "নূতন সৃষ্টি, নূতন রাজ্য এবং সর্বত্রই নূতন শক্তির সঞ্চার-চিহ্ন।"

যদি ন্যায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাইবে, লর্ড ডেলহৌসী চিরন্তন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, কখনও মার্জনীয় নহে। সের সিংহ যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহা কেবল পিতার অপমান জন্য। লাহোর দরবারের প্ররোচনায় তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। ডিউক অব আর্গাইলের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিও স্বীকার করিয়াছেন, "খাল্‌সা সৈন্যই শিখযুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, লাহোর গবর্নমেণ্ট ইহার মধ্যে ছিলেন না" **। প্রতিনিধি সভার যে আটজন দ্বারা রাজকার্য নির্বাহিত হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে ছয়জন সন্ধির নিয়ম ও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন. অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে একজনের প্রতি সন্দেহ হয়। কেবল একমাত্র সের সিংহ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন †। তাহাও স্বীয় জনকের ঘোরতর অপমান দেখিয়া। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস স্বীকার করিয়াছেন, সের সিংহ আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত বিলক্ষণ সদ্ভাবে কার্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি লাহোরে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকট যে সমস্ত পত্র লিখেন,

* Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 47.

** India under Dalhousie and Canning, p. 55.

† Retrospects and Prospects &c. p. 159.

তাহাতে সের সিংহের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় *। যখন শিখদিগের কেহই মূলতানে যাইয়া স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত হয় না, তখন একমাত্র সের সিংহ ব্রিটিশ সৈন্যদলের পৃষ্ঠপূরক হন, যখন মূলরাজের সৈন্য ব্রিটিশ সেনাদল আক্রমণ করে, তখন সের সিংহ তাহাদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করেন, যখন মুলতানবাসিগণ ব্রিটিশ সেনানায়ককে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়, তখন সের সিংহ আপনার কামান সকল সজ্জিত করিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হন **। ঈদৃশ ব্রিটিশানুরক্ত বীরপুরুষ পরিশেষে প্রপীড়িত হইয়া অগত্যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অধিকন্তু প্রতিনিধি সভার যে ছয়জন মেম্বর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডেলহৌসী তাঁহাদিগকে কহেন, যদি তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত একমত না হন, যদি তাঁহারা দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকারের নিয়ম-পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এইরূপে বলপূর্বক তাঁহাদিগকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করান হইয়াছিল §। এদিকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট লাহোর দরবারের শিরঃস্থানীয় ছিলেন। দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক। মহারাণী ঝিন্দন বারাণসীতে নির্বাসিত। সুতরাং দরবারের সমস্ত বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সর্বেসর্বা। তথাপি কোন্ দোষে দলীপ সিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট করা হইল? কোন্ দোষে তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যে ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল? যখন দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সাহ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মহারাজ পোরসকে সমরে পরাজিত করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? পোরসের লোকাতীত বিক্রম, লোকাতীত সাহস দেখিয়া সেকন্দর সাহ তাঁহাকে স্বপদে স্থাপিত ও তাঁহার সহিত মিত্রতা বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য দেশবাসী লর্ড ডেলহৌসী সেই পঞ্জাবের একটি নির্দোষ নিরীহস্বভাব বালককে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। সময়ের কি অপূর্ব পরিবর্তন! জ্ঞান ও ধর্মের কি বিচিত্র উন্নতি!

পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লর্ড ডেলহৌসী একদা বারাকপুরে বক্তৃতাকালে কহিয়াছিলেন—"আমি শান্তির ইচ্ছা করি, আমি ইহার জন্য বিশেষ লালায়িত।

* Edwarde's, Punjab Frontier, Vol. II, pp. 588-589.

** Ibid. pp. 549, 564, 589.

§ Retrospects and Prospects &c. pp. 154-155.

ভারতবর্ষের শত্রুগণ যদি যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করে, যুদ্ধই তাহারা পাইবে, এবং আমার কথা অনুসারে তাহারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিশোধের সহিত লাভ করিবে *।"

কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে লর্ড ডেলহৌসীর এই উক্তি অপেক্ষা জনৈক ঐতিহাসিকের উক্তি আরও ভয়ঙ্কর। পবিত্র ইতিহাস লিখিতে গিয়া এই ঐতিহাসিক একস্থলে লিখিয়াছেন—"শিখগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, তাহাদিগের সমুদয় বিষয়ই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ন্যায়যুদ্ধে তাহারা এই সমস্ত বিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সহিষ্ণুতা ও ধীরতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতা দ্বারা এই সহিষ্ণুতা ও ধীরতার বিলক্ষণ প্রতিশোধ তুলিয়াছে" †। এই ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত লেখনী হইতে পুনর্বার অন্যস্থলে এইবাক্য বহির্গত হইয়াছে—"আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে একটি সাহসী জাতির এইরূপ যুদ্ধ অবশ্যই মানব জাতির মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ দৃশ্য, এবং ইহার অধিনায়কগণ ন্যায়ত সহানুভূতি ও সম্মানলাভের অধিকারী। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি মুখে আমাদিগকে বন্ধু বলিয়া গোপনে আমাদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদিগের হিতৈষণা এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কলঙ্কিত করে, এবং মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণা দ্বারা আপনাদিগের সম্মান হইতে বিচ্যুত হয়"**

এই ইতিহাস-লেখক কেবল স্বজাতির গৌরব-প্রিয়তায় অন্ধ হইয়া এইরূপ অসঙ্গত বাক্যের উল্লেখ পূর্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান বিনষ্ট করিয়াছেন। যে সূত্রে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা পূর্বে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। তৎসমুদয় পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, কেবল লড ডেলহৌসী ও ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অব্যবস্থিতায় যুদ্ধ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ডেলহৌসীর অধিষ্ঠিত গবর্নমেণ্ট, মহারাণী ঝিন্দনকে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র ও অতুল রাজত্ব-সম্পৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্বাসিত করেন, বৃদ্ধ শিখ-সর্দার ছত্র সিংহকে সম্মানচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করিয়া তুলেন এবং পরাক্রমশালী সের সিংহের হৃদয়ে তুষানল উৎপাদনের হেতুভূত হন। ঈদৃশী অব্যবস্থিততা ও ঈদৃশী রাজনৈতিক চাতুরী হইতে যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহার জন্য শিখগণ কখনও দায়ী হইতে পারে না। উদারচেতা অপক্ষপাত ঐতিহাসিকগণ সত্যের অনুরোধে অবশ্যই নির্দেশ করিবেন, শিখগণ আপনাদের সম্মানরক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

---

* Speech at the Barrackpore Ball, October 5, 1848. Vide Arnold's, Dalhousie's Administration, Vol. I, p. 96.

† Kaye's Sepoy War. vol, I, p. 46.

** Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 58.

রেসিডেন্টের রণকণ্ডূয়ন তাহাদিগকে সমুত্তেজিত করে এবং ডেলহৌসীর যথেচ্ছাচার তাহাদিগকে সমরক্ষেত্রে উপস্থাপিত পূর্বক নর-শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিতে সমুদ্যত করিয়া তুলে। ডেলহৌসী বারাকপুরে শান্তির আশা করিয়া জলদগম্ভীর-স্বরে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সারবত্তা লক্ষিত হয় না। তিনি এক দিকে পঞ্জাবে কুটীল রাজনৈতিক চক্র আবর্তিত করিতেছিলেন, অপর দিকে "শান্তি শান্তি" বলিয়া লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিখগণ সমরকুশল ও স্বাধীনতাপ্রিয় বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ সিংহ তাহাদের হৃদয়ে যে তেজ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপসারিত হইবার নহে। তাহারা উন্নত, সুব্যবস্থিত ও জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত। কিছুতেই তাহারা আত্মসম্মান হইতে স্খলিত হয় না—কিছুতেই তাহারা পর-পদানত হইয়া পর-পদ-লেহনে সময়াতিপাত করে না। ডেলহৌসী এই তেজস্বী সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আঘাত করিয়া শান্তির আশা করিয়াছিলেন এবং এই তেজস্বী সম্প্রদায়কে অপমানিত ও অপদস্থ করিয়া সহিষ্ণুতা ও ধীরতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন।

শিখ-সেনানায়ক সের সিংহ পূর্বাবধি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বন্ধুত্ব ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, শেষে রেসিডেন্টের দুর্মতি বা অব্যবস্থিততা বশতঃ স্বীয় বৃদ্ধ জনকের ঘোরতর অপমান দেখিয়া ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অপমানিত ও অপদস্থ বীরপুরুষের এইরূপে সংগ্রামবেশ কখনও ইতিহাসে ধিক্কৃত হইতে পারে না। সের সিংহ হৃদয়ে আঘাত না পাইলে কখনও সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না, এবং কখনও তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত না। তিনি অপমানিত হইয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, কোন প্রতারণা বা হঠকারিতা তাঁহাকে কলুষিত করে নাই—কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা মিথ্যাবাদিতা তাঁহার হিতৈষণাকে কলঙ্কিত করিয়া তুলে নাই। তিনি পবিত্র বীরধর্মানুসারে সমরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অদ্ভুত সামরিক কৌশল প্রদর্শন পূর্বক পবিত্র বীরধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের ঈদৃশী কার্যকুশলতা অবশ্যই ইতিহাসের বরণীয়। কোন পরনিন্দুক পরদ্বেষী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে এই আলোক-সামান্য যুদ্ধবীর কলঙ্কিত হইতে পারেন এবং কোন অনুদার ও অদূরদর্শী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে ইনি মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ইতিহাস-ধিক্কৃত হইতে পারেন। কিন্তু সার জন কের ন্যায় উদার ও তেজস্বী লেখকের তেজস্বিনী লেখনী হইতে এরূপ অনুদার বাক্য বহির্গত হওয়া সাতিশয় অনুচিত বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, কে সাহেবের এইরূপ লিখনভঙ্গীতে পবিত্র ইতিহাসের

সম্মান বিনষ্ট হইয়াছে, পবিত্র লেখনী কলঙ্কিত ও পক্ষপাতিত্ব দোষে কলুষিত হইয়াছে।

কিন্তু কের ন্যায় সকলেই শিখ-সেনানায়ককে সাধারণ্যে ধিক্কৃত ও অপদস্থ করেন নাই, সকলেই ডেলহৌসীর রাজ্য-জয়ের প্রশংসা করিয়া আপনাদের অনুদারতা বিকাশে সাহসী হন নাই। অনেকে বিলক্ষণ ধীরতা ও বিচক্ষণতা সহকারে এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন এবং অনেকে সদ্বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন পূর্বক ঐতিহাসিক সম্মান রক্ষা করিতে প্রয়াসবান্ হইয়াছেন। মেজর ইবান্স বেল্ লিখিয়াছেন—"লর্ড ডেলহৌসী কহিয়াছেন, 'আমরা আমাদিগের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার অধীনস্থ রাজ্য জয় করিয়াছি'।" কিন্তু ইহা জয় নহে—ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতকতা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যের নিয়ন্তা বলিয়া পঞ্জাবে আমাদিগের সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছিল। আমরা ইহার দুর্গ সকল করায়ত্ত করিয়াছিলাম এবং ইহার বিদ্রোহী অধিবাসিদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছিলাম। আমরা দলীপ সিংহের রাজ্য রক্ষা করিতে এই সমস্ত কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবের অধীশ্বর হইবার প্রত্যাশায় উক্ত কার্য করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। ···প্রাচ্য ধারণা অনুসারে, যিনি বহুসংখ্যক রাজাকে আপনার শাসন ও পালনের আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই রাজাধিরাজ চক্রবর্তী। লর্ড ডেলহৌসী হৃদয়ের সারল্য দেখাইয়া অনায়াসে ভারতীয় রাজাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তিনি ইহা না করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, পবিত্র ইতিহাসের অবমাননা করিয়াছেন, উত্তর ভারতের সংস্কার সম্বন্ধে উপযুক্ত সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্যায় ও অবিচারে ভারতসাম্রাজ্য ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। ভবিষ্য বংশ ও ইতিহাস আমাদিগের এই বাক্যের অনুমোদনকারী হইবেন।" *

টরেন্স বলিয়াছেন,—"সাধারণ নিয়ম অনুসারে, দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকার অবশ্য ন্যায়ের বহির্ভূত বলিতে হইবে। দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনীতির কোন বিষয়েই দায়ী নহেন। রাজ-প্রতিনিধি সভার শিরঃস্থানে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অবস্থিত ছিলেন, রাজধানীতে কোন গোলযোগই উপস্থিত হয় নাই এবং সাধারণ্যে সমস্ত অধিবাসিদিগের মধ্যে কোনও প্রকার বিদ্রোহ-ভাব লক্ষিত হয় নাই, রাণী সহস্র মাইল দূরবর্তী বারাণসীতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, পরাক্রান্ত গোলাপ সিংহ বিশিষ্ট সদ্ভাবসহকারে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন।

* Retrospects and Prospects &cc. pp. 178-179.

কেবল মুলতান ব্রিটিশ সৈন্যের প্রবেশ-পথ রোধ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ইহাও বিধ্বস্ত করিয়া নিষ্ঠুর-প্রকৃতি বিদ্রোহিদিগের অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হয়। যদি সামরিক আইন প্রচার করিয়া অবাধ্য খালসাদিগকে সম্পত্তিচ্যুত করা হইত, তাহা হইলেই সমগ্র ক্ষতির পূরণ ও প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইত। ইহা না করাতে পক্ষপাত-শূন্য ইতিহাস অবশ্যই বলিবে যে, পঞ্জাব অধিকার কেবল ডাকাতি মাত্র *।"

লাড্‌লো লিখিয়াছেন,—"দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ১৮৫৪ অব্দেই তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেন। আমরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন আমরা শেষবার তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হই, তখন (১৮৪৮ অব্দের, ১৮ই নভেম্বর) প্রকাশ করিয়াছিলাম, যাহারা শাসনসমিতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের শাস্তি বিধান জন্যই আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে। আমরা ছয়মাসের মধ্যে দলীপ সিংহের রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম। ১৮৪৯ অব্দের ২৪শে মার্চ পঞ্জাব রাজ্যের স্বাধীনতা শেষ হয়, আমাদিগের রক্ষিত বালক পেন্সনগ্রাহী হন, রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয় এবং বিখ্যাত কোহিনুর মহারাণীর বশ্যতা স্বীকার করে। সংক্ষেপতঃ আমরা আমাদিগের রক্ষাধীন বালকের সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার 'রক্ষা-কার্য' নির্বাহ করিলাম।"

...একবার দলীপ সিংহের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া পরক্ষণে তদীয় প্রজাদিগের অপরাধে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া সাতিশয় অব্যবস্থিততার কার্য। আমরা বিদ্রোহী প্রজাদিগকে শাসন করিয়া অভিভাবকোচিত কার্য করিয়াছি মাত্র। ইহার জন্য দলীপ সিংহকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। বোধ কর, কোন বিধবা মহিলার কতকগুলি ভৃত্য বিদ্রোহী হইয়া পুলিসকে আক্রমণ করিল, পুলিস তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মহিলার রক্ষার ভার লইল; উভয়পক্ষে আবার দাঙ্গা বাধিল, আবারও পুলিস জয়ী হইল। ইহার পর পুলিসের তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া বিধবাকে নম্রভাবে কহিলেন, তাঁহার ভদ্রাসন, সম্পত্তি সমস্তই পুলিসের অধিকৃত হইবে। তিনি ইহার পরিবর্তে সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে নিজের ভরণপোষণোপযোগী কিছু অংশ পাইবেন মাত্র। অধিকন্তু তাঁহার বহুমূল্য হীরকের হার পুলিসের প্রধান কমিশনারের ব্যবহারার্থ দিতে হইবে, এক্ষণে যে দলীপ সিংহ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী হইয়া ইংলণ্ডীয় অভিজাত-শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার নিরীহভাব-পূর্ণ বাল্যাবস্থায় আমরা যেরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছি, উল্লিখিত ঘটনা কি তাহার অতিরঞ্জিত চিত্র?

---

* Empire in Asia, pp. 352-353.

পররাজ্যাধিকার-স্থলে ব্রিটিশ ন্যায়পরতার সম্বন্ধে আমাদিগের লর্ড ডেলহৌসীর এইরূপ ধারণা ছিল, এবং তদবধি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ও ব্রিটিশ অধিপতি রেখামাত্রও বিচলিত না হইয়া এই ধারণার অনুমোদক হইয়া আসিতেছেন।" *

রাজ্যচ্যুতির সময়ে মহারাজ দলীপ সিংহের বয়স দ্বাদশ বর্ষ ছিল। তিনি সেই সময়ে বঙ্গদেশস্থ সৈন্যের জনৈক সহকারী সার্জনের (Sir John Login) শিক্ষাধীন হন। শিক্ষক স্বীয় ধর্ম-গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারে তাঁহাকে খ্রীস্টীয়ধর্মে দীক্ষিত করেন। মহারাজ দলীপ সিংহ এক্ষণে ইংলণ্ডীয় সামাজিক ও স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী হইয়াছেন এবং ভুবন-বিখ্যাত কহিনুর এক্ষণে মহারাণী ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরীর ভাণ্ডারে জ্যোতিঃ-বিকাশ করিতেছে। আর মহারাণী ঝিন্দন? যাঁহার জন্য প্রভুভক্ত খালসা সৈন্য উন্মত্ত হইয়া ভীষণ অনল-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাঁহার কি দশা হইল? স্বীয় অবস্থার বহুবিধ পরিবর্তন পরে তিনি বৃদ্ধ, ভগ্নচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া "সাত সমুদ্র তের নদীর" পারে তনয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৩ অব্দে বারিধি-বেষ্টিত অপরিচিত, অজ্ঞাত ও নির্জন স্থানে প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট মহিষীর জীবন-স্রোতঃ অনন্ত কাল-সাগরে মিশিয়া গেল।

লর্ড ডেলহৌসী সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত করিলেও উহার শাসনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। যে-ঘোষণাপত্র পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করে, তাহা গবর্নর জেনারেলের কার্যালয়ে দীর্ঘকাল পুঞ্জীকৃত বা অব্যবস্থিত হইয়া থাকে নাই। যখন লর্ড গফ্ জয়াশায় উদ্দীপ্ত হইয়া খালসাদিগের পরাজয় সাধনার্থ সামরিক শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত হন, তখনই গবর্নর জেনারেল পঞ্জাব আপনাদের করায়ত্ত মনে করিয়া ইলিয়ট সাহেবের সহিত উহার শাসনসংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। গুজরাটের বিজয়লক্ষ্মীর সহিত নবাধিকৃত রাজ্যের সমুদায় শৃঙ্খলাই গবর্নমেণ্টের অধিগত হইয়াছিল। কর্মচারিগণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কর্ম-পারিপাট্য নিয়মবদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইয়া অভীষ্টপথ কণ্টকিত করিল না, কোন বিশৃঙ্খলা সঙ্ঘটিত হইয়া অভীষ্টকার্য বিঘ্নসঙ্কুল করিল না। কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল; কার্য-কারকগণ যথাযথস্থলে যথাযথকার্যে গমন করিলেন। কোন শাসনকর্তা এই সকল

* J. M. Ludlow, British India, its Races and its History, vol. II, pp. 166-167.

নিয়োজিত কর্মচারিগণ অপেক্ষা অন্য কোন কর্মচারিগণের প্রতি অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই এবং কোন শাসনকর্তা এই সকল কর্মচারিগণ কর্তৃক অধিকতর বিশ্বস্ততা বা যোগ্যতা সহকারে সম্পূজিত হন নাই।

গবর্নমেণ্ট যে রাজ্য বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া হস্তগত করিলেন, তাহার পরিমাণ পঞ্চাশৎ সহস্র বর্গমাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু, শিখ ও মুসলমানধর্মাবলম্বী। শিখগণ নানকের গভীর সাধনাবলে সম্পুষ্ট ও গোবিন্দ সিংহের অভাবনীয় মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া পঞ্জাবে আবাস পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই শিখ-গবর্নমেণ্টকে ব্রিটিশ রাজ পর্যুদস্ত করেন, এবং প্রধানতঃ এই শিখ-সৈন্যগণকেই ব্রিটিশ-রাজ পরাজিত করিয়া তুলেন। কিন্তু শিখগণ পঞ্জাবের স্থাপয়িতা বা প্রাচীন অধিবাসী নহে। ইহারা ব্রিটিশ-কোম্পানীর অভ্যুদয় সময়ে সমুদ্ভূত হইয়া আপনাদের আধিপত্য প্রসারিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল। মুসলমানগণ পঞ্জাবের অধিকাংশ নগরের পরিপুষ্টি সাধন করেন। মহম্মদের আবির্ভাব-পূর্বে পঞ্জাবের নগরশ্রেণী স্থাপিত হয়, এবং পরিশেষে মহম্মদধর্মাবলম্বিগণ ইহা সম্প্রসারিত ও সুশোভিত করিয়া তুলেন। মুসলমান রাজত্ব-সময়ে দিল্লীর ন্যায় লাহোরও সমৃদ্ধ ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ দিল্লীর ন্যায় লাহোরেও সময়ে সময়ে অধিবাস করিতেন। ইহার পূর্বে পঞ্জাবের স্থলবিশেষ গ্রীস ও বাক্ত্রীয়ার শাসন চিহ্নেরও পরিচয় দিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের বিজয়-পতাকা যখন ভারতবর্ষের সবত্র উড্ডীন হইয়াছিল, শ্রমণদিগের প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ যখন শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতে আপনি সঙ্কুচিত হইতে-ছিলেন, অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের সুরাজকীর্তি যখন সূর্যবংশীয় নরপতিগণের শাসন-মহিমার গৌরবস্পর্ধী হইতেছিল, তখন পঞ্জাবের কোন কোন স্থলে গ্রীক ও বাক্ত্রীয় ভূপতিদিগেরও আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অধিবাসীরা যেমন নানা-ধর্মে ও নানা-সম্প্রদায়ে বিভক্ত, প্রাকৃতিক দৃশ্যও সেইরূপ নানাভাবে নানাবেশে প্রতিভাত। কোন স্থলে উর্বর ও কর্ষিত ভূমি, শস্যসম্পত্তি-শোভিত ক্ষেত্র, মনোহর উদ্যান রহিয়াছে, কোন স্থানে বৃক্ষ-লতা-শূন্য ও প্রখর সূর্যকিরণ-বিশুষ্ক ভূখণ্ড এবং বালুকারাশি সমাকীর্ণ মরুভূমি পথিকদিগের ভীতি উৎপাদন করিতেছে, কোন স্থলে ভীষণ অরণ্য ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে, এবং কোন স্থলে সুদূরবিস্তৃত হিমালয়ের সমুন্নত শৃঙ্গরাজি আলেখ্যবৎ রমণীয়তা পরিবর্ধিত করিয়া দিতেছে। এই মনোহর ভূখণ্ড দিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিন্ধুর পঞ্চ শাখা প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্জাব অনেক ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ ও অনেক অতীত গৌরবে বিভূষিত। যে স্থানে আর্যগণ গোধন সঙ্গে পদার্পণ পূর্বক ভক্তিরসার্দ্রহৃদয়ে বেদ-

গান করিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সাহ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মহাতেজস্বী পোরস বীরধর্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, মেগাস্থানিস ভারতীয় ঘটনানিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, এবং যে-স্থানে স্বদেশগমনপ্রয়াসী আর্গস্‌বাসী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার অধিনেতা ও ভাগ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, সে স্থান মোহিনী কল্পনা ও গভীর চিন্তাশক্তির প্রধান উদ্দীপক। এইরূপ ঘটনাপূর্ণ দেশ ব্রিটিশ পতাকায় শোভিত হয়, এবং এইরূপ জনপূর্ণ ও শস্যশালী ভূখণ্ড সর্বপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা কার্যকুশল ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তুলে।

ঈদৃশ অবস্থাপন্ন, ঈদৃশ জনপূর্ণ ও ঈদৃশ বিস্তৃত জনপদের সুশাসন জন্য নূতন পদ্ধতি অনুসারে নূতন সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল। লর্ড ডেলহৌসী সৈনিকদলের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। তিনি অভিজ্ঞ দেওয়ানী কর্মচারী ও অভিজ্ঞ সৈনিক পুরুষ, উভয়কেই আদরসহকারে গ্রহণ করিতেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল, এবং এই উভয় সম্প্রদায়ই যে একীভূত হইয়া কোন প্রদেশের শাসনকার্য নির্বাহ করিতে পারেন, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং ডেলহৌসী এই সম্প্রদায়দ্বয়ের লোক লইয়াই কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন। উভয় সম্প্রদায়েরই কার্যস্থল নিরূপিত হইল, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যথাযোগ্যস্থলে সন্নিবেশিত হইলেন। এই সকলের উপর একটি শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল; তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী হেন্‌রী লরেন্স এই শাসনসমিতির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই গুরুতর ভার সমর্পিত হয় নাই, অযোগ্য ব্যক্তি এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করেন নাই। সমস্ত স্বাধীনচেতা ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিই উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উপযুক্ত ভার সমর্পিত হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হেন্‌রী লরেন্স প্রগাঢ় কর্তব্যকুশল ছিলেন, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত ছিল, ইচ্ছা সাধু ছিল এবং কর্তব্যবুদ্ধি অনমনীয় ও অবিচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি হেন্‌রী লরেন্সের ন্যায় নববিজিত রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানে অধিকতর সমর্থ ছিলেন না এবং কোন ব্যক্তি হেন্‌রী লরেন্সের ন্যায় পরাক্রান্ত, যুদ্ধকুশল ও তেজস্বী সম্প্রদায়কে আপনাদের বশবর্তী রাখিতে অধিকতর যোগ্য ছিলেন না।

হেন্‌রী লরেন্সের ভ্রাতা জন লরেন্স বোর্ডের দ্বিতীয় মেম্বরের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। জন লরেন্স কোম্পানীর একজন সিভিল কর্মচারী। তিনি শাসন-সংক্রান্ত-কার্যে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্তব্যপ্রিয়তা বলবতী ছিল, এবং পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় তাঁহাকে সর্বপ্রকার গুরুতর কার্য-সাধনের

উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও জন লরেন্স প্রগাঢ় রাজনতিজ্ঞ ছিলেন না, যদিও উইলিয়ম পিট্, জন ব্রাইট্ অথবা প্রিন্স বিস্মার্কের ন্যায় লোকাতীত বুদ্ধিমত্তা তাঁহাতে প্রতিভাত হইত না, তথাপি তিনি সুপটু ও সুদক্ষ কর্মচারী বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্ব-বন্দোবস্ত-কার্যে বিশিষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ইহার পর তিনি দিল্লীর মাজিস্ট্রেট হন। এই কার্যে জন লরেন্সের ক্ষমতা অধিকতর বিকশিত হইয়া উঠে। তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ লরেন্সের কার্যপটুতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা কোন গুরুতর কার্যে নিযুক্ত করিতে স চেষ্ট হইয়া উঠেন। যখন প্রথম শিখযুদ্ধ শেষ হয়, যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ জলন্দর দোয়াব যখন ব্রিটিশ-রাজ করায়ত্ত করেন, তখন জন লরেন্সের প্রতিই সেই প্রদেশের শাসনভার সমর্পিত হয়। ইহার পর হেন্‌রী লরেন্সের অনুপস্থিতিকালে জন লাহোরে যাইয়া তাঁহার অগ্রজের স্থলে প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। যদিও এই উভয় লরেন্সের প্রকৃতিগত বৈষম্য ছিল, তথাপি তাঁহারা উভয়েই স্থিরতা, কর্তব্যপ্রিয়তা ও মানসিক দৃঢ়তায় তুল্য ছিলেন। উভয়েই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সাহস সহকারে ভারতের কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং উভয়েই বিশেষ যোগ্যতাসহকারে আপনাদের কার্য সম্পাদন করিয়া ভারতীয় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া উঠেন।

লাহোরের শাসন-সমিতির তৃতীয় মেম্বর চার্লস্ গ্রানবিল মান্‌সেল। ইনিও এক-জন সিবিল কর্মচারী ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে ইহার বিশিষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। মান্‌সেল সাধুতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ও আদর-ভাজন হইয়াছিলেন। স্থূলতঃ বিবেচনা করিলে এই নবাধিকৃত রাজ্যের নূতন শাসন-সমিতিতে সুযোগ্য ও সুব্যবস্থিত কর্মচারীই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই নির্বাচনে লর্ড ডেলহৌসীর সুরুচি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহাতে তাঁহার বিশিষ্ট সুব্যবস্থিততাও লক্ষিত হইয়াছে।

এই শাসনসমাজের সদস্যবর্গ শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে পরস্পর দায়ী হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। হেন্‌রী লরেন্স সর্দারদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন, পঞ্জাবী সৈনিকদলের শৃঙ্খলা সম্পাদন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের শিক্ষার বন্দোবস্ত করণ প্রভৃতি সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন। জন লরেন্সের প্রতি দেওয়ানী ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্তের ভার সমর্পিত হয়, এবং মান্‌সেল সাধারণ বিচার-সংক্রান্ত কার্যের পরিদর্শক হন। এই সর্বপ্রধান রাজপুরুষত্রয়ের অধীনে কোম্পানীর দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগ হইতে কতিপয় কর্মচারী নিযুক্ত হন। সমস্ত

প্রদেশ সাতভাগে বিভক্ত হয়; প্রতি বিভাগে এক একজন কমিশনার ও তাঁহার অধীনে ডেপুটি কমিশনার, সহকারী কমিশনর প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া যথানির্দিষ্ট কার্য-সম্পাদনে ব্রতী হন।

যে সকল কর্মচারী পঞ্জাবের এই শাসন-কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক একসময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চতমপদে অধিরূঢ় হন! ডেলহৌসী এই নূতন রাজ্যের শাসনকার্যে বিশিষ্ট মনোযোগ বিধান করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে অনেক উপযুক্ত কর্মচারী প্রবেশিত করিতে কাতর হন নাই। যৌবনের দৃঢ়তা ও শ্রমশীলতা এবং প্রৌঢ়ত্বের দূরদর্শিতা ও স্থিরতা উভয়ই এই পঞ্জাবী কর্মচারিগণের মধ্যে প্রতিভাত হইত। জর্জ এডমনস্টোন, ডোনাল্ড্ ম্যাক্লিয়ড, রবার্ট মণ্টগোমরী, ফ্রেড্রিক ম্যাক্সন্, জর্জ মাক্গ্রেগার, রিচার্ড টেম্পল, এড্ওয়ার্ড থরন্টন, নিবিল চাম্বার্লেন, জর্জ বার্নেস্ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ পঞ্জাবেই প্রথমে আপনাদের কার্যকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনে অগ্রসর হন। এদিকে পূর্তকার্যের ভার রবার্ট নেপিয়ারের প্রতি সমর্পিত হয়। সামরিক ও বৈজ্ঞানিক গুণ, উভয়ই রবার্ট নেপিয়ারকে পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্বোৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ার করিয়া তুলিয়াছি। নেপিয়ারের এই গুণগ্রাম পঞ্জাবক্ষেত্রে বিকশিত হইতে থাকে। এইরূপে সুযোগ্য কর্মচারিগণ ধীরে ধীরে পরাজিত সম্প্রদায়কে বশীভূত করিতে যত্নবান্ হন। দেওয়ানীর কৃষ্ণবর্ণ ও সামরিক লোহিতবর্ণ উভয়ই পরস্পর একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া একক্ষেত্রে বিলাস পাইতে থাকে। এই উভয় বর্ণে কখনও কোনরূপ বিরোধ সঙ্ঘটিত হয় নাই। লরেন্সদ্বয়ের রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের সমস্ত কর্মচারীই একাগ্রতা ও অধ্যবসায়সহকারে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থান পূর্বক স্বকর্তব্য সম্পাদনে উন্মুখ হন, এবং সর্বান্তঃকরণে আপনাদের কার্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন; কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কোন বিদ্বেষ-বুদ্ধি তাঁহাদের হৃদয়গত মহান ভাব কলঙ্কিত ও কলুষিত করে নাই, কোন গোলযোগ বা কোন বিশৃঙ্খলা তাঁহাদের কর্তব্যপথ কণ্টকিত করিতে উন্মুখ হয় নাই। তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে নবাধিকৃত রাজ্যে নবাধিকৃত প্রজাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অধিবাস করিতেন, নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদের আবাস-শিবির চারিদিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন* এবং নিঃশঙ্কচিত্তে তেজস্বী ও যুদ্ধকুশল সম্প্রদায়ের সহিত

* সার জন মালকম কহিতেন, নবাধিকৃত রাজ্য সুশাসন করিবার একমাত্র উপায় "চার দরওয়াজা খোলা" অর্থাৎ চারিদ্বার বিমুক্ত রাখা। পঞ্জাবের কর্মচারিগণ এইবাক্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক ব্যক্তি একদা লিখিয়াছিলেন, বৎসরের মধ্যে আটমাস কাল তাম্বুই তাঁহার গৃহ ছিল। তিনি অধিবাসিদিগকে ভালবাসিতেন এবং আপনার কর্তব্য সম্পাদনে সুখী হইতেন। সমস্ত

আলাপ করিয়া আপনাদের সাধুতা ও সরলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রমে আয়ত্ত ও অনুগত করিয়া তুলিতেন।

এইরূপে রণজিৎ সিংহের জনপদে ব্রিটিশশাসন বদ্ধমূল হইতে লাগিল, এইরূপে রণজিতের শাসিত শিখগণ ধীরে ধীরে একে একে ব্রিটিশ-পতাকার আশ্রয়ে সম্মিলিত হইয়া উঠিল। যে সমস্ত পরাক্রান্ত খালসা সৈন্য একসময়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাদের অদম্য তেজ, অবিচলিত সাহস, অক্লান্ত অধ্যবসায় প্রভাবে ব্রিটিশ সৈন্য এক সময়ে পরাজিত, বিধ্বস্ত ও পলায়িত হইয়াছিল, গোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত ও মহাপ্রাণতায় উদ্দীপ্ত হইয়া যাহারা বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও এক্ষণে অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিয়া প্রশান্তচিত্তে ব্রিটিশ শাসনের অনুগত হইতে লাগিল। তাহাদের সমস্ত যুদ্ধোপকরণ ব্রিটিশ রাজের করায়ত্ত হইল। তাহাদের কামান, তাহাদের বন্দুক, তাহাদের সঙ্গীন, তাহাদের অসি এবং তাহাদের শূল ব্রিটিশ অস্ত্র নামে অভিহিত হইয়া সমস্ত পঞ্জাব উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। যুদ্ধকুশল খালসাগণ এক্ষণে ব্রিটিশ পতাকার অধীনে সজ্জিত হইয়া ব্রিটিশ সৈন্যদল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে পঞ্জাবে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল এবং এইরূপে পঞ্জাব নূতন শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়া নবীকৃত হইয়া উঠিল।

কিন্তু পঞ্জাব এইরূপ অভিনব প্রণালী ও অভিনব শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ হওয়াতে একতর সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল *। প্রাচীন শিখ সর্দারগণ

লোকই বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, পক্ক শ্মশ্রুধারী অধিবাসিগণ তাঁহার অরক্ষিত তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ তাঁহাকে উৎকৃষ্ট ফল, সুস্বাদু চিনি ও মসলা প্রভৃতি উপহার দিত। যখন তিনি তাহাদিগকে আপন শিবিরে কার্পেটের উপর উপবেশন করিতে অনুমতি দিতেন এবং তাহাদের সহিত পুরাতন কাহিনী ও বর্ত্তমান ঘটনাবলীর সম্বন্ধে আলাপে প্রবৃত্ত হইতেন তখন তাঁহার এরূপ সন্তোষের আবির্ভাব হইত যে, সে সন্তোষ তাঁহার অদৃষ্টে আর কখনও ঘটিয়া উঠে নাই।—Calcutta Review, vol. XXXIII. Comp. Kaye's, Sepoy War, vol. 1, p. 56, note.

* পঞ্জাবের শাসন-সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টের একস্থলে লিখিত আছে :—"শ্রেণীবিশেষের অনিষ্ট সাধন না করিয়া কোন বৃহৎ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয় না। যখন কোন রাজ্যের পতন হয়, তখন সেই রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ও কিয়দংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। যে সম্প্রদায় এক সময়ে রাজনৈতিক উন্নতির আশায় অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একাগ্রতায় পরিচালিত হইয়াছিল, সে সম্প্রদায় সাধারণ লোক ও সামান্য সমাজের সহিত সম্মিলিত হইতে অবশ্যই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তাহাদের পরাক্রান্ত বিজেতার বিরুদ্ধে কিয়দংশে শত্রুতা প্রদর্শনে উন্মুখ হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রিটিশ শাসনে পঞ্জাবের সাধারণ লোকের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইবে।"—Comp. Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 58, note.

এক সময়ে গৌরবে সমুন্নত এবং সম্মা.. ও সমৃদ্ধিতে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। এক্ষণে পঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে তাঁহাদের সে গৌরব, সে সম্মান ও সে সমৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রস্ব ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন, গবর্নর জেনারেল অব্যবস্থিততা প্রদর্শন পূর্বক দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ-নিচয় একত্রিত করিলেন এবং পরিশেষে প্রতিশ্রুতি ও সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন্ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ধীরতা সহকারে সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিতেছিলেন, তথাপি লর্ড ডেলহৌসী পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের বংশধরগণের আধিপত্য বিলুপ্ত করিলেন। তাঁহারা বন্ধুভাবে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, গবর্নমেণ্টকে তাঁহাদের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক মহারাজের অভিভাবক হইতে দেখিয়া ভবিষ্যসুখ ভবিষ্যদাশা লক্ষ্য পূর্বক সন্তুপ্ত হইতেছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের এ-আহ্লাদ ও এ-তৃপ্তি দীর্ঘস্থায়ী হইল না। গবর্নর জেনারেল তাঁহাদিগকে সমরে পরিচালিত করিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহাদের মর্যাদা ও চিরন্তন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব কোম্পানীর রাজ্যের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলিলেন। এ-বিরাগ, এ-ক্ষোভ, তাঁহারা হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহা তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। কিন্তু হেনরী লরেন্স্ এই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ শিখ সর্দারদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি তাঁহাদের সৌম্যমূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সামাজিক গৌরব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসবান হইলেন। সর্দারগণ হেন্‌রী লরেন্সের এইরূপ বিনয়-নম্রতা ও উদারতা দর্শনে আপনাদের অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং হৃদয়ের তুষানল নির্বাণ বা গোপন করিয়া ক্রমে বিজেতার সহিত সৌহার্দ্য-সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে লাগিলেন।

কিন্তু পঞ্জাবের এই শাসন-সমিতি দীর্ঘস্থায়িনী হইল না। লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫৩ অব্দে উহার মূলোচ্ছেদ করিলেন। পঞ্জাবের শাসন-ভার অনেকের হস্তে না রাখিয়া একের হস্তে রাখিবার তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল, এই ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্যই লাহোর-বোর্ডের প্রতি মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল। যখন গবর্নর জেনারেলের এই অভিপ্রায় জনরবে প্রচারিত হইল, তখন প্রতি বাজারে, প্রতি গৃহে, প্রতি শিবিরে লরেন্স্‌দ্বয়ের মধ্যে কাহার হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার সমর্পিত হইবে, তদ্বিষয়ে বিতর্ক হইতে লাগিল। সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিল, হেন্‌রী কি জন লরেন্স্ এই বিস্তৃত রাজ্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন? সকলেই হেন্‌রী ও জনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিল, এবং সকলেই কাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। কিন্তু ডেলহৌসী মনোমতো কর্মচারী নিয়োগ করিতে দোলায়মান-চিত্ত হইলেন না। লর্ড

হার্ডিঞ্জ হেন্‌রীকে মনোনীত করিতেন, লর্ড ডেলহৌসী জনকে মনোনীত করিলেন। ইহাতে অনেকে বিস্মিত বা বিরক্ত হইল না; অনেকে উভয়ের উপরেই সমান বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, এক্ষণে উভয়ের একতরকে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া নীরব হইল। কিন্তু আবার হেন্‌রী লরেন্স পঞ্জাব হইতে বিদায় গ্রহণ করাতে সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল, হেন্‌রী দীর্ঘকাল পঞ্জাবের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, দীর্ঘকাল পঞ্জাব সুশাসিত ও সুব্যবস্থিত করিতে মনোযোগ ও যত্ন বিধান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার নাম পঞ্জাবের শাসন-বিভাগ হইতে অপসারিত হওয়াতে অনেকেই মনঃক্ষোভে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। জন লরেন্সও অগ্রজের প্রাধান্য রক্ষার্থ ভ্রাতৃ সৌহার্দ্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ডেলহৌসী জনের কার্যে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুতরাং জনই পঞ্জাবের প্রধান কমিশনারের পদে নিয়োজিত হইলেন, এবং হেন্‌রী রাজপুতের গৌরবভূমি রাজপুতনায় যাইয়া রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করিলেন *।

হেন্‌রী লরেন্স গবর্নর জেনারেলের এই মীমাংসার নিকট অবনত-মস্তক হইলেন, কিন্তু উহার সহিত একমত হইলেন না। লাহোরের শাসন-সমিতির উচ্ছেদ হওয়াতে হেন্‌রী লরেন্স ক্ষুণ্ণ হইলেন। একজনের হস্তে নবাধিকৃত রাজ্যের শাসন-ভার সমর্পণ করা হেন্‌রী লরেন্সের একান্ত অনিচ্ছা ছিল; এক্ষণে গবর্নর জেনারেলকে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে দেখিয়া তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। হেন্‌রী যে রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং যে রাজনৈতিক মত এতদিন হৃদয়ে সম্পোষণ করিতেছিলেন, সেই রাজনৈতিক মতের কিয়দংশে মর্যাদা হানি দেখিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। হেন্‌রী লরেন্স বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মন্ত্র এবং তাঁহার ধারণা অসময়ে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহা ডেলহৌসীর শাসনকালে ফলে পরিণত হইবে না, সুতরাং তিনি নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এবং দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াই আপনার অভিনব কার্যক্ষেত্রে প্রবেশপূর্বক অভ্যস্ত কার্য-কুশলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

এদিকে জন লরেন্স পঞ্জাবে আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি লাহোর-

---

* হাইদরাবাদের রেসিডেণ্টের পদ এই সময়ে শূন্য হইয়াছিল। এই পদে সার চার্লস্ মেটকাফ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। কে সাহেব অনুমান করেন, হেন্‌রী লরেন্স এই পদ তাঁহার ভ্রাতা অথবা তাঁহার নিজের জন্য রাখিতে ডেলহৌসীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডেলহৌসী জেনারেল লোকে নিজামের দরবারে প্রেরণ করিলেন, এবং হেন্‌রী লরেন্সকে রাজপুতনায় গবর্নর জেনারেলের এজেণ্ট করিয়া দিলেন।—Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 62, note.

বোর্ডের সভ্যের পদে থাকিয়া যে ক্ষমতা ও তীক্ষতার পরিচয় দিতেছিলেন, সে ক্ষমতা ও তীক্ষতা এক্ষণে পূর্ণাবয়ব হইল; সুবিস্তৃত পঞ্জাবের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়সহকারে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, অবিচলিত ধীরতা-সহকারে অভীষ্টকার্যে হস্তার্পণ করিলেন, এবং অপরিমেয় শ্রমশীলতা প্রভাবে স্বকর্তব্য সম্পাদন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ভালই হউক আর মন্দই হউক, তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সর্বান্তঃকরণে ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। জন লরেন্স ডেলহৌসীর মতের পরিপোষক ছিলেন, সুতরাং ডেলহৌসীর অভিলষিত কার্য-সম্পাদনে তাঁহারই সমধিক ক্ষমতা ও পটুতা ছিল। তিনি পঞ্জাবে কোন্ সময়ে কি প্রকারে কি কি কার্য করিয়াছেন, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ কি ভাবে কোন্ পথে পরিচালিত হইয়াছেন, তাহা এক্ষণে ইতিহাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্বপ্রকার দুর্বলতা-শূন্য ছিলেন। শরীরের তেজস্বিতা, মস্তিষ্কের উর্বরতা, মনের দৃঢ়তায় তিনি কখনও কোন বিষয়ে পর্যুদস্ত হইতেন না। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হইত না, কিছুতেই তাঁহার নিষ্ঠা কুণ্ঠিত হইত না, এবং কিছুতেই তাঁহার কর্তব্য-বুদ্ধি অবনত হইয়া পড়িত না। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষণে অবিচলিত, অনমনীয় ও অকুণ্ঠিত থাকিতেন। কর্তব্য-সম্পাদন তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি প্রগাঢ় ভক্তিযোগ-সহকারে যেরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, সেইরূপ প্রগাঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা-সহকারে প্রতিপালক প্রভুরও অভীষ্ট সংসাধনে ব্যাপৃত হইতেন। অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলা সম্পাদন ও অধিকৃত রাজ্যের রক্ষা-বিধানে তাঁহার যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম—তিনই সমভাবে পরিচালিত হইত। পঞ্জাবের কোন রাজপুরুষ জন লরেন্সের ন্যায় একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও কার্য কুশলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, এবং পঞ্জাবের কোন রাজপুরুষ জন লরেন্সের ন্যায় ইতিহাসের বরণীয় হইতে সমর্থ হন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লর্ড ডেলহৌসীর রাজ্য-শাসনের অনুবৃত্তি—ব্রহ্ম যুদ্ধ—পেগু অধিকার—উত্তরাধিকারিশূন্য আশ্রিত রাজ্যের অধিকার-বিষয়ক বিধি—সেতারা—ঝান্সী—নাগপুর—কেরোলী—হাইদরাবাদের নিজাম—কর্ণাটের নবাব—তাঞ্জোর—সম্বলপুর—পেশোয়া—ধন্দুপন্থ নানা সাহেব।

লর্ড ডেলহৌসী ভারতে পদার্পণ পূর্বক বিজয়-লব্ধ বলিয়া দুটি প্রধান রাজ্য-সম্পত্তি ব্রিটেনিয়ার করায়ত্ত করেন। প্রথমটি উত্তর ভারতের সিন্ধুবারি-পরিক্ষালিত পঞ্জাব, দ্বিতীয়টি পূর্ব উপদ্বীপের ইরাবতী বিধৌত পেগু। প্রথমটির বিষয় যথাস্থানে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে, দ্বিতীয়টির সহিত বর্তমানে ইতিহাসের তাদৃশ সংস্রব নাই, সুতরাং উহার বিষয় সবিস্তর বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। একজন জাহাজী কাপ্তেন স্বীয় মাঝির উপর অত্যাচার করাতে রেঙ্গুন গবর্নমেণ্ট কাপ্তেনের ৯৯৭ টাকা * অর্থদণ্ড করেন। এই বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে কয়েকখানি রণতরী দ্রুতগতি আসিয়া ইরাবতীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, অনিবার্য রণ-কণ্ডূয়ন বশতঃ অচিরাৎ উভয়পক্ষে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ব্রহ্মদেশীয়দিগের শোণিত-স্রোতে এই সমরানল নির্বাপিত পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫২ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া ব্রহ্মদেশকে এইরূপ বিকলাঙ্গ করেন **। পঞ্জাব ও পেগু উভয়ই গবর্নর জেনারেলের দুর্বার রণ-মাদকতার ফল, উভয়ই অন্যায় সমরের অন্যায় প্রসাদ। ডেলহৌসী যেমন একদিকে বলপূর্বক অপরের রাজ্য-সম্পত্তি কোম্পানীর উদরে প্রবেশিত করেন, অপরদিকে সেইরূপ কুটিল রাজনীতি বিস্তার করিয়া বিনাযুদ্ধে মিত্ররাজ্যসমূহেও ব্রিটিশ বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত করিতে যত্নপর হন। আশ্চর্য ও ক্ষোভের বিষয় এই, বিচারকের পবিত্র লেখনী হইতে ঈদৃশ কার্যেরও প্রশংসাবাদ বহির্গত হইয়াছে, ঈদৃশ কার্য ও অপাপ-বিদ্ধ বিজয়-লক্ষ্মী ও অপাপ-বিদ্ধ রাজনীতির অর্জিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া ইতিহাসের সম্মান বিনষ্ট করিয়াছে ***।

* টরেন্স এ স্থলে ১,০০০ টাকা (১০০ পৌণ্ড) লিখিয়াছেন (Torren's, Empire in Asia, p. 353.) কিন্তু এড্উইন আর্নাল্ডের মতে কাপ্তেনের ৯৯৭ টাকা দণ্ড হইয়াছিল। Vide, Edwin Arnold's Dalhousie's Administration of British India, vol. II, p. 34.

** Empire in Asia, p. 357.

*** ডিউক অব আর্গাইল ও সার চার্লস জাক্‌সন প্রভৃতি ডেলহৌসীর এই নীতি দোষ-সম্পর্ক শূন্য বলিয়াছেন।—The Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning. Sir Charles Jackson, A Vindication of the Marquis of Dalhousie's Indian Administration.

এক্ষণে রণস্থল-বর্তিনী বিকট সংহার মূর্তির দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া লর্ড ডেলহৌসীর শেষোক্ত রাজ্য-নাশিনী নীতির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ডেলহৌসী এই নীতির অনুসরণ পূর্বক উত্তরাধিকারিত্বের অভাব দেখাইয়া কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত করেন।

পুত্র হিন্দুদিগের অন্তিমে অনন্ত প্রীতিপ্রাপ্তির একটি প্রধান উপায়। পুত্র যেমন ইহলোকে জনক-জননীর সৌভাগ্যের অবলম্বন হইয়া সংসার-সাগরে তাঁহাদিগের অদ্বিতীয় সহায় হয়, সেইরূপ পরলোকেও তাঁহাদিগকে পুন্নাম নরকের হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি দ্বারা সম্প্রীত করে। হিন্দুগণ এতন্নিবন্ধন ঔরস পুত্রের অভাব হইলে যথানিয়মে ও যথাবিধানে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের বংশ রক্ষা ও শেষের নরক-যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় বিধান করেন। এই গৃহীত পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় শাস্ত্রানুসারে পিতার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রসাদে এ সম্বন্ধে একটি অপূর্ব বিধি প্রচারিত হইয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যে সমস্ত রাজ্য সর্বোপরিতন প্রভু-শক্তির আশ্রিত, সেই সমস্ত রাজ্যের অধিপতিগণ ঔরস পুত্রের অভাবে যে সমস্ত দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিবেন, তৎসমুদয় প্রভুশক্তির অনুমোদিত না হইলে তাঁহাদিগের রাজ্যসম্পত্তি উক্ত প্রভুরাজ্যে উপগত হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়াদি এই বিধির অধীন নহে, উচ্চতম প্রভুশক্তি সম্মত হউন বা না হউন, উহা কখনও দত্তকের হস্তচ্যুত হইবে না *। ভারতের এই উচ্চতম প্রভুশক্তি, উনবিংশ শতাব্দীর অদম্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট; আশ্রিত রাজ্য, সেতারা, ঝান্সী প্রভৃতি, এই আশ্রিত রাজ্যসমূহের অধিপতিগণ যে সমস্ত দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন, তাহা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অনুমোদিত না হওয়াতে তাঁহাদিগের রাজ্য কোম্পানীর রাজ্য হইয়া যায়। এই উপগমন-বিধি (Lapse) ভারতীয় রাজ্যের উৎপাত কেতু স্বরূপ। সকলেই ইহার জন্য ভীত, সকলেই ইহার জন্য পুরুষ-পরম্পরাগত ধর্মানুশাসনের বিনাশ-শঙ্কায় ব্যাকুল-চিত্ত। এই ভীতি, এই ব্যাকুলতা কেবল এক সর্বসংহারক বিধি হইতে প্রসূত হইয়া এক সময়ে সকলের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় সিবিলিয়ান কর্মচারীর সূক্ষ্ম বিচার বলে এই ভয়ঙ্কর বিধির সৃষ্টি হয়,

* A Vindication of the Marquis of Dalhousie's Indian Administration, pp. 5-6. Comp. Kaye's Sepoy War, vol. I, pp. 70-71,

এবং ইহা সেতারা রাজ্যে প্রথম প্রয়োজিত হইয়া সকলকে যুগপৎ এইরূপ বিস্ময়, আতঙ্ক ও ভয়ে চমকিত করিয়া তুলে* ।

সেতারা অনতিউচ্চ মহাবলেশ্বর পর্বতের শীতলচ্ছায়ায় অবস্থিত। প্রসন্ন-সলিলা কৃষ্ণার পবিত্র জলপ্রপাত ইহার পাদদেশ বিধৌত করিতেছে। অদূরে স্নিগ্ধ-হৃদয়া ভীমা ও নীরার বিকশিত কুসুম-শোভিত অনুচ্চ শ্যামল তটদেশে ইহার আলেখ্যবৎ রমণীয়তা পরিবর্ধিত করিয়া দিতেছে। সেতারা যেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিলাস-ক্ষেত্র সেইরূপ ইতিহাসেরও প্রিয় নিকেতন। যে অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ যবনপীড়িত মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ বিশ্বত্রাস 'হর হর' ধ্বনিতে মেদিনী কম্পিত করিয়াছিলেন, যাঁহার অতুল তেজ, অতুল সাহস ও অতুল বীরত্বে দুর্দান্ত মোগল সেনা বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এবং যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল, সেতারা সেই হিন্দুকুল-গৌরব মহাপরাক্রান্ত শিবজীর প্রিয়তর স্থান, যে সময়ে মহাসত্ত্ব আর্য সন্তানগণ যবনের পাদদলিত হইতেছিল, যে সময়ে চন্দ্র-সূর্যবংশে কতিপয় নিস্তেজ নক্ষত্র স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, এবং যে সময়ে ভারতবর্ষ পূর্বতন গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঘোর তিমিরাবৃত কলঙ্কসাগরে ডুবিতেছিল, সে সময়েও শিবজীর বিজয়-ভেরীর গভীর নিনাদ জলদগম্ভীরভাবে সেতারা হইতে উত্থিত হইয়াছিল এবং মহাসাগরের মহাতরঙ্গের ন্যায় আসিয়া ভারতের বিংশতি কোটী জীবের হৃদয়ে প্রতিঘাত করিয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সমকালে ঈদৃশ সেতারার গদিতে প্রতাপ সিংহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতাপ সিংহ মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপয়িতা মহাপরাক্রম শিবজীর বংশধর, সুতরাং মহারাষ্ট্র-সমিতিতে তাঁহার বিশিষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। গবর্নমেণ্ট পশ্চিমঘাটের শিখরাশ্রয়ী হইয়া ১৮১৯ অব্দে সেতারাপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করেন **। সেতারা-পতি সন্ধিবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বিলক্ষণ সৌহার্দ্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সন্ধির ২০ বৎসর পরে (১৮৩৯ অব্দে) গোয়ার পর্তুগীস গবর্নমেণ্টের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া সেতারারাজ প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হয়। প্রতাপ সিংহ আরোপিত দোষ ক্ষালনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু গবর্নমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার অপরাধের যথাপদ্ধতি বিচারকার্যও অনুষ্ঠিত হইল

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দ

---

* Retrospects and Prospects &c. p. 180.

** Arnold's Dalhousie's Administration, vol. II, p. 111.

না। বিনা আইনে, বিনা বিচারে, রাত্রিকালে প্রতাপ সিংহকে নগর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী একখানি সামান্য পশু রাখিবার কুটীরে আবদ্ধ করিয়া পরে বারাণসীতে নির্বাসিত এবং তাঁহার ধন-সম্পত্তি অধিকার করা হইল *। প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা আপা সাহেব, পেশোয়া বাজীরাওর হস্তে বন্দীস্বরূপ ছিলেন, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে বন্দীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সেতারার গদিতে আরোহিত করেন। ১৮৪৮ অব্দের ৫ই এপ্রিল অপুত্রকাবস্থায় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শাস্ত্রানুসারে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন **। এ দিকে রাজ্যচ্যুত প্রতাপ সিংহও যথাবিধানে অন্য একটি দত্তকের পিতৃস্থানায় হন †। কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী এই উভয় দত্তকই অসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার মতানুসারে সেতারা-রাজ যে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন, তাহা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সম্মত বা অনুমোদিত হয় নাই, সুতরাং নিয়ম অনুসারে এই দত্তক সেতারার গদির অধিকারী হইতে পারে না। সর্বোপরিতন প্রভুশক্তির অনুমোদন ব্যতিরেকে কাহারও কোন দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হয় না। লর্ড ডেলহৌসী এই যুক্তি দেখাইয়া ১৮৪৯ অব্দের মিনিটে উল্লেখ করিয়াছেন, "সেতারা-রাজ কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোকগমন করাতে উক্ত প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।" ***

১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দ

বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টার সভা ১৮৪৯ অব্দের ১লা জানুয়ারি ডেলহৌসীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহাদিগের মতানুসারেও ডেলহৌসীর প্রদর্শিত হেতুবাদ সঙ্গত বোধ হইল। সুতরাং ডেলহৌসীর লিখিত সেতারার ললাট-লিপি কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের লেখনীর আঘাতে বিপর্যস্ত না হইয়া আরও অটল হইয়া গেল††।

এইরূপে ভীমা ও নীরার স্বভাবসুন্দর তটভূমি, নেত্রতৃপ্তিকর মহাবলেশ্বর ভূধর-মালার নেত্র-তৃপ্তিকর প্রদেশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। যে সেতারার পর্বত-কন্দর একদিন আর্যকুল-রবি শিবজীর জলদগম্ভীরস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল,

* Dalhousie's Administration. vol. II, pp. 111. 112.

** Empire in India, p. 162.

† Arnold's Dalhousie's Administration, vol. II, p. 113.

*** Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 71.

†† Arnold's Dalhousie's Administration, vol. II, p. 121. Comp. Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 75.

যে সেতারার প্রচণ্ডপ্রতাপ একসময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল, সেই সেতারা পূর্বতন অধিকারীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ব্রিটেনিয়ার করায়ত্ত হইল। সে তেজ, সে সাহস এক্ষণে অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়া বৈদেশিকের ভোগসুখের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

লর্ড ডেলহৌসী যেভাবে উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া সেতারা-রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর কুক্ষিগত করিয়াছেন, তাহা সন্নীতির অনুমোদিত হয় নাই। ১৮১৯ অব্দে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বন্ধুত্ব-বন্ধন জন্য সেতারা-রাজ্য চিরকাল প্রতাপ সিংহের বংশধরদিগের অধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ᛭, কিন্তু ডেলহৌসী এই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া সেতারায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন। সত্য, প্রতাপ সিংহ রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য, রাজ্যভ্রষ্টের গৃহীত বলিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এই দত্তকের প্রতি অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু আপা সাহেবের সম্বন্ধে ঈদৃশ কোন বিধি-বিপর্যয় ঘটে নাই। আপা সাহেব সেতারার গদির অধিকারী থাকিতেই যথা নিয়মে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি কোন্ বিধানে তাঁহার এই দত্তক অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হইল? কোন্ বিধানে তাঁহার রাজ্যে অকস্মাৎ ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল? ফলে, লর্ড ডেলহৌসী ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রসারিত করিবার উদ্দেশেই সেতারা-রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, উত্তরাধিকারীর অভাব দেখান, একটি ব্যপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লর্ড ডেলহৌসীর পৃষ্ঠ-পূরকগণ অনেকস্থলেই অন্যায় যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেতারা গ্রহণের সমর্থন করিয়াছেন। ডিউক অব্ আর্গাইলের মতে কোর্ট অব ডিরেক্টারের প্রায় সমুদয় সভ্যই ডেলহৌসীর প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন *। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মেজর ইবান্স বেল্ স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, ডিরেক্টারের অনেকে এই মতের বিরোধী ছিলেন। টুকর, সেফার্ড, মেলভিল্, অলিফাণ্ট, কর্নফিল্ড — ইঁহারা সকলেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেন **। আর্গাইল, অন্যস্থলে লিখিয়াছেন, উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে কেবল লর্ড ডেলহৌসীই যে, এই সমস্ত রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত করিতেন, এরূপ নহে, ইহার পূর্বেও অধিকারি-শূন্য সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা বিহিত হইত ᛭᛭। ডেলহৌসীর অন্যতম বন্ধু সার চার্লস

᛭ Empire in India, p. 171. Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 72,

* Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning, p. 27.

** Empire in India, p. 163. Comp. Rebellian in India, p. 69.

᛭᛭ India under Dalhousie and Canning, p 28,

জাক্‌সনও এই মতের একজন প্রধান প্রতিপোষক। তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রদেশীয় রাজাদিগের উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে তাঁহাদের রাজ্যগ্রহণ-বিষয়ক-বিধি লর্ড ডেলহৌসার সৃষ্ট নহে। ইহা পূর্বাবধিই চলিয়া আসিতেছে, ডেলহৌসী কেবল এই চির প্রচলিত আইনের অনুসারী হইয়া কার্য করিয়াছিলেন মাত্র *। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধায়ী ইবান্স বেলের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে ইহারও অসত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বেল্‌ স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন, ১৮৪৮ অব্দে সেতারা গ্রহণের সময়েই এই আইন অনুসারে কার্য হইয়াছিল †। তিনি দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, মহারাজ সিন্ধিয়া এবং কাশ্মীর ও রেওয়ার অধিপতি যে দত্তক গ্রহণ করেন, লর্ড ক্যানিঙ তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত টাইমস্‌ পত্রও বিশেষ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া লর্ড ক্যানিঙের এই কার্যের সমর্থন করেন ††। লর্ড ক্যানিঙ ১৮৬০ অব্দের ২৬শে এপ্রিল ও ১০ই মে যে শাসন-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করেন, এবং সার চার্লস উড্‌ (লর্ড হালিফাক্স) ২৬শে জুলাই যে উত্তর দেন, তাহাতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, "উচ্চতম প্রভুশক্তি, জাইগীরদার অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রত্যেক রাজ্যাধিকারীর রাজ্যই স্থায়ী দেখিতে ইচ্ছা করেন। যদি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও ঔরস পুত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে হিন্দু আইন (যদি তিনি হিন্দু হন) ও জাতীয় রীতি অনুসারে অন্য উত্তরাধিকারী গ্রহণ বিধিসিদ্ধ বলিয়া অনুমোদিত হইবে **।

কেবল মেজর ইবান্স বেলই যে এইরূপ রাজ্য-কামুকতার নিন্দা করিয়াছেন, এরূপ নহে। বেলের ন্যায় নর্টন, লাডলো প্রভৃতি মনস্বী লেখকগণের লিখন-ভঙ্গীতেও স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে বিধি অবলম্বন করিয়া সেতারা গ্রহণ করা হইয়াছে, পূর্বে তাদৃশ কোন বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। লর্ড ডেলহৌসীর প্রসাদে ১৮৪৮ অব্দে সেতারা গ্রহণের সময়েই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় এই অসঙ্গত ব্রিটিশ নীতির কার্য দৃষ্ট হয় ॥। অধিক কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর তদানীন্তন গবর্নর সার জর্জ ক্লার্কের ন্যায় রাজপুরুষও এই যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। সার জর্জ এই

* A Vindication of the Marquis of Dalhousie's Indian Administration, pp. 9, 16.

† Retrospects and Prospects &c. p 9. Comp. Empire in India, pp. 165-172.

†† Empire in India, p. 103.

** Ibid, p. 131,

॥ J. B. Norton, Rebellion in India: How to Prevent Another, pp. 66, 67, 72. Comp. Ludlow, British India its Races and its History vol II, pp. 258-259.

অন্যায় আচরণ দেখিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি এবং তাঁহার দায়াদ ও উত্তরাধিকারীর সহিত সন্ধিসম্মত চিরন্তন বন্ধুত্বের বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, যাঁহাদিগের সহিত সন্ধি হইয়াছে, তাঁহাদিগের রীতিঅনুসারে যে পর্যন্ত উত্তরাধিকারীর অভাব দৃষ্ট না হয়, সে পর্যন্ত তাঁহাদিগের রাজ্য-সম্পত্তি অধিকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। সেতারা-রাজ এক্ষণে যে বালককে দত্তক-পুত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, নিয়ম অনুসারে সেই বালকই তদীয় রাজ্যের এই প্রকার উত্তরাধিকারী *।" এড়ুইন আর্নল্ড লর্ড ডেলহৌসীর ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া শাসনের সমালোচন করিতে যাইয়া সেতারা গ্রহণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "নীরা এবং ভীমা নদীর রমণীয় তট এবং ফল-সম্পত্তি-শোভী মহাবলেশ্বর পর্বতের সহিত বহুমূল্য কিন্তু বিধি-বহির্ভূত পুরস্কার স্বরূপ সেতারা রাজ্য ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া-ভুক্ত হইল। প্রতাপ সিংহ স্বীয় অসদ্ব্যবহার বশতঃ গদিচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপা সাহেব আমাদিগের বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রশংসার্হ শাসনকর্তা বলিয়াও সর্বত্র পরিচিত। সাধারণ হিতকর কার্যে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয় দূরে থাকুক, এ স্থলে কেবল আইনের অধিকার লইয়া বিবেচনা করা কর্তব্য কিন্তু এই অধিকারের বিষয় বিবেচনা করিলে সেতারা গ্রহণ করিতে আমাদিগের কি অধিকার আছে? সেতারায় কোনরূপ অত্যাচার বা অরাজকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। এ স্থলে লর্ড ডেলহৌসী ও তাঁহার বিলাতী বণিক প্রভুগণ এই হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, "সেতারা একটি অধীন রাজ্য এবং কলিকাতা তাহার শাসন-বিধাত্রী প্রভুশক্তি"। যদি এইরূপ প্রভুশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া কলিকাতা-প্রচারিত বিধি সেতারার স্বাধীনতা হরণ করে, যদি সেতারা সিন্ধিয়া ও হুলকারের রাজ্য অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ কোম্পানীর ১৮১৮ অব্দের ঘোষণা-পত্রের অর্থ কি?

কোম্পানী ১৮১৮ অব্দের ঘোষণা-পত্রে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, "সেতারার রাজা বাজীরাওর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবেন।" ঘোষণা-পত্রের এই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার স্বরূপ ও অর্থ কি? প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতির পর আপা সাহেবকে গদি দেওয়াতে আমরা অবশ্যই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্ধি-নির্দিষ্ট স্বাধীন রাজত্বের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম, নচেৎ আপা সাহেবকে স্বাধীন রাজা বলিয়া সম্মান করিবার সার্থকতা কি? কিন্তু আপা সাহেবের মৃত্যুর পর আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই অর্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলাম। কিরূপে ঈদৃশ ব্যবহারের সামঞ্জস্য হইল?

* **Annexation of Sattara, 1849, p. 62. Vide Empire in India, p. 164.**

প্রতাপ সিংহ রাজা থাকিতে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন নাই, এ জন্য আমরা সেই দত্তককে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য না হইতে পারি, কিন্তু আপা সাহেবের দত্তক-পুত্রের সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যদি বণিক কোম্পানীর বিধান-পত্র (charter) উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে আমরা এই দত্তক-পুত্রকে বিধি-সম্মত রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, যদি আইনের বশীভূত হই, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য, যদি মতের গুরুত্ব রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য, এবং যদি নীতির অনুসরণ করি, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য; যে কার্য কখনও পর্যুদস্ত হইবে না, তাহার নিমিত্ত বিশেষ লজ্জিত হইয়া বলিতে হইতেছে যে, সত্যবাদী ও সাধুব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় অবশ্যই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন" * ।

অপক্ষপাত লেখকের অপক্ষপাত লেখনী হইতে এইরূপ সারগর্ভ বাক্য বহির্গত হইয়াছে, ন্যায়-পরায়ণ মনস্বিগণ এইরূপ ন্যায়সঙ্গত যুক্তির উল্লেখ করিয়া অস্থায়ী জীবলোক সত্যের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, এরূপ গভীর যুক্তি, এরূপ গভীর ন্যায়বুদ্ধি ডিরেক্টর-সমাজের মস্তিষ্কে নীত হয় নাই, সুতরাং কলিকাতায় লর্ড ডেলহৌসীর মুখ হইতে যে স্বর সমুত্থিত হয়, তাহাই লিডনহল স্ট্রীটে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলে। সেই অবধিই যোগরত ভারতীয় আর্য তাপসগণের গভীর জ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ ভারতমান্য শ্রুতি ও স্মৃতির হৃদয়ে কুঠারাঘাত আরম্ভ হয়, এবং সেই অবধিই ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের উদ্ভাবিত দত্তক গ্রহণের অসিদ্ধতা-সমর্থক আইনের বলে মিত্ররাজ্যসমূহ ভারত-মানচিত্রে লোহিত রেখায় অঙ্কিত হইতে থাকে।

লর্ড ডেলহৌসীর সর্বসংহারিণী রাজনীতির গুণে সেতারার পর আরও কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তগত হয়। তদ্বিষয়ের বিবরণ যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

ভারত-মানচিত্রের কেন্দ্রস্থলে বুন্দেলখণ্ডস্থ অল্পায়তন রাজ্যসমষ্টির মধ্যে ঝান্সী নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অবস্থান-সন্নিবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রাজ্য মহারাষ্ট্রকুল-গৌরব পেশোয়ার আশ্রিত ও অনুগত মহারাষ্ট্রবংশীয় শাসিত। বুন্দেলখণ্ডস্থ রাজ্য-সমষ্টি ব্রিটিশসিংহের করায়ত্ত হইলে ১৮১৭ অব্দে তদানীন্তন ঝান্সীরাজ রামচন্দ্র রাওর সহিত একটি সন্ধি হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে রামচন্দ্র ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ

* Arnold's Dalhousie's Administration of British India, vol. II, pp. 121-125.

পুরুষানুক্রমে ঝান্সীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হন *। এই সন্ধির পর রামচন্দ্র ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি যাবজ্জীবন সৌজন্য ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮২৫ অব্দে যখন লর্ড কম্বরমিয়র দুর্ভেদ্য ভরতপুর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন নানা পণ্ডিত নামে মধ্যভারতের জনৈক সর্দার বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক কাল্পী নগর অবরোধ করিতে সমুদ্যত হন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ঝান্সীরাজ পরমমিত্র ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপকারার্থ অবিলম্বে ৪০০ অশ্বারোহী, ১,০০০ পদাতিক ও দুটি কামান প্রেরণ করিয়া শত্রুর করাল কবল হইতে কাল্পী নগর রক্ষা করেন †।

এইরূপ সৌজন্য, এইরূপ হিতৈষিতা ও এইরূপ সুহৃৎ-প্রেম দর্শনে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট রামচন্দ্র রাওর প্রতি বিশিষ্ট সন্তোষ প্রদর্শন করেন। এই সন্তোষ কেবল বাক্যমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ১৮৩২ অব্দের ১৯শে ডিসেম্বর ঝান্সীর সুপ্রশস্ত রাজভবনে সুসমৃদ্ধ দরবারে রামচন্দ্র রাওকে আহ্বান পূর্বক মহারাজ উপাধি এবং ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজলক্ষণের দ্রব্যজাত দান করিয়া তাঁহার গৌরব বর্ধন করেন §। এইরূপ রাজসম্মান ভোগের তিনবৎসর পরে রামচন্দ্র রাওর পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

রামচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে চারিজন ঝান্সীর গদি-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হন। গবর্নর জেনারেলের এজেণ্ট রামচন্দ্রের পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে অধিকতর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারী বিবেচনা করিয়া ঝান্সীর গদিতে আরোহিত করেন। যদিও রঘুনাথ কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ও রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত ছিলেন, তথাপি সাধারণে তাঁহাকে আদরসহকারে মনোনীত করাতে তাঁহার নামেই ঝান্সীর রাজকার্য নির্বাহিত হয়। তিন বৎসর পরে রঘুনাথও অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন।

রঘুনাথ রাওর পরে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে পুনর্বার উত্তরাধিকারীর নির্বাচন সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড অকলাণ্ড এতন্নিবন্ধন একটি কমিশন প্রতিষ্ঠাপিত করেন। কমিশনরগণের অনুসন্ধানে রঘুনাথের ভ্রাতা গঙ্গাধর রাও প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন, সুতরাং ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রসাদে ঝান্সীর রাজলক্ষ্মী গঙ্গাধর রাওর অঙ্কশায়িনী হয়।

---

* Empire in India, p. 203. Comp. Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 89.

† Empire in India, p. 217.

§ Empire in India, p. 217.

কিন্তু ইহাতে ঝান্সী-রাজের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। পুন্নাম নরক পরিত্রাতা একটি পুত্র-সন্তানও ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিল না। পূর্ববর্তী অধিকারিগণের ন্যায় গঙ্গার রাওও নিঃসন্তান হইলেন। অবিলম্বে নিদারুণ ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া তুলিল। গঙ্গাধর মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া ১৯শে নবেম্বর ঔরস পুত্রের অভাবে যথাবিধানে যথারীতিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মেজর এলিস্ ও মেজর মার্টিন নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের সমক্ষে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিলেন *। এই দত্তকের সম্বন্ধে তিনি একদা রেসিডেন্টকে লিখেন—"আমি এক্ষণে সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। একটি ক্ষমতাপন্ন গবর্নমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ থাকাতেও এত দিনের পর আমার পূর্বপুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া আমার নিতান্ত মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। আমি এইজন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত আমাদিগের যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বিতীয় ধারা অনুসারে আনন্দরাও (দত্তক-গ্রহণ-ক্রিয়ার পর এই বালক দামোদর গঙ্গাধর রাও নামে অভিহিত হয়) নামে আমার একটি পঞ্চমবর্ষীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এবং আপনার গবর্নমেণ্টের অনুগ্রহে আমি রোগ হইতে মুক্ত হই, এবং আমি যেরূপ তরুণ-বয়স্ক, তাহাতে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মে, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য-পদ্ধতির অনুসরণ করিব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এই বালকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নীকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন; তাহার প্রতি যেন কখনও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার প্রদর্শিত না হয় †"

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ

মুমূর্ষু গঙ্গাধর রাওর লেখনী হইতে এরূপ বিনয়-নম্র বাক্য বহির্গত হইয়াছিল, এইরূপ সৌজন্য তাঁহার জীবনের শেষলিপির প্রতিঅক্ষর উদ্ভাসিত করিয়াছিল। কিন্তু মুমূর্ষুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না। এই সময়ে লর্ড ডেলহৌসী গবর্নমেণ্টের শিরঃস্থানীয় ছিলেন। যিনি প্রতিশ্রুত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রণজিতের রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, যাঁহার দুরবগাহ রাজনীতির মহিমায় সেতারা-রাজ্যে ভারত-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবংশীয়ের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, এক্ষণে ঝান্সী তাঁহারই হস্তের ক্রীড়া-কন্দুক হইয়া উঠিল। ডেলহৌসী অবসর বুঝিয়া সেতারার ন্যায় ঝান্সী গ্রহণেও

* Empire in India, p. 202.

† Arnold's Dalhousie's Administration. vol. II, pp. 148-149,

কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে বিলম্ব হইল না, অচিরাৎ আদেশ-লিপি প্রচারিত হইল। ঝান্সী ডেলহৌসীর সর্বসংহারিণী লেখনীর আঘাতে মহারাষ্ট্র-সম্ভূত রাও বংশীয়ের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল।

গঙ্গাধরের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষোচিত অটলতা ও তেজস্বিতার আধার ছিলেন। তাঁহার হৃদয় যেরূপ কমনীয় কামিনীজনোচিত মধুরতা ও স্নিগ্ধতায় আর্দ্র ছিল, সেইরূপ স্থিরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাতেও অনমনীয় হইয়াছিল। যদি কেহ মাধুর্যময় কোমল সৌন্দর্যের সহিত ভীমগুণান্বিত ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাত-কমলের অঙ্গ-বিলাসের সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণাধ্বনির সহিত লোকারণ্যের পর্বত-বিদারক কলরব শুনিতে স্পৃহান্বিত হন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাঈ নিঃসন্দেহ তাঁহার নিকট অনুপম স্বর্গীয় ভাবের একমাত্র আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কেবল ভীমকান্ত গুণ সমূহই লক্ষ্মীবাঈর আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনই করে নাই; রাজ্য শাসনোচিত দক্ষতা ও কার্য-কুশলতাতেও তাঁহার মনোবৃত্তি উন্নত হইয়াছিল। ১৮৫৪ অব্দে ব্রিটিশ এজেন্ট মেজর মাল্‌কম স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন, "লক্ষ্মীবাঈ সাতিশয় সম্মানার্হ ও রাজ-প্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্রী। তাঁহার স্বভাব অতি উচ্চভাবের পরিচায়ক। ঝান্সীর সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করিত *।" ফলে লক্ষ্মীবাঈ যেরূপ উচ্চভাবের আদর্শ-স্থল, সেইরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় বীরাঙ্গনারও অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত-ভূমি।

লক্ষ্মীবাঈ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের করাল গ্রাস হইতে স্বামীর রাজ্য রক্ষা করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন, সন্ধির নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তক গ্রহণের বিধি-সিদ্ধতা দেখাইয়া ঝান্সীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে আগ্রহসহকারে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রার্থনা ও সেই চেষ্টা বলবতী হইল না। লর্ড ডেলহৌসী যে বজ্রদণ্ড উত্তোলন করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাহা ঝান্সীর মস্তকে নিপতিত হইল। এই অবিচার ও অবমাননায় লক্ষ্মীবাঈ সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়গত ব্যথা কেবল নয়ন-জলের সহিত বিলীন হইল না। অবিলম্বে উহা হৃদয়ের প্রতিস্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা যাঁহার প্রকৃতি উন্নত করিয়াছে, অটলতা যাঁহার হৃদয় অবিচলিত ও অনমনীয় করিয়া রাখিয়াছে, এবং অধ্যবসায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির

* Jhansi Blue-Book, pp, 7,28. Comp. Empire in India, p. 219.

আক্রমণ সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তিনি কখনও কোন প্রকার বিপৎপাতে ভীত বা কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া ভবিষ্য মঙ্গলের আশায় জলাঞ্জলি দেন না। লক্ষ্মীবাঈ এরূপ প্রকৃতির ছিলেন, সুতরাং এই বিপদে কিছুমাত্র ভীত বা আশাশূন্য হইলেন না এবং আপনার দশা-বিপর্য্যয়েও দৃঢ়তার অধ্যবসায় হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলেন না। ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি আস্তরণ-পটের অন্তরাল হইতে সক্রোধে বজ্রগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "মেরা ঝান্সী দেগা নেহি।" লক্ষ্মীবাঈর এই ধ্বনিতে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। ঝান্সী ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের হস্তগত হইল বটে, কিন্তু এই অবমাননা-রেখা বীরজায়া বীরাঙ্গনার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিল।

লর্ড ডেলহৌসী সেতারার ন্যায় ঝান্সী গ্রহণ-সম্বন্ধেও নিতান্ত অনুদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। লর্ড মেট্‌কাফ্ বুন্দেলখণ্ডস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যাধিকারিগণের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহারই একটি বাক্য ডেলহৌসীর ঝান্সী গ্রহণের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। মেট্‌কাফ্ স্বীয় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

"হিন্দু রাজ্যাধিকারিগণের সম্বন্ধে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে যদি তাঁহাদিগের ঔরস-পুত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের যথাবিধানে দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এইরূপ রীতিবিশুদ্ধ ও হিন্দু আইন-সঙ্গত দত্তক গ্রহণের বৈধতা স্বীকারে বাধ্য।

কিন্তু যাহারা রাজার নিকট হইতে কেবল ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, অথবা রাজ-প্রদত্ত কোন উপস্বত্ব ভোগ করেন, তাঁহারা এইরূপ নিয়মে সেই সম্পত্তির অধিকারী হইবেন যে, তাঁহাদিগের ঔরস-পুত্র হইলে সেই পুত্রই উক্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে। ঔরস-পুত্রের অভাবে ঈদৃশ স্থলে গভর্নমেণ্ট এই সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে সমর্থ *।"

লর্ড ডেলহৌসী মেট্‌কাফের শেষোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঝান্সী গ্রহণের সমর্থন করিয়াছেন †। কিন্তু তাঁহার এই সমর্থন ফলোপধায়ি হয় নাই। লর্ড মেট্‌কাফ কেবল জাইগীরদারদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, পুরুষানুক্রমিক রাজ্যাধিপতিগণ এই বিধির বিষয়াক্রান্ত নহেন। সুতরাং যে বিধি জাইগীর-শ্রেণীতে

---

* **Empire in India, pp. 204-205.**

† Ibid, p. 205. কে সাহেবও স্বপ্রণীত ইতিহাসে এ বিষয়ে ডেলহৌসীর মতানুবর্তী হইয়াছেন। **Kaye's Sepoy War, vol. I. p. 91, note.**

উপগত হইয়াছে, তাহা রাজ্যাধিকারীর পর্যায়ে প্রয়োজিত করা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

ঝান্সীরাজ জাইগীরদার-শ্রেণীতে নিবিষ্ট নহেন, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টও ঔরস-পুত্রের অধিকার-বিষয়ক-নিয়মে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ঝান্সী অর্পণ করেন নাই। ঝান্সীর রাজবংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে ঝান্সীতে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৩২ অব্দে যখন গবর্নমেণ্টের শিরঃস্থানীয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঝান্সীর দরবারে রামচন্দ্র রাওকে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ও ছত্র, দণ্ড প্রভৃতি রাজ-চিহ্ন অর্পণ করেন, তখন ঝান্সীর অধিপতি জাইগীরদার বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। ১৮১৭ অব্দে যখন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত সন্ধি হয়, তখনও ঝান্সীর অধিপতি জাইগীরদার বলিয়া অভিহিত অথবা গবর্নমেণ্ট-প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি-ভোগী বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। রামচন্দ্র রাওকে কোন সম্পত্তি দান করা হয় নাই, কারণ তিনি পূর্বাবধিই স্বীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, রাজা-প্রজা-ঘটিত কোন সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয় নাই, কারণ উভয় পক্ষ মিত্রতা-সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ ছিলেন। কোনরূপ দান ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই, কোনরূপ সনন্দ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট হইতে অর্পিত হয় নাই। ঝান্সীরাজ জাইগীরদার নহেন, তিনি পুরুষানুক্রমিক হিন্দু জাতীয় নরপতি। ১৮১৭ অব্দের সন্ধি তাহাকে এইরূপ পুরুষ-পরম্পরায় রাজ্যাধিকারের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল *।

ডেলহৌসী অন্যস্থলে একটি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন, "১৮৩৫ অব্দে রামচন্দ্র রাওর মৃত্যু হয়। যদিও তিনি মৃত্যুর একদিবস পূর্বে একটি বালককে দত্তক-পুত্র করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাহাকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই; এতন্নিবন্ধন রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় পিতৃব্য ঝান্সীর রাজা হন **"। ডিউক অব আর্গাইল ও সার্ চার্লস্ জাক্সনও ডেলহৌসীর এই যুক্তি অবলম্বন পূর্বক ১৮৫৩ অব্দে যে দত্তক-পুত্র গৃহীত হয়, তাহার অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন †। কিন্তু ইবান্স বেলের সূক্ষ্ম বিচারে লর্ড ডেলহৌসীর এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় নাই। ১৮৩৫ অব্দে ঝান্সীর উত্তরাধিকারী লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে সময়ে চারিজন গদিপ্রার্থী উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাওর দত্তক-পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ থাকাতে সে সময়ে তাহার পিতৃব্য

---

* Empire in India, pp. 290, 210.

** Jhansi. Blue-Book, pp. 21, 22. Comp. Empire in India, p. 211.

† Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning, pp. 31-32. Sir Charles, Jackson, A Vindication &c, p. 11.

আনন্দ রাও গদিতে আরোহণ করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী এবিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, "যদি এই দত্তক-গ্রহণ রীতি-বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে উক্ত বালক নিঃসন্দেহ রামচন্দ্র রাওর পিতৃব্যের পরিবর্তে তাঁহার পিতার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিত, কিন্তু এই দত্তকের (এই দত্তক যথাবিধি গৃহীত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয় সন্দেহ-যুক্ত) বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া গবর্নমেণ্ট রামচন্দ্রের পিতৃব্য আনন্দ রাওকে গদিতে আরোহিত করিয়াছেন *"। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ১৮৩৫ অব্দে যে দত্তক-পুত্র গৃহীত হয়, তদ্বিষয় সন্দেহ-যুক্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৩ অব্দের দত্তক পুত্রের সম্বন্ধে এরূপ কোন সন্দেহ হয় নাই। গঙ্গাধর রাও পবিত্র হিন্দুধর্মের অনুবর্তী হইয়া যথানিয়মে যথাপদ্ধতিতে এই দত্তক গ্রহণ পূর্বক ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এবিষয় যথারীতি বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। ১৮৩৫ অব্দের দত্তকগ্রহণ ১৮৫৩ অব্দের দত্তক গ্রহণের সমান্তরাল ঘটনা নহে †। তথাপি কি জন্য এই শেষোক্ত দত্তক-পুত্র ঝান্সীর গদিতে আরোহিত হইল না? কোন নিয়মে, কোন যুক্তিতে অকস্মাৎ গঙ্গাধর রাওর সিংহাসন ব্রিটিশ সিংহের করায়ত্ত হইল? কোন্ অপরাধে গঙ্গাধর-পত্নীর প্রার্থনা অবজ্ঞাকূপে নিক্ষিপ্ত হইল? পবিত্র সুহৃৎ-প্রেমের কি এই বিষময় ফল? পবিত্র সন্ধির কি এই শোচনীয় পরিণাম?

লর্ড ডেলহৌসী স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন, "ঝান্সী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সুতরাং ইহা আমাদিগের অধিকারে আসিলে সমুদয় বুন্দেলখণ্ডের অনেক আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধিত হইবে। ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত এই সম্মিলনে ঝান্সীর অধিবাসীদিগেরও অনেক উপকার হইবে ††"। লর্ড ডেলহৌসীর এই বাক্য প্রকৃত সহৃদয়তা ও উদারতার সীমা অতিক্রম করিতেছে। ঝান্সী রাজ্যের সম্বন্ধে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই, এবং ইহার অধিবাসিগণও অত্যাচারিত বা নিপীড়িত হয় নাই। প্রত্যুত ঝান্সীর রাওবংশীয়গণ শাসনক্ষম বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন §। ঝান্সীর অধিপতিগণের এরূপ সদাশয়তা থাকাতেও লর্ড ডেলহৌসী উপকারের ভান করিয়া উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর কুক্ষিগত করিলেন। যাঁহারা চিরকাল ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত দৃঢ়তর মিত্রতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন, সুসময়ে, দুঃসময়ে চিরকাল যাঁহারা ব্রিটিশ

* Jhansi Blue-Book, p. 18. Comp. Empire in India, p. 212.

† Empire in India, p. 212.

†† Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 92.

§ Arnold's Dalhousie's Administration, vol. II, p. 147.

গবর্নমেণ্টের উপকারার্থ প্রস্তুত থাকিতেন, অদ্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট একটি অসহায় বিধবাকে কারাগৃহে আবদ্ধ † ও একটি সুকুমারমতি বালককে তাড়িত করিয়া অবলীলাক্রমে অসঙ্কুচিতহৃদয়ে তাঁহাদিগের রাজ্যের অধিপতি হইলেন। সভ্যতার কি উৎকর্ষ। উদারতার কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত!

ব্রিটিশ সিংহ ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিনা গোলযোগে ঝান্সী অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাঈর হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। যে ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে লক্ষ্মীবাঈ জর্জরিত হইতেছিলেন, শীঘ্রই তাহা উদ্দীপ্ত হইয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিল। যথাসময়ে যথাস্থলে এই বিষম অগ্নিকাণ্ডের চিত্র প্রদর্শিত হইবে।

লর্ড ডেলহৌসীর সমুত্থত বজ্র যেরূপে সেতারা ও ঝান্সীর সর্বনাশ করে, সেইরূপেই উহা আবার নাগপুরের বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়। সেতারা ও ঝান্সীর ন্যায় এ রাজ্যও অমিত-পরাক্রম মহারাষ্ট্রকুলের শাসিত, সেতারা ও ঝান্সীর ন্যায় এ রাজ্যের অধিপতিরও ঔরস-পুত্রের অভাবে দত্তক-পুত্র গৃহীত হয়, এবং সেতারা ও ঝান্সীর ন্যায় এ রাজ্যও লর্ড ডেলহৌসীর সর্বগ্রাসিনী রাজনীতির প্রভাবে ব্রিটিশ কোম্পানীর কুক্ষিগত হইয়া যায়।

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ

নাগপুর রাজ্য সুপ্রসিদ্ধ ভোঁসলা বংশীয়ের অধিকারে স্থাপিত। ১৮১৮ অব্দে মহারাজ আপা সাহেব তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক গদিচ্যুত হইলে নাগপুরের সিংহাসন শূন্য হইয়া উঠে। রাজবংশীয়গণ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকে একত্রিত হইয়া এবিষয়ে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শের শেষ ফল— ভোঁসলা বংশীয় একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালকের নাগপুরের গদিতে আরোহণ। ১৮২৬ অব্দে এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নাগপুর রাজ্য পুরুষানুক্রমে ভোঁসলা বংশীয়ের অধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হন *।

এই বয়ঃপ্রাপ্ত রাজার নাম তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলা। ১৮৫৩ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর ইহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। মৃত্যুর সময়ে ইঁহার বয়স ৪৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই রাজা যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন, তখন দ্বিতীয় রঘুজীর পত্নী বঙ্কবাঈ রাজকার্য করিতেন। বঙ্কবাঈ নিতান্ত উন্নতচরিত্রা ও রাজ্য-শাসনোপযোগী ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন।

---

† Ibid. p. 151.

* Arnold's Dalhousie's Administration, vol, II. p. 156.

পঞ্চাশৎ বর্ষকাল সর্বপ্রকার পারিবারিক ও রাজনৈতিক কার্যে তাঁহার আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। তৃতীয় রঘুজী অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগত হওয়াতে বঙ্কবাঈ যশোবন্ত অহর রাও (সাধারণতঃ ইঁহার নাম আপা সাহেব) নামক তৃতীয় রঘুজীর একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালকে দত্তক-পুত্র করিবার প্রস্তাব করেন *। রাণীর এই প্রস্তাব ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মানসেল্ সাহেবকে জানান হয়। মানসেল ইহা কার্যে পরিণত করিতে কোন প্রকার উৎসাহ অথবা বাধা দেন না ✝✝। তিনি এসম্বন্ধে কেবল এই মাত্র উত্তর দেন যে, প্রধানতম গবর্নেমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত তিনি কোন প্রকার দত্তক-গ্রহণ বিধি-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না **। যাহা হউক, দত্তক-গ্রহণক্রিয়া নাগপুর-প্রাসাদে যথাবিধি সমাহিত হয়, যথাবিধি আপা সাহেব তৃতীয় রঘুজীর প্রেতকৃত্য—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি নির্বাহ করেন। ইহার পর আপা সাহেবের জনোজী ভোঁসলা নামকরণ হয় ✝।

মানসেল সাহেব প্রধানতম গবর্নমেণ্টের নিকট নাগপুরের রাজ্যের অবস্থার সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। লর্ড ডেলহৌসী নববিজিত পেগু প্রদেশ পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন এবিষয়ের কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। ডেলহৌসী রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া নাগপুরের বিষয় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রধানতম শাসন-সমিতিতে এবিষয়ে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। অন্যতম সভ্য জেনারেল লো, সার জন মাল্কমের ন্যায় প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ সেনাপতির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তাসহকারে নাগপুর রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রগাঢ় কর্তব্যজ্ঞান, সেতারা ও ঝান্সীর স্বাধীনতা-হারীর অনুমোদিত হইল না। তৃতীয় রঘুজীর মৃত্যুর এক মাসেরও অধিক কাল পরে ১৮৫৪ অব্দের ২৮শে জানুয়ারি পুনর্বার সংহারিণী আদেশ-লিপি প্রচারিত হইল। ডেলহৌসী সেতারা ও ঝান্সীর ন্যায় নাগপুর রাজ্যও প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া ব্রিটিশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করিলেন ✝✝।

---

* Empire in India, p. 174.

✝✝ First Nagpore Blue-Book, 1854, p. 56.

** Empire in India, p. 175.

✝ Ibid, p. 175.

✝✝ Ibid, p. 175. Comp. Kaye's Sepoy War, vol. I, pp. 77-83.

যশোবন্ত অহর রাও তৃতীয় রঘুজীর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁহার মাতা ময়না বাঈ নাগপুর রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করিতেন, এই প্রাসাদে অবস্থান সময়েই ১৮৩৪ অব্দের ১৬ই আগস্ট তাহার একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানের জন্ম গ্রহণের পর আনন্দপ্রকাশার্থ প্রাসাদ হইতে ২১ টি তোপধ্বনি করা হয়*। ঐ মাসের ২৫শে তারিখে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দার ও অমাত্যগণ নাগপুর রাজ্যে প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া মিষ্টান্ন বিতরণ উপলক্ষে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন **। নাগপুরে অন্য কাহারও জন্মের পর এরূপ উৎসব হয় নাই। যাহা হউক, ময়না বাঈর পুত্র নাগপুর রাজ-প্রাসাদে রাজ-কুমারের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত অনেক দাস-দাসী নিয়োজিত হইল, তিনি যেখানে গমন করিতেন, দশ অথবা দ্বাদশজন মাঙ্কুরী (রাজ কর্মচারী বিশেষ), বল্লম-ধারী অনুচর এবং হস্তী ও অশ্বারোহিগণ তাঁহার অনুগমন করিত। এদিকে মহারাজ স্বয়ং তাঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুমার দরবার-স্থলে অথবা ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ সময়ে মহারাজের সহিত একগদিতে উপবেশন করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের নিয়ম প্রচলিত, কিন্তু ময়না বাঈর পুত্রের সম্বন্ধে নাগপুর-রাজ এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন। সংক্ষেপতঃ তৃতীয় রঘুজীর সন্তান-সম্ভাবনা যতই অল্পতর হইতে লাগিল, ততই সাধারণে ময়না বাঈর পুত্রকেই ভাবী নাগপুররাজ বলিয়া মনে করিতে লাগিল; সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, তৃতীয় রঘুজী শীঘ্রই ময়নাবাঈর পুত্রকে দত্তক-পুত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। অহর রাওর বিবাহে নাগপুর রাজের আপাততঃ অসম্মতি দেখিয়া এই বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। যশোবন্ত অহর রাও নাগপুর-রাজের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫৪ অব্দের ২৮শে জানুয়ারির মিনিটে এইরূপ আত্মীয় বালককে একজন "সাধারণ মহারাষ্ট্রীয়," স্থানান্তরে একজন "বৈদেশিক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন †।

দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে অহর রাওর মাতা ময়না বাঈর সহিত বঙ্ক বাঈ অথবা তৃতীয় রঘুজীর প্রধান মহিষী অন্নপূর্ণা বাঈর কোনও প্রকার বিরোধ ঘটে নাই। অনুমতি পাওয়া মাত্র সমবেত বন্ধুজনের সমক্ষে নানা অহর রাও (আপা সাহেবের পিতা) ও

---

* Empire India, p. 176,

** যখন রাজার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার পিতা আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের নিকট মিষ্টান্ন প্রেরণ করেন। ইহাতে এই বুঝায় যে, রাজার স্বাস্থ্য এসময়ে নিতান্ত মন্দ এবং তাঁহার বিবাহের তিন বৎসর পরে এই প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। Comp, *E*mpire India. pp, 176-177. note 2

† Empire in India, p. 177.

ময়না বাঈ স্বীয় সন্তানকে অন্নপূর্ণা বাঈর হস্তে সমর্পণ করেন। রাণী ও তাঁহাদিগের মন্ত্রিগণ ধীরভাবে এবিষয়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে জানান—ধীরভাবে এবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টর সম্মতির অপেক্ষা করেন। যখন নাগপুর অধিকারের অনুমতি রাণীদিগকে জানান হয়, তখন তাঁহারা যথাসাধ্য ইহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন · যথাসাধ্য দত্তক-গ্রহণ বিধিসিদ্ধ বলিয়া আপনাদিগের রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই যত্ন এই আগ্রহে কোনও ফল দর্শে নাই। অধিক কি, এরূপ বিধিসিদ্ধ দত্তক-পুত্র বর্ত্তমান থাকাতেও লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫৬ অব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারির বিদায়-কালীন মিনিটে, অসঙ্কুচিতহৃদয়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, "নাগপুর-রাজের কোনও পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই, কোনও বালক দত্তক-পুত্র স্বরূপ গৃহীত হয় নাই, রাজার বিধবা পত্নীগণও স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা রাজার মৃত্যুর পর কোনও বালককে দত্তক-পুত্র করেন নাই †"।

লর্ড হেস্টিংস ১৮১৮ অব্দে নাগপুর রাজ্যের সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করেন, তৎবিষয়ে লর্ড ডেলহৌসী লিখিয়াছেন, "আপা সাহেব যে, নিজের কার্যদোষে নাগপুর রাজ্য হারাইয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন যে বন্ধুত্ব-সূচক-সন্ধি নিঃশেষে ভঙ্গ হইয়াছে, এটি গবর্নর জেনারেলের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। এইজন্য তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে একটি বালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, নিজের ইচ্ছানুসারে তাঁহার একটি প্রতিনিধিও নির্বাচন করেন। দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বিষয়ই সে সময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই। দত্তক-পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই যে, লর্ড হেস্টিংস এই বালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা নয়। কারণ, নির্বাচিত হইবার বহু পরে এই বালককে দত্তক-পুত্র করা হয়। রাজ্য ও রাজবংশের মধ্যে এই বালকের অনুকূলে একটি বিশেষ দল ছিল বলিয়া কেবল একমাত্র রাজনীতিই সে সময়ে লর্ড হেস্টিংসকে এই কার্যে প্রযোজিত করিয়াছিল। এককথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সে সময়ে নাগপুর রাজ্য আপনাদিগের করায়ত্ত মনে করিয়াছিলেন। গবর্নমেণ্ট যাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাকেই নাগপুরের গদি দিতেন। এইরূপে দান-কার্যে কোন প্রকার বিবেচনা অথবা বিচারের আধিপত্য লক্ষিত হইত না ইহা কেবল গবর্নমেণ্টের স্বাধীন ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর নির্ভর করিত *"।

† Papers, Minute by the Marquis of Dalhousie, dated February 28, 1856 No. 245 of 1856. Comp. Retrospects and Prospects &c, p. 29.

* First Nagpore Blue-Book, p. 27. Comp. Empire in India, pp. 185-186.

লর্ড ডেলহৌসীর এই মন্তব্য সরল ও অল্প কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে, নাগপুর রাজ্য নিঃসন্দেহ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পদানত হইয়াছিল, কোন একটি রাজ্য জয় করিলে সেই রাজ্যের উপর যে-যে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, আপা সাহেবের বিশ্বাস-ঘাতকতার পর নাগপুর-রাজ্যের উপরেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ঠিক সেই-সেই ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তবে গবর্নমেণ্ট কেবল সৌজন্য ও উদার রাজনীতির অনুরোধে পূর্ববর্তী অধিপতির ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্বন্ধ ব্যক্তিকে নাগপুরের গদিতে আরোহণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন †।

কিন্তু লর্ড হেস্টিংসের নিজের কথার সহিত ডেলহৌসীর মন্তব্যের তারতম্য করিলে পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। লর্ড হেস্টিংস ১৮২৩ অব্দের ৬ই মে জিবরাণ্টর হইতে নিজের পত্রসহ ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টার সভায় যে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত রিপোর্ট অর্পণ করেন, তাহাতে নাগপুর রাজ্যের সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল—

"নাগপুর-বংশীয় জনৈক রাজ্য-লিপ্সু ব্যক্তি আপা সাহেবকে রাজ্য-তাড়িত করিয়া নাগপুরের সিংহাসন অধিকার করেন। আপা সাহেব এইরূপে রাজ্য-তাড়িত হইয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে আমরা আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করি। ইহার পর সেই সিংহাসনহারীর মতিভ্রংশ ও সম্পূর্ণ বাতুলতা উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট আপা সাহেবকেই রাজ-প্রতিনিধি করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেন। পাছে বাতুল রাজা কোন দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন, এই আশঙ্কায় রাজ-প্রতিনিধি বিষ প্রয়োগে রাজার প্রাণ বিনাশে চেষ্টা পান। এবিষয়ে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রমাণ দ্বারা এবিষয়ে স্থিরীকৃত হয় না, সুতরাং আপা সাহেবের গদি প্রাপ্তির পক্ষে কোনপ্রকার বাধা উপস্থিত না হওয়াতে তিনিই নাগপুরের বিধি-সঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন"। ইহার পর হেস্টিংস আপা সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার পদচ্যুতি ও তন্নিবন্ধন নাগপুর রাজ্যের গোলযোগের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "নাগপুরের বিশৃঙ্খলা শীঘ্রই আমাদিগকে নূতন গবর্নমেণ্ট স্থাপনে উদ্‌যুক্ত করে। রাজবংশের ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া সকলেই একবাক্যে ভোঁসলা-বংশীয়ের নিকটতম রক্ত-সম্বন্ধ জনৈক বালককে নাগপুরের গদি দিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে উক্ত বালক আপা সাহেবের স্থলে নাগপুরের সিংহাসনে আরোহিত হয়*"। নাগপুরের রাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লর্ড হেস্টিংসের

† Empire in India, p. 186.

* Report of Select Committee of House of Commons on the East Indis Company, 1833, Appendix, pp. 103, 104.

রিপোর্টে বর্ত্তমান; অথচ লর্ড ডেলহৌসী বলিয়াছেন, লর্ড হেষ্টিংসের নির্বাচন অনুসারে একটি বালক নাগপুরের গদিতে আরোহণ করে *। রাজনীতির কি বিচিত্র লীলা! রাজনৈতিক বাক্যের কি অপূর্ব সাদৃশ্য!

নাগপুর রাজ্য ভোঁসলা-বংশীয়ের হস্তচ্যুত হইয়াছিল; ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট স্বীয় ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে তথায় নূতন শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভূতপূর্ব রাজার হস্তে তাহার পরিচালনের ভার সমর্পণ করেন; উক্ত রাজা যে ভোঁসলা-বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, গবর্নমেণ্ট তাহার কোন অনুসন্ধান করেন নাই। এই বিষয়ের সমর্থন জন্যই লর্ড ডেলহৌসীর বিশেষ প্রয়াস, ইহার জন্যই যুক্তির-পর-যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া তাঁহার মিনিট পুষ্টাবয়ব হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার যুক্তি অনেক স্থলেই অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কার্যকারিণী হয় নাই। তিনি স্বীয় মিনিটের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, "আপা সাহেবের শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পর নাগপুর রাজ্য আমাদিগের বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই বৎসরেই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট, উক্ত রাজ্যের কিয়দংশ ভূতপূর্ব রাজার হস্তে সমর্পণ করেন, এবং ১৮২৬ অব্দের সন্ধি অনুসারে উক্ত অংশ পুরুষানুক্রমে তাঁহার ভোগদখলে রাখিতে প্রতিশ্রুত হন **"। মেজর ইবান্স বেল এবিষয়ে দুটি গুরুতর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। এক, নাগপুর রাজ্য কখনও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই; সামরিক নিয়ম অনুসারে নিঃসন্দেহ এই রাজ্য তাঁহাদিগের করায়ত্ত বলিয়া ঘোষিত হইতে পারিত, কিন্তু কখন এরূপ কোনও ঘোষণা করা হয় নাই। দ্বিতীয়, ১৮১৮ অব্দে নাগপুর রাজ্যের কিয়দংশ ভূতপূর্ব রাজাকে দান করা হয় নাই। তৃতীয়, রঘুজী ভোঁসলা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অনুগ্রহে সমস্ত অবিভক্ত নাগপুর রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হন। ১৮২৬ অব্দের সন্ধির পঞ্চম ধারায় দৃষ্ট হইবে, আপা সাহেব শত্রুতাচরণ করিবার পূর্বে, নাগপুরে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের যে সৈন্য ছিল, তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ সাগর ও নর্মদা প্রদেশ এবং অন্যান্য স্থান দান করেন। তৃতীয় রঘুজী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহার অন্যথা করেন নাই। বস্তুতঃ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কখনও নাগপুর অধিকার করিয়া পরে ভূতপূর্ব রাজাকে দান করেন নাই। প্রত্যুত ব্রিটিশ কর্মচারিগণ রাজার নাবালক অবস্থায় তাঁহার নামেই রাজ্য শাসন করেন, পরে ১৮২৬ অব্দে রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সন্ধির নিয়ম অনুসারে প্রকাশ্যরূপে নাগপুরের স্বত্বাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন। এই সময়ে আপা সাহেব ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয়নির্বাহার্থ যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি দিয়াছিলেন,

* Empire in India, p. 188.

** First Nagpore Blue-Book, p. 23. Comp. Empire in India, p. 192.

তৃতীয় রঘুজী তাহা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধীনেই রাখেন। যদি নাগপুর রাজ্য তাঁহাকে দান-সামগ্রী স্বরূপ প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে তিনি কখনও সাগর ও নর্মদা প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে প্রদান করিতেন না *।

যে দুই প্রধান ব্যক্তি লর্ড ডেলহৌসীর মতের পরিপোষক হইয়া সেতারা প্রভৃতির সম্বন্ধে লেখনী চালন করিয়াছেন, নাগপুর-ঘটিত ব্যাপারে তাঁহারা নীরব থাকেন নাই। ডিউক অব আর্গাইল ও সার চার্লস জাক্সন্ উভয়েই নাগপুর গ্রহণ বিধিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লর্ড ডেলহৌসী মার্কুইস্ অব হেস্টিংসের নাগপুর ঘটিত কার্য সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই ডিউক অব আর্গাইলের লেখনীতে প্রতিফলিত হইয়াছে **। লর্ড হেস্টিংস যেভাবে নাগপুরের কার্য সম্পন্ন করেন, এবং লর্ড ডেলহৌসী যেভাবে হেস্টিংসের মত বিপর্যস্ত করিয়া অন্ধ-বিশ্বাসের পরিচয় দেন, তাহা পূর্বে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। উক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, ডেলহৌসী ও আর্গাইল উভয়েই হেস্টিংসের কার্যপ্রণালী বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত অনুদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন; উভয়েই ছলগ্রাহী হইয়া এক অর্থ অন্য অর্থে প্রতিবিম্বিত করিয়া নাগপুরে ব্রিটিশ সিংহের আধিপত্য স্থাপন বিধিসিদ্ধ বলিয়াছেন।

সার চার্লস জাক্সন স্বীয় পুস্তকে লর্ড ডেলহৌসীর কথা প্রতিধ্বনিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি অবলীলাক্রমে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ডেলহৌসীর এইবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"১৮১৮ অব্দে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নাগপুর-রাজ্য গুর্জর-বংশীয়কে দান-সামগ্রী-স্বরূপ অর্পণ করেন ✝"। এইকথা যে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিপূর্ণ ও দূষিত সংস্কারের পরিচায়ক, তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

লর্ড ডেলহৌসী, তাঁহার বিদায়কালীন মিনিটে নাগপুর গ্রহণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "নাগপুরের কোন বিধিসিদ্ধ উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকতে উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আপা সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতায় নাগপুর রাজ্য গবর্নমেণ্টের করায়ত্ত হয়, গবর্নমেণ্ট সে সময়ে উহা ভোঁসলা-বংশীয় রাজাকে দান করেন। এই রাজার মৃত্যুর পর নাগপুর রাজ্যের কোনও উত্তরাধিকারী দৃষ্ট হয় নাই, ভূতপূর্ব রাজার কোনও পুত্র-সন্তান জন্মপরিগ্রহ করে নাই; কোনও বালক দত্তক-পুত্র স্বরূপ পরিগৃহীত হয় নাই। রাজার বিধবা পত্নীগণ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা

* Empire in India, pp. 192-193.

** India under Dalhousie and Canning, p. 34.

✝ A Vindication, p. 17.

রাজার মৃত্যুর পর কাহাকেও দত্তক-পুত্র করেন নাই *”। লর্ড ডেলহৌসী যখন অসঙ্কুচিতহৃদয়ে এইসকল কথা লিখিয়াছেন, তখন সমুদয় বিষয় একবার সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা তাঁহার কর্তব্য ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া বিচার করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, রেসিডেণ্ট মানসেল সাহেব ১৮৫৪ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তৃতীয় রঘুজীর মৃত্যুর তিনদিবস পরে নাগপুর-ঘটিত কার্যের যে বিবরণ প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে নাগপুরের গদির উত্তরাধিকারীর বিষয় লিখিত আছে **। মানসেল সাহেব দুইজনকে রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার মধ্যে প্রথমটিকে নাগপুরের গদি দিবার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রথম আত্মীয়—নানা অহর রাওর পুত্র যশোবন্ত অহর রাও। মানসেল সাহেবের মতানুসারে এই যশোবন্ত অহর রাওই শাসন-সংক্রান্ত প্রধান কর্মচারিগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।*** দত্তক গ্রহণক্রিয়ার পর ইহাঁর জনোজী ভোঁসলা নাম হয়। আমরা যে যুদ্ধের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই যুদ্ধের সময় নাগপুরের রাজ-বংশীয়গণ গবর্নমেণ্টের অনেক উপকার করাতে ১৮৬০ অব্দে লর্ড ক্যানিং এই জনোজী ভোঁসলাকে পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ পূর্বক 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দান করেন †। ইহার সাত বৎসর পূর্বে লর্ড ডেলহৌসী এই বালককেই নাগপুরের গদির অনধিকারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন!

লর্ড ডেলহৌসী দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত। তৃতীয় রঘুজীর মৃত্যুর পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ বিধবা পত্নী যথাবিধানে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন। মাননীয়া বৃদ্ধা বঙ্ক বাঈ এবিষয় প্রধানতম গবর্নমেণ্টের গোচর করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই ††। রেসিডেণ্ট মানসেল সাহেবও ১৮৫৩ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর নাগপুর রাজবংশীয়ের ও রাজ্য-শাসনসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দত্তক গ্রহণের ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টে জ্ঞাপন করেন §। অধিকন্তু নাগপুর রাজের বিধবা পত্নীগণ যদি বিধিপূর্বক দত্তক গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই লর্ড ডেলহৌসীর কলিকাতা পরিত্যাগ করা পর্যন্ত গৃহীত দত্তকের অধিকার রক্ষার জন্য

* Papers, Minute by the Marquis of Dalhousie, dated February 28th, 1856, No. 245 of 1856. Comp. Bell's Retrospects and Prospects &c. p. 29.

** Papers, Rajah of Berar, 1854, p. 20.

*** Ibid, 1854, p. 20. Comp. Bell's Retrospects and Prospects &c. p. 31.

† Calcutta Gazette. April 14, 1860.

†† Empire in India, pp. 174-175

§ Papers, Rajah of Berar, 1854, p. 56.

পীড়াপীড়ি করিতেন না *। এরূপ প্রবল প্রমাণ থাকতেও কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ডেলহৌসী বিধবা রাণীদিগের দত্তক গ্রহণ অপ্রতিপন্ন করিলেন? কোন্ বিধান, কোন্ ন্যায়ের অনুগামী হইয়া জনোজী ভোঁসলাকে স্বত্ব-বিচ্যুত করিলেন? তত্ত্বদর্শী ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই ঈদৃশ প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন, অবশ্যই ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তর দান স্থলে সভ্যতাস্পর্শী ব্রিটিশ রাজত্বেও যথেচ্ছাচারের অখণ্ডনীয় প্রতাপ দেখিয়া লজ্জা, ক্রোধ ও বিষাদে অবনতমস্তক হইবেন।

তৃতীয় রঘুজী স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার বিধবা পত্নী শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। স্বামী গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই পত্নীর গৃহীত দত্তকের অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। হিন্দুদিগের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নী যথাবিধি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টেও অনেকস্থলে এইরূপ দত্তকের বিধিসিদ্ধতা স্বীকার করিয়াছেন। ১৮১৭ অব্দে যখন দিম্বল রাও সিন্ধিয়ার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তক গ্রহণ করেন, তখন গবর্নমেণ্ট তাঁহার বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই। ১৮৩৬ অব্দে যখন জঙ্কজী সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী উক্ত বিধানের অনুবর্তী হন, তখনও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেন নাই। ১৮৩৪ অব্দে ধারের রাজা এবং ১৮৪১ অব্দে কৃষ্ণগড়ের রাজার মৃত্যুর পরেও তাঁহাদিগের বিধবা পত্নীগণ এই নিয়মের অনুসরণ করেন **। ঈদৃশ প্রবল দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ থাকাতে কি জন্য ১৮৫৩ অব্দে নাগপুরের দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হইল? কি জন্য গ্রহিত্রী ও গৃহীতের সমুদয় সম্পত্তি ব্রিটিশ কোম্পানীর উদরসাৎ হইল? ইহাতে কি পবিত্র নীতির অবমাননা হয় নাই? পবিত্র ধর্মের গৌরব লোপ পায় নাই?

নাগপুর সম্বন্ধে লর্ড ডেলহৌসী একস্থলে লিখিয়াছেন, "নাগপুর ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে একটি সহানুভূতিহীন ও ভিন্ন-স্বার্থ রাজ্যের লোপ হইবে এবং যে সৈনিক বল সম্ভবতঃ আমাদিগের আয়াস ও কষ্টের স্থল হইতে পারে, তাঁহাও করায়ত্ত হইয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত আমরা ৮০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণের ও বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা আয়ের একটি ভূ-সম্পত্তি লাভ করিব। নাগপুরের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ, ইহারা সকলেই বহুদিবস হইতে আমাদিগের শাসনাধীন হইবার ইচ্ছুক। নাগপুর ব্রিটিশ অধিকারের সহিত সংযোজিত হইলে ব্রিটিশ খণ্ডরাজ্য সমূহ নিজামের

* Retrospects and Prospects, p. 31,

** Dalhousie's Administration. vol. II. p. 157.

রাজ্যের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া আমাদিগের আভ্যন্তরীণ শাসনের অনেক অনুকূলতা সাধন করিবে। এক্ষণে যে সমস্ত ব্রিটিশাধিকৃত প্রদেশ ভিন্ন রাজ্য দ্বারা অন্তরিত রহিয়াছে, নাগপুর অধিকৃত হইলে তৎসমুদয় সংযোজিত হইয়া যাইবে। উড়িষ্যার পূর্বদিক, খান্দেশের পশ্চিমদিকের সহিত সংলগ্ন হইবে; দক্ষিণাপথভুক্ত বিরার, সাগর ও নর্মদা প্রদেশের অব্যবহিত উত্তরদিগ্‌বর্তী হইবে, এবং কলিকাতা ও বোম্বাই গমনাগমনের পথ প্রায় সমস্তই ব্রিটিশ রাজ্যমধ্যে পতিত হইবে। এককথায় বলিতে গেলে, নাগপুর অধিকৃত হইলে সৈনিকবলের একত্র সমাবেশ হইবে, বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারিত হইবে এবং আমাদিগের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হইবে *"।

ডেলহৌসী অন্য স্থলে লিখিয়াছেন, "নাগপুরবাসিদিগের উপকার সাধনই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই আমাকে উক্ত রাজ্য আমাদের অধিকারভুক্ত করিতে প্রবর্তিত করিয়াছে। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নাগপুরবাসিগণ স্থায়িরূপে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকিলে তাহাদিগের সুখ-স্বচ্ছন্দতার অনেক উন্নতি হইবে। নাগপুরের অধিবাসীদিগের সুখ-সাধন ব্যতীত অন্য কোন বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি উক্ত রাজ্য অধিকারের প্রস্তাব করি নাই **"।

স্থলান্তরে লিখিত হইয়াছে—"আমরা একজনকে নাগপুরের রাজা করি। তাঁহার সুবিধার জন্য যাহা করা আবশ্যক, সমস্তই আমরা করিয়া দিই। তিনি বাল্যকালে আমাদিগের অনুগ্রহে শিক্ষিত হন। একটি কার্যক্ষম সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার অভিভাবক হইয়া প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার অবস্থায় আমরা দশ বৎসর কাল পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য শাসন করি, পরে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে পরিচালিত উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর সহিত সুশৃঙ্খল সৈন্য, পরিপূর্ণ রাজকোষ ও সন্তুষ্ট প্রজা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি। এত সুবিধা করিয়া দিলেও এই রাজা মৃত্যুর পর মনুষ্যত্ব ও রাজত্ব উভয়েরই নিন্দনীয় চরিত্র ব্যতীত আর কোনও কীর্তি পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ অনুগৃহীত ও এইরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াও ইনি ন্যায়-বিক্রয়কারী, মদ্যপায়ী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া পরলোকগত হন।

এই রাজার উত্তরাধিকারীও যে উক্তরূপ অসদ্দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন না, তদ্বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নাগপুরের প্রজাদিগের নিকট কি প্রকারে প্রতিশ্রুত হইতে পারেন? আর বস্তুতঃই যদি নাগপুর-রাজ পূর্ববর্তী রাজার ন্যায় অসৎ-কার্যকারী হন, তাহা

---

* A Vindication, pp. 36-37.

** A Vindication, p. 21.

হইলে ক্ষমতা থাকাতেও যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নাগপুরের অধিবাসিগণের হিতসাধনে ঔদাসীন্য দেখাইলেন, ভবিষ্যতে তদ্বিষয়ে কি বলিয়া সাধারণের নিকট আপনাদিগের দোষ ক্ষালন করিবেন †" ?

যে তিনটি স্থল উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্টরূপে লর্ড ডেলহৌসীর অভিপ্রায়ের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ডেলহৌসী একস্থলে বলিয়াছেন, সর্বপ্রকারে ব্রিটিশ অধিকারের উন্নতি সাধনই নাগপুর গ্রহণের উদ্দেশ্য। পুনর্বার স্থলান্তরে ইহার অপহ্নব করিয়া লিখিয়াছেন, নাগপুরবাসিদিগের উপকার সাধনই নাগপুর গ্রহণের প্রধান কারণ। ইহাতে একস্থলে ব্রিটিশ রাজনীতির স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইতেছে, অন্যস্থলে কুটিলতা ও ছলগ্রাহিতা পরিস্ফুট হইতেছে। নাগপুর ভোঁসলা-বংশীয়ের অধিকারে থাকিলে যে, তদ্দেশবাসীদিগের সুখ-সমৃদ্ধির উন্নতি হইত না, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এরূপ বাক্যের পোষকতা করেন নাই। প্রত্যুত অনেকেই ইহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। সার্ জন লো স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, "ভারতবর্ষের সকলেই অবগত আছে, নাগপুর রাজ্যে কোন প্রকার শাসন-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই *'! যে রাজ্যে সুশৃঙ্খলরূপে শাসনকার্য নির্বাহিত হয়, সে রাজ্যের অধিবাসিদিগের যে, সুখসমৃদ্ধির উন্নতি হয় না, কেহই ইহার অনুমোদন করিবেন না। ফলতঃ এস্থলে লর্ড ডেলহৌসী কেবল ব্রিটিশ রাজ্যের উন্নতি সাধনার্থ নাগপুর গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

লর্ড ডেলহৌসী নাগপুর অধিকার করিয়া কেবল ন্যায়পরতার মস্তকে পদাঘাত করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে দয়া, দাক্ষিণ্য ও সুনীতিরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। নাগপুরের হতভাগ্য রাণীগণ আপনাদিগের রাজ্যরক্ষার্থ যে-যে উপায় বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎসমুদয়েই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাধা দেওয়া হইতে লাগিল। বৃদ্ধা মহারাণী বঙ্ক বাঈ বৃথা এই অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, বৃথা সন্ধির নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নাগপুরের গদিরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বৃথা ন্যায়-পরতার দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া কাতরস্বরে সুবিচার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বৃথা প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক ব্রিটিশ সিংহের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমুদয় চেষ্টা, সমুদয় আশা নিষ্ফল হইল। বঙ্ক বাঈ প্রভৃতি একপ্রকার কারারুদ্ধ হইয়া রহিলেন, কয়েক মাস পর্যন্ত কেহই তাঁহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আলাপ

† India under Dalhousie and Canning, pp. 37-38.

* Empire in India, p. 31.

করিতে পারিত না। মেজর আউস্‌লে নাগপুরের গদি রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে অবরুদ্ধ হইলেন; কতিপয় মহাজন আবশ্যক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে টাকা ধার দেওয়াতে সেইরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন *।

বৃদ্ধ বাঈ অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন; বার্ধক্যনিবন্ধন তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল; মন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি এই আকস্মিক বিপৎপাতে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিলাতে আপিল করাই এক্ষণে বৃদ্ধার আশার শেষ অবলম্ব হইল: ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে বৃদ্ধা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, দীর্ঘকাল তাহা এক অবস্থায় রহিল না। অশীতিবর্ষের জাড্যদোষে তাহার গতি শীঘ্রই মন্দীভূত হইল। এ দিকে রঘুজীর বিধবা পত্নীর দুরবস্থার একশেষ হইল. যিনি এক সময়ে সকলের ভক্তিস্থল ছিলেন, নাগপুরের অধিবাসিগণ এক সময়ে যাঁহার প্রতি হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত, তাঁহাকেই এক্ষণে নাগপুরের স্বত্বত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করাইতে বলপূর্বক ধরিয়া আনা হইল। এই শেষসময়েও যশোবন্ত রাওর অধিকার-চ্যুতির সম্বন্ধে কোন কথা বলা হইল না। রঘুজীর-পত্নী অশ্রুমুখী ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া স্বাক্ষর করিলেন, অবিলম্বে নাগপুরের সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হইল, বিশ্বস্ত ব্রিটিশ সৈন্য রাজ্যের যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইল, বিশ্বস্ত ব্রিটিশ কর্মচারী সন্দিগ্ধ সর্দারদিগের উদ্যোগ পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত হইল। এইরূপ কলিকাতা-প্রচারিত-বিধি অবলীলাক্রমে পুরুষ-পরম্পরাগত রাজ্যশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিল, অনন্ত-প্রবাহ অত্যাচার, অনন্ত-প্রবাহ অবিচার-স্রোতে ভোঁসলা-শাসিত রাজ্যের শেষ-চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল **।

ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্ট কেবল নাগপুর গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজার নিজের দ্রব্যাদিও আত্মসাৎ করিয়া পরস্বাপহারিতার একশেষ দেখাইলেন। নাগপুরের হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ব্যবহার্য পশু; মণি মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যজাত ব্রিটিশ কোম্পানী আটক করিয়া বাজারে উপস্থাপিত করিলেন; হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি সিতাবল্দীতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইল†। এদিকে মণি মুক্তা প্রভৃতি কলিকাতার হামিল্টন কোম্পানীর দোকানের শোভা বর্ধন করিল। ১৮৫৫ অব্দের ১২ই অক্টোবরের মর্ণিং ক্রনিকেল পত্রে এই দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল ††।

* Torrens, Empire in Asia, p. 371.

** Ibid, pp. 371-372.

† Arnold's Dalhousie's Administration, vol. II. p. 167.

†† Empire in Asia, pp. 372-373.

এতদ্ব্যতীত নাগপুরের প্রাসাদে প্রাসাদে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অন্যতম রাণীর পর্যঙ্কের নীচে স্বর্ণ ও রৌপ্যে চার লক্ষ টাকা প্রোথিত ছিল। কোম্পানীর অনুচরগণ তাহা বাহির করিয়া আনিল **। রাণীগণ অবশেষে কোন সৎকার্যে আপনাদিগের নাম স্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনাদের অর্থ দ্বারা কোমায়ুন নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের এই শেষ ইচ্ছা, অন্তিম অনুরোধেও পূর্ণ হইল না †। রঘুজীর বিধবা পত্নীগণ সাধারণ সৎকার্যে যে অর্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তগত হইল। জগৎ বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া এই শোচনীয় অভিনয় চাহিয়া দেখিল, নীতি যথেচ্ছাচারের প্রভাবে পরিম্লান হইয়া অবনতমস্তক হইল, ধর্ম পাপের প্রশ্রয় দেখিয়া দূরে পলায়ন করিল। সভ্যতাস্পর্ধী গবর্নমেণ্ট অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সভতার মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ডেলহৌসীর কার্যের কি অপূর্ব মহিমা! যখন ব্রিটিশ রাজ্ঞী প্রতীচ্য মিত্র রাজ্যে রক্ষাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার প্রতিনিধি প্রাচ্য মিত্ররাজ্য আত্মসাৎ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন, যখন ব্রিটেনিয়ার পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী কতিপয় পোলাণ্ড দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি-হরণ সন্দেহে রুশিয়াকে তিরস্কার করিতেছিলেন, তখন ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নাগপুরের সম্পত্তি হরণে উদ্যত হইলেন।

ভোঁসলা-বংশীয়ের ভরণ-পোষণোপযোগী একটি ফণ্ড সংস্থাপনই নাগপুরের-রাজ-পরিবারের সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রধান উদ্দেশ্য; অনেকে এই কথা বলিয়া লর্ড ডেলহৌসীর রাজনীতির সমর্থন করিয়া থাকেন *। এইরূপ সমর্থনচেষ্টা যে নিতান্ত দূষিত রুচি ও দূষিত সংস্কারের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্ট যখন নাগপুর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগের অর্থ দ্বারা নাগপুর-রাজবংশীয়ের ভরণ-পোষণে বাধ্য। লর্ড ডেলহৌসী ইহা না করাতে উদার রাজনীতির সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। একজনের বিস্তৃত রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজের সম্পত্তি বিক্রয় পূর্বক তাঁহার ও তৎপরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাবিধান সহৃদয়তার লক্ষণ নহে। রেসিডেণ্ট মানসেল সাহেব নাগপুরের দ্রব্য-সম্পত্তি নাগপুর রাজ-বংশীয়ের নিকটে রাখিবার প্রস্তাব করেন। তিনি এসম্বন্ধে গবর্নমেণ্টে যে পত্র লিখেন, তাহাতে

** Arnold's Dalhousie's Administration, vol. II, p. 168.

† Ibid, p, 169.

* Sir Charles Jackson, A Vindication, p. 371.

স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "প্রায় ২০ লক্ষ নাগপুর টাকার সম্পত্তি, ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষ নাগপুর টাকার মণি-মুক্তা প্রভৃতি, এবং একলক্ষ টাকার গৃহের আসবাব প্রভৃতি সমস্তই রাজপরিবারের নিকট রাখা উচিত। তাঁহারা নিজের ইচ্ছা ও সাধারণ মতানুসারে যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। আমার মতে রাজসিংহাসন ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়েই নাগপুরের রাজবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই সমান অধিকার আছে।✝ কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী রেসিডেন্টের এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিজের মর্যাদার অনুরূপ যে সমস্ত সম্পত্তি রাখা আবশ্যক, নাগপুরের রাণীগণ তাহা রাখিতে পারিবেন, অবশিষ্ট সমুদয় বিক্রয় করিয়া তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণোপযোগী ফণ্ড করা যাইবে। কমিশনার এই ফণ্ডের মূলধন সম্বন্ধে যেরূপ হিসাব করিয়াছেন, তাহাতে যদি টাকার অনটন হয়, তাহা হইলে গবর্নমেণ্ট তাহা পূরণ করিয়া দিবেন **।

লর্ড ডেলহৌসী এই যুক্তি, এই নীতির অনুগামী হইয়া নাগপুর-রাজবংশের সম্পত্তি-বিক্রয় করেন। গবর্নমেণ্ট নাগপুরের ন্যায় একটি বিস্তৃত রাজ্য গ্রহণ করিলেন, অথচ নাগপুর-রাজ-বংশীয়ের ভরণ-পোষণে সমর্থ হইলেন না; তাঁহাদিগের নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উহার ব্যবস্থা করিলেন, বৃদ্ধা রাণী বঙ্ক বাঈর সম্মুখে এই সমুদয় সম্পত্তি বাহির করা হইল; তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিষেধ-বাক্যেও কেহ বিরত হইল না; ক্রোধে ও অপমানে তিনি নাগপুর প্রাসাদে আগুণ লাগাইয়া সম্পত্তি ভস্ম করিতে চাহিলেন, তথাপি কেহ বিরত হইল না। ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে ইহা কি ন্যায়-বিগর্হিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না? তাঁহারা কি এইরূপ সম্পত্তি-গ্রহণ ডাকাতির পর্যায়ে নিবেশিত করিবেন না?

ন্যায়-পরায়ণ উদার ব্যক্তি মাত্রেই লর্ড ডেলহৌসীর এই অযথা কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, কে, টরেন্স প্রভৃতি সমুদয় অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণের অপক্ষপাত লেখনীই এই দূষিত রাজনীতির প্রতি কলঙ্কারোপ করিয়াছে। কে সাহেব স্বপ্রণীত সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "আমি অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি, এইরূপ আটক, এইরূপ বিক্রয়ে কেবল বিরারে নয়, চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিতান্ত দুর্নাম হইয়াছিল। নাগপুর অধিকার করাতেও লোকের মনে এত বিরাগ জন্মে নাই।

✝ Letter from C. G. Mansel Esqr to Secretary to Government, Dated 29th April 1854 (Parly Papers, Annexation of Berar 1859, p. 9.) Comp. Empirre in India, p. 229.

** Parliamentary Papers, Annexation of Berar, 1859, p. 10.

এইরূপ বিক্রয়ে ভোঁসলা-বংশীয়ের মন যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, সেইরূপ সমস্ত ভারতবর্ষও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যথার্থতঃই হউক, আর অযথার্থতই হউক, ইহাতে আমাদিগের সুনাম নষ্ট হইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে এই প্রকারে চরিত্র কলঙ্কিত করা সঙ্গত নয় *"।

হামিল্টন কোম্পানী নাগপুরের সম্পত্তি বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া টরেন্স লিখিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আপনার রাজত্ব কাল-ব্যাপিয়া আমাদিগের বিশ্বস্ত মিত্র ছিল, তাঁহার নিজ সম্পত্তি প্রাচ্য রাজধানীতে সাধারণের সমক্ষে বিক্রীত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় রাজগণের মনে কিরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা কি কেহ বুঝিতে পারেন না? প্রতি বাজারে প্রতি অন্তঃপুরে এই বিজ্ঞাপন যে সরোষে গৃহীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন? সকলেই মনে করিয়াছিল, এবার যথেচ্ছাচার দেশ ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইবে, এবং পরক্ষণে কাহারও রাজত্ব বা রাজকোষ বিলুণ্ঠিত হইবে। নেপোলিয়ান যে আদেশলিপি দ্বারা ফ্রান্সে বোরবন্-বংশের রাজত্ব-বিলোপ-সংবাদ সমস্ত পৃথিবীকে জানাইয়াছিলেন এবং যে পরুষাচার দ্বারা একটি ক্ষীণ-প্রকৃতি রাজাকে রাজ্যতাড়িত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; সেই আদেশ-লিপি ও সেই পরুষাচারের নিন্দা করিতে আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ কখনও ক্ষান্ত হন নাই। নেপোলিয়ান বোরবন্-বংশীয়দিগের আলেখ্য ও ধাতুনির্মিত মেটক অপসারণ করাতে তাঁহার প্রতি অনেক ন্যায়-সঙ্গত কঠোর বাক্যও প্রয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু নেপোলিয়ান কাহারও ভূষণাদি অপহরণ বা বিক্রয়-দোষে দূষিত নহেন। ফ্রেডরিকের তরবারি আত্মসাৎ করা অন্যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু নেপোলিয়ান প্রুশীয় রাজ্ঞীর অঙ্গুরীয়ক ও কণ্ঠহার সরাইয়া উহা তাঁহার রাজধানীতে সাধারণের সমক্ষে বিক্রয় করিতে অবশ্যই লজ্জিত হইতেন। সাধারণের উপর অত্যাচার অর্থ-পিশাচিতার সহিত যুক্ত হইলে নিতান্ত ঘৃণার্হ হইয়া উঠে। যে সময়ে ব্রিটিশ রাজ্ঞীর প্রতিনিধি আসিয়াতে এইরূপ বিলুণ্ঠন ও বিক্রয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে রুশিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার সন্দেহে কতিপয় পোলাণ্ডদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হরণ করাতে আমাদিগের পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী সেণ্ট পিটর্সবর্গের শাসন-সমিতিকে কঠোর ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। জারের মন্ত্রী এস্থলে ঘৃণা সহকারে অবশ্যই বলিতে পারেন, "চিকিৎসক! অগ্রে আপনাকে নীরোগ কর **"।

* Kaye's Sepoy War. vol. 1. p. 84, and note.

** Torrens, Empire in Asia, pp. 373-374.

কে, টরেন্সের ন্যায় আর্নল্ড, বেল প্রভৃতিও লর্ড ডেলহৌসীর এই দূষিত কার্যের যথোচিত নিন্দা করিয়াছেন*। বস্তুতঃ নাগপুরের সম্পত্তি-গ্রহণ ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্টের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। যাবৎ পবিত্র ইতিহাসের সম্মান থাকিবে, যাবৎ পবিত্র ধর্মের গৌরব অপ্রতিহত রহিবে, যাবৎ পবিত্র নীতি, সদাচার ও উদারতা, লোকসমাজে আদরসহকারের পরিগৃহীত হইবে, তাবৎ এই কলঙ্করেখা কখনও বিলুপ্ত হইবে না **।

এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনটি প্রধান মহারাষ্ট্র-বংশের রাজ-সম্মান ও রাজ-চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। তিনটি প্রধান মহারাষ্ট্র-শাসিত রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার লোহিত রেখায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ কোম্পানীর অধিকার প্রসারিত হইল, এবং ভারতের ইতিহাস বিচিত্র ঘটনায় পরিপুষ্ট হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। যদি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে সেতারা ও নাগপুর এক সময়ে বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিলে উহা অনায়াসে অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে সংহারিণী বিজয়-লক্ষ্মীর দুর্নিবার ভোগ-লালসা চরিতার্থ হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টও কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে উহা আপনাদিগের অধিকারে আনিবার উপায় করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা সে সময়ে উদার রাজনীতির বশবর্তী হইয়া সেতারা ও নাগপুর-রাজ উভয়কেই বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন, উভয়েরই সহিত পবিত্র সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয়কেই পুরুষানুক্রমে রাজ্যভোগের ক্ষমতা সমর্পণ করেন। কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে অতর্কিত কারণ-বলে অভূতপূর্ব কৌশল সহকারে এই উদার রাজনীতির মূলোচ্ছেদ হয়। ডেলহৌসী স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া পবিত্র বন্ধুত্ব-পাশ বিচ্ছিন্ন করেন, এবং পবিত্র রাজনীতির গৌরব-হারী হন। সেতারা গ্রহণ স্থলে যেরূপ স্বার্থপরতা প্রদর্শিত হয়, তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে, ঝান্সী সম্বন্ধে যেরূপ অব্যবস্থিততা পরিস্ফুট হয়, তাহারও যথাযথ উল্লেখ করা গিয়াছে। নাগপুর-হরণ সময়ে এই স্বার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ হয়। পূর্বে ডেলহৌসীর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এস্থলেও তাঁহার কতিপয়

* Arnold's Abministration of Lord Dalhousie. vol. II. pp 166-167, Bell's Empire in India, pp. 229-230.

** কে প্রণীত সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে সেতারার পরই নাগপুরের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। নাগপুরের পর ঝান্সীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সময়ের ক্রমানুসারে অগ্রে ঝান্সী, পরে নাগপুরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। এই জন্যই বর্তমান পুস্তকে ঝান্সীর পর নাগপুরের বিষয় লিখিত হইল।

Vide Arnold's Dalhousie's Adminisration, vol. 11. p p. 130, 146, 154.

বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করা যাইতেছে। লর্ড ডেলহৌসী নাগপুর গ্রহণের কারণান্তর প্রদর্শনস্থলে লিখিয়াছেন, "নাগপুর রাজ্য উত্তমরূপে শাসিত হইলে ইংলণ্ডের একটি অভাব পূরণ হয়, এই অভাব পূরণের উপরই ইংলণ্ডের বাণিজ্য-বিষয়িনী উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করিতেছে। এই উন্নতি অনেক প্রকার বাণিজ্য-দ্রব্য দ্বারা হইতে পারে, ইংলণ্ডে নিয়মিতরূপে তুলার আমদানি হইলে এই উন্নতির যেমন উৎকর্ষ হয়, বোধহয় অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা তেমন উৎকর্ষ হইতে পারে না। যাঁহারা ইংলণ্ড কিম্বা ভারতবর্ষের রাজকার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। দশ বৎসর কাল এইরূপ রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকাতে ইহার গুরুত্ব আমিও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্বে মাঞ্চেস্টারের বণিক-সম্প্রদায় আমার নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও আমার ভারত-সাম্রাজ্য-শাসন সময়ে অনেকবার আমাকে লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের সকলেই এবিষয়ে অধিকতর সহানুভূতি দেখাইতেছেন। যাহাতে ইংলণ্ডে নিয়মিতরূপে এই বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার যে, বিশেষ মনোযোগ আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। এইরূপ আমদানি হইলে ইংলণ্ডকে আর কখনও এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য কোন নির্ভর করিতে হইবে না *"।

স্বার্থপরতার কি মোহিনী শক্তি। নাগপুর তুলার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, ইংলণ্ডে এই তুলার আমদানি হইলে মাঞ্চেস্টারের বণিক-কোম্পানীর বিশেষ লাভ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টও সমূহ লাভবান্ হইবেন। কিন্তু নাগপুর হাতে না পাইলে এই তুলার একচেটিয়া হইতে পারে না; সুতরাং একচেটিয়া ও আপনাদিগের লাভের নিমিত্ত নাগপুর গ্রহণ অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত। লর্ড ডেলহৌসী এই অপূর্ব যুক্তি ও অপূর্ব কারণ দেখাইয়া নাগপুর অধিকার করিয়াছেন। ডিউক অব আর্গাইলের ন্যায় উদার রাজনীতিজ্ঞগণও এই অপূর্ব যুক্তির পোষকতা করিয়া সভ্য জগতে প্রশস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনাদিগের নাম স্মরণীয় করিয়াছেন †। গবর্নমেণ্ট নাগপুর-রাজের হস্তে পুরুষানুক্রমে রাজ্য ভোগের যে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিলেন, কেবল লোভের কুহকে পড়িয়া চিরন্তন বন্ধুত্ব, চিরন্তন সন্ধি সমুদয়ই বিস্মৃত হইয়া তাহা হরণ করিলেন। কল্য যাঁহারা রাজসম্মানে গৌরবান্বিত ছিলেন, অদ্য তাঁহারাই সামান্য লোকের অবস্থায়

* Duke of Argyll, India under Dalhousie and Caanning, p. 38.

† Ibid. p. 38-39.

পতিত হইয়া নির্দিষ্ট বৃত্তি-ভোগী হইলেন। অদৃষ্টচক্রের কি শোচনীয় পরিবর্তন! সুবিচারের কি অপূর্ব বিড়ম্বনা! জনৈক অপক্ষপাতী ব্রিটিশ লেখক এ স্থলে যথার্থই লিখিয়াছেন, "তুলা ব্রিটিশ ন্যায়পরতার কর্ণ অবরোধ করিয়া তাহাকে বধির করিয়াছিল, এবং চক্ষু অবরোধ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল *"।

সেতারা অধিকার পর আর একটি উত্তরাধিকারি-শূন্য রাজ্যের প্রতি ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সেতারা গ্রহণের পর এবং ঝান্সী ও নাগপুর অধিকারের পূর্বে গবর্নমেণ্ট এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন **। বিষয়টি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, ইহা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করে, উভয় স্থলের রাজনৈতিক সমাজেই ইহা ঘোরতর তর্ক-বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়া উঠে।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ।

১৮৫২ অব্দের গ্রীষ্মকালে রাজপুতনার অন্তর্গত কেরোলী রাজ্যের অধিপতি পরলোকগত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভরতপাল নামে একটি স্বসম্পর্কীয় বালককে দত্তক-পুত্র করেন। এই সময়ে কর্নেল লো রাজপুতনায় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি একবারেই এই অভিপ্রায় জানাইলে যে, শীঘ্রই এই দত্তক গ্রহণের অনুমোদন করা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অবশ্যকর্তব্য।

লর্ড ডেলহৌসী দোলায়মান-চিত্ত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল, উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া কেরোলী রাজ্যও সেতারার ন্যায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত হইতে পারে। ডেলহৌসী এই সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সংহারিণী লেখনী সেতারার সর্বনাশ করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কেরোলীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। ডেলহৌসী ৩০শে আগস্ট কেরোলীর সম্বন্ধে একটি মিনিট † লিখিলেন। কিন্তু এই মিনিট প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য হইল না। সার ফ্রেডরিক কারি ১৮৫২ অব্দে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি গবর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়া কেরোলীর দত্তক-পুত্রের স্বত্ব রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন ††। ৩১শে

---

* J. B. Norton, The Rebellion in India: How to prevent another, p. 98.

** Bell, Retrospects and Prospects &c. p. 190.

† "মিনিট" (minute) কথাটি এই পুস্তকে অনেকবার দেওয়া হইয়াছে। "গবর্নমেণ্ট" "গবর্নর জেনারেল" প্রভৃতির ন্যায় "মিনিট" কথাও ইতিহাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সাধারণ অর্থ, "শাসন সংক্রান্ত লিপি" অর্থাৎ রাজপুরুষগণ রাজকীয় বিষয়-বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, সেই লিপিকে "মিনিট" বলা যায়।

†† Kerowlee Papers, 1855, p. 7.

আগস্ট কারির মিনিট লিপিবদ্ধ হইল। কারি এই মিনিটে স্বীয় গবেষণা, সদ্বিচার ও সদ্যুক্তির বিশেষ পরিচয় দিলেন। এদিকে সার্ জন লো, সার ফ্রেডরিক কারির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। লোর পর সার হেন্‌রী লরেন্স রাজপুতনায় রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করেন, তিনিও এই মতের সমর্থন করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই রাজনৈতিক বিচার-তরঙ্গ কেবল কলিকাতা ও রাজপুতনা আন্দোলিত করিয়াই নিবৃত্ত হইল না; ক্রমে ইহা ইংলণ্ডের উপকূলে আঘাত আরম্ভ করিল। জন ডিকিন্‌সন্, হেন্‌রী সেমুর প্রভৃতি কতিপয় ভারত-হিতৈষী ব্যক্তির যত্ন ও উদ্যোগে ইংলণ্ডে ভারত-সংস্কারক নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল; এই সভা কেরোলী-রাজ্যের স্বত্ব রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন *। ক্রমে এবিষয় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত হইল, সাধারণ প্রতিনিধিগণের অনেকেই কেরোলীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন **। ভারতের হর্তা, কর্তা, বিধাতা ডিরেক্টরগণও যথাসময়ে এবিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন; বিচারে কেরোলীর পক্ষ প্রবল হইল†। ডিরেক্টরগণ †† একবাক্যে বলিলেন, "আমাদিগের নিকট কেরোলী ও সেতারা এই উভয় রাজ্যঘটিত বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে। গবর্নর জেনারেল এ বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া স্বীয় মিনিটে লিখেন নাই। সেতারা রাজ্য নূতন ইহা সর্বাংশে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সৃষ্টি; গবর্নমেণ্ট যে ভূ-সম্পত্তি দান করেন, তাহা হইতেই এই রাজ্য উদ্ভূত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কেরোলী রাজ্য রাজপুতনার মধ্যে অতি প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতা বদ্ধমূল হইবার বহু পূর্বে হইতে ইহা দেশীয় রাজার অধীনে শাসিত হইয়া আসিতেছে। এই রাজ্য এক্ষণে আমাদিগের আশ্রিত, ইহার অধিপতি এক্ষণে আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। অতি গুরুতর কারণ ব্যতীত এইরূপ রাজ্যে আমাদিগের আধিপত্য সংস্থাপন ভারতবর্ষের কাহারও অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের মতে তাদৃশ গুরুতর কারণ কেরোলী রাজ্যে উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমরা ভরত-পালকেই বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি §"।

কিন্তু ভরত পালের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। ডিরেক্টরদিগের লিপি ভারতবর্ষে

---

* Retrospects and Prospects &c. p. 190. Comp. Empire in Asia, p, 369.

** Quarterly Review, 1858, p, 269,

† Retrospects and Prospects &c. p. 190.

†† কোর্ট অব ডিরেক্টর সমাজ।

§ Kaye's Sepoy War, vol II, p. 94.

পৌঁছবার পূর্বে তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম মদনপাল, ভরতপাল অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং ভরতপাল অপেক্ষা ভূতপূর্ব রাজার সহিত নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ। যখন কলিকাতা ও লণ্ডনের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেরোলীর আন্দোলন চলিতেছিল; তখন এই মদনপাল আপনার স্বত্ব রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হন। কেরোলীর রাজপরিবারগণ, সর্দারগণ ও প্রজাগণ সকলেই ইঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। রাজপুতনার ব্রিটিশ প্রতিনিধিও ইঁহাদিগের সহযোগী হন। এই প্রতিনিধি—সার হেন্‌রী লরেন্স, সার জন লোর পর ইনি রাজপুতনার রেসিডেণ্টের* কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেন্‌রী লরেন্সের ন্যায় একজন প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ও সদ্বিবেচক ব্যক্তি যখন মদনপালের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তখন ভরতপালের গদি প্রাপ্তির আশা সমূলে বিনষ্ট হইল। কিন্তু দত্তক-গ্রহণ-ক্রিয়া হিন্দুদিগের পুত্রত্ব-বন্ধনের অমোঘ সাধন। এই ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হইলে কোনও প্রতিবন্ধক পুত্রত্ব-সম্বন্ধের উচ্ছেদ করিতে পারে না। সুতরাং ভরতপালকে গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্র-সম্মত-ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে কি না, হেন্‌রী লরেন্স তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইল, হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে দত্তক-গ্রহণ-কালে যে-যে কার্য ও ব্যবহারের অনুষ্ঠান আবশ্যক, ভরতপালকে লইবার সময় তাহার অধিকাংশই সম্পন্ন হয় নাই। অধিক কি, কেরোলীর অধিবাসিগণও এই দত্তকের বিধিসিদ্ধতা স্বীকারে সম্মত নহেন। সুতরাং হেন্‌রী লরেন্সের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল না। বিশেষতঃ ডিরেক্টরগণ তখন পর্যন্ত ভরতপালকে গদি দিতে অনুমতি দেন নাই, তখন পর্যন্ত এবিষয়ে তাঁহাদিগের কোন লিপি যথানিয়মে প্রচারিত হয় নাই। যখন এইরূপ কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই, তখন হেন্‌রী লরেন্স একবারে প্রধানতম গবর্নমেণ্টকে মদনপালের পক্ষ সমর্থন করিতে অনুরোধ করিলেন, ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্ট আর বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন না করিয়া হেন্‌রী লরেন্সের বাক্যে সম্মত হইলেন, সুতরাং কেরোলীর গদি ভরতপালের পরিবর্তে মদনপালের হস্তগত হইল।

এইরূপে ডেলহৌসীর সর্বসংহারক বিধি এস্থলে পরাস্ত হইল, এইরূপে অচিন্ত্য-পূর্ব কারণবলে একটি প্রাচীন রাজপুত রাজ্য ডেলহৌসীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। ১৮৫২ অব্দের জুলাই মাসে কেরোলীর বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়,

* প্রতি করদ ও মিত্ররাজ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের এক একজন প্রতিনিধি থাকেন। ইহাঁদিগকে "রেসিডেণ্ট" বলে। মিত্ররাজগণ সমুদয় রাজনৈতিক কার্যে ইহাঁদিগের পরামর্শ লইয়া থাকেন।

১৮৫৫ অব্দের ৫ই জুলাই বিলাতের ডিরেক্টরগণ এবিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ লিপিবদ্ধ করেন *। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে ; সকলেই কেরোলীর সম্বন্ধে কিরূপ আদেশ হয়, জানিবার জন্য পরস্পরের নিকট সম্বাদ লইতে থাকে। জনশ্রুতি ক্রমে ভারতবর্ষের প্রায় নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে কেরোলীর সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করে। মহারাষ্ট্র-শাসিত রাজ্যের প্রতি যেরূপ কঠোর দণ্ড প্রয়োজিত হইয়াছিল, তাহা কেহই বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু রাজপুত-শাসনের তুলনায় মহারাষ্ট্র-শাসন অতি অল্পদিনের ; মোগল সাম্রাজ্যের শেষঅবস্থায় মহারাষ্ট্র-রাজ্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়। যে সময়ে ইংরেজগণ বণিকবেশে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময়েই মহারাষ্ট্র-রাজ্য ও মহারাষ্ট্র-শাসন সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। রাজপুত রাজ্য ঈদৃশ নূতনত্বে সংযত নহে। যখন মহারাষ্ট্র-বংশ ভবিশ্য-কাল-গর্ভে নিহিত ছিল, তখন রাজপুত-রাজ্য উন্নতির শিখরে সমারূঢ়, যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নাই, যখন তিরোরী ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কীর্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও রাজপুত-রাজ্যের গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত। যখন ইংরাজ বণিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই, তখনও রাজপুত-রাজ্যে সৌভাগ্যের পূর্ণ-বিকাশ ; বস্তুতঃ রাজপুত-রাজ্য ও রাজপুত-বংশ ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহত্ত্ব-স্থল। ঈদৃশ প্রাচীন ও ঈদৃশ মহত্ত্বের মূলীভূত বংশে অদ্য নবাগত ইংরেজ কোম্পানী অনায়াসে কুঠারাঘাত করিবে, সকলে ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইল। হেন্‌রী লরেন্সের প্রতি অনেকেরই বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তথাপি সেতারার দিকে চাহিয়া কেরোলীর সম্বন্ধে সকলেই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। কেহই বুঝিতে পারিল না, কেরোলী কিরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে কেহই বুঝিতে পারিল না, কিরূপে রাজপুত-বংশীয়গণ অপ্রতিহতভাবে কেরোলীর সিংহাসনে সমাসীন থাকিবে ; গভীর আন্দোলনের পর সকলেই নীরব, সকলেই কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল ; যখন হেন্‌রী লরেন্স তীব্রতর যুক্তি ও তীব্রতর কারণ দেখাইয়া কেরোলীর পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও কেহই বুঝিতে পারিল না, কিরূপে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবে, কিরূপে কেরোলীর সিংহাসন রাজপুতের করায়ত্ত থাকিবে ; অবশেষে চূড়ান্ত আদেশ প্রচারিত হইল ; মদনপাল কেরোলীর সিংহাসনে আরোহিত হইলেন ; সর্বজনীন আশঙ্কা নিবারিত হইল এবং সকলে অবনত-মস্তক হইয়া গম্ভীরভাবে ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্টের রাজনৈতিক চাতুরীর আলোচনায় নিমগ্ন রহিল।

* Karowlee Papers, 1855, p. 5. Comp. Retrospects and Prospects &c. p. 195.

লর্ড ডেলহৌসীর সংহারিণী দৃষ্টি অচিরাৎ আর একটি রাজ্যের উপর নিপতিত হয়। ভারত-মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দক্ষিণ ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে বিরার, পইমঘাট, তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী রায়চোর দোয়াব প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উর্বরতাগুণে এগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এইস্থানে যেমন উৎকৃষ্ট অহিফেন ও তুলা জন্মিয়া থাকে, পৃথিবীর মধ্যে তেমন আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। এই ফল-সম্পত্তিশালী রাজ্যের অধিপতির পুরুষানুক্রমিক উপাধি নিজাম, রাজধানী হায়দরাবাদ। যে নবাবের প্রসাদে কতিপয় সাধারণ অবস্থাপন্ন ইংরেজ বণিক দক্ষিণ ভারতবর্ষে প্রথমে স্থান লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করে, সেই নবাব একসময়ে এই হায়দরাবাদের নিজামের আশ্রিত ও কর-প্রদ ছিলেন।

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ

প্রাণী-জগতের কীট বিশেষে একপ্রকার আশ্চর্য প্রকৃতি আছে। এই কীটের অণ্ড অপরের শরীরের রক্ত, মাংস, মজ্জা প্রভৃতি হরণ করিয়া আপনি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। প্রবেশ-দাতা ক্রমে রক্ত, মাংস হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্ট মিত্র রাজ্য-সমূহে আপনাদিগের যে সকল সৈন্য রাখিয়া থাকেন, সংহারিণী প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগের সহিত এই অণ্ড সমূহের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। অণ্ডের ন্যায় এই সমস্ত সৈন্যও প্রবেশ-দাতা মিত্র-রাজ্য সমূহের শত্রু। অণ্ডের ন্যায় এই সমস্ত সৈন্যও প্রবেশদাতা মিত্র-রাজ্য-সমূহের সারভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কঙ্কালাবশিষ্ট ও মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া থাকে।

১৮০০ অব্দের ১২ই অক্টোবর লর্ড ওয়েলেসলী নিজামের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহার দ্বাদশ ধারা হইতে এই অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। এই ধারা অনুসারে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট আপনাদিগের কতকগুলি সৈন্য নিজামের সৈন্যের সহিত একত্রিত করেন; যুদ্ধাদির সময় নিজাম এই একত্রিত সৈন্যের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হন *। যখন দক্ষিণাপথে টিপু সুলতানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, তখন হায়দরাবাদের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট হেনরী রাসেল পার্শ্ববর্তী অধিপতিদিগের সৈন্য-বল দেখিয়া নিজামের প্রধান মন্ত্রী চণ্ডুলালকে কহেন—"মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমেই বর্দ্ধিত-বিক্রম হইয়া উঠিতেছে, হুলকার ও সিন্ধিয়া বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছেন, এই সৈন্য-সমষ্টি আবার যুদ্ধ যাত্রার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে **"। নিজামের মন্ত্রী রেসিডেণ্টের এই বাক্যে শঙ্কান্বিত

* Aitchison, A Collection of Treaties, vol. V, pp, 8, 73.

** Arnold's Dalhousie's Administration, vol. II, p. 132.

হইয়া ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের সাহায্যে আপনাদিগের সৈন্যের শৃঙ্খলা বিধান করেন। ইহাতে ব্রিটিশ কোম্পানীর সৈন্য নিজামের রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

কিন্তু নিজাম চিরকাল এই সমস্ত সৈন্যের ব্যয়-নির্বাহার্থ কোনরূপ প্রতিশ্রুতি স্বীকার করেন নাই, চিরকাল এই সমস্ত সৈন্য নিজের রাজ্যে রাখিতে কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন নাই ✝। যাহা হউক, বন্ধুতার অনুরোধে নিজাম চল্লিশ বৎসর কাল এই সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করিলেন। ক্রমে ইহার নিমিত্ত তাঁহার ঋণ হইতে লাগিল; বৎসরের-পর-বৎসরে এই ঋণের সংখ্যা বর্ধিত হইয়া শেষে ৭৮ লক্ষ হইল। ১৮৫১ অব্দে ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্ট আর কাল-বিলম্ব না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, "নিজামকে শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, নচেৎ বার্ষিক অন্যূন ৩৫ লক্ষ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে দিতে হইবে, গবর্নমেণ্ট তিন বৎসরের মধ্যে এই আয় হইতে আপনাদিগের আসল টাকা তুলিয়া লইবেন *"। ইহাতে নিজাম স্বীয় ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা পাইলেন। ৪০ লক্ষ টাকা অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইল, অবশিষ্ট শীঘ্রই পরিশোধ করা হইবে বলিয়া কথা দেওয়া হইল **। কিন্তু সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইল না; ১৮৫৩ অব্দে ইহা আবার বর্ধিত হইয়া ৭৫ লক্ষ হইল। ডেলহৌসী আর কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনাদিগের টাকা আদায়ের জন্য নিজামের অধিকৃত ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন §।

নিজাম ভূসম্পত্তি দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু ডেলহৌসী ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি একপ্রকার বলপূর্বক নিজামের নিকট হইতে উহা লইতে উদ্যত হইলেন। নিজামের বিশ্বস্ত মন্ত্রী সুরাজুলমুল্ক্ এই অত্যাচার নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, সুহৃৎ-প্রেম, সুহৃৎ-সৌজন্যের দোহাই দিয়া প্রভুর রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবিলম্বে সন্ধির ছলে সম্পত্তি-হরণের নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল। রেসিডেণ্ট কর্নেল লো

✝ Ibid, p. 133.

* Dalhousie's Administration. vol. II, p. 139.

** Aitchison, A collection of Treaties, vol. V. p. 9.

আর্নল্ডের সহিত ইহার কিছু বৈষম্য লক্ষিত হয়। আর্নল্ড বলেন, সর্বসমেত ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল, নিজাম ইহার মধ্যে ৩৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন। Arnold's Dalhousie's Administration. vol. II, pp. 38, 39.

§ Aitchison's A Collection of Treaties, vol. V. p. 9.

নিজামকে বলিলেন, কলিকাতা হইতে সন্ধি-পত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, উহাতে শীঘ্রই তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইবে। রেসিডেণ্টের এই বাক্য নিজামের সহনীয় হইল না। তিনি গম্ভীর ক্ষোভ, রোষ ও অপমানে অধীর হইয়া রেসিডেণ্টকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণ—যাঁহারা এক সময়ে ইউরোপে অবস্থান করেন, অন্য সময়ে ভারতবর্ষে আগত হন, এক সময়ে গবর্নমেণ্টের চাকরি গ্রহণ করেন, অন্য সময়ে সৈনিক কার্যে নিয়োজিত হন, এক সময়ে নাবিক-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, অন্য সময়ে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকেন (আমি শুনিয়াছি আপনাদিগের জাতির অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি বাণিজ্য-কার্যে লিপ্ত);—কখনই এবিষয়ে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন না। আমি একজন স্বাধীন রাজ্যাধিপতি; সাতপুরুষ হইতে এইরাজ্য আমার বংশের অধীনে রহিয়াছে। আমি এইরাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই রাজ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি এবং ভবিষ্যতে এই রাজ্যেই দেহত্যাগ করিব। আপনারা মনে করিতেছেন, আমি আমার রাজ্যের একটি অংশ কোম্পানীকে দিলে সুখী হইব, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, আমি ইহাতে কখনই সুখী হইতে পারিব না। রাজ্যের অংশ দিলে আমি আপনাকে যারপরনাই অপমানিত জ্ঞান করিব। আমি শুনিয়াছি, আপনাদিগের জাতির একব্যক্তি ভাবিয়াছেন, যদি আমি মহম্মদ ঘাউস্ খাঁর (আর্কটের নবাব) দশাগ্রস্ত হই, তাহা হইলেও আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত; ইহা হইলে আমার আর কোনও কাজ থাকিবে না; গবর্নমেণ্টের পুরাতন চাকরের ন্যায় পেন্সন গ্রহণ করিয়া কেবল ভোজন, নিদ্রা ও উপাসনাতে কাল কাটাইব"। এই পর্যন্ত বলিয়া দুঃসহ মনোযাতনায় নিজাম আরব্য ভাষায় একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, ইহাতে তাঁহার গভীর ক্রোধ ও বিস্ময় পরিস্ফুট হইল; তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্বার বলিলেন, "আপনারা নিজের অবস্থার দিকে চাহিয়া আমার প্রতি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমি আপনাদিগকে তাদৃশ অসঙ্গত ভাব-প্রকাশক বলি না, কিন্তু ইহাতে একজন স্বাধীন রাজ্যাধিপতির মনের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আপনারা কখনই বুঝিতে সমর্থ নহেন। কারণ, আপনারা বলিতেছেন, এই সন্ধি করিলে আমার প্রতিবৎসর ৮ লক্ষ টাকা বাঁচিবে; ইহাতে আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, যদি চারিগুণ ৮ লক্ষ টাকা বাঁচে, তাহা হইলেও আমি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না। রাজ্যের অংশ হস্তান্তরিত হইলে আমি আপনাকে যার পর নাই অসম্মানিত জ্ঞান করিব *"।

---

* Blue-Book, The Nizam, 1854. p. 120. Comp. Empire in India, p. 123. Dalhousie's Administration, vol. II, pp. 142-143.

নবাব নসিরউদ্দৌলা এই পর্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ ক্রোধোন্মত্ত স্বর, এইরূপ যাতনা-প্রকাশক বাক্যে কোনও ফল হইল না। যাবৎ তাঁহার ঋণ পরিশোধ না হইবে, তাবৎ তিনি বাধ্য হইয়া বিরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের হস্তে রাখিতে সম্মত হইলেন।

অবিলম্বে সন্ধিপত্র উপস্থাপিত হইল। নিজাম নিতান্ত অনিচ্ছা দেখাইয়া ১৮৫৩ অব্দের ২১শে মে ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। ১৮ই জুন ইহা কলিকাতার বিধি-নির্দিষ্ট সন্ধি বলিয়া প্রচারিত হইল। দুরন্ত সাইলক অবলীলাক্রমে নিরীহ-স্বভাব আণ্টোনিওর দেহ হইতে মাংস কাটিয়া লইল, একটি পোর্সিয়াও এসময়ে উপস্থিত হইয়া ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপ ৪৫ লক্ষ টাকার জন্য আদজুন্তা হইতে উন পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালার উত্তরবর্তী সমস্ত বিরার বিভাগ; আহম্মদ নগর ও সোলাপুরের সীমান্তস্থিত ১৬টি জনপদ; পইম্ ঘাট এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী রাইচোর দোয়াব ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তগত হইল। ক্রূরপ্রকৃতি উত্তমর্ণ যেমন অধমর্ণের সহিত ব্যবহার করে, ডেলহৌসীও এস্থলে নিজামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। বিরার প্রদেশ তুলার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বহুসংখ্য জলাশয় বর্তমান থাকাতে রাইচোর দোয়াব শস্য-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। উর্বরতা-গুণে এই ভূখণ্ড ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্ট কয়েক লক্ষ টাকার জন্য এইরূপ একটি শস্যশালী বিস্তৃত ভূভাগ একজন মিত্ররাজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনাদিগের অর্থ-লালসা ও মিত্র-দ্রোহিতার একশেষ দেখাইলেন*।

* আর্নল্ড্ প্রণীত ডেলহৌসীর ভারত-সাম্রাজ্য শাসন নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে দৃষ্ট হয়, (Dalhousie's Administration, vol. II, pp. 141, 143,) নিজাম রেসিডেণ্টের সহিত কথোপকথন সময়ে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বিরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট চিরকালের জন্য আপনাদিগের হস্তে রাখিবেন। কিন্তু ১৮৫৩ অব্দের সন্ধি ইহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থন করিতেছে। উক্ত সন্ধির ষষ্ঠ ধারায় স্পষ্ট লিখিত আছে, যাবৎ নিজামের ঋণ পরিশোধ না হয়, তাবৎ বিরার ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধীনে থাকিবে। রেসিডেণ্ট এই ভূভাগ শাসন করিবেন। অধিকন্তু ঐ সন্ধির অষ্টম ধারানুসারে রেসিডেণ্টকে নিজামের নিকট প্রতিবৎসর উক্ত বিভাগের হিসাব দিতে হইবে। হিসাবে যদি ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত অংশ নিজাম পাইবেন। Vide C. U. Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements & Sunnds, relating to India and neighbouring Countries, vol. V, pp. 104-105. Comp. J. M. Ludlow, British India, its Races and its History, vol. II, p. 189.

১৮৬০ অব্দের ১৬শে ডিসেম্বর লর্ড ক্যানিং অফজুল উদ্দৌলা নিজামুলমুল্ক আসফজা বাহাদুরের সহিত

বিরারের পর আর একটি মুসলমান-রাজ্যের প্রতি ডেলহৌসীর নেত্রপাত হয়। বর্ণনীয় ইতিহাসের সহিত ইহার তাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অতি সংক্ষেপে এই বিষয় লিখিত হইতেছে।

দক্ষিণাপথে কর্ণাট রাজ্যের অবস্থান-সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মোগল-শাসন সময়ে ইহা নিজামের রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইহার রাজধানী আর্কট। কর্ণাট রাজ্যের সহিত ইংরেজাধিকৃত ভারত-ইতিহাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই স্থানেই ব্রিটিশ কোম্পানীর আদি আশ্রয়-স্থল সেণ্ট ডেবিড্ দুর্গ অবস্থিত ছিল, এই স্থানেই দুর্বার ব্রিটিশ পরাক্রমে ফরাসিদিগের ক্ষমতা অন্তর্ধান করিয়াছিল, এই স্থানেই ব্রিটিশ রণ-গৌরব ডুপ্লের সৌভাগ্য ও লালির জীবন-নাশের কারণ হইয়াছিল, এই স্থানেই রবার্ট ক্লাইব সর্বপ্রথম বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরি-শোভিত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই প্রসিদ্ধ হাইদার আলি ইংরেজদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য আপনার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ অব্দে মহম্মদ আলি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহায়তায় এইরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কর্ণাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহম্মদ আলিকে সিংহাসনে আরোহিত করিয়া কোম্পানী তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থ কর্ণাটে কতকগুলি সৈন্য রাখেন, নবাব এই সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ক্রমে অমিতব্যয় ও সুশাসনের অভাব বশতঃ মহম্মদ আলি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এজন্য ব্রিটিশ কোম্পানী ১৭৮৫ অব্দে মহম্মদ আলির সহিত সন্ধি করিয়া এই ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করেন। ১৭৯০ অব্দে মহীশূর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। নবাবের কর্মচারিগণ এই সময়ে প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিয়া দিতে অসমর্থ হওয়াতে কোম্পানী যুদ্ধের সময় কর্ণাটের সমস্ত শাসনভার আপনাদিগের হস্তে আনিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৯২ অব্দে লর্ড কর্নয়ালিস্ নবাবের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। সন্ধির নিয়মানুসারে নবাব যুদ্ধের সময় উৎপন্ন রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ লইয়া কর্ণাটের সমস্ত শাসনভার কোম্পানীর হস্তে দিতে প্রতিশ্রুত হন*।

১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দ

যে সন্ধি করেন, তাহার ষষ্ঠ ধারানুসারেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহাদিগের হায়দরাবাদস্থ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ বিরার বিভাগ প্রাপ্তভূষরূপ আপনাদিগের হাতে রাখেন। C. U. Aitchison, A Collection of Treaties &c, vol. V, p. 116,

ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বিরার হইতে নির্দিষ্ট ঋণ অপেক্ষা অধিক টাকা তুলিয়া লইয়াছেন, বর্তমান নিজামের সুযোগ্য মন্ত্রী সর সালার জঙ্গ এক্ষণে উক্ত বিভাগ ফিরিয়া চাহিতেছেন। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া এবিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু গবর্নমেণ্ট তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিতেছেন না।

* Aitchison's Treaties &c. vol. V. pp. 181-182,

মহম্মদ আলির পর ১৭৯৫ অব্দের ১৬ই অক্টোবর ওমদুতুল ওমরা আর্কটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নবাব টিপু স্থলতানের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লীর মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু মৃত্যু ১৮০১ অব্দের ১৫ই জুলাই ওমদুতুল ওমরাকে ওয়েলেস্‌লীর কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করে। ওয়েলেস্‌লীর সন্দেহ ওমদুতুল ওমরার সহিত পর্যবসিত হইল না। তিনি অদ্ভুত কারণ, অপূর্ব সংস্কার-বলে ওমদুতুল ওমরার পুত্র আলি হুশেনকে পৈতৃক ষড়যন্ত্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিলেন! ওমদুতুল ওমরার জীবিতাবস্থায় গবর্নমেণ্ট আপনাদিগের হস্তে কর্ণাটের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আলি হুশেনের নিকট উপস্থিত হইল। আলি হুশেন অতি তেজস্বী ও আত্মসম্মানপর ছিলেন, তিনি এই ঘৃণিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন না। আলি হুশেনের অসম্মতিতে ও মদুতুল ওমরার ভ্রাতৃপুত্র আজিমুদ্দৌলা গবর্নমেণ্টের মনোমতো সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া কর্ণাটের সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। ১৮০১ অব্দের ৩১শে জুলাই এই সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়মানুসারে আজিমুদ্দৌলা আপনার ব্যয়ের জন্য উৎপন্ন রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ লইয়া সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী-সংক্রান্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন*। এইরূপে কর্ণাটের নবাবের অধঃপতন হইল; এইরূপে ব্রিটিশ কোম্পানীর অনুগ্রহের বিনিময়ে নবাব উপাধি মাত্রে পর্যবসিত হইলেন। যাঁহারা একদিন ব্রিটিশ কোম্পানীর আশ্রয়দাতা ছিলেন, তৃতীয় জর্জের ন্যায় নৃপতি স্বহস্ত-লিখিত বন্ধুত্ব-সূচক পত্রও উপহার প্রেরণ করিয়া একদিন যাঁহাদিগের সম্মান বর্ধন করিয়াছিলেন **, তাঁহারাই অদ্য ইংলণ্ডীয় বণিক-সম্প্রদায়ের আশ্রিত ও অনুগত হইলেন।

১৮১৯ অব্দের ৩রা আগস্ট আজিমুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আজিমজা নবাব বলিয়া স্বীকৃত হন। ১৮২৫ অব্দের ১২ই নবেম্বর ইনি মহম্মদ ঘাউস খাঁ নামে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মহম্মদ ঘাউসের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত তদীয় পিতৃব্য আজিমজা তাঁহার অভিভাবক হন। ১৮৫৫ অব্দের ৭ই অক্টোবর অপুত্রক অবস্থায় মহম্মদ ঘাউস খাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়। আজিমজা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট সিংহাসন প্রার্থনা করেন। এই সময়ে ডেলহৌসী গবর্নমেণ্টের শিরঃস্থানীয় ছিলেন। রাজ্য-সংহারিণী নীতি যাঁহার উপাস্য দেবতা, পরস্বগ্রহণ যাঁহার বীজমন্ত্র; আজিমজা তাঁহারই নিকট আর্কটের সিংহাসন-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন।

* A Collection of Treaties &c, vol. V, p. 250.

** Empire in India, pp. 50-51.

বলা বাহুল্য, ডেলহৌসী আজিমজার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৮০১ অব্দের সন্ধিতে নবাব কেবল দেওয়ানী ও ফৌজদারী-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে পুরুষানুক্রমিক রাজসম্মান কি সিংহাসন বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮০৩ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট আজিমুদ্দৌলাকে স্বাধীন রাজা ও কর্ণাটের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করেন*। অধিকন্তু আজিমুদ্দৌলার পরেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট অসঙ্কুচিতচিত্তে কতিপয় ব্যক্তিকে আর্কটের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী এ সকল বিবেচনা কারলেন না, তিনি ১৮৫৩ অব্দে যে নিয়মে নিজামের নিকট হইতে বিরার গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন, সেই নিয়মেই যে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ১৮০১ অব্দে আজিমুদ্দৌলার হস্ত হইতে কর্ণাটের দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তাহাও তাঁহার মস্তিষ্কে নীত হইল না**। ডেলহৌসী ১৮০১ অব্দের সন্ধির উচ্ছেদ পূর্বক আর্কটের সিংহাসনে কুঠারাঘাত করিলেন; বিলাতের ডিরেক্টরগণ এই নির্দয় কার্যের অনুমোদন করিতে সঙ্কুচিত বা ব্যথিত হইলেন না। আজিমজা ও তৎপরিবারগণ বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা পেন্সন্ লইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হইলেন †। রাজ্যের সহিত তাঁহাদিগের রাজ-সম্মান ও রাজ-উপাধি বিগত কাল-সাগরে বিলীন হইল।

১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দ

মোগল সম্রাট অওরংজেবের সমকালে তাঞ্জোর রাজ্য হিন্দু নরপতিদিগের শাসন-ভ্রষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের করায়ত্ত হয়। ১৭৯৯ অব্দে তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রপতি সরফজী সন্ধিতে বাধ্য হইয়া নিজের আবাস-দুর্গ ও তৎসন্নিহিত স্থান ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৮৩২ অব্দে সরফজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবজী তাঞ্জোরের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৫৫ অব্দের ২৯শে অক্টোবর শিবজী দুইটি কন্যা রাখিয়া পরলোকগত হন।

* Carnatic Papers, 1861, p. 126,

** ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বিরারের ন্যায় কর্ণাটের শাসনভারও প্রতিভূ-স্বরূপ আপনাদিগের হস্তে লইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব ১৮০১ অব্দের ৩১শে জুলাই-এর ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন—"গবর্নমেণ্ট বর্তমান সন্ধির নিয়মানুসারে পবিত্র প্রতিভূত্ব গ্রহণ পূর্বক অধিবাসিদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিতে আহ্বান করিতেছেন।" Carnatic Papers, 1861, p. 105. Comp, Empire in India, p, 93.

† A Collection of Treaties, vol. III, p, 184.

শিবজীর জ্যেষ্ঠকন্যা তখন মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঞ্জোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ফরবস্ সাহেব শিবজীর দ্বিতীয় কন্যাকে সিংহাসন দিবার প্রস্তাব করেন। পুরুষের অভাবে স্ত্রী যে সিংহাসনের অধিকারিণী হইতে পারে, রেসিডেণ্ট প্রমাণ দিয়া তাহার সমর্থন করেন। ইহার উদাহরণ স্থলে ১৭৩৫ অব্দের ঘটনার উল্লেখ করা হয়। এই অব্দে অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকাতে তাঞ্জোরের বিধবা রাণী ভর্তার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

লর্ড ডেলহৌসী এই সময়ে শৈল-বিহার পরিত্যাগ করিয়া নীলগিরি হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, যে দিন মান্দ্রাজের শাসন সংক্রান্ত সভায় তাঞ্জোরের বিষয়ে তর্ক হয়, সে দিন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। সভা রেসিডেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ডেলহৌসী কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে এবিষয় প্রধানতম শাসন-সমিতিতে উপস্থিত হয়। গবর্নর জেনারেল মান্দ্রাজ-শাসন-সমিতির সমর্থন করেন, সুতরাং আর্কটের ন্যায় তাঞ্জোরের রাজ-সিংহাসন ও রাজকীয় ক্ষমতাও শিবাজীর সহিত অস্তমিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অধ্যায়ে আরও একটি উত্তরাধিকারি-শূন্য ক্ষুদ্র রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। ইহার সহিত রাজনীতির তাদৃশ গুরুতর সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অতি সংক্ষেপে এই বিষয় লিখিত হইলেই বর্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় সম্বলপুর বিভাগ অবস্থিত। ইহা পূর্বে নাগপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল; কালক্রমে ভোঁসলা বংশীয়গণ ইহার স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ইহা সম্বলপুরের অন্যতম প্রাচীন রাজার বংশধরকে দান করেন। ১৮৪৯ অব্দে এই বংশের অন্যতম রাজা নারায়ণ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহার কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না, কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বর্তমান ছিল না, কোনও বিধি-সিদ্ধ দত্তকও উপস্থিত ছিল না। সুতরাং সম্বলপুরের গদি প্রার্থি-শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। ভারতবর্ষ ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ অনুমাত্র বিতর্ক না করিয়া আদেশ-লিপি প্রচার করিলেন, নির্বিবাদে ও নিষ্কণ্টকে সম্বলপুর ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দ

লর্ড ডেলহৌসী কেবল রাজ্য গ্রহণ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, কেবল রাজ-সম্মান ও রাজ-পদ লোপ করিয়াই জগতের সমক্ষে আপনার কঠোর প্রকৃতির পরিচয় দেন নাই; রাজ্য গ্রহণ ও রাজসম্মান লোপের ন্যায় অন্যবিধ কার্যেও তাঁহার কাঠিন্য প্রকাশ পাইয়াছে। বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া যাঁহাদিগের রাজ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, যাঁহারা রাজ্য-ভ্রষ্ট শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া ব্রিটিশ সিংহের আশ্রয় লইয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগের জন্যই

ডেলহৌসীর এই শেষোক্ত কঠোর কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণনীয় ইতিহাসের অনুরোধে এই শ্রেণীর একটি কার্য অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতরূপে লিখিত হইতেছে।

ভারত-ইতিহাসে সেতারা, নাগপুর ও পুনা—এই তিন স্থানের মহারাষ্ট্র বংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। লর্ড ডেলহৌসীর সংহারিণী নীতির প্রভাবে প্রথম দুইটির রাজত্ব ও রাজ-সম্মান যেরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা যথাস্থলে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়টির রাজ্য ডেলহৌসীর বহুপূর্বে ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তগত হয়। ১৮১৮ অব্দের ৩রা জুন দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের শেষে পুনার সুপ্রসিদ্ধ পেশবা বাজীরাও ব্রিটিশ সেনানায়ক সার জন মালকমের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন *। বাজীরাও বীর-ধর্ম—বীর-পদ্ধতি অনুসারে সমরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সমর-লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের আশায় অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে সমরে পরাজিত হইলে পলাতক না হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সামরিক নিয়ম অনুসারে বিজেতার শরণাগত হইয়াছিলেন। বিজেতা পবিত্র সামরিক নিয়মের অবমাননা করেন নাই, পবিত্র বীর-ধর্মের গৌরব-হারী হন নাই; তিনি যুদ্ধ-কুশল শরণাগত শত্রুর শিবিরে যাইয়া তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন এবং বন্ধুভাবে তাঁহার দশাবিপর্যয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। বাজীরাও এইরূপে পরাজিত ও সন্ধি-বদ্ধ হইয়া পুনার সমুদায় স্বত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ পূর্বক আপনার ও পরিবারগণের ভরণপোষণ নির্বাহার্থ নির্দিষ্ট বৃত্তি-ভোগী হইতে প্রতিশ্রুত হন, মালকমও সৌজন্য, উদারতা ও সহানুভূতির অনুরোধবদ্ধ হইয়া পেশবার এই বৃত্তি বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা নির্ধারিত করিতে গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন **।

১৮১৮ খ্রীঃ অব্দ

বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে বলিয়া অনেকেই সার্ জন মাল্‌কমের প্রতি দোষারোপ করেন, কিন্তু মাল্‌কম ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তিনি দোষারোপ-কারিদিগের বাক্যের উত্তরদান-স্থলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন—"যেসমস্ত রাজা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দোষে আপনাদিগের রাজ্য ও রাজকীয় ক্ষমতা সমস্তই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করাই গবর্নমেণ্টের চিরন্তন নীতি। ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করিয়াই গবর্নমেণ্ট এই নীতির অনুসরণপূর্ব্বক কার্য করিয়া আসিতেছেন।

* The Life and Correspondence of Major-General Sir John Malcolm, vol. II, p. 253.

** A Collection of Treaties &c. vol. III, p. 90. Comp. Life of Sir John Malcolm, vol. II, p. 248, and British India, its Races and its History, vol. II, p. 30.

এইরূপ কার্য সকলশ্রেণীর লোকদিগকেই নির্বিবাদে গবর্নমেণ্টের শাসনাধীন করিয়া মহৎ ফল প্রসব করে। আমি আহ্লাদসহকারে নির্দেশ করিতেছি যে, এই প্রকার কার্যে যে সদয়ত্ব ও সৌজন্য প্রদর্শিত হয়, তাহা অস্ত্র অপেক্ষা ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতা দৃঢ়তর করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা মনের আধিপত্য প্রসারিত হয়, এবং যাহারা দেশীয় আচার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ইহা অদৃষ্টভাবে গণনাতীত সুফল উৎপাদন করিয়া থাকে *”। এই সদাশয় যোদ্ধার মহৎ বাক্য অনাদৃত হয় নাই; মাউণ্ট, স্টুয়ার্ট, এলফিন্‌স্টোন্, ডেবিড্ অক্টারলোনী এবং টমাস্ মন্‌রোর ন্যায় শাসন-ক্ষম রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবীরগণ মাল্‌কমের পোষকতা করিয়া আপনাদিগের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

এইরূপে পেশবা বাজীরাওর অধঃপতন হইল—এইরূপে বাজীরাও আপনার রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ পূর্বক বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া নিজনবাসে অনুমত হইলেন। কানপুরের প্রায় বার মাইল দূরবর্তী বিথুর নামক স্থানে তাঁহার আবাস-স্থল নিরূপিত হইল। বাজীরাও স্বগণ সমভিব্যাহারে এইস্থানে যাইয়া গঙ্গার পবিত্র-তটে জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার অনুবর্তী হইল, বহুসংখ্য দাস-দাসী আসিয়া বিথুরের আবাসগৃহ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। গবর্নমেণ্ট বাজীরাওকে বিথুরে একটি জাইগীর দিলেন। ১৮৩২ অব্দের ব্যবস্থা অনুসারে এই জাইগীরের অধিবাসিগণ গবর্নমেণ্টের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন হইতে বিমুক্ত হইল**। বাজীরাও এরূপ জাইগীর লাভ পূর্ব্বক অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বাজীরাওকে এইরূপ দলবদ্ধ দেখিয়া কিছু শঙ্কান্বিত হইলেন, তদানীন্তন সময়ে সর্বত্র শান্তি ছিল না; সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় একদল যুদ্ধ-কুশল হঠকারী ব্যক্তি একত্র অবস্থান করিলে যদি কোন অনর্থ উৎপন্ন হয়, এই ভাবিয়া গবর্নমেণ্ট কিছু সতর্ক হইলেন; কিন্তু ভূতপূর্ব পেশবার বিশ্বস্ততা অটলভাবে রহিল, তাঁহার অনুচরগণও প্রভুর ন্যায় নিরীহভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিল। বাজীরাও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত এতদূর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি দুঃসময় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের যথাশক্তি সাহায্য করিতেও ত্রুটি করিতেন না। যখন আফগানস্থানের যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কোষাগার শূন্য হয়, যখন সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানী টাকার অভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত

* Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 99.

** A Collection of Treaties &c, vol. III, p. 9.

করেন, তখন বাজীরাও ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া সরল সুহৃৎ-প্রেমের পরিচয় দেন, এবং পরিশেষে যখন পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বেশ ধারণ করে, যখন রণদুর্ম্মদ খাল্‌সা সৈন্য ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণের অভিপ্রায়ে অসীম সাহস সহকারে শতদ্রু পার হয়, তখনও বাজীরাও কোম্পানীকে নিজের ব্যয়ে এক সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক সৈন্য দিয়া আপনার সদাশয়তা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন।

এইরূপ সৌজন্য ও এইরূপ বন্ধু-ভাব দেখাইয়া বাজীরাও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি যে একসময়ে পুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, একসময়ে যে তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র পশ্চিম ভারতবর্ষ কম্পিত হইত, তাহা তিনি সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। যে ব্রিটিশ কোম্পানী একসময়ে তাঁহার ভয়ে সশঙ্ক থাকিতেন, এক্ষণে তিনিই সেই ব্রিটিশ কোম্পানীর আশ্রয়ে থাকিয়া সুসময়ে তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন, সুসময়ে দুঃসময়ে তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়া সুহৃৎ-সৌজন্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। সে সাহস, সে বীর্যবত্তা, সে রণোন্মাদ বিগত সময়ের সহিত মিশিয়া গেল। বাজীরাও পবিত্র গঙ্গার তটে পবিত্র-স্বভাব সংযত-চিত্ত তপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বাজীরাওর অর্থের অভাব ছিল না। বিথুরের জাইগীর ও বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন্ পাইয়া তিনি অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইল না। সকলেই ভাবিতে লাগিল, বাজীরাও যখন অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরগত-হইবেন, তখন কে এই ধন ভোগ করিবে? কাহার হস্তে এই অর্থরাশি সংন্যস্ত হইবে? বাজীরাওরও এইরূপ ভাবনা হইল, এবং অবিলম্বে দত্তক-পুত্র* গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বংশ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে বাজীরাও স্বীয় দত্তক-পুত্রকে পেশবা উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তির বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদনও করিলেন, এই আবেদন অগ্রাহ্য হইল; কিন্তু ইহাতে বাজীরাওর সমুদয় আশা-ভরসা

* সর চার্লস জাক্সনের মতে বাজীরাও দুই জনকে দত্তক-পুত্র করেন। A Vindication, p. 54 কিন্তু বাজীরাওর উইলের সহিত ইহার একতা দৃষ্ট হয় না। উইল অনুসারে বাজীরাওর দত্তক-পুত্র তিনটি ও দত্তক-পৌত্র একটি। বাজীরাও নিজের উইলে লিখিয়াছেন—"ধন্দুপন্থ নানা আমার প্রথম পুত্র, এবং গঙ্গাধর রাও আমার সর্ব কনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র, এবং সদাশিব পন্থ দাদা আমার দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুরঙ্গ রাওর পুত্র, এই তিনটি আমার পুত্র ও একটি পৌত্র। আমার মৃত্যুর পর আমার সর্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র ধন্দুপন্থ নানা মুখ্য প্রধান হইয়া আমার পেশবার গদির অদ্বিতীয় অধিপতি হইবে" ইত্যাদি। Ms. Records. Comp. Kaye's Sepoy War. vol. I, p, 101, note.

বিলুপ্ত হইল না। ব্রিটিশ কোম্পানী সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা বলিলেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া পেশবার মৃত্যুর পর তদীয় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসা ভবিষ্যৎ সময়ের উপর নির্ভর করিয়া রহিল; বাজীরাও এই ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট-চিত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু প্রায় দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়িল, বাজীরাও কালবশে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন।

৭৭ বৎসর কাল দুর্বহ দেহ-ভার বহন করিয়া বাজীরাও ১৮৫১ অব্দের ২৮শে জানুয়ারি লোকান্তরিত হইলেন। তিনি ১৮৩৯ অব্দে যে উইল করেন, তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দত্তক-পুত্র পেশবার গদি এবং সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হন। এই জ্যেষ্ঠ দত্তক-পুত্র ধন্দুপন্থ নানা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। যখন বাজীরাওর মৃত্যু হয়, তখন নানা সাহেবের বয়স ২৭ বৎসর। নানা সাহেব শান্ত স্বভাব, মিষ্টভাষী, অমিতাচার-বর্জ্জিত ও ব্রিটিশ কমিশনারের পরামর্শ-গ্রাহী ছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীও তাঁহার গুণগ্রামের প্রশংসাবাদে কাতর হয় নাই*। পিতার মৃত্যুর পর নানা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার অধিকারী হন; তিনি ইহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক দিয়া কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করেন**। কিন্তু বাজীরাওর বহুসংখ্য পরিবার ও দাস-দাসী ছিল; ইহাঁদিগের ভরণ-পোষণের ভার নানা সাহেবের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়। এতন্নিবন্ধন নানা সাহেব বাজীরাওর বৃত্তি পাইবার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর নির্ভর করেন। এই সময়ে সুবাদার রামচন্দ্র পন্থ নামে বাজীরাওর একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর হস্তে সমস্ত পারিবারিক কার্যের ভার ন্যস্ত ছিল। রামচন্দ্র পন্থ বাজীরাওর সৎপরামর্শ-দাতা ও তদীয় অনুচরবর্গের সৎপথ-পরিচালক ছিলেন। রামচন্দ্র পন্থ এক্ষণে বন্ধু-পুত্রের স্বত্বরক্ষার্থ উদ্যত হইলেন। তিনি বিলক্ষণ সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গবর্নমেণ্টের প্রতি নানা সাহেবের অটল বিশ্বাসের বিষয় নির্দেশ করিয়া উল্লেখ করিলেন—"মাননীয় কোম্পানী যেভাবে ভূতপূর্ব মহারাজের রক্ষণ ও প্রতি-পালন-কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় মনে করিয়া নানা সাহেব বর্তমান বিষয়ে

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ

* Kaye's Sepoy War, vol. 1, p. 101. Comp. British India its Races and its History. Vol. II, p. 220.

** কমিশনারের রিপোর্ট অনুসারে নানাসাহেব ১৬ লক্ষ টাকার গবর্নমেণ্ট কাগজ ১০ লক্ষ টাকার মণি মুক্তা প্রভৃতি, ৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণ মুদ্রা, ৮০ হাজার টাকার স্বর্ণাভরণ এবং ১০ হাজার টাকার রূপার বাসনের অধিকারী হন।

সম্পূর্ণ আশান্বিত ও সর্বপ্রকার ভাবনা-শূন্য হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা ও অভ্যুদয় দেখিতে সর্বদাই ইচ্ছা করেন ; ভবিষ্যতেরও তাঁহার এই ইচ্ছার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না।”

বিথুরের ব্রিটিশ কমিশনার * পেশবার পরিবারপক্ষীদের প্রার্থনার সমর্থন করিলেন ; কিন্তু ইহা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল না। টমসন সাহেব এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্নর ছিলেন। কার্যক্ষম ও সংস্বভাবান্বিত বলিয়া বাহিরে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু টমসন অভিনব রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিপোষক ছিলেন ; এজন্য দেশীয় রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার তাদৃশ সহানুভূতি ছিল না। তিনি কমিশনারকে বিথুরের আবেদনকারিদিগের হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত করিতে নিষেধ করিলেন। ডেলহৌসী এই সময়ে ভারতের গবর্নর জেনারেল ; সুতরাং টমসনের আদেশ কোথাও প্রতিহত হইল না। অবিলম্বে গবর্নমেণ্টের আদেশ-লিপি প্রচারিত হইল। ডেলহৌসী এই লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিলেন—“পেশবা ৪৩ বৎসর কাল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত জাইগীরের উপস্বত্ব ছিল। তিনি সেই সময়ে আড়াই কোটী টাকারও অধিক লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয় নাই। তাঁহার কোন ঔরস পুত্রও বর্তমান নাই। তিনি মৃত্যুর সময় আপনার পরিবারদিগের জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পেশবার যে সমস্ত আত্মীয়জন বর্তমান আছেন, গবর্নমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে তাঁহাদিগের কোনও রূপ দাবি নাই। গবর্নমেণ্টের দয়ার উপরেও এসময়ে তাঁহারা কোনরূপ দাবি উপস্থিত করিতে পারেন না। কারণ, পেশবা যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষণে যেরূপ বলা হইতেছে, সম্ভবতঃ পেশবা তাহা অপেক্ষা ধন রাখিয়া গিয়াছেন** ।

* সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে “দুইজন ব্রিটিশ কমিশনার” এইরূপ লিখিতে হয়। যখন পেশবার মৃত্যু হয়, তখন কর্নেল মান্‌সন বিথুরের কমিশনার ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি স্থানান্তরিত হন। কানপুরের তদানীন্তন মাজিস্ট্রেট মরলাণ্ড সাহেব কর্নেল মানসনের পদ গ্রহণ করেন। প্রধানত মরলাণ্ড সাহেবের উপরেই এই বিষয়ের বিচার-ভার সমর্পিত হয়। Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 102, note 2.

** Ltter of Sir H, Elliot, Secretary to the Government of India, to the Governor of the N. W. P., dated 24th September, 1851. যথার্থত বলিতে গেলে ইহা লর্ড ডেলহৌসীর মিনিট। তখনকার প্রথা অনুসারে পত্রের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্নরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। Vide "A Vindication", p. 56, note,

বিলুপ্ত হইল না। ব্রিটিশ কোম্পানী সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা বলিলেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া পেশবার মৃত্যুর পর তদীয় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসা ভবিষ্যৎ সময়ের উপর নির্ভর করিয়া রহিল; বাজীরাও এই ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট-চিত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু প্রায় দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়িল, বাজীরাও কালবশে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন।

১৮৫১ খ্রী: অব্দ

৭৭ বৎসর কাল দুর্বহ দেহ-ভার বহন করিয়া বাজীরাও ১৮৫১ অব্দের ২৮শে জানুয়ারি লোকান্তরিত হইলেন। তিনি ১৮৩৯ অব্দে যে উইল করেন, তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দত্তক-পুত্র পেশবার গদি এবং সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হন। এই জ্যেষ্ঠ দত্তক-পুত্র ধন্দুপন্থ নানা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। যখন বাজীরাওর মৃত্যু হয়, তখন নানা সাহেবের বয়স ২৭ বৎসর। নানা সাহেব শান্ত স্বভাব, মিষ্টভাষী, অমিতাচার-বর্জ্জিত ও ব্রিটিশ কমিশনারের পরামর্শ-গ্রাহী ছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীও তাঁহার গুণগ্রামের প্রশংসাবাদে কাতর হয় নাই*। পিতার মৃত্যুর পর নানা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার অধিকারী হন; তিনি ইহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক দিয়া কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করেন**। কিন্তু বাজীরাওর বহুসংখ্য পরিবার ও দাস-দাসী ছিল; ইহাদিগের ভরণ-পোষণের ভার নানা সাহেবের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়। এতন্নিবন্ধন নানা সাহেব বাজীরাওর বৃত্তি পাইবার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর নির্ভর করেন। এই সময়ে সুবাদার রামচন্দ্র পন্থ নামে বাজীরাওর একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর হস্তে সমস্ত পারিবারিক কার্যের ভার ন্যস্ত ছিল। রামচন্দ্র পন্থ বাজীরাওর সৎপরামর্শ-দাতা ও তদীয় অনুচরবর্গের সৎপথ-পরিচালক ছিলেন। রামচন্দ্র পন্থ এক্ষণে বন্ধু-পুত্রের স্বত্বরক্ষার্থ উদ্যত হইলেন। তিনি বিলক্ষণ সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গবর্নমেণ্টের প্রতি নানা সাহেবের অটল বিশ্বাসের বিষয় নির্দেশ করিয়া উল্লেখ করিলেন—"মাননীয় কোম্পানী যেভাবে ভূতপূর্ব মহারাজের রক্ষণ ও প্রতি-পালন-কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় মনে করিয়া নানা সাহেব বর্তমান বিষয়ে

* Kaye's Sepoy War, vol. 1, p. 101. Comp. British India its Races and its History. Vol. II, p. 220.

** কমিশনারের রিপোর্ট অনুসারে নানাসাহেব ১৬ লক্ষ টাকার গবর্নমেণ্ট কাগজ ১০ লক্ষ টাকার মণি মুক্তা প্রভৃতি, ৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণ মুদ্রা, ৮০ হাজার টাকার স্বর্ণাভরণ এবং ১০ হাজার টাকার রূপার আসনের অধিকারী হন।

সম্পূর্ণ আশান্বিত ও সর্বপ্রকার ভাবনা-শূন্য হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা ও অভ্যুদয় দেখিতে সর্বদাই ইচ্ছা করেন, ভবিষ্যতেরও তাঁহার এই ইচ্ছার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না।"

বিথুরের ব্রিটিশ কমিশনার * পেশবার পরিবারপক্ষীদের প্রার্থনার সমর্থন করিলেন; কিন্তু ইহা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল না। টমসন সাহেব এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্নর ছিলেন। কার্যক্ষম ও সংস্বভাবান্বিত বলিয়া বাহিরে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু টমসন অভিনব রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিপোষক ছিলেন; এজন্য দেশীয় রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার তাদৃশ সহানুভূতি ছিল না। তিনি কমিশনারকে বিথুরের আবেদনকারিদিগের হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত করিতে নিষেধ করিলেন। ডেলহৌসী এই সময়ে ভারতের গবর্নর জেনারেল; সুতরাং টমসনের আদেশ কোথাও প্রতিহত হইল না। অবিলম্বে গবর্নমেণ্টের আদেশ-লিপি প্রচারিত হইল। ডেলহৌসী এই লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিলেন—"পেশবা ৪৩ বৎসর কাল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত জাইগীরের উপস্বত্ব ছিল। তিনি সেই সময়ে আড়াই কোটী টাকারও অধিক লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয় নাই। তাঁহার কোন ঔরস পুত্রও বর্তমান নাই। তিনি মৃত্যুর সময় আপনার পরিবারদিগের জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পেশবার যে সমস্ত আত্মীয়জন বর্তমান আছেন, গবর্নমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে তাঁহাদিগের কোনও রূপ দাবি নাই। গবর্নমেণ্টের দয়ার উপরেও এসময়ে তাঁহারা কোনরূপ দাবি উপস্থিত করিতে পারেন না। কারণ, পেশবা যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষণে যেরূপ বলা হইতেছে, সম্ভবতঃ পেশবা তাহা অপেক্ষা ধন রাখিয়া গিয়াছেন**।

---

* সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে "দুইজন ব্রিটিশ কমিশনার" এইরূপ লিখিতে হয়। যখন পেশবার মৃত্যু হয়, তখন কর্নেল মান্‌সন বিথুরের কমিশনার ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি স্থানান্তরিত হন। কানপুরের তদানীন্তন মাজিস্ট্রেট মরলাণ্ড সাহেব কর্নেল মানসনের পদ গ্রহণ করেন। প্রধানত মরলাণ্ড সাহেবের উপরেই এই বিষয়ের বিচার-ভার সমর্পিত হয়। Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 102, note 2.

** Litter of Sir H, Elliot, Secretary to the Government of India, to the Governor of the N. W. P., dated 24th September, 1851. যথার্থত বলিতে গেলে ইহা লর্ড ডেলহৌসীর মিনিট। তখনকার প্রথা অনুসারে পত্রের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্নরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। Vide "A Vindication", p. 56, note,

এইরূপে বিথুরের আবেদন বিফল, এইরূপে নানা সাহেব আজীবন পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। পেশবা যে আশায় বুক বান্ধিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া যে আশায় সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন; সুহৃৎপ্রেম, সুহৃৎসৌজন্যে বিশ্বাস করিয়া যে আশায় দত্তক-পুত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন; অদ্য ডেলহৌসীর কঠোর লেখনীর আঘাতে সে আশালতা ছিন্ন হইল। যিনি কাবুল ও পঞ্জাব-যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ কোম্পানীকে অর্থ ও সৈন্য দিয়া পবিত্র মিত্রতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, অদ্য ব্রিটিশ কোম্পানী তাঁহার পুত্রকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সেই পবিত্র মিত্রতার গৌরব হরণ করিলেন। গবর্নমেণ্ট পেশবার মৃত্যুর পর তাঁহার পেন্সনের সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিশেষরূপে ন্যায়সঙ্গত বিচার করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। বন্ধুর বিচারে অদ্য বন্ধু-পুত্র, দয়া ও সৌজন্যের অপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন! ডেলহৌসীর মতানুসারে গবর্নমেণ্টের এই আদেশ অবিলম্বে বিথুরে ঘোষিত হইল। ডেলহৌসী টমসনের মতে সায় দিয়া নানা সাহেবের বৃত্তিমাত্র বন্ধ করিলেন; টমসন বিথুরের জাইগীরের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; সুতরাং উক্ত জাইগীর নানা সাহেবেরই রহিল। ডেলহৌসী ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। কিন্তু পেশবার সময়ে এই জাইগীরের অধিবাসিগণ যে নিয়মে আবদ্ধ ছিল, সে নিয়ম রহিত হইল। গবর্নমেণ্ট ১৮৩২ অব্দের ব্যবস্থা রহিত করিয়া বিথুর-জাইগীরের অধিবাসিদিগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের অধীনস্থ করিলেন*।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ

যখন ভারতবর্ষে ধন্দু পন্থের সমুদয় আশা নিঃশেষিত হইল, যখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট ধন্দু পন্থের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, তখন ধন্দুপন্থ আর ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একবারে বিলাতের ডিরেক্টর সভায় আবেদন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। বাজীরাওর জীবদ্দশায় একবার এইরূপ আবেদনের প্রস্তাব হইয়াছিল, সুবাদার রামচন্দ্র পন্থের অন্যতম পুত্র এই আপিল চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কমিশনার তাঁহাদিগকে এবিষয়ে নিরস্ত করেন। নানা সাহেব এক্ষণে কমিশনারের বিপরীত-মতবর্তী হইয়া আপিল করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বে আবেদন-পত্র প্রস্তুত হইল। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে নানা সাহেব উহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট দ্বারা ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। নানা সাহেব এই আবেদনে বিশিষ্ট যুক্তি ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়া উল্লেখ করিলেন, "মৃত পেশবার বহুসংখ্য পরিবার কেবল

* A collection of Treaties Vol. III. p. 10.

ব্রিটিশ কোম্পানীর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। স্থানীয় গবর্নমেণ্ট ইহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কেবল সহানুভূতির হানিকর হয় নাই, একটি প্রাচীন রাজ-প্রতিনিধির প্রাপ্য স্বত্বেরও বিরোধী হইয়াছে। আবেদনকারী এইজন্য কেবল সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগের নিকট সুবিচার-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেছে না, ব্রিটিশ কোম্পানী মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শেষ অধিপতির নিকট হইতে যে কিছু উপকার পাইয়াছেন, অংশতঃ তাহার উপর নির্ভর করিয়াও এই আপিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে"। ইহার পর আবেদনকারী নির্দেশ করেন যে, পেশবা যখন আপনার উত্তরাধিকারিগণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া স্বীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, তখন কোম্পানী পেশবা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে তাহার মূল্য দিতে অবশ্যই বাধ্য। এই বিধিবন্ধন যদি একদিকে স্থায়ি হয়, তাহা হইলে অপর দিকেও উহার স্থায়িত্ব সম্পাদন বিধেয়"। পরে সন্ধি-পত্রোক্ত "পরিবার" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়। কোম্পানী যে সন্ধিপত্র অনুসারে পেশবার রাজ্য গ্রহণপূর্বক তাঁহার ও তৎপরিবারগণের ভরণ-পোষণার্থ নির্দিষ্ট বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন, সেই আবেদনপত্রের "পরিবার" শব্দ যে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীর পরিচায়ক, তাহা আবেদনকারী স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন। এইরূপ কারণ প্রদর্শনের পর নানা সাহেব ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উল্লেখ করেন, "কোম্পানী অন্যান্য রাজ-বংশীয়দিগের সহিত পেশবার পরিবারবর্গের যেরূপ ইতরবিশেষ করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। মহীশূরের শাসন-কর্তা কোম্পানীর প্রতি বিশিষ্ট শত্রুতা প্রদর্শন করেন। যে সমস্ত রাজার সাহায্যে সেই ক্রুর-প্রকৃতি শত্রু পরাজিত হয়, আবেদনকারীর পিতা তাঁহাদিগের অন্যতম। যখন অসি-হস্তে সেই অধিনায়কের পতন হয়, তখন কোম্পানী তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে কোনরূপ ইতর-বিশেষ না করিয়া সকলকেই বাসস্থান দেন এবং সকলকেই সমানভাবে ভরণ-পোষণোপযোগী বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করেন। কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের সহিতও এইরূপ বরং ইহা অপেক্ষা অধিকতর সদয়ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই অধিপতি পদচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, কোম্পানী তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া রাজচিহ্ন সমর্পণ পূর্বক পর্যাপ্ত-পরিমাণে বৃত্তি দিতে ত্রুটি করেন নাই। সম্রাটের বংশধরগণ এক্ষণ পর্যন্ত এই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। কিন্তু আবেদনকারীর বিষয়ে বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইল কেন? সত্য বটে, পেশবা বহুদিন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া এবং বন্ধুত্ব-সময়ে অর্ধকোটি টাকার রাজস্ব দিয়া পরিশেষে কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্বক আপনার সিংহাসন বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ব্রিটিশ সেনাপতির

প্রস্তাব অনুসারে নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে কোম্পানীর দয়ার উপর স্থাপন করিয়া স্বীয় বহুমূল্য রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং কোম্পানী যখন তাঁহার বংশানুগত রাজ্যের উপস্বত্ব হইতে লাভবান্ হইতেছেন, তখন কোন্ বিধান অনুসারে সেই সমস্ত সন্ধির নিয়ম ও রাজচিহ্ন লোপপূর্বক তাঁহার বংশধরদিগকে পেন্সন্ হইতে বঞ্চিত করা হইল? কিরূপে কোম্পানীর বিবেচনায় তাঁহার বংশধরগণের স্বত্ব বিজিত মহীশূর ও কারারুদ্ধ মোগলের বংশধরগণের স্বত্ব অপেক্ষা ন্যূন হইল"? ইহার পর নানা সাহেব আপনাকে যথাবিধি গৃহীত দত্তক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, এইরূপ দত্তক পুত্র যে ঔরস-পুত্রের ন্যায় পিতার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, ব্রিটিশ কোম্পানীও যে, এই দত্তক-পুত্রাধিকারের বৈধতা স্বীকারে বাধ্য, বিশেষ করিয়া তদ্বিষয়ের সমর্থন করেন।

ইহার পর নানা সাহেব অন্য একটি বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন। বাজীরাও নিজের পেন্সন্ বাঁচাইয়া অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারীকে অন্য কোনরূপ পেন্সন দেওয়া নিরর্থক, এই আপত্তির সম্বন্ধে নানা সাহেব ঘৃণাসহকারে বলেন, "ভূতপূর্ব পেশবা স্বীয় পেন্সন্ হইতে পরিবারবর্গের পোষণোপযোগী অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনেকরা বর্তমান ব্যাপারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি হইতেও ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সন্ধিঅনুসারে ভূতপূর্ব পেশবা ও তৎপরিবারবর্গের পোষণার্থ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পেশবা এই বৃত্তির কত অংশ ব্যয় করিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের তাহার অনুসন্ধান করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। পেশবাও কোনরূপ নির্দিষ্ট নিয়মে বাধ্য হইয়া এই বৃত্তির প্রত্যেক ভগ্নাংশ ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হন নাই। আবেদনকারী সাহস-সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের যে সমস্ত পেন্সন্-গ্রাহী কর্মচারী আছে, তাহাদিগের পেন্সনের টাকা কি পরিমাণে ব্যয়িত ও কি পরিমাণে উদ্বৃত্ত হয়, তাহা কি গবর্নমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? সন্ধিবদ্ধ ব্যক্তিদিগের পেন্সনের টাকা অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইয়াছে মনে করিয়া কি তাঁহাদিগের সন্তানগণের পেন্সন্ বন্ধকরা যুক্তিসঙ্গত? যে একজন ভারতবর্ষীয় রাজ্যাধিপতি—একটি প্রাচীন রাজবংশধর গবর্নমেণ্টের দয়া ও ন্যায়পরতার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি গবর্নমেণ্টের কর্মচারী অপেক্ষা হীনতর বিবেচনা করা উচিত? যদি এবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কোনরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার থাকে, তাহা হইলে আবেদনকারী তাহার উন্মূলন জন্য বিশিষ্ট সম্মানসহকারে নির্দেশ করিতেছে যে, ১৮১৮ অব্দের সন্ধি-

অনুসারে কেবল পেশবা ও তৎপরিবারবর্গের পোষাণার্থ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত হয় নাই, প্রত্যুত যে সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচর নির্জন-প্রবাসী পেশবার অনুগামী হয়, তাহাদিগের জীবিকা নির্বাহার্থও উহা নিরূপিত হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট বিলক্ষণ জানিতেন, পেশবার যেরূপ সঙ্কীর্ণ আয়, তাহাতে তাঁহার বহুসংখ্য পরিবারের সম্পোষণ হইত না। অধিকন্তু দেশীয় রাজগণ যদিও ক্ষমতা-শূন্য হউন, তথাপি তাঁহাদিগকে মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়; যদি এটি বিবেচনা করা যায়, তাহা-হইলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, পেশবা বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দিয়া যে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন্ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে যাহা বাঁচাইয়াছেন তাহা অধিক হইবে না। পেশবা অতি সাবধানতা-সহকারে স্বীয় সম্পত্তি বাঁচাইয়া যে কোম্পানীর কাগজ করেন, তাঁহার মৃত্যুকালে তাহা বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা আয়ের হইয়াছে। এইরূপ পরিণাম-দৃষ্টি ও পরিমিত ব্যয় কি তাঁহার মহাপাপ স্বরূপ হইয়াছিল? এইপাপে কি তাঁহার পরিবারবর্গ সন্ধি-নির্দিষ্ট পেন্সন্ হইতে বঞ্চিত হইবেন* ?"

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ

কিন্তু এইরূপ যুক্তি, এইরূপ বিচার-প্রণালী ও এইরূপ লিপি-কৌশল ইংলণ্ডে কোনও সুফল উৎপাদনে সমর্থ হইল না। ডিরেক্টরগণ কঠোর পর্বতের অটল হইয়া রহিলেন; ধন্দুপন্থের বিনম্র প্রার্থনায় তাঁহাদিগের হৃদয় কোমল হইল না। তাঁহারা পূর্বেই ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্টের অনুমোদন করিয়াছিলেন; ১৮৫২ অব্দের ১৯শে মে এবিষয়ে তাঁহাদিগের যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল—"আমরা সম্পূর্ণরূপে গবর্নর জেনারেলের নিষ্পত্তির অনুমোদন করিয়া নির্দেশ করিতেছি, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর বাজীরাওর দত্তক-পুত্র বা পোষ্যবর্গের কোনরূপ দাওয়া নাই। ভূতপূর্ব পেশবা ৩৩ বর্ষকাল পেন্সন্ পাইয়া যে সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পরিবার ও পোষ্যবর্গের পর্যাপ্ত-পরিমাণে জীবিকা সংস্থান হইতে পারিবে †।" যাঁহারা এইরূপ কাঠিন্য প্রদর্শন করিয়া লর্ড ডেলহৌসীর সংহারিণী রাজনীতির অনুমোদন করিলেন, তাঁহাদিগের নিকটেই পুনর্বার ধন্দুপন্থের আবেদন-পত্র উপস্থিত হইল। ডিরেক্টরগণ আবেদন-পত্র পাইয়াই ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টকে লিখিলেন, "আবেদনকারীকে যেন জানান হয়, তাঁহার পিতার পেন্সন পুরুষানুক্রমিক নয়, সুতরাং উহাতে তাঁহার কোনরূপ দাবি নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহার আবেদন-পত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইল।" এই কঠোর উত্তর বিথুরে পৌঁছিবার

* Ms. Records. Comp. Kaye's Sepoy War. vol. I. pp. 104-108.

† The Court of Directors to the Government of India. Ms. Records.

পূর্বেই নানা সাহেব নিজের স্বত্ব সমর্থন জন্য বিলাতে একজন এজেণ্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই এজেণ্ট পূর্বকার প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সুবাদারের পুত্র নহেন; ইনি একজন সুগঠিত, সুশ্রী, দীর্ঘকায় ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ মুসলমান যুবক। ইহাঁর নাম আজিমুল্লা খাঁ। ১৮৫৩ অব্দের গ্রীষ্মকালে আজিমুল্লা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বিডল্ নামে একজন ইংরেজের সাহায্যে নানা সাহেবের স্বত্ব সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ডিরেক্টরদিগের আদেশ পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। আজিমুল্লা যথাসাধ্য উদ্যোগ, কৌশল ও চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই তাহা বিপর্যস্ত করিতে পারিলেন না।

এইরূপে নানা সাহেবের সমুদয় আশা উন্মূলিত হইল, এইরূপে বিথুরের পরিবারবর্গ ব্রিটিশ কোম্পানীর অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলেন। বাজীরাও অম্লানবদনে যাঁহাদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে যাঁহাদিগের হস্তে স্বীয় বহুমূল্য রাজ্য সমর্পণ পূর্বক নির্জন-প্রবাসী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে সন্ধি-নির্দিষ্ট বৃত্তি বন্ধ করিলেন। একজনের নিকট হইতে বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিমিত্ত বার্ষিক ৮ লক্ষ ব্যয় করা এক্ষণে কোম্পানীর সমক্ষে মহাপাপ স্বরূপ পরিগণিত হইল। ব্রিটিশ কোম্পানী এই পাপের ভয়ে বদ্ধ-মুষ্টি হইলেন; নানা সাহেব কোম্পানীকে এইপাপে প্রবর্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

এদিকে আজিমুল্লা খাঁ বিলাতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ ভোগসুখে আসক্ত হইলেন। তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য ও বস্ত্র-পারিপাট্য প্রভৃতি এই সুখের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। আজিমুল্লা সুপরিচ্ছিন্ন বেশে ও সুপবিচ্ছিন্নভাবে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বিলাস-সমিতিতে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদানন্দ ভাব ও গঠন-মহিমায় অনেকেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইংলণ্ডের কামিনী-কুলও এই আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহাদিগের বিশেষ অনুগ্রহে আজিমুল্লার দেহ-লক্ষ্মী অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে আজিমুল্লার যখন এইরূপ সৌভাগ্য, ইংলণ্ডীয় মহিলামণ্ডলীর অনুগ্রহে আজিমুল্লা যখন এইরূপ গৌরবান্বিত, তখন অন্য একব্যক্তি পদচ্যুত সেতারা-রাজের এজেণ্ট স্বরূপ হইয়া ব্রিটিশ রাজধানীতে অবস্থান করিতেছিলেন; ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয়, নাম রঙ্গ বাপাজী। রঙ্গ বাপাজী দূত সমূহের আদর্শস্থানীয়; ইহাঁর ন্যায় কর্তব্যনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ দূত প্রায় দেখা যায় না। ইনি বিশেষ উদ্যোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে সেতারা-রাজের স্বত্ব সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু এই উদ্যোগ পরিশ্রম ও

অধ্যবসায় সফল হইল না। রঙ্গ বাপাজীর প্রগাঢ় বৈষয়িক জ্ঞান ও প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় ইংলণ্ডীয় বিচারকগণের হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। ১৮৫৩ অব্দের শরৎকালে আজিমুল্লা ও রঙ্গ বাপাজী উভয়েই কার্যসিদ্ধিতে নিরুৎসাহ হইলেন, উভয়েই অকৃতার্থ হইয়া পরস্পর একসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন। ধর্ম, জাতি ও ব্যবহার-বৈসাদৃশ্যে উভয়ের এই সহানুভূতির ব্যত্যয় হইল না। একপ্রকার সঙ্কল্প ও একপ্রকার অকৃতকার্যতা উভয়কে এই দূরদেশে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ করিল। ইঁহারা পরস্পর কি বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন, ইতিহাসে তদ্বিষয়ের কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয় না; এবিষয়ে ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই নীরবে রহিয়াছেন। যাহাহউক, কিছুদিন পরে মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমান পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্নদিকে বিভিন্নপথে ধাবিত হইলেন। প্রথমটি স্বীয় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও স্থির বুদ্ধিবলে ইংলণ্ডীয় লোকের মনে এরূপ অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া যাঁহাদিগকে বিরক্ত করেন, তাঁহারাই তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। রঙ্গ বাপাজী এইরূপে স্বীয় বুদ্ধি-চাতুর্যে ইংলণ্ডীয় লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থে বোম্বাইতে উপস্থিত হইলেন*। কিন্তু দ্বিতীয়টি এইপথের অনুসরণ করিলেন না। ইংলণ্ডের বাহ্য সৌন্দর্য তাঁহাকে ইংলণ্ডেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। আজিমুল্লা প্রিয়তম জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রফুল্লহৃদয়ে প্রফুল্ল বিলাসি-সমাজে ভোগ-সুখে নিরত রহিলেন।

* রঙ্গ বাপাজী ১৮৫৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে নগদ ২৫০,০০০ টাকা দিয়া বিনা ভাড়ায় পাঠাইয়া দেন। Vide Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 110, note.

তৃতীয় অধ্যায়

ডেলহৌসীর রাজ্য-শাসনের অনুবৃত্তি—অযোধ্যা—ইহার পূর্বতন সৌভাগ্য—মুসলমানদিগের আধিপত্য—নবাবের সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সম্বন্ধ—নবাব সুজাউদ্দৌলা—আসফউদ্দৌলা—মির্জা আলি—সাদত আলি—গাজিউদ্দীন হাইদর—নসিরুদ্দীন হাইদর—মহম্মদ আলি সা—১৮৩৭ অব্দের সন্ধি—আমজদ আলি সা—ওয়াজিদ আলি সা—অযোধ্যার শাসন-সংক্রান্ত অব্যবস্থিততার অপবাদ—কর্নেল স্লিমানের রিপোর্ট—আউট্রাম—অযোধ্যা অধিকার।

পঞ্জাব, নাগপুর ঝান্সী প্রভৃতি উদরসাৎ করিয়াও লর্ড ডেলহৌসীর দুর্নিবার লোভ পরিতৃপ্ত হইল না। অচিরাৎ আর একটি সুসমৃদ্ধ রাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। পঞ্জাবের ন্যায় রাজবিদ্রোহিতার কারণ দেখাইয়া ডেলহৌসী এইরাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর উদরস্থ করিলেন না। কারণ, ইহার অধিপতি চিরকাল ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বন্ধু ছিলেন, চিরকাল আপনার ধন, জন সমস্তই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপকারার্থ উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছিলেন। নাগপুর, ঝান্সীর ন্যায় উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়াও ইহা হরণ করা হইল না। কারণ, ইহার অধিপতির দায়াদগণ বর্তমান ছিলেন। এস্থলে কেবল ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই ডেলহৌসী এইরাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন। কবিগুরু বাল্মীকির মধুর গীতিতে যাহা গ্রথিত রহিয়াছে, রঘুকুল-তিলক রামের বিলাসভূমি বলিয়া অদ্যাপি যাহা লোকের রসনায় রসনায় নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, মেকলের কঠোর লেখনী-বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধতায় যাহাকে ইউরোপ-প্রসিদ্ধ ফরাসী ও জর্মান সাম্রাজ্যের সহিত এক-শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়াছে, একমাত্র ডেলহৌসীর ইচ্ছাবলে সেই অতিবিস্তৃত অতিসমৃদ্ধ রাজ্য ব্রিটেনিয়ার করায়ত্ত হয়।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ

এই সমৃদ্ধ রাজ্যের নাম অযোধ্যা। ইহার উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব সীমা নেপাল, পূর্ব সীমা ব্রিটিশাধিকৃত গোরক্ষপুর, দক্ষিণ-পূর্ব সীমা ব্রিটিশাধিকৃত আজিমগড় ও জৌনপুর, দক্ষিণ সীমা ব্রিটিশাধিকৃত এলাহাবাদ, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা দোয়াব, ব্রিটিশাধিকৃত ফতেপুর, কানপুর ও ফরাক্কাবাদ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমা সাজিহানপুর। ইহার পরিমাণ ২৩,৯২৩ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ৫০,০০,০০০*। অতি প্রাচীন কাল হইতে অযোধ্যা সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, অতি প্রাচীন কাল হইতে অযোধ্যার বৈভবরাশি ঐতিহাসিক গ্রন্থে পরিকীর্তিত। কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির মধুর গীতিতে এই

* M. M. Mussee-hoo-ddeen.

সুখ-সমৃদ্ধি, এই বৈভবরাশির মাধুর্য বিঘোষিত হইয়াছে *। সহস্রের-পর-সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, অযোধ্যার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি মাধুর্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। ফলে অযোধ্যা ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার স্বাভাবিক দৃশ্যের অদ্বিতীয় উদ্যানভূমি এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির অদ্বিতীয় বিলাসক্ষেত্র। অনেকেই সন্দেহ করিবেন, অযোধ্যার এইরূপ সম্পত্তি-বাহুল্যই উহার সর্বনাশের প্রধান কারণ। দরায়ুস-দুহিতা যদি সুন্দরী না হইত, তাহা হইলে সেকন্দর সাহের ধর্ম ইতিহাসের যোগ্য হইত না; অযোধ্যা যদি সুসমৃদ্ধ, সুব্যবস্থিত ও সর্বাংশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন না হইত, তাহা হইলে লর্ড ডেলহৌসী তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেন না।

তিরোরীক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের পতন হইলে মহম্মদ ঘোরীর অনুগত দাস কুতুবউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহিত হন। এই কুতুবউদ্দীন অযোধ্যা জয় করিয়া উহা স্বীয় রাজ্যের সহিত সংযোজিত করেন। তদবধি অযোধ্যা দিল্লীর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। আকবরের সমকালে ইহা পঞ্চদশ

১১৬৪-১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দ

* রামায়ণে অযোধ্যার এইরূপ বর্ণনা আছে—

"আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী। শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা। মুক্ত পুষ্পাবকীর্ণেণ জল-সিক্তেন নিত্যশঃ॥
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ। পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম। সর্বযন্ত্রা স্তুধবতীম উষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ॥
সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম। উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম॥
বধুনাটক সঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীং। উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং শালমেখলাং॥
দুর্গগম্ভীর পরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম। বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চবলিকর্মভিরাবৃতাম্। নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগভিরুপশোভিতাম॥
প্রাসাদৈরত্নবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম। কূটাগারৈশ্চসম্পূর্ণাম ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম" ॥ ইত্যাদি।

—রামায়ণ, বালকাণ্ড। ৫ম সর্গ।

"অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। ইহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্তত: সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকসিত কুসুম সমালঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালী-বদ্ধ আপণ সকল রহিয়াছে। কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র সজ্জিত আছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজ-পট সকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে, এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ নির্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্প-বাটিকা ও আম্রবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে, নানা দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার অতি গভীর, দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহা শত্রু-মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্তী, অশ্ব, খর, উষ্ট্র ও

সুবার অন্যতম সুবামধ্যে পরিগণিত ছিল। এইরূপে অযোধ্যা বহুকাল দিল্লীর অর্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকার আশ্রয়ে থাকিয়া পরে অতর্কিত কারণবলে নবাগত ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত রাজনৈতিক-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠে। যখন মীরকাসিম ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন হইতেই ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত অযোধ্যার সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। সুজাউদ্দৌলা মীরকাসিমকে আশ্রয় দিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করেন। ১৭৬৪ অব্দের ২৩শে অক্টোবর বক্সারে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজাউদ্দৌল্লা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। ১৭৬৫ অব্দের ১৬ই আগস্ট এই সন্ধি হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে শত্রুর আক্রমণ হইতে মিত্ররাজ্য রক্ষা করিতে ব্রিটিশ কোম্পানীর যে সমস্ত সৈন্য অযোধ্যায় থাকিবে, নবাব সেই সমস্ত সৈন্যের ব্যয় আপনার ধনাগার হইতে দিতে প্রতিশ্রুত হন। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তিনি কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন *। এই অবধি সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদিগের প্রতি বিলক্ষণ সদ্ভাব দেখাইয়া আসিতেছিলেন, কখনও তিনি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই **। কিন্তু সন্দেহ ব্রিটিশ শাসনের প্রধান মন্ত্রী, সন্দেহ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার স্বার্থসিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন। সন্ধির তিনবৎসর পরে জনরব হইল, সুজাউদ্দৌল্লা কোম্পানীর বিরুদ্ধে

সেনাগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ন-নির্ম্মিত-প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে।" ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টার্যের অনুবাদিত রামায়ণ। বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ।

* Aitchison's Treaties, vol, II. pp. 76-79

** অযোধ্যার নবাব ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কিরূপ সুহৃৎ ও কিরূপ হিতৈষী ছিলেন তদ্বিষয় প্রদর্শনার্থ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে, ঘটনাটি এই—১৭৭২ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ হাইদর আলি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখিত ছিল—"আপনি এত সৈন্য ও এত অধিক যুদ্ধোপকরণের অধিস্বামী হইয়াও যে খৃস্টানদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমার দিকে আমি যেমন তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিতেছি, আপনিও সেইরূপ আপনার দিকে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, ইহাই আমার মতে উচিত। এইরূপ সমবেত চেষ্টায় তাহাদিগের বিনাশ সাধনই কর্তব্য।" এই পত্রের উত্তরে নবাব লিখেন—"যাহারা সাংসারিক-কার্যে সর্বপ্রকার স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে, ধর্মান্ধতা কেবল তাহাদিগের জন্য, কিন্তু আমার ন্যায় যাহাদিগের উপর বহুসংখ্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সম্বন্ধে কর্তব্যভার নিহিত আছে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা নিতান্ত দোষাবহ। যে সমস্ত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ আমার অধিকারে আছে বলিয়া আপনি জানিয়াছেন, তাহা কেবল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য করিবার জন্যই রহিয়াছে। অন্য প্রকারে আমি উহার ব্যবহার করিব, আপনি এরূপ মনে ভাবিবেন না।" ঘটনাক্রমে এই উভয় পত্রই লক্ষ্ণৌস্থ ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের হস্তগত হয়। রেসিডেণ্ট পত্রের মর্ম অবগত হইয়া উহা গবর্নর জেনারেলের নিকট পাঠাইতে

ষড়যন্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। এই জনরব গবর্নমেণ্টের মনে গভীর সন্দেহ উৎপাদন করিল, সন্দেহের অনুরোধে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নবাবের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, নবাব উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া কৈফিয়ৎ দিলেন, এদিকে ভারতবর্ষীয় সভার সদস্যগণও অনুসন্ধান করিয়া জনরবের অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। তথাপি ব্রিটিশ কোম্পানী প্রসন্ন হইলেন না। সন্দেহের মন্ত্রণায় নবাবের সহিত আবার নিয়ম হইল। এই নিয়মানুসারে নবাব ৩৫ সহস্রের অধিক সৈন্য রাখিতে পারিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন*। এইরূপে ব্রিটিশ সিংহের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়া নবাবের অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল। কোম্পানী দেখিলেন, অযোধ্যা একটি সুসমৃদ্ধ ও বহুজনাকীর্ণ প্রদেশ, নবাবও সর্বাংশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র। ইহাঁর বহুসংখ্য প্রজা আছে, সমৃদ্ধ নগর আছে, অভেদ্য দুর্গ আছে, ইহার উপরেও অপরিমিত অর্থ আছে। ঈদৃশ সৌভাগ্য-সম্পৎ তাঁহাদিগের সহনীয় হইল না। কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী রাজনীতির অপূর্ব কৌশলে, বন্ধুত্ব-বন্ধনের অমোঘ সাধন সন্ধির ব্যপদেশে এইসকল গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিলাতের ডিরেক্টরগণ চুনার দুর্গ আপনাদিগের অধিকারে আনিতে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টকে পত্র লিখেন এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে যে কোন সুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন**। ১৭৬৫ অব্দের সন্ধির ষষ্ঠ ধারা অনুসারে নবাবের নিকট ব্রিটিশ কোম্পানী যে ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হয়, তাহার প্রতিভূস্বরূপ এইদুর্গ কোম্পানীর হস্তে থাকে; কিন্তু এইটাকা পরিশোধ হইলে উক্ত দুর্গ কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া পুনর্বার নবাবের অধিকারে যায়। এক্ষণে কোম্পানী পুনর্বার এইদুর্গ

নবাবের নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। গবর্নর জেনারেলও পত্রের মর্ম অবগত হইয়া নবাবের সৌহার্দ্যজনিত সরলতা ও বিশ্বস্ততা জানিতে পারিবেন, এই জন্যই রেসিডেণ্ট এইরূপ অনুমতি-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

M. M. Mussee-hood-deen. Comp. Dacoitee in Excelsis, pp. 12, 13, note.

* এই ৩৫ হাজার সৈন্য নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়:—

অশ্বারোহী	১০,০০০	কামান-রক্ষী	৫০০
পদাতিক	১০,০০০	অনিয়মিত সৈন্য	৯,৫০০
নজিব	৫,০০০		

এই ৩৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে কেহই ইউরোপীয় সৈন্যের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হইতে পারিবে না। Aitchison's Treaties. vol. II, p. 64.

** Return to House of Lords of Treaties and Engagements between East India Company and Native Powers in Asia, p. 55. Comp, Dacoitee in Excelsis, p. 14.

আপনাদিগের হস্তে আনিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় নির্দেশ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। এই সময়ে বর্গীর হাঙ্গামা ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য রোহিলখণ্ড হইতে অযোধ্যায় উৎপাত আরম্ভ করে। অযোধ্যা রোহিলখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত; ইহার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ অযোধ্যার দক্ষিণ-পূর্বে নবাবের অধিকৃত এলাহাবাদ ও চুনার দুর্গ আছে। কোম্পানী এই সুযোগে আপনাদিগের সঙ্কল্পসিদ্ধির অভিপ্রায়ে মেকিয়বেলির কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন ১৭৬৫ অব্দের সন্ধি অনুসারে নবাবের অধিকৃত কোরা ও এলাহাবাদ দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমকে প্রদত্ত হয়। সম্রাট ১৭৭১ অব্দে উহা আবার নবাবের হস্তে সমর্পণ করেন। এক্ষণে বর্গীয় হাঙ্গামা হইতে পরম মিত্র নবাবের রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য ১৭৭২ অব্দের ২০শে মার্চ আবার দুটি সন্ধি হইল। এই সন্ধিদ্বয়ের নিয়মানুসারে কোম্পানী চুনার দুর্গ গ্রহণ করিলেন এবং এলাহাবাদ আপাতত আপনাদিগের হাতে রাখিলেন *। সুতরাং কোম্পানীর সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিতে গিয়া সুজাউদ্দৌল্লা দুইবার আপনার সম্পত্তি হারাইলেন; প্রথম বার তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ন্যূন হইয়া ৩৫ হাজার হইল, দ্বিতীয় বার তাঁহার দুটি প্রধান দুর্গ এলাহাবাদ ও চুনার অধিকারচ্যুত হইল **।

এইসময়ে ব্রিটিশ কোম্পানীর রাজস্বের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, টাকার অভাবে হেস্টিংসের গবর্নমেণ্ট যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, লর্ড মেকলের লেখনী তাহার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। এইস্থলে উহার কঙ্কালমাত্র প্রদর্শিত হইল—"শান্তভাবে রাজ্য শাসন কর, আর অধিক অর্থ প্রেরণ কর, পার্শ্ববর্তী রাজাদিগের প্রতি সুক্ষ্মরূপে শাস্তি বিতরণ কর, শান্ত ব্যবহার প্রদর্শন কর, আর অধিক অর্থ প্রেরণ কর"—হেস্টিংস বিলাতের কর্তৃপক্ষ হইতে যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন, যথার্থ বলিতে গেলে ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ। যদি এই উপদেশ সরলভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, "প্রজাদিগের পিতৃস্থানীয় ও দৌরাত্ম্যকারী হও, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষক ও অন্যায়ের পরিপোষক হও এবং শান্ত-স্বভাব ও হিংসাপরায়ণ হও," প্রাচীন সময়ের খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বিগণ যেভাবে বিধর্মিদিগের সহিত ব্যবহার করিতেন, বিলাতের ডিরেক্টরগণও ভারতবর্ষের প্রতি ঠিক সেইভাব প্রদর্শন

* Dacoitee in Excelsis, p. 16. Comp. A Collection of Treaties &c, vol. II, pp. 65, 82-84.

** Dacoitee in Excelsis, p. 15.

করিতেছিলেন। উক্ত ধর্মসম্প্রদায় বধ্যজীবকে হত্যাকারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া এই অনুরোধ করিতেন যে, তাহার প্রতি বিশিষ্ট দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শিত হয়। যেস্থলে ডিরেক্টরদিগের আদেশ কার্যে পরিণত হইবে, তাহার পঞ্চদশ সহস্র মাইল অন্তরে থাকিয়া যে, তাঁহারা আপনাদিগের আদেশের বিষম অসঙ্গতি বুঝিতে পারিতেন না, ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগের কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি এই অসঙ্গতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন রাজকোষ শূন্য, সৈন্যগণ অপ্রাপ্ত-ভৃতি, আপনার বেতন বাকি, সৈন্যসংখ্যা স্বল্প, রাজকীয় প্রজাগণ প্রতিদিন পলায়িত, তখনও তাঁহাকে আর ১০ লক্ষ টাকা ইংলণ্ডে পাঠাতে বলা হয়। হেস্টিংস দেখিলেন, তাঁহাদিগের নীতি-বাক্য ও তাঁহাদিগের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের অন্যতরটি অগ্রাহ্য করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এতন্নিবন্ধন তিনি তাঁহাদিগের কোন না-কোন কথা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগের নীতিবাক্য উপেক্ষা ও তাঁহাদিগের নিমিত্ত অর্থ আয়োজন করই শ্রেয়স্কর হইতেছে *।

নবাব সুজাদ্দৌলার অপরিমিত অর্থ ছিল, সুতরাং হেস্টিংস্ তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ১৭৭২ অব্দে ২০শে মার্চ ব্রিটিশ কোম্পানী যে কোরা ও এলাহাবাদ গ্রহণ করেন, ১৭৭৩ অব্দের ৭ই সেপ্টেম্বরের সন্ধি অনুসারে ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া সেই কোরা ও এলাহাবাদই নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করা হইল; অধিকন্তু যে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য নবাবের সাহায্যার্থ যাইবে, তাহার প্রত্যেক দলের নিমিত্ত নবাব প্রতিমাসে ২,১০,০০০ সিক্কা টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন†। এইরূপে গবর্নমেণ্টের মিত্রতার প্রসাদে সুজাউদ্দৌলা ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের সম্পত্তি নষ্ট হইতে লাগিল। একদিকে তাঁহাদিগের অর্থ কোম্পানীর ধনাগারপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল; অপরদিকে তাঁহাদিগের অধিকৃত স্থান ব্রিটিশ পতাকায় শোভিত ও ব্রিটিশ অধিকারসূচক লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভারতমানচিত্রে স্থান পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

১৭৭৫ অব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নবাব সুজাউদ্দৌলা ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় পোষণার্থ যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আসফউদ্দৌলার সহিত সন্ধিতে তাহার অঙ্কের সহিত আরও পঞ্চাশ সহস্র সংযোজিত

* Macaulay, An Essay on Warren Hastings.

† Aitchison's Treaties, vol. II, pp. 65, 85-86.

হয়। এতদ্ব্যতীত গবর্নমেণ্ট সন্ধির নিয়মানুসারে বারাণসী, জৌনপুর ও গাজীপুর গ্রহণ করেন ✝✝।

১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে আসফউদ্দৌলা লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পুত্র মির্জা আলি * উজীরের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানী দেখিলেন, মির্জা আলি অপেক্ষা আসফউদ্দৌলার ভ্রাতা সাদত আলির সহিত অর্থ-গ্রহণ-সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ হইতে পারে, সুতরাং মির্জা আলির পরিবর্তে সাদত আলিকেই সিংহাসনে আরোহিত করিবার সঙ্কল্প হইল। সার জন সোর এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির মানসে বারাণসীতে গমন করিলেন এবং আসফউদ্দৌলার সহিত মির্জা আলির পুত্রত্ব-সম্বন্ধ সন্দেহ-জনক বলিয়া মির্জা আলিকে পদচ্যুত ও সাদত আলিকে তৎপদে আরোহিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। সুতরাং সাদত আলি ব্রিটিশ কোম্পানীর অনুগ্রহে ১৭৯৮ অব্দের ২১শে জানুয়ারি লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন **। সিংহাসনে অধিরোহণের একমাস পরে (২১শে ফেব্রুয়ারি) সার জন সোর তাঁহার সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে নবাব কোম্পানীকে ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় পোষণার্থ বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং এই সৈন্যের সংখ্যা ন্যূনকল্পে ১০ সহস্র করা হয় ✝।

এইরূপ সন্ধির-পর-সন্ধিতে আযোধ্যার এক একটি অঙ্গ স্খলিত হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে সংযোজিত হইতে লাগিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কোম্পানী বাহাদুর ১৭৭২ অব্দের ২০শে মার্চের সন্ধি অনুসারে চুনার দুর্গ গ্রহণ করেন, ইহার পর ১৭৭৫ অব্দের ২১শে মে বারাণসী, গাজীপুর, কানপুর বিভাগ, ১৭৮৭ অব্দে ফতেগড়ের দুর্গ, ১৭৯৮ অব্দে এলাহাবাদ তাঁহাদিগের অধিকারে আইসে; অযোধ্যায় কোম্পানীর যে সৈন্য রক্ষিত হয়, তাহার ব্যয় পোষণার্থ ৫৫ লক্ষ টাকা দিবার নিয়ম ছিল, সার্ জন সোরের সমকালে উহা আবার বর্ধিত হইয়া ৭৬ লক্ষে পরিণত হইল §। এত করিয়াও ব্রিটিশ কোম্পানীর আশানুরূপ মিত্রতা দৃঢ়তর হইল না। নবাবকে অধিকতর বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য রঙ্গক্ষেত্রে আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল।

লর্ড মর্নিংটন (মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লি) ১৭৯৮ অব্দের মে মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। অক্টোবর মাসে অযোধ্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। অযোধ্যায়

✝✝ Ibid, p. 65. Comp. Dacoitee in Excelsis, p. 21.

* ইনি উজীর আলি নামেও প্রসিদ্ধ। Vide Dacoitee in Excelsis, p. 35.

** Dacoitee in Excelsis, P. 35.

✝ A Collection of Treaties, vol. II, pp. 66, 115, 116.

§ Dacoitee in Excelsis, pp. 39, 37.

ইহার পূর্বে যে সৈন্য ছিল, তাহা ব্যতীত আরও দুইদল সৈন্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়া ওয়েলেস্‌লি লিখিয়া পাঠান, হয় নবাব সাদত আলি বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করুন, নচেৎ রাজ্যের অর্ধাংশ এই সৈন্যদিগের ব্যয়-নির্বাহার্থ ছাড়িয়া দিন। ওয়েলেস্‌লি কেবল মুখসর্বস্ব ছিলেন না, তিনি সর্বাংশে নিজের কথা রক্ষা করিয়া চলিতেন। সুতরাং তাঁহার বাক্য অচিরেই অন্বর্থ হইয়া উঠিল। ১৮০১ অব্দের ১৪ই নবেম্বর আর একটি সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়ম অনুসারে, নবাব সাদত আলি অতিরিক্ত সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থে ১,৩৫,২৩,৪৭৮ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের অর্ধাংশেরও অধিক মিত্রবর কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন *।

ব্রিটিশ কোম্পানীর দুর্নিবার লোভ এইরূপে নবাব সাদত আলির সম্পত্তি ন্যূন ও ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া তুলে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, তাঁহাকে আর দীর্ঘকাল মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতে হয় নাই। মৃত্যু ১৮১৪ অব্দের ১১ই জুলাই তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া বন্ধুশ্রেষ্ঠ কোম্পানীর হস্ত হইতে রক্ষা করে। সাদত আলির পর তাঁহার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র গাজীউদ্দীন হাইদর অযোধ্যার শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ কোম্পানীর অর্থলোভ সাদত আলির সহিত তিরোহিত হইল না। গাজীউদ্দীন হাইদরও সময়ে সময়ে অর্থ-সাহায্য করিয়া মিত্রতার গৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ অব্দে যখন নেপালে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন নবাব কানপুরে লর্ড ময়রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক কোটি টাকা দেন, কিন্তু গবর্নর জেনারেল এইটাকা একবারে গ্রহণ না করিয়া নবাবের নিকট হইতে বার্ষিক ৬ টাকা হার সুদে ১,০৮,৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন **। পরে নেপাল যুদ্ধের ব্যয় অধিক হইয়া পড়াতে আবার নবাবের নিকট হইতে আর এককোটি টাকা গ্রহণ করা হয় †। ১৮১৯ অব্দে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট গাজিউদ্দীনকে পুরুষানুক্রমে 'রাজা' (King) উপাধি দান করেন।

গাজিউদ্দীনের পর নসিরুদ্দীন হাইদর অযোধ্যার শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পিতৃব্য মহম্মদ আলি সা উজীর হন। লর্ড অকল্যাণ্ড ইঁহার সহিত ১৮৩৭ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর একটি সন্ধি করেন। এই সন্ধির ৭ম ও ৮ম ধারায় নিরূপিত হয় যে, নবাবের রাজ্যে অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা হইলে ব্রিটিশ

* A Collection of Treaties, vol, II, p, 67. Comp, Calcutta Review, No. VI, vol, No. III, p, 379. Iacoitee in Excelsis, p, 48.

** A Collection of Treaties vol. II, p. 69,

† Ibid, p. 69.

গবর্নমেণ্ট উপযুক্ত কর্মচারী দ্বারা অযোধ্যা সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া পরে উহা নবাবের হস্তে সমর্পণ করিবেন †।

লর্ড ডেলহৌসী পঞ্জাব প্রভৃতি ব্রিটিশ কোম্পানীর উদরস্থ করিয়া যখন অযোধ্যার দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করেন, তখন এই সন্ধির প্রতি তাঁহার নিতান্ত অনাস্থা দৃষ্ট হয়। তিনি স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন, ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিলাতের ডিরেক্টর সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই; সুতরাং উহা অনুমোদিত ও বিধি-নির্দিষ্ট সন্ধির অন্তর্গত নহে ††। যাঁহারা ছলগ্রাহী হইয়া পরস্বগ্রহণে সমুদ্যত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ছিদ্রান্বেষণের অসুবিধা হয় না। ডেলহৌসী অযোধ্যা ব্রিটিশ-রাজ্যভুক্ত করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সুতরাং ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি অনমুমোদিত বলিয়া উক্ত রাজ্য কিছু কালের জন্য গ্রহণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ন্যায়ের পক্ষপাত-বর্জ্জিত বিচারের নিকট তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি যে সন্ধি অনমুমোদিত বলিয়া কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সন্ধি ১৮৩৭ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর যথানিয়মে অনুমোদিত হইয়া অন্যান্য বিধিনির্দিষ্ট সন্ধির সহিত একশ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল*। বার্ত্তাশাস্ত্রবিশারদ সুবিখ্যাত ট্রেবারস্ টুইসও বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবিত সন্ধিকে অনুমোদিত ও অবশ্য প্রতিপাল্য সন্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, "আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট আইন অনুসারে কখনই ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি অকার্যকর বলিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারেন না" **। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৭ অব্দে অযোধ্যার নবাবকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেও ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধি-নির্দিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল †††। কর্নেল স্লিমানও ১৮৫১ অব্দে লিখিয়াছেন—"১৮৩৭ অব্দের সন্ধি আমাদিগকে আপনাদিগের কর্মচারী দ্বারা রাজ্য-শাসন করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে, আমার বোধ হয়, আমাদিগের গবর্নমেণ্ট সেই ক্ষমতার প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না" §। সার হেন্‌রী লরেন্স লিখিয়াছেন, "নূতন সন্ধি (১৮৩৭ অব্দের সন্ধি) অনুসারে যে, আমরা অযোধ্যার

† A Collection of Treaties. vol. II, pp. 176-177.

†† Retrospects and Prospects &c. p. 54.

* A Collection of Treaties, vol., II. pp. 173-177.

** Dacoitee in Excelsis, p. 192.

††† Oude Papers, 1856, pp 31,32. Comp. Ibid, 1858, p. 62.

§ Oude Blue-Book, 166. Comp. J. Malcolm Ludlow, War in Oude, p. 29, note.

শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না' §। ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন লর্ড ব্রৌটন বোর্ড অব কণ্টোলের সভাপতি ছিলেন, তিনিও স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, "১৮৩৭ অব্দের সন্ধি যে, হোম গবর্নমেণ্ট বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই সন্ধির একাংশমাত্র অগ্রাহ্য হয় নাই"*। এইরূপ প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধি-নির্দিষ্ট ও অবশ্য-প্রতিপাল্য সন্ধির মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে সন্ধি যথানিয়মে যথাপদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ হইল, একটি কি দুইটি ব্যতীত যাহার সমুদয় ধারা ডিরেক্টরগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইল আট বৎসর পরে যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট কর্তৃক যথানিয়মে প্রচারিত হইল, প্রচারের এগার বৎসর পরে তাহাই আবার একবারে অগ্রাহ্য হইল**। সহৃদয়গণ কখনও ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই, কেহ কেহ এবিষয়েও ডেলহৌসীর মতে সায় দিতে ত্রুটি করেন নাই। সার চার্লস জাক্সনের মতে ডিরেক্টরগণ ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধিবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত লইয়াছিলেন †। ডিউক অব আর্গাইল লিখিয়াছেন, "১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধিবদ্ধ না হওয়াতে যে, আমাদিগের সমূহ লাভ হইয়াছে, ইহাই যথার্থ নয়। প্রত্যুত ইহা প্রবল থাকিলে লর্ড ডেলহৌসী অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই সন্ধি তাহাকে সমস্ত অধিকারই প্রদান করিয়াছিল, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি অযোধ্যার শাসনভারও গ্রহণ করিতে পারিতেন" ††। ডিউক অব আর্গাইলের এই-বাক্য নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি ডেলহৌসীকে, সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে এই সন্ধি অনুসারে রাজ্যের উদ্‌বৃত্ত টাকা ব্যয় করিতে পারিতেন না, তিনি ইচ্ছা করিলে এই সন্ধি অনুসারে অযোধ্যার রাজস্ব গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই সন্ধি তাঁহাকে শাসনভার গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জন্য নয়। তিনি কিয়ৎকালের জন্য অযোধ্যা দেশীয় আচার, দেশীয় রীতি ও দেশীয় বিধি অনুসারে সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিতভাবে শাসন করিয়া পরে

§ Sir Henry Lawrence's Essays, p. 131. Comp. Calcutta Review, No. VI. vol III, p. 424.

* Beveridge's History of India. voll, III, p 548.

** War in Oude, p. 29-30.

† A Vindication, p. 124.

†† India under Dalhousie and Canning, p. 110, note.

উহা নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন *। আাব্লন্‌ প্রভৃতির উক্তরূপ লিখন-ভঙ্গীতে পবিত্র ইতিহাসের মহিমা বিনষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা লর্ড ডেলহৌসীর সহিত একমতে দীক্ষিত, তাঁহাদিগের নিকট এবিষয়ে প্রকৃত সহৃদয়তার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

১৮৪২ অব্দের মে মাসে মহম্মদ আলি সার মৃত্যু হয়; তৎপুত্র আমজুদ আলি সা নবাব হন। আমজুল আলির পর ওয়াজিদ আলি সা ১৮৪৭ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। এতদিন অযোধ্যার প্রতি ব্রিটিশ কোম্পানীর যে দুর্নিবার ভোগলালসা ছিল, ওয়াজিদ আলির সমকালে তাহা চরিতার্থ হইয়া উঠিল। কোম্পানী অযোধ্যার শাসন সম্বন্ধে যে অত্যাচার ও অবিচারের অপবাদ আরোপ করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে এই লালসা-তৃপ্তির পথ পরিষ্কৃত করিল। এক নবাবেব পর অন্য নবাব অযোধ্যার সিংহাসনে সমাসীন হইতে লাগিলেন, এক গবর্নর জেনারেল পর অন্য গবর্নর জেনারেল ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তথাপি এই অপবাদ তিরোহিত হইল না। বেন্টিঙ্ক এই অপবাদে অন্ধ হইয়া নবাবকে উপদেশ দিলেন, অকলাণ্ড এই অপবাদে অন্ধ হইয়া ১৮৩৭ অব্দে সন্ধি-বন্ধন করিলেন, হার্ডিঞ্জ এই অপবাদে অন্ধ হইয়া নবাবকে তাড়না করিলেন; এত করিয়াও গবর্নমেণ্ট পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে একজন সর্বভুক আসিয়া সমুদয় অপবাদের সহিত অযোধ্যায় নবাব-রাজত্বের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত করিলেন।

লর্ড ডেলহৌসী এইরূপে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত পূর্বক সন্ধি ভঙ্গ করিয়া অযোধ্যা প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কর্নেল স্লিমান নবাবের দরবারে রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি যদিও শাসনের অব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তথাপি যাহাতে নবাবের সিংহাসন রক্ষা পায় এবং তদীয় রাজ্য সুব্যবস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না। স্লিমান ১৮৫২ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ডেলহৌসীকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন, "যদি আমরা অযোধ্যা অথবা ইহার কোন অংশ আত্মসাৎ করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমাদিগের সুনাম নষ্ট হইবে। এই সুনাম একডজন অযোধ্যা অপেক্ষা আমাদিগের পক্ষে অধিক মূল্যবান" **। কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী একথায় কর্ণপাত করিলেন না, স্লিমানেব প্রস্তাব অনুসারেও অযোধ্যা সুব্যবস্থিত করিতে মনোযোগী হইলেন না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সর্বপ্রধান অধিনায়কের এইরূপ উদাসীনতা দর্শনে

* Retropeets and Prospect &c, p. 54.

** Sleeman's Oude, vol. II, pp. 378, 379.

কর্নেল স্লিমান পরিশেষে দুঃখসহকারে তাঁহার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—"আমার আশঙ্কা হইতেছে, বোধহয় লর্ড ডেলহৌসী আমার সহিত একমত নহেন। আমি যাহা ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানার্হ বিবেচনা না করি, এরূপ কোন বিষয় যদি তিনি করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি উহার সম্পাদনের ভার অপরের জন্য রাখিয়া পদত্যাগ করিব। রাজ্য আত্মসাৎ করিতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই, ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি অনুসারে আমরা উহার কার্যভার গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু উহার রাজস্ব আপনাদিগের জন্য রাখিতে পারি না। আমরা ইহা কেবল আমাদিগের গবর্নমেণ্টের সম্মানরক্ষার্থ ও প্রজাদিগের উপকারের জন্য করিতে পারি। বাজেয়াপ্তকরা নিতান্ত অসাধু ও অসম্মানার্হ" **। এইপত্র ১৮৫৪ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লিখিত হয়। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ৬ বৎসরকাল রেসিডেণ্টের কার্য করিয়াও কর্নেল স্লিমান লর্ড ডেলহৌসীর মনোমত অভিপ্রায়ের উন্নয়নে সমর্থ হন নাই ✝✝। কেবল কর্নেল স্লিমানেই যে অযোধ্যা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, এরূপ নহে। স্লিমানেব ন্যায় স্যার হেন্‌রী লরেন্সও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। হেন্‌রী লরেন্স কলিকাতা রিবিউতে "অযোধ্যা-রাজ্য" নামে একটি প্রবন্ধে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, "অযোধ্যা যথাসম্ভব দেশীয় শাসন-প্রণালীর অধীনে রাখাই বিধেয়, ইহার একটি টাকাও কোম্পানীর ধনাগারে আসিতে দেওয়া উচিত নহে" *। হেন্‌রী লরেন্সের এই মত চিরকাল অটলভাবে ছিল। পঞ্জাব অধিকারের ৫ বৎসর পরে ১৮৫৪ অব্দের জুন মাসে প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক কে সাহেবকে তিনি যে একখানি পত্র লিখেন, তাহাতেও উল্লেখ ছিল, "এক ব্যক্তি তাহার অর্থ অযথা ব্যয় কিম্বা প্রজাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছে বলিয়াই আমরা তাহার রাজ্য গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা তাহার রাজস্ব আপনাদিগের ধনাগারে না আনিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারি" §। কর্নেল স্লিমান ও সার হেন্‌রী লরেন্সের লেখনী হইতে এইরূপ পরামর্শ-বাক্য নির্গত হইয়াছিল, এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে তাঁহারা ডেলহৌসীকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে ডেলহৌসী কর্ণপাত করিলেন না। প্রত্যুত অবিলম্বে অত্যাচার, অবিচার ও দৌরাত্ম্যের ছল করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন।

** Ibid, vol. I, pp. XXI, XXII.

✝✝ Retrospects and Prospects &c. p. 68.

* Sir Henry Lawrence's Essays, p. 132. Comp. Calcutta Review, No. VI, vol. III, p. 424.

§ Keye's Lives of Indian officers, vol. II, p. 310.

১৮৫৪ অব্দের ২৪শে নভেম্বর জেনারেল আউট্রাম কর্নেল স্লিমানের পরিবর্তে অযোধ্যার রেসিডেন্ট হইলেন। সুতরাং সর্বশেষ শোচনীয় কার্য সম্পাদনের ভার তাঁহার উপরেই সমর্পিত হইল। ১৮৫৫ অব্দে লর্ড ডেলহৌসী নীলগিরির সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিতে করিতে অযোধ্যা-ঘটিত সমুদয় বিবরণের সমালোচনা করিয়া একটি বৃহৎ মিনিট লিখিলেন। ১৮ই জুন উহা তাঁহার হস্তাক্ষরিত নামে শোভিত হইল †। পর বৎসরের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক হইল। কোর্ট অব ডিরেক্টর অযোধ্যা গ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন, বোর্ড অব কণ্ট্রোল অযোধ্যা গ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাও অযোধ্যা গ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন, সুতরাং ডেলহৌসী আর নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। তিনি ৩রা জানুয়ারি প্রাতঃকালে একটি সভা আহ্বান করিলেন; প্রয়োজনীয় কার্যের অধিকাংশই অগ্রে সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ঘোষণা-পত্র, অযোধ্যার নূতন শাসন-পদ্ধতির বিবরণ প্রভৃতি প্রায় সমস্তই লিখিত হইয়া পররাষ্ট্রবিভাগীয় সেক্রেটারীর দপ্তরে সংরক্ষিত ছিল, এক্ষণে সভা কেবল তদনুসারে কার্য করিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া রেসিডেণ্টের নিকট সংবাদ দেওয়া গেল। আউট্রাম জানুয়ারি মাসের শেষে এই সংবাদ পাইলেন। মাসের শেষ দিবসে তিনি নবাব-দরবারের মন্ত্রীকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জানাইলেন। মন্ত্রী দোষক্ষালনের জন্য সময় চাহিলেন, নবাব-মাতা প্রাণাধিক পুত্রের পুনর্বিচার জন্য গবর্নমেণ্টকে আবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন, এইরূপ সকল বিষয়ই তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, এইরূপ সকল বিষয়ের জন্যই প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু আউট্রাম এক বই দুই উত্তর দিলেন না! বিচারের সময় অতিবাহিত হইয়াছে, সহিষ্ণুতার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল নবাবকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের আদেশ জ্ঞাপন করাই বাকি। রেসিডেণ্টের মুখ হইতে কেবল এই উত্তর বহির্গত হইল। মন্ত্রী অদৃষ্টচক্রের আবর্তন অবশ্যম্ভাবি জানিয়া মস্তক অবনত করিলেন, নবাব-মাতা প্রাণপ্রিয় ওয়াজিদ আলির পতন অবশ্যম্ভাবি জানিয়া নীরবে রোদন করিলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নবাব ওয়াজিদ আলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। নবাবের প্রাসাদ-দ্বার কামান-শূন্য ও রক্ষিদিগকে নিরস্ত্র করা হইল। যাহারা পূর্বে শস্ত্র দ্বারা রেসিডেণ্টকে অভিবাদন করিত, তাহারা এক্ষণে কেবল হস্ত দ্বারা অভিবাদন করিল। নবাব স্বীয় ভ্রাতা ও কতিপয় বিশ্বস্ত অমাত্যের সহিত

† Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 143.

রেসিডেণ্টকে দরবারে গ্রহণ করিলেন। সাংঘাতিক ব্যাপারের অভিনয় আরম্ভ হইল। রেসিডেণ্ট গবর্নর জেনারেলের পত্র ও গুরুতর দণ্ড-বিধায়ক সন্ধির একখানি পাণ্ডুলিপি নবাবের হস্তে দিয়া কহিলেন, যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তাহা যেন তিনি অবনত-মস্তকে গ্রহণ করেন। নবাব গভীর শোক-সহকারে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিলেন, গভীর শোক-সহকারে স্বীয় উষ্ণীষ রেসিডেণ্টের হস্তে দিয়া কহিলেন, সন্ধি কেবল তুল্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করিলেন, রাজ্য গ্রহণ করিলেন, এরূপ ব্যক্তির সহিত সন্ধি-বন্ধন বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উক্তিতে কিছুমাত্র ফল দর্শিল না; তিনি যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, বন্ধুভাবে যাঁহাদিগের নিকট বিনতি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে বন্ধুতার বিনিময়ে শত্রুতা সাধিলেন। ক্ষোভে ও রোষে নবাব ওয়াজিদ আলি নীরব হইলেন। শোচনীয় অভিনয়ের যবনিকা নিপতিত হইল। অচিরাৎ ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর সহিত উত্তরে নেপাল, পূর্বে গোরক্ষপুর, দক্ষিণে এলাহাবাদ ও পশ্চিমে আজিমগড়, জৌনপুর, ফরক্কাবাদ এবং সাজিহানপুর সীমার মধ্যবর্তী প্রায় ২৪ সহস্র বর্গ মাইল পরিমিত বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। আর এই বিস্তৃত রাজ্যের অদ্বিতীয় শাস্তা ও পাতা নির্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হইয়া অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত হইলেন।

এইরূপে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি হস্তগত করিয়া লর্ড ডেলহৌসী লর্ড ক্যানিঙের হস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করেন। অযোধ্যা-অধিকার ভারত-ক্ষেত্রে লর্ড ডেলহৌসীর শেষ ও সর্বপ্রধান কীর্তি। জনৈক ইতিহাস-লেখক ডেলহৌসীর এই কার্য রাজ্যাধিকারের ওয়াটার্লু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *। যদি আমাদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে আমরা অম্লানবদনে ইহা মহাপাতকের চরমসীমা স্মিথ্‌ফীল্ডের অগ্নিকাণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিব। মোহান্ধ মেরী নির্দোষ প্রোটেস্টাণ্টদিগকে জ্বলন্ত আগুণে নিক্ষেপ করিয়া ধর্মের বিনিময়ে পাপরাশি উপার্জন করিয়াছিলেন, লর্ড ডেলহৌসী নিরীহ ওয়াজিদ আলির হৃদয়ে তুষানল উৎপাদন করিয়া সুনামের বিনিময়ে অপকীর্তি সঞ্চয় করিলেন। ডেলহৌসীর অধিষ্ঠিত গবর্নমেণ্ট কেবল নবাবের রাজ্য গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, অন্য কার্যেও তাঁহাদিগের অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইল। নবাব পালিয়ামেণ্টে অভিযোগ উত্থাপন করিবার জন্য বিলাত গমনের অনুমতি চাহিলেন, রেসিডেণ্ট কলে-কৌশলে তাঁহাকে সে উদ্যম হইতে নিরস্ত

* Sir John Kaye, History of the Sepoy War, vol. I. p, 143.

করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কেবল ইহাই নয়, যাহার উপর তাঁহার রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির আশা নির্ভর করিতেছে, এরূপ দলীলাদিও রেসিডেণ্ট ও তাঁহার সতীর্থগণ বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। নবাবের ধনসম্পত্তি, গৃহসজ্জা, বস্ত্র, শকট, পুস্তকালয়স্থ দুই লক্ষ পরিমিত বহুমূল্য মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তক, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সমুদয় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইল, এবং তদুৎপন্ন অর্থ মাননীয় কোম্পানীর ধনাগার পরিপূর্ণ করিল *। এত করিয়াও ডেলহৌসীর বাসনা সিদ্ধ হইল না। লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কর্ম্মচারিগণ অন্তর্ম্মহলে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক নবাব প্রণয়িনীদিগকে বাহিরে আনিল, বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাদিগের ব্যয়ের জন্য যে অর্থ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আটক করিয়া রাখিল †। জনৈক অপক্ষপাতী ব্রিটিশ লেখক এবিষয়ে লিখিয়াছেন, "ইংরাজেরা অযোধ্যারাজ্যের যে সমুদয় সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিয়াছেন, ইহাই তাহার শেষ এবং নবাবের পরিবারগণ—যাঁহারা একশত বৎসরের অধিক কাল ইংরেজদিগের শরণাপন্ন ছিলেন, ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট সুবিচার-প্রার্থী হইয়াছিলেন—এইরূপ অবস্থায় পাতিত হইলেন। অযোধ্যার নবাবেরা পুরুষপরম্পরায় ইংরেজদিগের সহিত যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাই সেই বন্ধুত্বের ফল। এইরূপেই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ সম্পূর্ণ হইল **।"

কি অপরাধে অযোধ্যার এইরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল? কি অপরাধে নবাব ও তৎপরিবার সম্মান-চ্যুত, রাজ্য-চ্যুত ও সম্পত্তি-চ্যুত হইয়া ভিখারীর অবস্থায় পাতিত হইলেন? এবার তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। সকলেই ইতিহাসের দোহাই দিয়া তারস্বরে বলিয়া থাকেন, নবাব ওয়াজিদ আলি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাতেও অযোধ্যা নিতান্ত অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল, সর্ব্বদাই চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতির নিমিত্ত লোকে সশঙ্ক থাকিত; ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা অধিকার করিয়া লোকের এই আশঙ্কা দূর করিয়াছেন, ইংরেজ অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ না করিলে উহা কখনও এরূপ সুব্যবস্থিত ও এরূপ উন্নত হইত না। বিদ্যালয়ের বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের মুখেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। লর্ড ডেলহৌসীর পৃষ্ঠপূরকগণও সর্ব্বত্র এইবাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের লেখনীমুখ হইতে অবলীলাক্রমে

* Dacoitee in Excelsis, p. 145,

† Ibid, pp. 145-146.

** Ibid, p. 146.

অযোধ্যার এইরূপ বর্ণনা বহির্গত হইয়াছে—"অযোধ্যা বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ এবং বংশ ও কণ্টক-সমাকীর্ণ জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। পূর্বে যেখানে জঙ্গল ছিল না, তালুকদারগণ শস্য-সম্পত্তি বিনষ্ট করাতে তাহা আপনা হইতেই জঙ্গলে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। ··· অযোধ্যার অধিকাংশ স্থানেরই এইরূপ অবস্থা ছিল। কোনও স্থানে শান্তি ছিল না। উর্বর প্রদেশের সমস্ত স্থানই জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। ··· জীবন ও সম্পত্তি সর্বদা বিঘ্নসঙ্কুল থাকাতে বাণিজ্য তিরোহিত হইয়াছিল, ক্ষুদ্র নগরসমূহ পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়াছিল এবং পল্লী সমূহ উৎসন্ন হইয়াছিল। অধিবাসিগণ বিদ্রোহী ও দস্যুগণের হস্তেও সময়ে সময়ে অব্যাহতি পাইত, কিন্তু নবাবের সৈন্যগণের হস্তে কাহারও নিস্তার ছিল না*"। কিন্তু আমরা এইকথায় সম্মতি দিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করি না। অবশ্য অন্যান্য দেশের ন্যায় অযোধ্যায় কখন কখন অত্যাচার হইত। কিন্তু যে অত্যাচারে রাজ্য অরাজক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, যে অত্যাচারে সর্বসাধারণের ধর্মপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায়, সংক্ষেপে যে অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নবাবকে রাজচ্যুত করেন, অযোধ্যায় এরূপ অত্যাচার হয় নাই। আমরা ইংরেজ-শাসিত দেশের সহিত তুলনা করিয়া সপ্রমাণ করিব, অযোধ্যায় এরূপ অত্যাচার হয় নাই, যাহার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নবাবের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারেন, সপ্রমাণ করিব, এরূপ কোনও অরাজকতা সংঘটিত হয় নাই, যাহার নিমিত্ত অযোধ্যা ইতিহাস-হৃদয় কলঙ্কিত করিতে পারে।

প্রথমে চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি উপদ্রবের বিষয় ধরা যাউক। কাপ্তেন বান্‌বারী প্রভৃতি কর্মচারিগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, অযোধ্যায় চুরি, ডাকাইতির সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক ন্যূন হইয়া উঠিয়াছিল। অযোধ্যায় ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ৬ বৎসরে ৫০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে লঘু অপরাধের সংখ্যা কিঞ্চিদূন ১,৬০০ ও গুরু অপরাধের সংখ্যা কিঞ্চিদূন ২০০ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রদেশের সহিত ইহার তুলনা কর, বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইবে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের শাসিত এলাহাবাদ অযোধ্যায় এক-পঞ্চমাংশ, এবং বারাণসী এক-ষষ্ঠাংশ। কিন্তু এক ১৮৫৫ অব্দেই এলাহাবাদে অপরাধে সংখ্যা ১,৪৫২ ও বারাণসীতে ৮,০০৪ দাঁড়ায়। বারাণসী অযোধ্যার এক-ষষ্ঠাংশ পরিমিত হইয়াও অপরাধাংশে অযোধ্যা অপেক্ষা চারিগুণ উর্দ্ধে

* Life of Sir Henry Lawrence, vol. II p. 287. মার্শমান সাহেবও স্বপ্রণীত ইতিহাসে (History of India, vol III, p. 421.) অযোধ্যার সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অধিক কি হেন্‌রী লরেন্সও অযোধ্যাকে এইরূপ অরাজক বলিয়া বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। Calcutta Review, No. VI, vol. III., 1845, pp. 421-423.

স্থান পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা ব্রিটিশ কোম্পানীর একটি প্রাচীন সুশাসিত প্রদেশ। উহাতেও ১৮৫০ অব্দে ৯৬,৩৫২ জন ধৃত হইয়া বিচারার্থ আনীত হয়। ইহার মধ্যে ৫৫,২৫১ জন দোষী বলিয়া প্রমাণিত ও যথাবিধি দণ্ডিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৫১ অব্দে অপরাধীর সংখ্যা ৯৪,৯১৩; ১৮৫২ অব্দে ৯২,১১৫ ও ১৮৫৩ অব্দে ৯২,৬২৯ দাঁড়ায়। বাঙ্গালার জন-সংখ্যা অযোধ্যার জন-সংখ্যার ৮ গুণ, অপরাধীর সংখ্যা অযোধ্যার অপরাধীর সংখ্যার ৩৭ গুণ *।

ব্রিটিশ অধিকারের সীমায় দুশ্চরিত্র লোকে সময়ে সময়ে চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি উপদ্রব করিত বলিয়াই যে অযোধ্যা সুশাসন-বর্জিত ছিল, তাহাও যথার্থ নয়। জেনারেল আউট্রাম সীমাস্থিত ব্রিটিশ মাজিস্ট্রেটদিগকে এ সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয় জানাইতে অনুরোধ করেন—"গত কয়েক বৎসরের (ছয়, সাত) মধ্যে ব্রিটিশ সীমায় হত্যা ও ডাকাইতি প্রভৃতির সংখ্যা কমিয়াছে কি না? সংখ্যা ন্যূন হইলে এই ন্যূনতা

---

* Dacoitee in Excelsis, pp. 182-183.

এইস্থলে অন্য প্রকারে অযোধ্যার সহিত বাঙ্গালার তুলনা করা যাইতেছে। ডেলহৌসী যে ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা-পত্র দ্বারা অযোধ্যায় সুশাসনের অভাব প্রচার করেন; সেই ১৮৫৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে মিসনরিগণের একখানি আবেদন-পত্র সমর্পিত হয় তুলনার জন্য একপার্শ্বে ডেলহৌসীর ঘোষণাপত্রোক্ত অযোধ্যার অবস্থা অন্যপার্শ্বে মিসনরিগণের আবেদন পত্রোক্ত বাঙ্গালার অবস্থা উদ্‌ধৃত হইল।

ডেলহৌসীর লিখিত অযোধ্যার অবস্থা	মিসনরিগণের লিখিত বাঙ্গালার অবস্থা
"ডাকাইতের দল বিভাগসমূহের শান্তি নষ্ট করিতেছে।"	"ডাকাইত দলের গতি প্রতিরোধ করিতে পুলিশের কোনও ক্ষমতা নাই।"
"আইন ও ন্যায় অপরিচিত রহিয়াছে।"	"এ প্রদেশের সর্বত্রই নিঃস্ব দুর্বল লোকের উপর অত্যাচার হইয়া থাকে। ধন সংগ্রহের উপায়ভূত ক্ষমতাই ক্ষমতার মধ্যে পরিগণিত।" (লেঃ গবর্নর হালিডের রিপোর্ট।)
"অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাত প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত।"	"ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ ডাকাইতি প্রতি বৎসরই সংঘটিত হইয়া থাকে। * এস্থানে সীমাঘটিত বিবাদে সর্বদাই মারামারি হইয়া থাকে।"
"কোনও স্থানে একঘণ্টা কালও জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ নহে।"	"বাঙ্গালার অধিকাংশ বিভাগেই জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ নহে।"

* এইতুলনায় স্পষ্টই প্রতীত হইবে, ১৮৫৬ অব্দে অযোধ্যার অবস্থা বাঙ্গালার অবস্থা অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। সুতরাং যে অপরাধে ডেলহৌসী অযোধ্যার নবাবের রাজত্ব লোপ করিলেন, সেই অপরাধ বাঙ্গালাতেও প্রয়োজিত হইতে পারে। Vide, War in Oude, pp. 24-25, note.

অযোধ্যার সীমাস্থিত শান্তিরক্ষকদিগের শাসনে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, না জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া লোক-সংখ্যা ন্যূন হওয়াতে হইয়াছে *" ? মাজিস্ট্রেটগণ এইপ্রশ্নের যে-সকল উত্তর দান করেন, সেগুলি পরস্পর এরূপ বিসদৃশ যে, তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া কখনই একটি চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ফতেপুরের মাজিস্ট্রেট এবিষয়ে লিখেন, "অযোধ্যা-রাজ্যের সংস্রবে এইবিভাগে অপরাধের সংখ্যা বর্দ্ধিত কি ন্যূন হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে যে কয়েকটি ডাকাইতি হইয়াছে, তাহার একটি ব্যতীত সমস্তই অযোধ্যার লোক করিয়াছে"। জৌনপুরের মাজিস্ট্রেট উত্তর দেন, "গত কয়েক বৎসরে ডাকাইতি ও হত্যার সংখ্যা কমিয়াছে। নবাবের সুলতানপুরস্থ নাজিম এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। অপরাধ ঢাকিতে অথবা অপরাধকারিদিগকে উৎসাহ দিতে কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই"। গোরক্ষপুরের মাজিস্ট্রেটও সীমান্তপ্রদেশে অপরাধের সংখ্যা কমিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করেন। অধিবাসীর সংখ্যা কমিয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন না। ফরাক্কাবাদের মাজিস্ট্রেটের উত্তর কিছু কৌতুকাবহ। তিনি বলেন, "এবিভাগে যে সমস্ত ব্যক্তি চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি পাপকার্য্য করে, অযোধ্যায় তাহাদিগের পলায়ন ও অপহৃত দ্রব্যাদির সংগোপনের যে, বিশেষ সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অযোধ্যার পুলিশের কাপ্তেন হিয়ার্সে অপরাধিদিগকে ধৃত করিতে বিশিষ্ট যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন"। কানপুরের মাজিস্ট্রেট অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতরূপে জেনারেল আউট্রামের প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি কয়েকটি অপরাধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, "এই অপরাধকারীর অধিকাংশই অযোধ্যায় ধৃত হইয়াছে। অপরাধের সংখ্যা বর্দ্ধিত কি ন্যূন হয় নাই। ইহা সমভাবেই রাহিয়াছে। ১৮৪৫ অব্দে যে সমস্ত ডাকাইতি হয়, তাহার অধিনায়কগণ অযোধ্যার লোক নয়, ইহারা গোয়ালিয়র ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আসিয়াছিল **"।

এক্ষণে এই মাজিস্ট্রেটগণের সকলেই যদি একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, কেবল অযোধ্যার লোকেই ব্রিটিশ সীমায় চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা হইলেও কেহই বিস্মিত হইতেন না। যে বিভাগদ্বয় পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী, তাহার দুশ্চরিত্র লোকে একবিভাগ হইতে অন্যবিভাগে যাইয়া প্রায়ই উপদ্রব করিয়া থাকে। পৃথিবীর পরস্পর সমীপবর্ত্তী দেশসমূহেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট আপনাদিগের যে রাজ্য সুশাসিত বলিয়া অভিমান করেন, সেই রাজ্যের

* Blue-Book, p. 47.

** War in Oude, pp 15-16.

লোকও অযোধ্যার সীমায় যাইয়া দৌরাত্ম্য করিত। সুলতানপুরস্থ নাজিম জৌনপুরের মাজিস্ট্রেটের নিকট এবিষয়ে অনেক অভিযোগ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার জনৈক সেনাপতি কাপ্তেন বান্‌বারি ব্রিটিশাধিকৃত আজিমগড়ের কর্মচারিগণের বিরুদ্ধেও এইরূপ অভিযোগ করিতে ত্রুটি করেন নাই ✝। বিশেষতঃ যে পাঁচজন মাজিস্ট্রেট জেনারেল আউট্রামের নিকট রিপোর্ট করেন, তাঁহাদিগের দুইজন অযোধ্যার সীমায় পাপকার্য ন্যূন হইয়া আসিতেছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দুইজন অযোধ্যার পুলিশের কার্য-পরায়ণতার সমূহ প্রশংসা করিয়াছেন। একজন প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এই রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া অযোধ্যাকে অরাজক বলা সর্বথা অসঙ্গত। অযোধ্যা যে অত্যাচার-পীড়িত ও সুশাসন-বর্জিত ছিল, এই রিপোর্টদ্বারা তাহার কোনও সমর্থন হইতেছে না।

অযোধ্যার গবর্নমেণ্ট যে অকর্মণ্য ছিল না, তদ্বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। জেনারেল আউট্রাম অনুসন্ধান করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, "অযোধ্যার নিকটবর্তী ব্রিটিশ সীমা-বিভাগ যে, অযোধ্যার সীমাস্থিত পুলিস হইতে সমূহ উপকার পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই"। লক্ষ্ণৌস্থ পূর্বতন রেসিডেণ্ট জেনারেল লো ১৮৫৫ অব্দের ১৫ই আগস্টের মিনিটে লিখিয়াছেন, "আমাদের অধিকার হইতে যে সমস্ত অপরাধী অযোধ্যায় পলায়ন করে, তাহাদের অনুসন্ধানে যখন আমাদের সৈন্যগণ অযোধ্যা দিয়া গমন করে, তখন তাহাদের আহার-সামগ্রী প্রভৃতির আয়োজন এবং আমাদের ডাক-রক্ষণ প্রভৃতি কার্যে অযোধ্যার গবর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত বিশিষ্ট মনোযোগ ও কর্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। অযোধ্যার নবাবগণের সকলেই ঠগী ও ডাকাতি নিবারণ বিষয়ে আমাদের সহিত বিশিষ্ট মনোযোগ-সহকারে কার্য করিতেছেন। ... আমি যখন লক্ষ্ণৌতে রেসিডেণ্টের কার্যে নিয়োজিত ছিলাম, তখন (এবং আমার মতে বর্তমান সময়েও) অযোধ্যার দরবার সন্তোষপূর্বক আমাদের ইচ্ছানুযায়ি কার্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোনও অংশে কোনও দেশীয় রাজ্যে এইরূপ ছন্দানুবর্তিত্ব এপর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই" *।

লো প্রভৃতি অভিজ্ঞ কর্মচারিগণের লেখনী হইতে অযোধ্যার এইরূপ প্রশংসাবাদ বহির্গত হইয়াছে, এইরূপ ন্যায়সঙ্গত বিচারে তাঁহারা বিনশ্বর-জগতে অবিনশ্বর-সত্যের মহিমা রক্ষা করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই, ডেলহৌসীর গবর্নমেণ্ট এইরূপ দূর-

✝ War in Oude, p. 18. Comp. Oude Blue-Book, pp. 47-57, 59,

* Oude Blue-Book p. 226. Comp. War in Oude, p. 19.

দর্শিগণের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া এই অযোধ্যাকেই অত্যাচার ও অবিচারের আকর বলিয়া নির্দেশপূর্বক হস্তগত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

দূষিত চরিত্রের উপদ্রব ছাড়িয়া রাজোপদ্রবের বিষয় বিচার করিলেও নবাবের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন হইবে। নবাবের অধিকার সময়ে অযোধ্যায় সকলেই প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিত, সমুদয় ক্ষেত্রই শ্যামল শস্যসম্পত্তিতে পরিশোভিত থাকিত। সুবিখ্যাত ডাক্তার হিবার অযোধ্যা ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি অযোধ্যার বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া তাহার কিছুই দেখিলাম না, প্রত্যুত দেশের সমুদয় ক্ষেত্রই সম্পূর্ণরূপে কর্ষিত দেখিলাম, ইহাতে আমার যেমন সুখের উদয় হইয়াছে, তেমনই বিস্ময়েরও সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, অযোধ্যা ঘোর অত্যাচারে পীড়িত হইলে আমি কখনই এত অধিক জনসংখ্যা ও এত অধিক ব্যবসায়-ক্ষেত্র দেখিতে পাইতাম না *।" অযোধ্যার সুখ-শান্তির ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? প্রশস্তমনা হিবার যখন স্বয়ং দেখিয়া অযোধ্যার এইরূপ সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অযোধ্যাকে অত্যাচার-পীড়িত বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন নহে। অত্যাচার-প্রপীড়িত দেশ কখনও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর লীলাভূমি হয় না।

অযোধ্যা সুশাসন-বর্জিত অথবা অত্যাচার-পীড়িত হইলে অধিবাসিগণ অবশ্যই উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উপনিবিষ্ট হইত। কিন্তু এরূপ ঘটনা অযোধ্যায় কখনও হয় নাই। অধিবাসিদের বাসস্থান পরিত্যাগ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় দ্বারা অযোধ্যার গবর্নমেণ্টের অত্যাচার-বাহুল্য সপ্রমাণ হয় না। জেনারেল আউট্রাম প্রস্তাবিত বিষয়ে লিখিয়াছেন, "অযোধ্যাবাসিগণ যদি রাজোপদ্রবে নিপীড়িত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে তাহারা যে নিকটবর্তী ব্রিটিশ রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। আমি মাজিস্ট্রেটগণের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এবিষয়ের কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফতেপুরের মাজিস্ট্রেট এবিষয়ে কিছুই বলিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে আজিমগড় সাজিহানপুর ও এলাহাবাদের মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। অযোধ্যায় অধিবাসিদের সংখ্যা ন্যূন অথবা তাহারা অধিক পরিমাণে ব্রিটিশাধিকারে উপনিবিষ্ট হইয়াছে কি না, জোয়ানপুরের মাজিস্ট্রেট তদ্বিষয় অবগত নহেন। অযোধ্যাবাসিগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে কি না, গোরক্ষপুরের মাজিস্ট্রেটও সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। ফরক্কাবাদের মাজিস্ট্রেট উত্তর করিয়াছেন,

* Heber's Journal, vol. II. p. 49.

দুর্ঘটনার সময় বহুসংখ্য লোক অযোধ্যা হইতে এই বিভাগে আসিয়া কিয়ৎকাল বাস করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উপনিবিষ্ট লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অযোধ্যা হইতে যে সমস্ত লোক ব্রিটিশ অধিকারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, কানপুরের মাজিস্ট্রেট তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, এই তালিকায় প্রতিপন্ন হয়, গত ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে উপনিবিষ্ট লোকের সংখ্যা ২,৩৩৩ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১,৩৫৪ জন কৃষক, অবশিষ্ট অকৃষিজীবী। এই সকল লোক পরিবারবর্গ সমভি-ব্যাহারে আসিয়া স্থায়িরূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। যদিও অকৃষিজীবিগণ স্বভাবতঃ পক্ষীর ন্যায় নিরন্তর এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, তথাপি তাহারা অযোধ্যায় প্রতি-গমন করিতে ইচ্ছুক নহে*।"

এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত, কোন প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রদেশান্তরে উপনিবিষ্ট হইলেই যে, সেই প্রদেশ অত্যাচারে নিপীড়িত, তাহা সপ্রমাণ হয় না। লোক সংখ্যার আত্যন্তিক বৃদ্ধি, জল-বায়ুর দোষ, দেশব্যাপী মহামারী বা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনেক কারণে লোকে অধ্যুষিত-স্থান পরিত্যাগ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু রাজা দুর্বিনীত ও অত্যাচারী অথবা রাজ্য বিঘ্নসঙ্কুল হইলে লোকে সহসা গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে কোন নিরাপদ স্থানে যাইয়া বাস করে। ইহার উদাহরণ-স্থলে আরাকানবাসিদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশীয় গবর্নমেণ্টের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আরাকানবাসিগণ গৃহাদি সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্বক ব্রিটিশ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। অযোধ্যাবাসিগণ আরাকান-বাসিদের ন্যায় প্রদেশান্তরে গিয়া বাস করিয়াছে কি না, এক্ষণে তাহারই বিচার করা কর্তব্য। আউট্রাম, মাজিস্ট্রেটদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এই শেষোক্ত-প্রকার উপনিবেশ স্থাপনের পোষকতা করিতেছে না। ছয় কিম্বা সাত বৎসরে ৫০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২,৩৩৩ জনের উপনিবেশ স্থাপন গণনার উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ ইহারা যে অত্যাচার-পীড়িত হইয়া অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে অন্যান্য বিভাগের মাজিস্ট্রেটগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, অযোধ্যা হইতে কেহ সেই-সেই বিভাগে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, অযোধ্যায় কোনও অত্যাচার সঙ্ঘটিত হইয়া অধিবাসিদিগকে উপনিবেশ-স্থাপনে প্রবর্তিত করে নাই, যদি কোন স্থানের কতিপয় অধিবাসী প্রদেশান্তরে বাস করিলে সেইস্থান সুশাসন-বর্জিত ও

* Oude Blue-Book, p. 44,

অত্যাচার-পূর্ণ হয়, তাহা হইলে বোলনে কিয়ৎসংখ্যক ইংরেজকে উপনিবিষ্ট দেখিয়া লুই নেপোলিয়ন অনায়াসে ইংলণ্ডকে সুশাসন-বর্জিত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন এবং ভারতবর্ষের কুলিগণ প্রদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করাতে ভারতবর্ষও দৌরাত্ম্যপূর্ণ বলিয়া উক্ত হইতে পারে*।

সুতরাং অযোধ্যায় এমন কোন অত্যাচার হয় নাই, যন্নিবন্ধন স্থানীয় লোকে উৎপীড়িত হইয়া দলে-দলে অধ্যুষিত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে এবং অযোধ্যায় এমন কোন অবিচার হয় নাই, যন্নিবন্ধন সেই রাজ্য অকৃষ্ট ও শস্যসম্পত্তিশূন্য হইতে পারে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-রাজ্য শাসনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে সার জন কে উল্লেখ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়গণ নিত্যসন্তুষ্ট ও সহানুভূতিহীন; এজন্য সহসা আপনাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করে না§। কে সাহেবের এই যুক্তি অংশতঃ সমীচীন হইলেও ঘোরতর অত্যাচার বা আকস্মিক বিপ্লবের সময় ইহার কার্যকারিতা দৃষ্ট হয় না। যেহেতু, আকস্মিক বিপ্লবের সময় ভারতবর্ষীয়গণ প্রায়ই দলে-দলে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। নিজামের রাজ্যের অধিবাসিগণ এক সময়ে এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই†। সুতরাং নিত্যসন্তুষ্টি বা সহানুভূতির অভাব আকস্মিক উপদ্রবের সময় ভারতবর্ষীয়দিগকে একস্থানে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।

অযোধ্যাগ্রহণের বিংশতি বৎসর পূর্বে ফরক্কাবাদের জজ ফ্রেডরিক সোর লিখিয়াছিলেন, "আমি অযোধ্যার কোন কোন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছি; আমার মতে ইহা অধিবাসীর সংখ্যানুসারে সম্পূর্ণরূপে কৃষিকার্য সম্পন্ন। ... যে সকল কর্মচারী সীতাপুরে অবস্থান করিতেন, ও মৃগয়া প্রভৃতি আমোদে নিকটবর্তী জনপদে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে সমস্ত জনপদকে উদ্যানভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধিবাসিদের গবাদি পশু, অশ্ব, অধিকৃত দ্রব্যাদি এবং আবাসগৃহ ও পরিচ্ছদের দৃশ্যে বোধহয় যে, তাহারা কোন অংশেই দুর্দশাপন্ন নহে, বরং আমাদের প্রজাগণ অপেক্ষা অনেকাংশে সৌভাগ্যশালী। লক্ষ্ণৌয়ের সম্পত্তি—যাহা কেবল রাজায়ত্ত নয়, কিন্তু মহাজন ও বিপণি-স্বামীদিগের অধিকৃত—ব্রিটিশাধিকৃত রাজ্যের অনেক নগরের (বোধ হয় কলিকাতা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে) সমৃদ্ধিকে অতিক্রম

---

* War in Oude, p, 29,

§ Kaye's, Administration of East India Company, pp, 54-55.

† Ludlow, British India, its Races and its History, vol. I, p, 217.

করিয়া থাকে, যদি গবর্নমেণ্ট অবিচারে সবিশেষ প্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রদেশের সাধারণ অবস্থা কি প্রকারে এমন সমৃদ্ধিপন্ন হইতে পারে; প্রকৃত কথা এই, লক্ষ্ণৌ গবর্নমেণ্ট আমাদের নিজের গবর্নমেণ্ট অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বংশানুগত ভূমির ক্রয় ও বাজেয়াপ্ত এখানে সচরাচর সংঘটিত হয় না *"।

হারমান্ মারিভেল হেন্‌রী লরেন্সের জীবনবৃত্তে অযোধ্যার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোন রাজ্যাধিকারের পক্ষপাতী ব্যক্তি অযোধ্যা-রাজ্য কণ্টক ও বংশবৃক্ষে পরিপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে রাজ-কর্মচারিগণ অযোধ্যা রাজ্যের কিরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। অযোধ্য রাজ্যের বিস্তার প্রায় ২৫,০০০ ইংরেজি বর্গমাইল। সার হেনরী লরেন্স ঐ রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ৩,০০,০০০ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রমণপূর্ণ বোধ হয়। তিন-চারি বৎসর গত হইল অযোধ্যার জনসংখ্যা ৮,০০,০০০ নিরূপিত হইয়াছে ১৮৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ভারতবর্ষের বাৎসরিক রিপোর্টে অধিবাসীর সংখ্যা ১১,০০০,০০০ দৃষ্ট হয়। অযোধ্যা ধ্বংসের যে সমুদয় কারণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যেও সিপাহী-বিদ্রোহও একটি নিরূপিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারকে আমরা যতই যাদুবিদ্যা-পারদর্শী বলি না কেন, অযোধ্যা গ্রহণের পর এত অল্পসময়ে এতদূর উন্নতি কখন সম্ভবে না"।

"ন্যায়তঃ বলিতে হইলে, আমাদিগকে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা যখন অযোধ্যা অধিকার করি, তখন উহা অধিবাসিপূর্ণ ও সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এবিষয়ে অন্যান্য ইংরাজাধিকারের সহিত উহার উপমা দিতে পারা যাইত। সত্য, অযোধ্যা-রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করা হয় নাই; কিন্তু উহাতে কখন এতদূর অত্যাচার হয় নাই, যাহাতে অধিবাসীর সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে এবং বাণিজ্য ও কৃষিকার্য বন্ধ হইতে পারে †"।

অযোধ্যা কেবল ঘোরতর দৌরাত্ম্য-পূর্ণ ছিল না। নবাবও বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সর্বাংশে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পরামর্শগ্রাহী ছিলেন। মসীউদ্দীন নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বেত্তা লিখিয়াছেন, "নবাব ওয়াজিদ আলী সা প্রাচ্য ভাষায় উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়াছেন। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এবং সাহিত্যশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। তিনি পারস্য ও উর্দু ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কাব্য ও অন্যান্য

* Notes on Indian Affairs, vol. I, pp. 152-54.

† Merivale's Life of Sir Henry Lawrence, vol, II, p. 288.

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলি ইউরোপের সাধারণ পুস্তকালয়-সমূহে বিশিষ্ট আদর-সহকারে রক্ষিত হইয়া থাকে। মস্যুর গারসিন ডি তাসী-নামক ফরাসী বিদ্বৎ-সমাজের জনৈক মেম্বর ও হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বীয় বক্তৃতার প্রারম্ভে নবাব-প্রণীত পুস্তক সমূহের বিলক্ষণ সুখ্যাতি করেন *"।

জেনারেল লো লিখিয়াছেন, "অযোধ্যার পূর্বতন পাঁচজন নবাবের সকলেই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পরম মিত্র ছিলেন, সকলেই ব্রিটিশ কর্মচারিগণের পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন। ইঁহাদের কার্যপদ্ধতি নিরতিশয় প্রশংসার্হ ছিল। অযোধ্যার বর্তমান নবাব এবং তাঁহার কর্মচারিগণের নিকট হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক উপকার পাইয়াছি"।

"এই নবাবগণ কেবল আমাদের সহিত মিত্রতা-সূত্রে নিবদ্ধ ছিলেন না, ইঁহারা অন্যান্য মিত্ররাজের নিকট যে সমস্ত পত্র লিখিতেন, তাহাও আমাদের রেসিডেণ্ট দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন। কাহারও সহিত কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইঁহারা আমাদের সহিত যথার্থ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। নেপাল ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময় অর্থের নিতান্ত আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছিল ; অযোধ্যার নবাব সে সময়ে আমাদিগকে তিন কোটি টাকা ঋণ দেন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে লর্ড এলেনবরার গবর্নমেণ্ট যখন আফগানিস্থানের দুর্ঘটনায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন বর্তমান নবাবের পিতামহ ১৪ লক্ষ ও পিতা ৩২ লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করেন। নেপালের যুদ্ধের সময়েও নবাব আমাদিগকে ৩০০ হস্তী দিয়াছিলেন। পার্বত্য প্রদেশে কামান ও তাম্বু প্রভৃতি লইয়া যাইবার সময় এগুলি হইতে আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলাম। এই হস্তীর সহায়তা ব্যতীত আমরা কখনই যুদ্ধের দ্রব্যাদি যথাস্থলে আনিতে পারিতাম না **"।

এতদূরে ডেলহৌসীর রাজ্য-হরণ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হইল। ডেলহৌসীর প্রসাদে পঞ্জাব, নাগপুর, ঝান্সী প্রভৃতি ব্যতীত আরও কতকগুলি রাজ্যে ব্রিটেনীয়ার পতাকা উড্ডীন হয়। গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য ঘটনার সহিত তৎসমুদয়ের কোনও সংস্রব নাই, এজন্য এস্থলে তাহার বিবরণ লিখিত হইল না। যে সমস্ত রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে সিপাহী-যুদ্ধের কারণ অনুস্যূত রহিয়াছে, বর্তমান গ্রন্থে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। এইরূপে আট বৎসর কাল ভারত-সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধীরে ধীরে একে একে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি

---

* Dacoitee in Excelsis, p. 156'

** Oude Blue-Bock, p. 225. Comp. Dacoitce in Excelsis, p, 154.

ব্রিটিশ কোম্পানীর অধীনে আনয়ন-পূর্বক লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদায়-সূচক মিনিট লিপিবদ্ধ করেন। এই মিনিটে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন, রাজ্যবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধির হেতু প্রদর্শন করিয়া অনেক গর্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই বাগাড়ম্বর—এই গর্ব সূক্ষ্মদর্শিদিগের নিকট প্রীতিকর হয় নাই। তিনি যে রাজ্য-সংযোজন-নীতির কুহকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অবিলম্বে সেই সর্বসংহারিণী-নীতি অমৃতের বিনিময়ে গরল উদ্গীরণ করিল। ডেলহৌসী শান্তভাবে এই নীতিকে শান্তিময়ী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হয় নাই। তিনি কেবল কতকগুলি স্নিগ্ধ ও শীতল বাক্য স্তূপাকার করিয়া স্বীয় মিনিটের দেহ বর্ধিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্নিগ্ধতা, এই শীতলতায় ভারতের গাত্রজ্বালা নিবারিত হইল না। বরফ-খণ্ড একত্রে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, দারুণ উত্তাপে উহা দ্রবীভূত হইয়া, সমস্ত ভারতের দেহ বিপ্লাবিত করিয়া, মহা-প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করিল।

চতুর্থ অধ্যায়

লর্ড ডেলহৌসীর রাজ্য-শাসনের অনুবৃত্তি—ভূস্বামিদিগের অধঃপতন—রাজস্ব-ঘটিত অবস্থা—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির বন্দোবস্ত—তালুকদারী-স্বত্ব—ভূমি ক্রোক—বোম্বাইর ইনাম কমিশন—দেওয়ানী আদালতের বিচারকার্য—জ্যোতিঃপ্রসাদের বিচার—সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

যখন প্রাচীন রাজ্যসমূহ ব্রিটিশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইতেছিল, যখন প্রাচীন রাজ-বংশীয়গণ ব্রিটিশ কোম্পানীর পেন্সন গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন আমাদের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিদলের বিরুদ্ধে আর একটি মহাসংগ্রাম উপস্থিত হয়। রাজ্য-হরণের ন্যায় এই সংগ্রামও মারাত্মক ফল প্রসব করিয়া, সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। ডেলহৌসী এই সংগ্রাম প্রথমে ঘোষণা করেন নাই, ইহা অনেক রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ কর্মচারীর মন্ত্রবলে অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু জন মালকম্ এই অনুষ্ঠাতৃদলের পৃষ্ঠপূরক নহেন, জর্জ ক্লার্ক ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন এবং হেনরী লরেন্সও ইহার পরিপোষক নহেন। এই সংগ্রাম জন লরেন্সের অনুমোদিত এবং যে গুরুর পাদমূলে বসিয়া, জন লরেন্স রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন, সেই গুরুই (জেমস্ টমাসন) এই সংগ্রামের সৃষ্টিকর্তা। ধীরে ধীরে এই সংগ্রামের সূত্রপাত হয়, নীরবে ইহা গতি প্রসারিত করে, কালক্রমে প্রবৃদ্ধতেজ হয়, অদমনীয় ক্ষমতার মহিমায়

১৮০৬-১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ

বিজয়লক্ষ্মী আয়ত্ত করে, পরিশেষে সর্বতোমুখী প্রভুতা বিস্তার করিয়া সকলকে চমকিত করিয়া তুলে।

প্রজাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাদের অধীনে আনিয়া, শাসনকরা সর্বপ্রকার অত্যাচার ও অবিচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষাকরা এবং তাহাদিগকে উদার ব্রিটিশ শাসনের ফলভোগ করিতে দেওয়া, অবশ্যই ফলপ্রদ ও মঙ্গলকর ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া, প্রজাদের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্থাপন করিলে সম্প্রদায়-বিশেষের উন্মূলন হয়। গবর্নমেণ্ট ও প্রজার মধ্যবর্তী ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ না হইলে, এইরূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। এজন্য যেমন একদিকে ভারতে স্বাধীন রাজত্বের বিলোপ-দশা উপস্থিত হয়, তেমনই অন্যদিকে অভিজাত-দলের উন্মূলন হইতে থাকে।

গবর্নমেণ্ট যে কার্য-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য মহৎ। ভারতের একটি সুবিস্তৃত সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন, অবশ্যই ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ মহত্তর কার্য। কিন্তু একের উন্নতি করতে যাইয়া, অপরের অবনতি সম্পাদন, অথবা একের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতে যাইয়া, অপরের অঙ্গচ্ছেদন, ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। সকলকে একসমভূমিতে আনয়ন পূর্বক ভ্রাতৃভাবে সম্বন্ধ করা উদারতার কার্য বটে, কিন্তু সমভূমিতে আনয়ন জন্য ব্যক্তি-বিশেষকে চিরন্তন স্বত্ব হইতে বিচ্যুত করা, নিষ্পাপ ও উদার রাজনীতির অনুমোদনীয় নহে; গবর্নমেণ্ট একের স্বত্ব নষ্ট না করিয়া, আপনাদের উদারতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেন, তাঁহারা মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া নিম্নশ্রেণীকে উন্নত ও সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। কিন্তু দেশীয় ভূস্বামিদিগের সম্বন্ধে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞগণের কোন একটি বিশেষ ধারণা ছিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রশস্ত ছিল, সহানুভূতি প্রগাঢ় ছিল, তথাপি তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর উপকারের জন্য একতর সম্প্রদায়ের উন্মূলনকেই যোগ্যতর কার্য মনে করিয়াছিলেন।

দুই উপায়ে এই মারাত্মক কার্য সম্পন্ন হয়। এক, ভূমির বন্দোবস্ত; অপর, ভূমির ক্রোক। অযোধ্যার নবাব হইতে যে সমস্ত প্রদেশ লাভ হয় এবং মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী যে-যে রাজ্য অধিকৃত হয়, তৎসমুদয়ে কোনরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব হইতে থাকে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন-সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই বন্দোবস্ত-কার্য যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। গবর্নমেণ্ট এই প্রস্তাব যে সদুদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ও বিজ্ঞতায় বশবর্তী হইয়া স্থির করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। ঘটনার মূলসূত্র প্রগাঢ় মহত্ত্ব ও গভীর উদারতার

পরিচায়ক। গবর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন, "দরিদ্র ও নিঃসহায় কৃষকদিগের এবং ধনী ও সহায়-সম্পন্ন তালুকদারগণের বর্ত্তমান স্বত্বের নির্ধারণ ও সেই স্বত্বের রক্ষণ, গবর্নমেণ্টের কর্ত্তব্য *।" এই কর্ত্তব্য অপেক্ষা উদার রাজনীতি-সম্মত আর কোন রাজকীয় কর্ত্তব্য সম্ভবে না। কিন্তু বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্মচারিগণ এই উদার কর্ত্তব্যের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া অনেক অনিষ্টের সূত্রপাত করেন। তাঁহারা ন্যায়ের অনুসরণ করিতে যাইয়া, অন্যায়ে পতিত হন এবং সুবিচার করিতে যাইয়া, অবিচারের পরিচয় দেন। তাঁহাদের পরিদর্শন-পুস্তকের প্রতিপত্র দুই স্তম্ভে বিভক্ত থাকিত এবং এক স্তম্ভের শীর্ষদেশে "মুস্তাজীর" (কৃষক) অপর স্তম্ভের শীর্ষদেশে "মালিক" (অধিকারী) লিখিত হইত। মালিকের স্তম্ভ প্রায়ই শূন্য থাকিত, কর্মচারিগণ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া, একজনকে তাহার চিরন্তন সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিতেন এবং ইচ্ছানুসারে তাহাকে কৃষকের স্তম্ভে নিবেশিত করিতেন। ইহা মহত্তর সাম্যপ্রণালী; বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্মচারিগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে সকলকেই এই প্রণালীর অধীনে আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যখন আদিপুরুষ আদম স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেন, তখন ধনী লোক কে ছিল? আর যখন চিরমান্য পল্লী-সমাজ প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই বা কে ধনবান ছিল? সুতরাং সমাজে তালুকদারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। কর্মচারিগণ এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি ও এইরূপ সুনীতির বশবর্ত্তী হইয়া, ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপে ভূমির বন্দোবস্ত-কার্য আরম্ভ হয়। অনেক তালুকদার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া, সাধারণ লোকের অবস্থায় পতিত হন, অনেকের সম্পত্তি আইনের বলে (Sale Law) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইয়া যায়। বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্মচারিগণের উত্তোলিত দণ্ড, ধনী ও নির্ধন সকলকেই একভূমিতে আনয়ন করে। রাজনীতির অক্ষুণ্ণশক্তি অনুদারভাবে বিকাশিত হয়, সংহার-মূর্ত্তির ন্যায় ছাইয়া পড়ে, প্রতিকূলতায় পরিপুষ্ট হয়, শেষে বর্ধিত বিক্রমে সমুদয় কালিমময় করিয়া তুলে। যদি অনুকূল ঘটনাবশতঃ কেহ এই সংহার-মূর্ত্তি রাজ-শক্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তখন তাহা ইন্দ্রজাল বলিয়া বোধ হইত। তালুকদারগণ প্রায়ই নির্বোধ, অক্ষম, দুরাচার, অথবা এই বিশেষণত্রয়ের সমষ্টিভূত এক অপূর্ব-জীব বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। এই নির্বুদ্ধিতা অক্ষমতা ও দুরাচারিতাই তাঁহাদের সম্পত্তি-চ্যুতির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত

* Letter of Mr. John Thornton, Secretary to Government, N. W. Provinces, to Mr. H. M. Elliot, Secretary to Board of Revenue, April 30, 1845.

দেওয়া যাইতেছে। মইনপুরীর রাজা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভ্রান্ত তালুকদার বলিয়া বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বংশ যেমন প্রাচীন, তেমনই সম্মানীয় ছিল; রাজভক্তি ও সৎকার্যের নিমিত্ত, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকটেও তিনি বিশিষ্ট গণনীয় ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত তালুক প্রায় দুইশত পল্লীগ্রাম লইয়া ছিল। এই স্থানের বন্দোবস্ত-কর্মচারিও কার্যনিপুণ ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন; এই কার্যনিপুণতা ও ক্ষমতাবলে তিনি শেষে সেই প্রদেশে উচ্চতমপদে সমাসীন হন। কিন্তু সাম্য-প্রণালী তাঁহার চিরাভ্যস্ত ছিল। তিনি এই প্রণালীর পরিপোষকগণের শ্রেণীতে বসিয়াই রাজনৈতিক মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত অপর কর্মচারিগণ তালুদারদিগকে যেভাবে দেখিতেন, তিনিও মইনপুরী-রাজকে সেইভাবে দেখিলেন। এডমনস্টোন মইনপুরীর অধিপতিকে অক্ষম বলিয়া নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তাঁহার মতে রাজা সর্বদা দুষ্ট-বুদ্ধি কর্মচারিগণে বেষ্টিত থাকেন, সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে অমনোযোগী হন, এবং সর্বপ্রকার পাপকার্যের অনুষ্ঠান করেন। সমস্ত ভূসম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ রাজাকে দিয়া অপরাংশ হরণই এই অপরাধের উচিত শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হইল। মইনপুরী-রাজ ১৪৯ গ্রামের অধিস্বামী ছিলেন, বন্দোবস্ত-কর্মচারী ইহার মধ্যে তাঁহাকে কেবল ৫১টি গ্রাম দিয়া, গ্রামীণ লোকদিগের সহিত অপরাপর গ্রামগুলির বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এইসঙ্গে মইনপুরীরাজকে বিচ্যুত গ্রামগুলির জন্য কিছু অর্থ দিবারও কথা থাকিল।

রাজ্য-শাসন-বিভাগের শ্রেণী-অনুসারে বন্দোবস্ত-কর্মচারীর উপর কমিশনার, কমিশনারের উপর রেবিনিউ বোর্ড এবং রেবিনিউ বোর্ডের উপর লেপ্টনেণ্ট গবর্নর অবস্থিতি করিতেন। ইঁহাদের কেহ প্রাচীন, কেহ-বা আধুনিক রাজনৈতিকমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সতরঞ্চের বিভিন্ন বর্ণের গুটিকার ন্যায় ইঁহারা একক্ষেত্রেই বিভিন্ন-ভাবে অবস্থান করিতেন। জর্জ এডমনস্টোনের প্রস্তাব কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রবার্ট হামিল্টনের অকাট্য যুক্তিবলে বন্দোবস্ত-কর্মচারীর সমস্ত অসার হেতুবাদ খণ্ডিত হইয়া যায়। হামিল্টনের মতানুসারে ভূসম্পত্তি, অর্থের বিনিময়ে কখনও স্বত্বাধিকারীর হস্তচ্যুত করা যাইতে পারে না; রাজা সম্পত্তি রক্ষণে অসমর্থ হইলে, অবসর গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার অসামর্থ্য হেতু তদীয় বংশধরদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। কোন দেশীয় শাসনকর্তা ভূসম্পত্তি বিক্রয় অথবা কাহাকে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিলে, যে গবর্নমেণ্ট তাহা দৌরাত্ম্যকর বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই গবর্নমেণ্টের পক্ষে তদনুরূপ

কার্য-প্রণালী অবলম্বন করা শোভা পায় না*। কিন্তু রবার্ট বার্ড এইসময়ে রেবিনিউ বোর্ডের পরিচালক ছিলেন। অভিনব রাজনৈতিক মত তাঁহার নিকট সাতিশয় আদরণীয় ছিল, তিনি কমিশনারের মতের অনুমোদন করিলেন না। অভিনব সম্প্রদায়ের পরিপোষক অভিনব সাম্প্রদায়িক মতেরই সমর্থন করিলেন। সতরঞ্চ গুটিকার একশ্রেণী অবনতি স্বীকার করিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর শ্রেণী বর্ধিত-বিক্রমে পুনর্বার উন্নত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই স্থলের রাজনৈতিক অভিনয়ের যবনিকা পতিত হইল না। রেবিনিউ বোর্ডের উপর লেপ্টনেণ্ট গবর্নর কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত বিষয় উপস্থিত হইল। রবার্টসন্ ভারতবর্ষীদিগের যথার্থ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হিতৈষিতা দেশের উন্নতিসাধনে তৎপর থাকিত, তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি দূষিত রাজনীতির উন্মূলনে নিয়োজিত হইত এবং তাঁহার কর্তব্য-জ্ঞান উদারতা ও অপক্ষপাতিতার সম্মান রক্ষা করিত। তিনি এই অভিনব দূষিত রাজনীতির সমর্থন না করিয়া উদার ও অপক্ষপাত নীতির সমর্থন করিলেন। কমিশনার রবার্ট হামিল্টনের যুক্তিপূর্ণ মতই তাঁহার অনুমোদনীয় হইল। কিন্তু বোর্ডের প্রতিকূলতায় এ সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের আদেশ-লিপি প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল। মইনপুরী-রাজের সহিত বন্দোবস্ত হইবার পূর্বেই রবার্টসন কর্ম পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাহার আসনে জর্জ ক্লার্ক উপবিষ্ট হইলেন। ক্লার্কও তাঁহার পূর্বাধিকারীর ন্যায় উদার-স্বভাব ও উদার নীতির পরিপোষক ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি এই উদারতার পরিচয় দিতে পারিলেন না। অসুস্থতাহেতু তাঁহার কার্য-কাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল; ক্লার্ক অবসর লইলেন। তাঁহার স্থলে অন্যমতাবলম্বী অন্য একব্যক্তি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন।

টমাসন কার্য-নিপুণ ও সরল-হৃদয় কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু আত্মমতা তাঁহার একটি গুরুতর দোষ ছিল। তিনি নিজের মত সর্বাংশে রক্ষা করিয়া কার্য করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার শিক্ষা অভিনব রাজনৈতিক তন্ত্রের পরিপোষণ করিত, প্রাচীন তন্ত্রের প্রতিকূলতায় মার্জিত হইত, একাগ্রতায় উন্নত থাকিত এবং উদ্দেশ্য সাধনে অপরাঙ্মুখ হইয়া উঠিত। আপনার মতের প্রতিবাদ কখনও টমাসনের গ্রাহ্য হইত না। তিনি অভিনব সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষাদাতা ও অধিনেতা ছিলেন, সুতরাং আধুনিক দলের অনুমোদিত সমদর্শিতানীতি তাঁহারও অনুমোদনীয় ছিল। তিনি এই প্রণালীর বশবর্তী হইয়া, সকলকেই অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে একভূমিতে আনয়ন করিতেন। তাঁহার উদারতা এইরূপ একীকরণের মহিমা ঘোষণা করিত, কর্তব্য-বুদ্ধি

* Despatch of Court of Directors, August 13, 1851.

পরস্ব-হরণে নিয়োজিত থাকিত এবং ন্যায়পরতা চিরন্তন স্বত্বের উচ্ছেদে পরিস্ফুট হইত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চতম-পদে অধিরূঢ় হইয়া টমাসন দেখিলেন, মইনপুরীর রাজার বিষয় গবর্নমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে, এ পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত আদেশ প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং তিনি উহা প্রচার করিলেন, বন্দোবস্ত-কর্মচারীর উত্তোলিত দণ্ডই অক্ষুন্ন রহিল। মইনপুরী-রাজ স্বীয় বিষয়ের তিন-চতুর্থাংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন। উদার সাম্যপ্রণালী অবাধে-অসঙ্কোচে একজন সমৃদ্ধ তালুকদারকে সাধারণ লোকের অবস্থায় পাতিত করিল *।

বঙ্গদেশের একজন রাজপুরুষ—বোলডর্সন ১৮৪৪ অব্দে যখন আগ্রার রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর ছিলেন, তখন তালুকদারী বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণার্থ এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। বোলডর্সনের পুস্তকে মইনপুরী-রাজ্যের বিষয় ব্যতীত অন্য একটি ভূসম্পত্তি-ঘটিত বিবরণ আছে। ভূস্বামিনী পোয়েনার রাণী। ইংরেজগণ যখন উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন এবং যখন পর্যায়ক্রমে ভূমির বন্দোবস্ত হয়, তখন তাঁহার জমিদারী-স্বত্ব অবিসম্বাদিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু রাণীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বর্তমান না থাকিলেও তাঁহার সম্পত্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানে রাণী আপনার অধিকৃত সমস্ত বিষয়েরই প্রকৃত স্বত্বাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হন। ইহার ছয় বৎসর পরে রাণী যখন পূর্ণ-যুবতী ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে সক্ষম ছিলেন, তখন গ্রামের প্রধানদিগের সহিত তাঁহার সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কোর্ট অব ওয়ার্ড তাঁহাকে অকস্মাৎ আপনাদের অধীনে আনয়ন করেন *।

বন্দোবস্ত-প্রণালীর ন্যায় ভূসম্পত্তির বিক্রয়-রীতিও অনেক অনিষ্টের সূত্রপাত করে। কোন বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যেমন একদিকে খাদ্যের অভাবে লোকের দুরবস্থার একশেষ হইত, তেমনি অপরদিকে বিক্রয়-আইনের (Sale Law) বলে ভূস্বামিদিগের সর্বনাশ হইয়া যাইত। তালুকদারগণ এই দুঃসময়ে খাজনা দাখিল করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিষয় অবিলম্বে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইয়া যাইত। এইরূপ সম্পত্তি-বিক্রয়ে অনেক ভূস্বামী সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। ভারত হিতৈষী সূক্ষ্মবুদ্ধি রবার্টসন ১৮৪২ অব্দের ১৫ই এপ্রেল লিখিয়াছিলেন, "আমার আশঙ্কা

* Ludlow, Thoughts on the policy of the Crown towards India, pp. 227-228. Comp. Kaye's Sepoy War, vol. I, pp. 161-162.

** Ibid pp. 230-231

হইতেছে, তালুকদারী বন্দোবস্ত, ভূমিক্রোক ও ভূমিবিক্রয়-সংক্রান্ত আইনে বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণীর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সকল আইন প্রচার করিয়া গবর্নমেণ্ট দয়া-প্রদর্শনের-পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছেন *"। কেবল রবার্টসনই গবর্নমেণ্টের কার্য-প্রণালীর এইরূপ নিন্দা করেন নাই; যাঁহারা উদার রাজনীতির পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মার্টিন গবিন্স্ ভূমি-বিক্রয়-সংক্রান্ত আইনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষীদিগের সম্বন্ধে আমরা রাজস্ব-ঘটিত যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অনেক দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজস্ব-দানে অক্ষম লোকদিগের প্রতি আমরা যে কঠোরতা দেখাই, তাহা রাজস্ব-প্রণালীর একটি প্রধান দোষ। এই নিয়মানুসারে অক্ষম লোকের ভূসম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হয় এবং সে পুরুষানুক্রমে যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে একবারে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ... উত্তর ভারতের ভূস্বামিগণ এই প্রণালীর প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।... আমি যখন রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ছিলাম, তখন কখনও এই নিয়ম প্রবর্তিত করি নাই। ভারতীয় ভূম্যধিকারিগণের ন্যায় আমিও ইহা অবজ্ঞা করিয়া থাকি †"। প্রশস্তমনা রাজপুরুষগণ এই কঠোর প্রণালীকে এইরূপ কঠোর-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। গবর্নমেণ্ট একসময়ে এইরূপ গুরুতর-দণ্ড বিধান করিয়া ভারতবর্ষকে বিস্ময় ভয় ও আতঙ্কে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। দণ্ডের এই কঠোরতায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তালুকদারগণ হৃতসর্বস্ব ও হতমান হন, প্রাচীন প্রধানগণ সম্পত্তিচ্যুত ও প্রনষ্ট-সর্বস্ব হইয়া পড়েন এবং মহাজনগণ দাঙ্গাকারিদিগের নিকট মস্তক অবনত করেন ††।

দূরদর্শী ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, উত্তর ভারতের এইরূপ বন্দোবস্ত-কার্যে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়াছিল। উদার ও সমীচীন নীতি যাহাদিগকে ব্রিটিশ রাজত্বের পক্ষপাতী ও হিতৈষী বন্ধু করিতে পারিত, এই সঙ্কুচিত ও অযোগ্য প্রণালী তাহাদিগকে পরম শত্রু করিয়া তুলে। প্রাচীন ও উদার রাজনৈতিক মতের পরিপোষকগণ এই অনুদার প্রণালীর বিষময় ফল স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই সংহারিণী-রীতি ভারতের ক্ষেত্রে ভবিষ্য-বিপ্লবের বীজ বপন করিতেছে। অবিলম্বে এই বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ

* Return on the Revenue Survey, India, 1853, p. 125. Vide Ludlow, Thougths on the Policy of Crown towards India, p. 236.

† Gubbins, The Mutinies in Oude, p 439.

†† Ludlow, Thoughts on the Policy &c. p. 247.

সমুৎপন্ন হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিবে। ঈদৃশ সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণের মধ্যে ডিরেক্টার সভার মনস্বী টুকর প্রথমে উল্লিখিত রীতির অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন। তিনি ভূমির বন্দোবস্ত-প্রণালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "কৃষাণদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীর তালুকদার কিংবা গ্রামীণ জমিদারগণের সম্বন্ধ রহিত কর, আমার বিবেচনায় সেই কৃষকদিগকে আজ্ঞানুবর্তী অথবা তাহাদের অবস্থা উন্নত করিবার প্রশস্ত উপায় নয়। আমরা একশ্রেণীকে পূর্বতন অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের পূর্বস্মৃতি অথবা বর্তমান অনুভূতি নষ্ট করিতে পারি নাই। তাহারা একসময়ে সৌভাগ্যান্বিত ছিল এক্ষণে তাহারা এবং তাহাদের সন্তানগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের সে সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে নীরবে আছে, যেহেতু রাজ্যাধিপতিগণের ইচ্ছার বশীভূত হওয়া ভারতবর্ষীয়-দিগের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু যদি পশ্চিম সামান্তে আমাদের কোন শত্রু উপস্থিত হয়, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে কোনরূপ বিপ্লব ঘটে, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, এই তালুকদারগণ বিপক্ষদলে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের অনুবর্তী প্রজাসমূহ সেই দলের পতাকার অধীনে সজ্জিত হইয়াছে" *। ইহার পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে একজন রাজপুরুষ দূরদর্শী রবার্টসনের পাদমূলে বসিয়া, রাজনীতি শিক্ষা-পূর্বক অসঙ্কুচিতভাবে লিখিয়াছিলেন, "(১৮৫৭ অব্দের বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইবার একবৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে, আমি প্রকাশ্যরূপে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পত্তি-বিক্রয়-সম্বন্ধিনী কঠোর রীতি এবং তন্নিবন্ধন সমাজের পরিবর্তন, কর্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছি। আমি ইহার পর দেখাইয়াছি যে, যদিও আমরা প্রাচীন সম্প্রদায়কে স্থান-ভ্রষ্ট করিয়াছি, তথাপি তাহাদের পূর্বস্মৃতি কিংবা প্রজাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পারি নাই। আমি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছি, বিপ্লবের সময় এই সমৃদ্ধ ও সহায়সম্পন্ন সম্প্রদায় এবং তাহাদের অনুচরগণ আমাদের শত্রুর-দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল। আমার এই সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; আমাকে আশঙ্কাকারী বলিয়াই মনে করা হইত, যেহেতু কেবল রাজনৈতিক বিভাগে কার্য করাতে, রাজপুরুষগণ আমাকে রাজস্ব-ঘটিত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং উক্ত বিষয়ে কোনরূপ যুক্তিসিদ্ধ গভীর মত প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ভাবিতেন"।

"বদাউনে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণই দলবদ্ধ হইয়াছিল এবং সমস্ত বিভাগেই অরাজকতা ও বিপ্লব বিরাজ করিয়াছিল। প্রাচীন ভূস্বামিগণ এই অবকাশে নিলাম

* Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 165.

ক্রেতাদিগকে নিহত বা দূরীভূত করিয়া আপনাদের পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। যে গবর্নমেণ্ট একসময়ে কঠোরতা দেখাইয়াছেন, যে গবর্নমেণ্টের কার্যপ্রণালী একসময়ে সকলকে সম্পত্তিচ্যুত ও শ্রেণীচ্যুত করিয়াছে, সেই গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে দেশের অস্থিমজ্জা-স্বরূপ এইসকল লোক কখনই সম্মত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি বিগত অনিষ্টের প্রতিবিধানার্থ কোন উপায় অবলম্বিত না হয়, এবং যদি প্রাচীন বংশাবলিকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তাহা হইলে অপরিমিত সৈন্যও আমাদের প্রভুশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে না। আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, যদি অসন্তোষের এই কারণ বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে যে পল্লীবাসিগণ সিপাহিদিগকে ঘৃণা করে, সেই পল্লীবাসিগণই সিপাহিদিগের সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইত না। টোটার সহিত ইহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; ময়দার সহিত মনুষ্যের অস্থিচূর্ণ আছে কি না, ইহারা সে বিষয়েরও কোন সংস্রবে থাকে না; আপনাদের ধর্মরক্ষা করা দুরূহ হইয়াছে বলিয়াও, ইহারা ব্যাকুলভাবে চীৎকার করে না। যে ভূসম্পত্তি তাহাদের 'জান্‌সে আজিজ'—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, সেই ভূসম্পত্তির অধিকার-চ্যুতি ও পুরুষানুক্রমিক স্বত্ববিলোপই তাহাদিগকে এইরূপ উদ্রিক্ত করিয়া তুলিয়াছে*"।

কর্নেল স্লিমান জন কলভিনকে একসময়ে লিখিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষীয় ভূস্বামিদিগের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া রবার্ট, মার্টিন্স বোর্ড যখন সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই তাঁহাদের সম্মান নষ্ট করিয়াছেন. এইসকল ও অন্যান্য বিষয়ে টমাসন (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভূতপূর্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্নর)ও তাঁহার অনুকরণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহাদের ছন্দানুবর্তী ও প্রশংসাকারিগণের অনেকেই এই দৃষ্টান্তের অনুবর্তন করিয়াছেন। .. ভারতবর্ষীয় সমাজের বর্তমান অবস্থায় একমাত্র ভূমির উপরই উচ্চতর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সংগঠিত হইতে পারে, টমাসন আপনার প্রণালী প্রবর্তিত করিতে যাইয়া, এই ভূমির উপর উচ্চতর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি সাধনের যথাসাধ্য ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভূস্বামিদিগকে অপরিমিতাচারী ও বিঘ্নকারী সম্প্রদায় ভাবিয়া, সর্বদাই অবজ্ঞতার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন†।"

ভারতবর্ষীয় ভূস্বামিগণ এইরূপ অপরিমিতাচারী ও বিঘ্নকারী সম্প্রদায় বলিয়া উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়াছিলেন এবং সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণের এইরূপ কঠোর

---

* William Edwards, Personal Adventures during the Indian Rebellion, pp. 12, 17.

† Sleeman's Oude, vol. II, pp. 413-414.

সমালোচনাও অকার্যকর ও অসার বলিয়া উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়াছিল। যখন ঈদৃশ সাম্যপ্রণালীর কার্য ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন অন্য এক সম্প্রদায়ের অধিকার বিনষ্ট হইবার সূত্রপাত হয়। রাজ্য-হরণ ঘটনার ন্যায় রাজ্যাধিপতিগণের এ কার্যও সম্প্রদায়-বিশেষের হৃদয়ে গভীর মালিন্যের উৎপত্তি করে। যাহারা সৎকার্যের বলে রাজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, অথবা কোন উপায়ে অধিপতিগণের অনুগ্রহের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কারস্বরূপ বা সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের চিহ্ন-স্বরূপ নিষ্কর ভূমি দেওয়া হইত। এই প্রথা ভারতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রথমাধিপত্য-কালে এবং তাহার পূর্বতন সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। লাখেরাজদারগণ পুরুষানুক্রমে আপনাদের এই স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। লাখেরাজ ভূমির ইতিহাস অনেক ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ইহা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বর্ণনা করিতে গেলে একখানি পুষ্টাবয়ব গ্রন্থ হইয়া উঠে। এই সকল ভূসম্পত্তির কোন কোনটি কতিপয় বিশেষ নিয়মের সহিত সম্বন্ধ ছিল, কোন কোনটি নিয়মাবলি হইতে বিমুক্ত ছিল, কোন কোনটি অধিকারীর জীবিত কাল পর্যন্ত স্বত্বাস্পদীভূত ছিল, কোন কোনটি পুরুষানুক্রমিক ও চিরস্থায়ী অধিকার বলিয়া পরিগণিত ছিল, কোন কোনটির উৎপত্তির সময় প্রাচীন, কোন কোনটির আধুনিক, কোন কোনটি ন্যায়ানুসারে ও বিধিপূর্বক অধিকৃত হইয়াছিল, কোন কোনটি বা প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর বলে করায়ত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত ভূসম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বের নির্ধারণ এবং যথানিয়মে তাহাদের শ্রেণী-বিভাজন অবশ্যই সন্নীতি ও সদুদ্দেশ্যের অনুমোদিত। ইংরেজেরা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেন, তাহার অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশে এইরূপ বহুসংখ্যক নিষ্কর ভূমি লোকের অধিকারে ব্যবস্থিত হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও এইরূপ অনেক লাখেরাজ ভূমি ছিল। লাখেরাজদারগণ পুরুষানুক্রমে ইহা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। কালক্রমে কার্যদক্ষ, লিপি-পটু কর্মচারিগণের হস্তে এই সমস্ত লাখেরাজ ভূমির বন্দোবস্তের ভার সমর্পিত হইল। এই কর্মচারিগণ লাখেরাজদারদিগকে আপনাদের স্বত্ব প্রতিপাদনার্থ দলিলাদি উপস্থাপিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু লাখেরাজদারগণ বহুকাল ব্যাপিয়া পুরুষানুক্রমে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল। এই পুরুষানুক্রমিক ভূমির সম্বন্ধে যে সমস্ত দলিলাদি ছিল, তৎসমুদয় বর্ষা অথবা কীট প্রভৃতির উপদ্রবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যে সম্পত্তি তাঁহারা বহুকাল অবিসম্বাদিতরূপে ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণ জন্য আদেশ প্রচারিত হওয়াতে, সকলেই সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রয়োজনীয় দলিলাদি বিনষ্ট হইয়াছিল,

প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণ এজন্য অধিকতর শঙ্কাকুল ও কর্তব্য-বিমূঢ় হইলেন, ভয় ও আশঙ্কার রাজ্য সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। কর্মচারিগণ কায-নৈপুণ্য-গুণে প্রতিদিন শত শত বিষয়ের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার সময় পাইল না, কেহই দয়া বা সৌজন্যের অধিকারী হইল না। সংহারকবিধি সকলকেই স্বীয় সংহার-মূর্তির কুক্ষিগত করিল। যাহারা প্রবঞ্চনা-বলে নিষ্কর ভূমি অধিকার করিয়াছিল, তাহারা যেমন ন্যায়ের দণ্ড-মুখে পাতিত হইল যাহারা পুরুষানুক্রমে বিধি-সঙ্গত নিষ্কর ভূমির অধিকারী হইয়াছিল, তাহারাও তেমনই অন্যায়ের ফলভাগী হইল।

কার্যকুশল কর্মচারিগণের উত্তোলিত দণ্ড এইরূপে বঙ্গদেশের নিরীহ অধিবাসিদের হৃদয়ে আঘাত করিল। বাঙ্গালী চিরকাল রাজভক্ত, বাঙ্গালী চিরকাল বেদনা-বোধ-হীন এবং বাঙ্গালী চিরকাল আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। তাহারা নীরবে এই দণ্ড গ্রহণ করিল, নীরবে সংহারক বিধির নিকট অবনত-মস্তক হইল এবং নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পূর্বস্মৃতির সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু আর এক সম্প্রদায় বাঙ্গালী অপেক্ষা সাহসী ছিল। ইহার বেদনা-বোধ ছিল, একপ্রাণতা ছিল, এবং অনমনীয় তেজস্বিতা ছিল। অধিকন্তু এই সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ ভারত-সাম্রাজ্যের রক্ষণে নিয়োজিত ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এই যুদ্ধ-নিপুণ জাতির উপর প্রস্তাবিত সংহারিণী পদ্ধতি আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিবে কি না, ইহাই এক্ষণে সকলের বিচার্য হইল। সংবাদপত্রে এবিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। অনেকেই মনে করিলেন, নিষ্কর ভূমির সম্বন্ধে এই কঠোর প্রণালী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবর্তিত হইলে, নিশ্চয়ই কেবল ব্রিটিশ সেনা দ্বারা ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে। এই প্রণালীর একজন অনুমোদনকারী বিপ্লবের আশঙ্কায় স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিলেন যে, ইহার কার্য কখনও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রসারিত হইবে না। কিন্তু এবাক্য নিষ্ফল হইল। সংহারিণী নীতি কোথাও অপ্রতিহত হইল না। অভিনব রাজনৈতিক মন্ত্র-শক্তি-বলে ইহা প্রবর্ধিত-তেজ হইল, তুষানলের ন্যায় ধীরে ধীরে আপনার গতি বিস্তার করিতে লাগিল, প্রতিকূলতায় অনমনীয় হইয়া উঠিল, শেষে প্রবলবেগে সমুদয়স্থানে ব্যাপিয়া পড়িল। কেহই ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না, কেহই ইহার অদমনীয় বেগ নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। লোকে মোগলশাসনে যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, মারহাট্টার অভ্যুদয়ে যাহা স্বাধিকারে রাখিয়াছিল এবং ব্রিটিশ কোম্পনীর রাজ্যে যাহা অবিসম্বাদিতরূপে অধিকার করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, এই কঠোর প্রণালী অবলীলায় তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নিষ্কর ভূমির শৃঙ্খলা করিবার ভার বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্মচারিদের উপর পতিত হয়। ইহাঁরা অনুসন্ধান করিয়া নিষ্কর ভূমি সকল পূর্বের ন্যায় প্রকৃত স্বত্বাধিকারিদিগের ভোগ-দখলে রাখিতে পারিতেন, অথবা যাহারা অন্যায় পূর্বক নিষ্কর ভূমির অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের সেই ভূমির উপর যথোপযুক্ত কর স্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু নিষ্কর ভূমি সকল প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের অধীনে রাখা এই কর্মচারিগণের মধ্যে অতি অল্পলোকেরই ইচ্ছা ছিল। বার্ড এবং টমাসনের শিষ্যদলের অধিকাংশই বন্দোবস্ত-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহত্তর সাম্য-প্রণালী প্রতিষ্ঠাপনই ইহাঁদের রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহাঁরা নিষ্কর ভূমি সকল অপকারের উদ্দীপক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, রেবিনিউ বোর্ড মহত্তর সাম্যপ্রণালীর কার্যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া, এই কর্মচারিদলের পৃষ্ঠ-পূরক হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু উদারচেতা রবার্টসন অটল সাহস ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সহিত এই সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় পরিশেষে কর্মচারিগণের অবলম্বিত নীতি কোন কোন স্থানে প্রতিহত হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নিষ্কর ভূমির অধিস্বামিগণ আপনাদের চিরন্তন স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। রবার্টসন এই বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্মচারিগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যে-সকল নিষ্কর ভূমি রেজেস্টারী করা হয় নাই, বন্দোবস্ত-বিভাগের কর্মচারিগণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তৎসমুদয়ই অধিকারিগণের স্বত্বচ্যুত করিয়াছেন। ... একটি জেলায় অর্থাৎ ফরাক্কাবাদে সন্ধি-পত্রের নিয়ম ও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের আদেশ ফলোপধায়ক হয় নাই। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড লেকের ন্যায় ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে যে রীতি প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিও সম্পূর্ণরূপে হতাদর প্রদর্শন করা হয়*।" এই যথেচ্ছাচার প্রণালী যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিগণের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার প্রবর্তনায় বঙ্গদেশের সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকেও আপনাদের জীবনোপায়ের সম্বল হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। জে. পি. ওয়াইজ নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন, "চট্টগ্রাম জেলায় সমস্ত অধিবাসীই ইহাতে আপনাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এবং ইহাতে একরূপ আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়া উঠে **"। কর্মচারিগণ অবশ্য ন্যায়-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া এবং রাজ্যের ভবিষ্য মঙ্গলের আশায়,

* Minute of Mr. Robertson, Lieutenant-Governor of the North West Provinces, quoted in Despatch of the Court of Directors, August 13, 1851. Comp. Kaye's. Sepoy War, vol II p, 78, and Ludlow, Thoughts &c., pp. 250 251.

** Second Report on Colonization and Settlement (India) 1858, pp. 44 60,

কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই ন্যায়-বুদ্ধি ও রাজ্যের মঙ্গলাশা ভূয়োদর্শন অথবা অভিজ্ঞতার সহিত সম্মিলিত হয় নাই। অল্প জ্ঞানের বিপত্তি-পূর্ণ তরঙ্গাবেগে ইহা অস্থির ও পরিশেষে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

কিন্তু বন্দোবস্ত বিভাগের কার্যকারকগণের সকলেই এইরূপ অনভিজ্ঞ বা অদূরদর্শী ছিলেন না, দুর্দমনীয় ভূমিকামুকতা সকলকেই এইরূপ আভ্যন্তরীণ বিপ্লব উপস্থিত করিতে প্রবর্তিত করে নাই। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দূরদর্শী ও উদারচেতা ছিলেন, বিবেক-বুদ্ধি ও কর্তব্য-নিষ্ঠা ইহাঁদিগকে রাজ্যের ও প্রজা-সাধারণের মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত রাখিত। আগ্রার বন্দোবস্ত-কর্মচারী মান্‌সেল সাহেব এই শেষোক্ত দলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একসময়ে আগ্রার বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "যদি প্রজাসাধারণের সন্তুষ্টি-সম্পাদন এবং দণ্ড-বিধি দ্বারা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে রাজ্য-শাসন আবশ্যক হয়, যদি গবর্নমেণ্টের কার্যপ্রণালী দ্বারা এই প্রদেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের দুর্দশাপন্ন ভূমিতে পতনোন্মুখ সমাজকে যথাসাধ্য রক্ষা করা আবশ্যক হয়, যদি পূর্বপুরুষ-গত ও আভিজাতিক গৌরব, বিগত সময়ের সাহস, স্বদেশের জাতীয়-চরিত্র, মানব মনের উচ্চতর ও মহান্ ভাবনিচয় স্বরূপ পূর্বস্মৃতির মনোহর দর্পণে প্রতিফলিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, আগ্রার লেপ্টনেণ্ট গবর্নর বুধোয়ার রাজ-পরিবারকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে উদারতা ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর কোন সংকার্যের অনুষ্ঠান, কর্তব্য বলিয়া আমি অধিকতর আহ্লাদের সহিত, নির্দেশ করিতে পারি না এবং যে উচ্চতর অনুভূতি আগ্রা-বিভাগের উন্নতি ও সৌভাগ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, ভারতবর্ষের এই বিভাগের অধিবাসিদিগের প্রতিনিধি হইয়া, আমি প্রয়োজনীয় রিপোর্টে সেই অনুভূতি প্রকাশ না করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না"। দূরদর্শী রবার্টসন বুধোয়ারের মৃত রাজার দত্তক-পুত্রকে পৈত্রিক জাইগীর সমর্পণ করাতে, সহানুভূতি-পর বন্দোবস্ত কর্মচারি এইরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সরল ও প্রীতি-প্রফুল্লহৃদয়ে এইরূপ সরল ও উদারবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া, অনুপম হিতৈষিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্ব-ব্যবস্থা এইরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। এদিকে বোম্বাইয়ের ইনাম কমিশন আর একটি বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের সংগ্রামে পেশোয়া বাজীরাওর অধঃপতন হইলে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। এই বিজিত রাজ্যে অনেক নিষ্কর ভূমি "ইনাম"

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ

নামে প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে এই সমস্ত ভূমি বিভিন্ন সময়ে বিবিধ উপায় অধিকার করিয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট পেশোয়ার রাজ্যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া, এইসমস্ত নিষ্কর ভূমির বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮১৯ অব্দে এলফিন্‌স্টোন এই বিজিত রাজের কমিশনর ছিলেন, তিনি সর্বপ্রথমে এই বন্দোবস্তের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন। যদি গবর্নমেণ্ট সহসা অনুসন্ধান আরম্ভ করিতেন, সহসা প্রত্যেক সন্দেহ-যুক্ত নিষ্কর-ভূমির বিলোপ সাধন করিতেন, সহসা পূর্বতন গবর্নমেণ্টের প্রদত্ত অধিকার উৎসন্ন করিতেন এবং সহসা পুরুষানুগত সমস্ত অধিকারের উচ্ছেদ করিতেন, তাহা হইলে লোকে অবশ্যই ভয়-বিহ্বলচিত্তে গবর্নমেণ্টের দিকে চাহিয়া, থাকিত এবং অবশ্যই এইসমস্ত কার্যকে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা মনে করিত। কিন্তু গবর্নমেণ্ট এইরূপ হঠকারিতা দেখাইয়া, সকলকে আতঙ্কে বিহ্বল করিতে উৎসুক ছিলেন না। যাহাতে ন্যায়ের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে সমস্ত বিষয়ের সমানভাবে সুবিচার হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া, গবর্নমেণ্টের কর্মচারিগণ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যেরূপ কঠোর প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহাতে সাধারণের বিরাগ ও অসন্তোষ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

বৎসরের-পর-বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, আইনের-পর-আইন প্রণীত, প্রচারিত ও কার্যে পরিণত হইতে লাগিল তথাপি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাজস্ব-প্রণালী সংশোধিত ও সুব্যবস্থিত হইল না। ইহার পর ১৮৫২ অব্দে অন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল; এই আইন অনুসারে প্রধানতঃ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী শত-সহস্র ভূমির বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ইহাঁরা আইনের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না এবং সেওয়ানী কার্যেও পারদর্শী ছিলেন না। যে সকল ভূমির শৃঙ্খলা-বিধান জন্য এই আইন সংগঠিত হইল, তাহার অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের অধিকৃত ছিল; ইহাঁরা কুলের মর্যাদায় সমুন্নত থাকিতেন এবং পুরুষানুক্রমিক প্রাধান্যে গৌরবান্বিত হইতেন। ইহাঁদের পূর্বপুরুষগণ কর-ধৃত তরবারির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই তরবারির বলেই আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-প্রদেশে এইরূপ বহুসংখ্য জাইগীরদার ছিলেন। ইহাঁরা অধিকৃত ভূসম্পত্তির দলীলাদি যত্নপূর্বক রক্ষা করেন নাই। ইহাঁরা পুরুষানুক্রমে এই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, ইহাঁদের ধারণায় এই চিরন্তন অধিকারই, দলীল অপেক্ষা, স্বত্ব-স্থাপনের প্রবলতর সমর্থক ছিল। সৌভাগ্যক্রমে কেহ সম্পত্তির বিধি-সিদ্ধতার সমর্থনোপযোগী কোন লিখিত দলীল পাইলেও সযত্নে তাহা রক্ষা করেন নাই। যে মহাসংগ্রামে পেশোয়ার অধঃপতন হয়,

যে সংগ্রামে শ্বেতপুরুষ মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে সমাসীন হয়, সেই সংগ্রামের কাহিনী ব্যতীত তাঁহাদের পূর্বস্মৃতিতে আর কিছুই প্রতিভাসিত হইত না। এইরূপে এক বৎসরের পর অন্য বৎসর আসিতে লাগিল, এইরূপে বংশানুক্রমে একব্যক্তির পর আর একব্যক্তি অবাধে আপনার সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন, সময়ের মহত্তর বিধি ইহাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল না। কিন্তু শেষে ইনাম-কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার কীর্তি, ইহার প্রতাপ, ইহার কার্য-ক্ষমতা সমস্ত দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে ব্যাপ্ত হইল। সময়ের মহত্তর বিধি ইহার প্রতিরোধে সমর্থ হইল না। অবারিত বেগে ইহার কার্য আরম্ভ হইল, অপ্রতিহত তেজে ইহার প্রতাপ ছাইয়া পড়িল এবং অনমনীয় বিক্রমে ইহার বিষময় ফল সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। কমিশনরগণের উপস্থিতি-সংবাদ একপল্লী হইতে অন্যপল্লীতে প্রচারিত হইতে লাগিল, একপল্লী হইতে অন্যপল্লীতে যাইয়া, কমিশনরগণ দলীলাদি চাহিতে লাগিলেন। অসময়ে, অতর্কিতভাবে, কমিশনরগণের আদেশ প্রচারিত হওয়াতে সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যাহাদের দলীল ছিল না, তাহাদের কেহই এই ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইল না এবং কেহই আপনাদের পুরুষানুগত সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। প্রতিদিনই ভূসম্পত্তি বধ্যভূমিতে নীত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই ইহা কমিশনরদিগের উত্তোলিত দণ্ডের প্রভাবে পূর্বাকারিগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল। "যাহারা অনুকূল অদৃষ্ট-ক্রমে এই মারাত্মক বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল, তাহারাও কমিশনরদিগের মর্মভেদী বিচারালয় হইতে সমাগত, অত্যাচারে বিশীর্ণ দেহ, কার্য-সম্পাদনে অসমর্থ, ভিক্ষা-করণে লজ্জিত এবং দারিদ্র্যে মর্মাহত সম্প্রদায়ের মধ্যে আসিয়া, তাহাদের অসহনীয় মনোবেদনা ও অদমনীয় মনঃক্ষোভ দ্বিগুণ করিয়া তুলিল *"। এই কমিশনের কর্মচারিগণ লোকের গৃহে অনধিকার প্রবেশে সঙ্কুচিত হইলেন না এবং বলপূর্বক দলীলাদির অন্বেষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অবাধে, অম্লানভাবে ইহাঁরা সাধারণের অন্তর্মহলে প্রবেশ করিয়া, অবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন †।

*" Each day produced its list of victions; and the good fortune of those, who escaped but added to the pangs of the crowd, who came forth from the shearing house, shorn to the skin, unable to work, ashmed to beg, condemned to penury." —Memorial of G. B. Seton-Karr. Comp. Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 177,

† নিম্নে একখানি আবেদন-পত্রের যে অংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল; তাহাতে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে। এই আবেদন-পত্র পুনা ও অপরাপর নগরের ইনামদার এবং অন্যান্য অধিবাসিগণ বোম্বায়ের একটি সভায় সমর্পণ করে।

কমিশনরগণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র ভূমির দলীল উপস্থিত করিতে আদেশ প্রচার করেন। ইহাঁদের কার্যকালের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে তৎসমুদয়ের তিন-পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় ‡।

১৮৫৮ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও ইনাম কমিশনের কার্য আরম্ভ হয়। এদিকে এই কমিশনের কার্য-প্রণালীর দোষে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সকলেই মর্মাহত হইয়া পড়ে। একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-প্রদেশে ইনাম কমিশন দ্বারা লোকে সাতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে লোকের মন এতন্নিবন্ধন এরূপ উদ্রিক্ত হইয়াছে যে, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যখন যাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, ইহারা তখন তাহারই অনুমোদন করিয়া থাকে*"। দক্ষিণাপথের একজন ভ্রমণকারী লাড্‌লো নামক ইংলণ্ডের একজন সুবিজ্ঞ ব্যবহারা-জীবকেও এই অসন্তোষের বিষয় জানাইয়াছেন **। বোম্বাইয়ের ন্যায় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও এই কমিশনের বিষময় ফল লক্ষিত হইয়াছে। নর্টন সাহেব এসম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; তন্মধ্যে দুটিমাত্র এস্থলে সংগৃহীত হইল; এতদ্দেশীয় সৈন্যদলের দুইজন সুবাদার বিলোরের সিপাহিদিগের বিরক্তিকর ভাব দর্শনে সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সংবাদ দেয়, এজন্য তাহারা পুরস্কারস্বরূপ ত্রিরুঞ্চিনপল্লী ও মাদুরা-বিভাগে নিষ্কর-ভূমি প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে ইনাম কমিশনরদিগের সুবিচার-নৈপুণ্যে ইহাদের একজনের সন্তানবর্গ এইভূমি যথানিয়মে ভোগ করিবার ক্ষমতা পাইল, এবং অপরের বিধবা পত্নী যাবজ্জীবন তাহার স্বামীর অধিকৃত ভূসম্পত্তির অধিকারিণী হইল। এই বিধবার মৃত্যুর পর গবর্নমেণ্ট উক্ত ভূমি পুনরধিকার করিলেন। বিশ্বস্ত সুবাদারের পুত্র পিতার পুরস্কার-লব্ধ সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইল;

"আমাদের বিশ্বাস, ইনাম কমিশনরগণের লোকেরা যে, তাহাদের কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে অপরের বাটীতে বলপূর্বক অনধিকার-প্রবেশ করিয়া গৃহের তালা ভগ্ন করে, সমস্ত দ্রব্য ধ্বংস করে এবং প্রয়োজনীয় দলীলাদি গ্রহণ করে, ইহা কখনই গবর্নমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। ইনাম কমিশনের লোকেরা যেরূপ অত্যাচার, অবিচার ও দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহা আমরা উল্লেখ করিতে লজ্জিত হইতেছি। তাহারা গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে অবাধে বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সমুদয় তালা ভাঙ্গিয়াছে এবং সমস্ত দলীল লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।"—Ludlow, Thoughts on the Policy &c., p. 260, note.

‡ Kaye's, Sepoy's War vol. I, p 177,

* Third Report on Colonization and settlement (India), p, 93. Comp. Ludlow, Thoughts on the Policy &c., p. 273.

** Thoughts on the Policy, &c., p. 273.

তাহার পিতার প্রভুপরায়ণতা ও বিশ্বাস এক্ষণে সে মহাপাপ স্বরূপ বলিয়া গণনা করিতে লাগিল *।

রাজস্ব বিভাগ যখন ভারতবর্ষের সমুদয়স্থলে সমুদয় ভূস্বামি সম্প্রদায়ের হৃদয়ে এইরূপ গভীর মালিন্যের উৎপাদন করিতেছিল, তখন দেওয়ানী বিভাগও এইসর্ব-সংহারক মহাসংগ্রামের প্রধান সহায় হইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকে। দেওয়ানী বিচারালয়ের কার্য-নৈপুণ্যে প্রাচীন ভূম্যধিকারিগণের অনেকেই পুরুষানুগত ভূমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হন। বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্মচারিগণের প্রবর্তিত সংহারিণী নীতি দেওয়ানী বিচারপতিদিগের বিচারে অটল, অনমনীয়, ও অজেয় হইয়া উঠে। প্রতি বৎসর ভূসম্পত্তি সমূহ এই দেওয়ানী বিচারালয়ের ডিক্রি অনুসারে বিক্রীত হইতে থাকে, প্রতি বৎসর ভূস্বামিগণ চিরন্তন স্বত্ব-ভ্রষ্ট হইয়া, নির্বিঘ্ন, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতে থাকেন। এইরূপে বিচারালয়ের বিচার-প্রণালী রাজস্ব-কার্য পদ্ধতির অনুমোদন করে, ভূমি-সম্বন্ধীয় বিপ্লবের অধিনায়ক হয়, ভারতের ভূম্যধিকারিগণের হৃদয়ে নিদারুণ তুষানল সঞ্চার করে এবং ব্রিটিশাধিকার ও ব্রিটিশ শাসনকে তীব্র হলাহলে কালিময় করিয়া তুলে। কর্মচারিগণের কার্য-প্রণালীর দোষে গবর্নমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ ও বিরাগ ক্রমেই সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। সকলেই ব্রিটিশ-নীতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে থাকে, সকলেই ব্রিটিশ শাসনে আপনাদিগকে অধঃপাতিত ও প্রনষ্ট-সর্বস্ব মনে করিতে থাকে এবং সকলেই কোন ভবিষ্য বিপ্লবের সময় আপনাদের বিনষ্ট ও বিচ্যুত স্বত্বের পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠে।

লর্ড ডেলহৌসীর উর্বর মস্তিষ্ক হইতে এই সংহারিণী প্রণালী প্রসূত হয় নাই, ডেলহৌসীর উদ্ভাবনী শক্তি-প্রভাবে এই অসাধারণ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়া, সাধারণের পূর্বস্মৃতি কলুষিত করে নাই। ডেলহৌসী কেবল এই প্রণালীর অনুমোদন ও সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন মাত্র। পূর্বাধিকৃত প্রদেশ-সমূহে এই প্রণালীর কার্য অনুমোদিত হইয়াছিল এবং ডেলহৌসী স্বয়ং যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ইহা সম্প্রসারিত হইয়াছিল। পঞ্জাবে যে সমস্ত রাজনীতিজ্ঞের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত ছিল, তাঁহারা এই প্রণালীর কার্যে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন, সার হারবার্ট এডওয়ার্ডিস্ এই ভয়ঙ্কর রণস্থলে ভয়ঙ্করী নীতির আক্রমণে প্রাচীন সর্দার ও ভূস্বামিদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া, বিরাগে ও ক্ষোভে পঞ্জাব পরিত্যাগ করেন। প্রশস্তমনা সার-হেনরী লরেন্সও প্রতি সংগ্রামে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় ভূম্যধিকারিগণের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া, পরাজয়ে অবনতমস্তক হন এবং

* Norton, Topics for Indian Statesman, p. 169.

পরিশেষে সমস্ত পঞ্জাবে এই সাম্য-প্রণালীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন এবং সমস্ত সর্দারকে হতমান, হত-সর্বস্ব ও হতাশ দেখিয়া, সে স্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করেন *। অযোধ্যাতেও এইপ্রণালী নিদারুণ আভ্যন্তরীণ বিপ্লব উৎপন্ন করে। এতদ্বারা একদিকে ভূমির অধিকারিগণ যেমন স্বত্ব-ভ্রষ্ট হইতে থাকেন, অপরদিকে তেমনিই প্রদেশীয় লোকে কার্যক্ষেত্র হইতে সুদূরে অপসারিত হইয়া পড়েন। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ও আমাদের দেশীয় রাজগণ-কর্তৃক নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্ত করণের ফলের বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আমাদের রাজগণ কোন নিষ্কর ভূমি গ্রহণ করিলে ভূস্বামী তাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হন না। সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদ তাঁহার সম্মুখে অবারিত থাকে, ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের শাসনাধীনে ভারতবর্ষের সন্তানগণই রাজস্ব ও সেনা-সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান প্রধান পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের শাসনে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় : ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধীনে সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদ ব্রিটিশ জাতির নিমিত্তই উন্মুক্ত থাকে। যাঁহাদের ভূসম্পত্তি ব্রিটিশ রাজের অধিকার-ভুক্ত হয়, তাঁহারা অনেক সময়ে বৈষয়িক মধুচক্র হইতে মধুসংগ্রহে প্রতিষিদ্ধ হন। সুতরাং নিদারুণ দৈন্য আসিয়া তাঁহাদের মর্মে-মর্মে তীব্র দুঃখানল সঞ্চারিত করে। তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধীনেও কোন কার্য-ক্ষেত্র লাভ করিতে পারেন না এবং ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট হইতেও বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারেন না। ইহাতে পূর্বস্মৃতি তাঁহাদের শিরায় উগ্রতর বিষ প্রবাহিত করে এবং বর্তমান অবস্থা শরাবের প্রতিস্তরে তুষাগ্নির উৎপত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। কঠোর রাজস্ব-প্রণালী এইরূপে বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি হতশ্রদ্ধ করে। ইহাঁদের মধ্যে কেবল রাজ-বংশীয়গণ অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন না, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী অনেক পুরোহিত ও যুদ্ধ-ব্যবসায়ী অনেক সৈনিক প্রধানগণেও ইহাঁদের সংখ্যা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকৃত নিষ্কর ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সনাতন ধর্ম-লোপের ভয় দেখাইয়া, সাধারণের বিরাগ পরিবর্ধিত ও সাধারণকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে অভিজাত ও সাধারণ সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বিরক্ত ও সহানুভূতি-শূন্য হইয়া উঠে এবং এইরূপে তাহাদের অন্তর্নিগূঢ় ধূমায়মান বহ্নি ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে।

* Raikes, Notes of the Revolt of the North-West Provinces of India. Comp. Kaye's Sepoy Wa, volr I.

ইনাম-কমিশনের পর বিচার-কার্যের দুই-এক স্থলেও গবর্নমেণ্টের সাতিশয় অব্যবস্থিতা প্রকাশ পায়। এস্থলে ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। জ্যোতিঃপ্রসাদ নামে একজন ধনী ও বিচক্ষণ কনট্রাক্টার আফ্‌গানিস্তান ও গোয়ালিয়রের যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে গবর্নমেণ্টের নিকট জ্যোতিঃপ্রসাদের একলক্ষ টাকা প্রাপ্য হয়; গবর্নমেণ্ট এই টাকা পরিশোধ করেন না। পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জ্যোতিঃপ্রসাদ আবার সৈন্যদিগের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রথমে এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে পূর্ব প্রাপ্য সমস্ত টাকা ও একটি "উপাধি" দিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে, তিনি পরিশেষে কমিশরিয়টের ভার গ্রহণ করেন। পঞ্জাবের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে জ্যোতিঃপ্রসাদ টাকা কি উপাধি, কিছুই প্রাপ্ত হন না। এদিকে তাঁহার হিসাব বিশিষ্ট-কঠোরভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করা হয় এবং ঘটনা-বিশেষে ভয় প্রদর্শিত হইতে থাকে। ইহার মধ্যে কমিশরিয়টের একজন কর্মচারী জ্যোতিঃ-প্রসাদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করেন। গবর্নমেণ্ট এই অভিযোগ শ্রবণে জ্যোতিঃপ্রসাদের বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হন, তাঁহার সর্বনাশ সাধনের সঙ্কল্প করেন এবং মেজর রাম্‌সে নামক একজন সৈনিক পুরুষকে ইহার অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। রাম্‌সে বিশিষ্ট মনোযোগ ও ধীরতার সহিত জ্যোতিঃপ্রসাদের হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া, সৈনিক-সমিতিতে জ্যোতি-প্রসাদকে নির্দোষ বলিয়া রিপোর্ট করেন। এই সমিতিতে তিনজন মেম্বার ছিলেন, ইহাদের দুইজন রাম্‌সের রিপোর্টে সম্মত হন, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি এবিষয় গবর্নর জেনারেলের সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। প্রায় শতবৎসর পূর্বে নন্দকুমারকে লইয়া যে কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। যিনি অসময়ে গবর্নমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া, গবর্নমেণ্টের সৈন্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইলেন; দুঃসময়ে উপকার করা এক্ষণে মহাপাপ স্বরূপ স্থির হইল, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ অধমর্ণ উত্তমর্ণকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে দণ্ডায়মান করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বে আগ্রাতে জ্যোতিঃপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। লাঙ্গ্ নামে একজন ইংরেজ বারিস্টার জ্যোতিঃপ্রসাদের পক্ষ সমর্থনে নিয়োজিত হইলেন। এদিকে জ্যোতিঃপ্রসাদ শঙ্কিত হইয়া, কলিকাতা পলায়ন করিলেন, কিন্তু কলিকাতাতেও তাঁহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী হইল। জ্যোতিঃপ্রসাদ

১৮৫১ খ্রী অব্দ

কলিকাতা হইতে আগ্রায় সমানীত হইলেন। বারদিন বিচার-কার্য চলিল, বারদিন অধমর্ণ গবর্নমেণ্টের নিয়োজিত জুরী ও বিচারপতির সমক্ষে, উত্তমর্ণ জ্যোতিঃপ্রসাদ বারিস্টার লাঙ্গের সাহায্যে আপনার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। শেষে ধর্মাধিকরণে ধর্মের সম্মান রক্ষিত হইল, ব্রিটিশ নীতি ও ব্রিটিশ ন্যায়ের নিকট ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট মস্তক অবনত করিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রকাশ্য বিচারালয়ে নির্দোষী বলিয়া সপ্রমাণ হইলেন এবং স্বদেশীয়গণের উৎসাহ-পূর্ণ আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে বিজয়-শ্রীতে শোভিত হইয়া, বিচার-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিঞ্চিদূন একশতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। নন্দকুমার একসময়ে গবর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করাতে ফাঁসী-কাষ্ঠে আত্মবিসর্জন করেন, জ্যোতিপ্রসাদ অন্য সময়ে গবর্নমেণ্টের নিকট আপনার ন্যায়ানুগত প্রাপ্য বিষয় প্রার্থনা করাতে নির্দোষী বলিয়া বিমুক্ত হন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সম্বন্ধে এই দুই বিষয়ই সমান লজ্জাকর ও সমান অপবাদ-জনক *।

রাজস্ব-সংক্রান্ত বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অনেকাংশে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে হিন্দুগণ যেমন সংযত-চিত্ত যোগীর ন্যায় স্বপদ্ধতির অনুমোদিত ক্রিয়া-কলাপ ও স্বপদ্ধতির অনুমোদিত বিদ্যা শিক্ষায় নিরত ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের শাসনাধীনে তাহার রূপান্তর হইতে থাকে। যে সংস্কার হিন্দুদিগের অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায় প্রবেশিত হইয়াছিল, সে সংস্কার কোম্পানীর মুল্লুকে দূরীভূত হইবার সূত্রপাত হয়। ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি অভ্যাস ও ইংরেজি রীতিতে সংস্কৃত হইয়া, এক অভিনব সম্প্রদায় পূর্ব সংস্কৃত-সমাজকে চমকিত করিয়া তুলেন। যে হিন্দু মহিলাগণ শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধার ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত থাকিতেন, যাঁহারা গৃহ প্রকোষ্ঠকেই পরিদৃশ্যমান জগতের শেষ সীমা জানিয়া, অসূর্যম্পশ্যারূপ পবিত্র সংজ্ঞায় ভূষিত হইতেন, তাঁহাদেরই কন্যাগণ এক্ষণে ইংরেজের স্থাপিত বিদ্যালয়ে ইংরেজি রীতিতে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, যে হিন্দুগণ একসময়ে তালপত্রে লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যাভাস করিতেন, তাঁহাদের সন্তানগণ এক্ষণে সুদৃশ্য ইংরেজি পুস্তক হস্তে ধারণ করিয়া ইংরেজি ভাষায় জলদ-গম্ভীর-স্বরে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে সমাজের একস্তরের উপর অন্যস্তর সংগঠিত হইতে আরম্ভ হয়, এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর

* British India its Races and its History, vol. II, pp. 182-183.

ব্রিটিশ-রাজের প্রসাদে সমাজ ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় এই উন্নতির স্রোত নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, যথাসাধ্য তাহা সম্প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন।

কিন্তু এই পরিবর্তন সাধারণের হৃদয় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত হয় নাই, সাধারণে এই পরিবর্তনে কোন অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কা করে নাই। পূর্বতন হিন্দুত্ব অবহেলিত ও পূর্বতন হিন্দুরীতি পাদদলিত হইলেও গোঁড়া হিন্দুগণ প্রশস্তচিত্তে গম্ভীরভাবে আপনাদের ধর্মসঙ্গত নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে ত্রুটি করেন নাই। সামাজিক রীতির পরিবর্তন ব্যতীত অন্য একটি বিষয়ের পরিবর্তনে সাধারণের হৃদয় সহজেই সংক্ষুব্ধ হইতে পারে। জাতি-বিচার-প্রণালী সমুদয় স্থলে সমুদয় হিন্দুগণের মধ্যেই সমাদৃত হইয়া থাকে। সকলেই এই জাতি-বিচারের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে, সকলেই আপনাদের জাতি রক্ষা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে। কেহই এই সনাতন রীতি হইতে বিচ্যুত হয় না এবং কেহই প্রাণ থাকিতে এই সনাতনধর্মে জলাঞ্জলি দিতে সম্মত হয় না। জাতি গেলে কিরূপ দুরবস্থায় পড়িতে হয়, কিরূপ সমাজিক সংস্রবশূন্য হইয়া থাকিতে হয়, কিরূপ ঈশ্বর-পরিত্যক্ত, ধর্মভ্রষ্ট, পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজন বিচ্যুত হইয়া, অন্তিমে অনন্তপদ প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ পূর্বক, ভীষণ অন্ধকারময় নরকে ডুবিতে হয়, তাহা বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলের হৃদয়েই গাঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে। এই জাতি-বিচারের প্রতি ইংরেজদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাঁহারা প্রজাদের জাতি রক্ষা করিতে কাতর হইতেন না এবং প্রজাদিগকেও তাহাদের আপন আপন জাতির অনুমোদিত কার্যানুষ্ঠানে প্রতিষেধ করিতেন না। কিন্তু এইরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও এইরূপ প্রগাঢ় যত্ন থাকিলেও সময় বিশেষে এক একটি কার্য-প্রণালী প্রবর্তিত হইয়া, সাধারণকে চমকিত ও সাধারণের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলে।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের অধীনেই প্রতিপালিত ও সংরক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি সমুদয় কার্যই গবর্নমেণ্ট নির্বাহ করিয়া থাকেন। পূর্বতন নিয়মানুসারে কয়েদিগণ খাদ্যদ্রব্যের জন্য গবর্নমেণ্ট হইতে নির্দিষ্টহারে টাকা পাইত। তাহারা এই টাকায় আপনাদের ইচ্ছামতো খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ ও আপনাদের রীতি-অনুসারে রন্ধন করিয়া ভোজন করিত। কিন্তু এই নিয়ম শেষে কারাশৃঙ্খলার সাতিশয় প্রতিরোধক হইয়া উঠিল। কয়েদিগণ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ বা রন্ধন জন্য অনেক বিলম্ব করিয়া, নির্দিষ্ট কার্য হইতে বিরত থাকিত।

এতন্নিবন্ধন তাহারা আহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইল। নির্দিষ্ট সময়ে এই বিভিন্ন দলের আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য নির্দিষ্ট পাচকগণ নিযুক্ত হইল। যাহাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করা হয়, পাচকগণ তাহাদের অপেক্ষা নিম্ন জাতির হইলে তাহাদের যে জাতি নষ্ট হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কারালয়ে পাচকগণ নিযুক্ত হওয়াতে উচ্চ জাতির কয়েদিগণ নিরতিশয় বিরক্ত হইল, সকলেই ব্রিটিশ কোম্পানীর উদারতা ব্যবস্থিতা-সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইয়া উঠিল; সকলেই মনে করিতে লাগিল, গবর্নমেণ্ট এবার জাতি নষ্ট করিয়া, সাধারণকে খ্রীস্টান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংস্কার কারাগৃহ ব্যতীত সমস্ত নগরে সংক্রান্ত হইল। নগরবাসিগণ এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখিয়া বিস্ময়ে ও বিরাগে হতবুদ্ধি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পাচকগণ কারাগৃহের পাচকালয়ে নিযুক্ত ছিল কি না, এস্থলে তদ্বিষয়ের উল্লেখের কোনও আবশ্যকতা নাই, অদ্য ব্রাহ্মণ পাচকগণ কারাগৃহে জাতিভেদপ্রণালীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে, কল্য হয়ত নিম্নশ্রেণীর লোকে তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিয়া, উচ্চশ্রেণীর কয়েদিদিগকে অনশনে রাখিতে পারে। সাধারণে ঈদৃশ আশঙ্কা করিয়াই, ম্রিয়মান হইল এবং ফিরিঙ্গী গবর্নমেণ্টের অধীনে জাতি নষ্ট হইবে ভাবিয়া, কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

ঈদৃশ বিরাগ ও আশঙ্কা কেবল হিন্দু ধর্মমূলক, এবং ঈদৃশ সাধারণ সন্ত্রাস কেবল হিন্দুজাতি হইতে উদ্ভূত। হিন্দু ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জাতির সহিত কারাগৃহস্থিত পাচকালয়ের তাদৃশ সংস্রব ছিল না। মুসলমানগণ এবিষয়ে বিশিষ্ট সহানুভূতি দেখায় নাই। কিন্তু বিষয়ান্তরের পরিবর্তনে তাহাদিগের মর্মে আঘাত লাগিয়াছিল। তাহারা দেখিল, তাহাদের চিরমান্য পারস্য ভাষা ধর্মাধিকরণ হইতে অপসারিত হইল, তাহারা দেখিল, তাহাদের চিরমান্য মৌলবীগণ ইংরেজ বিচারপতি ও ইংরেজ অধ্যাপকের সমক্ষে অধঃকৃত হইয়া উঠিল, ইহারপর তাহারা দেখিল, তাহাদের কলিকাতাস্থিত মাদ্রাসার সমুদয় ধর্ম-সম্বন্ধীয় দান রহিত হইয়া গেল; যে আচার, যে রীতি, যে ভাষা, এক শতাব্দীর অধিক কাল অক্ষুণ্ণ প্রতাপের সহিত ভারতবর্ষের সর্বত্র আধিপত্য প্রসারিত করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রতিকূল তেজের প্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া, পরিবর্তনশীল সময়ের আক্রমণে বিধ্বস্তপ্রায় হইতে লাগিল এবং কোন অভাবনীয় দৈবশক্তির বলে সর্বসংহারক কালের কুক্ষিশায়ী হইবার উপক্রম হইল। ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি ব্যবহার-পদ্ধতি মহম্মদীয় অধ্যাপকদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। অপরদিকে নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে তাঁহাদের বিরাগ শতগুণে বর্ধিত হইল। ইহার পর কারাগৃহে পাচক নিয়োজন দেখিয়া, তাঁহাদের হৃদয় ক্রমেই

আশঙ্কার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল ; এইরূপে মুসলমানগণও ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল * ।

লর্ড ডেলহৌসীর কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার কতিপয় বৎসর পূর্বে কারালয়-সমূহে পূর্বোক্ত প্রণালী প্রবর্তিত হয়। হঠাৎ ইহার প্রবর্তনায় যে, বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তখন বিশিষ্ট ধীরভাবে ও সমীচীনতা সহকারে ইহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ** । কিন্তু বৎসরের-পর-বৎসর অতীত হইতে লাগিল ; প্রতি বৎসর, এক প্রণালীর পর অন্য প্রণালী স্থান পরিগ্রহ করিতে লাগিল, এই পরিবর্তনে পূর্ব আশঙ্কা দূরে অপসারিত হইল এবং পূর্ব-সাবধানতা শিথিল হইয়া পড়িল। সুতরাং অনেক স্থানের কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ এই প্রণালীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে কুণ্ঠিত হইল না, তাহারা অপরিসীম সাহস ও অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত এই অভিনব প্রণালী প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইল। সাহাবাদ, সারণ, বিহার ও পাটনায় লোমহর্ষণ নিদারুণ কাণ্ডের রঙ্গভূমি হইল, শেষে দূরদর্শিতাবলে হিন্দুত্বের নিদর্শন-ক্ষেত্র, হিন্দু অধ্যাপকদিগের পূজনীয় স্থান, পুণ্যভূমি বারাণসী এই ভীষণ অভ্যুত্থান হইতে রক্ষা পাইল।

পাচক নিয়োজনে, কারাগৃহের কয়েদী ও পার্শ্ববর্তী অধিবাসিদের মধ্যে যেমন অসন্তোষ ও বিরাগের উৎপত্তি হয়, কয়েদিদের লোটা পরিবর্তনেও তেমনি অসন্তোষ ও বিরাগ চারিদিকে সম্প্রসারিত হইয়া উঠে। লোটা হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু স্থলবিশেষে এই লোটা উগ্রপ্রকৃতি ব্যক্তির হস্তে অস্ত্রের কার্যও করিয়া থাকে †। এজন্য কোন কোন স্থানে

---

* বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, হিন্দুদের অগ্রে মুসলমানগণই গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। বাঙ্গালার পুলিশ সুপরিণ্টেডেণ্ট ডাম্পিয়ার সাহেব একদা লিখিয়াছিলেন, "আমি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, মুসলমানগণ ভূমি বাজেয়াপ্ত-করণ, নূতন শিক্ষাপ্রণালী স্থাপন ও ইংরাজি শিক্ষায় উৎসাহদানে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহার পর কারাগৃহে পাচক নিয়োজন-প্রণালীর প্রবর্তনার কঠোরতা দেখিয়া, গবর্নমেণ্টের প্রতি তাহাদের বিরাগ অধিকতর বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।"—Vide Kaye's Sepoy War, vol. I p. 197, note.

** উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্নর ১৮৪১ অব্দের জুলাই মাসে প্রস্তাবিত বিষয়ে এই বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, "যদি এই প্রণালী প্রকৃতপ্রস্তাবে সাধারণের ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতের হানিকর হয় এবং কিয়দ্দিনের জন্যও কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের ভবিষ্যৎ আশার মূলোচ্ছেদ করে, তাহা হইলে গবর্নমেণ্ট ইহা প্রবর্তিত করিবেন না।"—Kaye's Sepoy War, vol, I, p. 198, note.

† কে সাহেব এবিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি কহেন, "১৮৩৪ অব্দের এপ্রিল মাসে আলিপুর

কয়েদিদিগকে লোটার পরিবর্তে মৃণ্ময়পাত্র দেওয়া হয়। খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পাচক নিযুক্ত হওয়াতে, যে কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, লোটার পরিবর্তে মৃণ্ময়পাত্র প্রদত্ত হওয়াতে তাহারই পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। মৃণ্ময়পাত্র প্রদান ও তাহার ব্যবহারাদেশ, কয়েদিদের মস্তিষ্কে অন্যরূপ জ্ঞান ও অন্যরূপ ধারণার সঞ্চার করিল। তাহারা ভাবিল, গবর্নমেণ্ট সকলের হস্তে মৃত্তিকাভাজন দিয়া, সকলের জাতি নষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; ধর্ম সংহারের অপরবিধ চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে, অপরবিধ চেষ্টা জাতিগত, অনুশাসন-গত ও সম্প্রদায়-গত পার্থক্য দূর করিতে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং কয়েদিগণ স্থির থাকিতে পারিল না, সাধারণেও এই অভাবনীয় আকস্মিক পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হইল না। আরাতে কারারুদ্ধগণ এরূপ উদ্রিক্ত হইয়া, এই প্রণালীর বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইল যে, কারারক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের আদেশে তাহাদের প্রতি গুলি করিতে কাতর হইল না। মজঃফরপুরেও সাধারণের বিরাগ এইরূপ পরিবর্ধিত হয়। তত্রত্য মাজিস্ট্রেট এই বিপ্লবকে, কয়েদিদের সাহায্যকারী ও কয়েদিদের প্রতি সহানুভূতি বিশিষ্ট অধিবাসিদের একটি ভয়ঙ্কর ও আকস্মিক অভ্যুত্থান বলিয়া, নির্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। নগরের প্রায় সমস্ত অধিবাসী ও বহুসংখ্য কৃষিজীবীতে এই অভ্যুত্থিতদল পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছিল, লোটা প্রত্যার্পিত না হইলে তাহারা কখনই শান্তভাবে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে না। শান্তিরক্ষক সৈন্যগণের আসিবার পূর্বে যদি কয়েদিগণ পলায়ন পূর্বক ধনাগার লুণ্ঠন ও নগরে অদৃষ্টচর উপদ্রব আরম্ভ করে, এই আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ এরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কয়েদিদিগকে লোটা প্রত্যর্পণ করিয়া, সাধারণকে শান্ত ও স্থির করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিয়াছিলেন।

কোনরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে লোকের মন যে, বিরক্ত ও নানা প্রকার আশঙ্কার তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠে, তাহা এই কারাগৃহের বিপ্লবে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ভারতবর্ষীয়গণ নিত্যসন্তুষ্ট হইলেও ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কা তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে এবং গভীর আতঙ্ক তীব্র তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, তাহাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু কয়েদিগণ ব্রিটিশ রাজকে অতুল সাগরে ডুবাইতে সমর্থ নহে; ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিতরেখা অপসারিত করিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিগণের কোনও ক্ষমতা নাই। তাহারা কেবল ক্ষণস্থায়ী

জেলের এক জন কয়েদী, তত্রত্য মাজিস্ট্রেট রিচার্ডসন সাহেবকে পিতলের লোটার আঘাতে হত্যা করিয়াছিল।"—Kaye's Sepoy War, vol. I, pp. 193-99. note,

আতঙ্কে উদ্রিক্ত হইয়া, ক্ষণস্থায়ী বিকার প্রদর্শন করে মাত্র। কারাগৃহের প্রণালী-পরিবর্তন কেবল পরীক্ষা-স্থল। গবর্নমেণ্ট এই পরীক্ষা-স্থলে পরিশেষে অকৃতকার্য হন নাই। কয়েদিগণ অপেক্ষা আর এক রণকুশল সম্প্রদায় আছে। তাহারা শৌর্যে বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় এবং সাহসে ও তেজস্বিতায় ভারতে অতুলনীয়। এই সাহসী ও তেজস্বী সম্প্রদায় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অব্যবস্থিততা বা বিদ্যাভিমানী মৌলবী ও পণ্ডিতদিগের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া, অত্যদ্ভুত, ভীষণ অনল-ক্রীড়া প্রদর্শনে অসমর্থ নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রিটিশ কোম্পানীর সিপাহী-সৈন্য—ইহার উৎপত্তি ও উন্নতি—ইহার অসন্তোষের কারণ—এতদ্দেশীয় অফিসরদিগের অবনতি—বিদ্রোহে সৈন্যগণের অসন্তোষ—ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য—অর্ধ বাটা—সিন্ধু ও পঞ্জাব অধিকার—রাজ্য-বৃদ্ধির ফল—লর্ড ডেলহৌসী ও সার চার্লস নেপিয়ার—ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ডেলহৌসীর স্বদেশে গমন—তাঁহার কৃতি ও কীর্তি—তাঁহার উত্তরাধিকারি নিয়োগ।

১৭৫৬-১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ

ভূস্বামি-সম্প্রদায় ও সমাজের আভ্যন্তরীণ ধর্মানুশাসন যেমন একদিকে পূর্বতন অবস্থা-ভ্রষ্ট ও পূর্বতন গৌরবচ্যুত হয়, তেমনই অন্যদিকে অন্য এক সম্প্রদায় উৎপন্ন ও উন্নত হইয়া রাজ্য শাসনের অঙ্গীভূত হইয়া উঠে। রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ভবিষ্য অনিষ্টের নিবারণ জন্য ইহা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয় এবং সর্বত্র শান্তি স্থাপনার্থ ইহা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া উঠে। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ ভাবিতেন, ভারতবর্ষ তরবারির সাহায্যে অধিকৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহা তরবারির সাহায্যেই রক্ষিত হইবে। সুতরাং যাবৎ এই অসি দৃঢ়রূপে হস্ত-নিবদ্ধ থাকিবে, তাবৎ কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। অসির এইরূপ মহৎ প্রয়োজন দেখিয়া, তাঁহারা বহুসংখ্যক অসি-রক্ষক নিযুক্ত করেন। ব্রিটেনিয়ার প্রাচ্য সাম্রাজ্য এইরূপে প্রায় তিন লক্ষ অস্ত্রধারী সৈন্যে সুরক্ষিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এই তিন লক্ষ সৈন্যের অতি অল্প অংশই ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে সংগৃহীত ও সমানীত হয়। ইংলণ্ডের মনুষ্য-সংখ্যা অথবা ভারতবর্ষের রাজস্ব, কখনও কেবল ব্রিটিশ সৈন্যদ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ নহে। এজন্য অধিকাংশ সৈন্য ইংরেজি

পদ্ধতি-অনুসারে শিক্ষিত, সজ্জিত ও ব্যবস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষ-রক্ষণে নিয়োজিত হয়। আমাদের দেশীয় যে অল্প সংখ্যক সৈন্য রবার্ট ক্লাইবকে বিজয়-বৈজয়ন্তীতে শোভিত করে, তাহা ক্রমে একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া উঠে। এই সম্প্রদায়, সাহসে অনমনীয়, তেজস্বিতায় অপ্রতিহত ও রণপাণ্ডিত্যে ব্রিটিশ সেনার সমকক্ষ হইয়া অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে কোম্পানীর মুল্লুক রক্ষা করিতে যত্নশীল হয়। বীরত্ব-প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষ অধিস্বামিগণের সাহায্যার্থ এইরূপে আপনার সন্তানদিগকে সামরিকবেশে সুসজ্জিত করিয়া, স্বীয় গৌরবের পরিচয় দিতে থাকে।

সিপাহিগণ যেমন বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্যে সমাদৃত হয়, তেমনই অটল বিশ্বাস ও অসামান্য প্রভু-ভক্তিতেও বরণীয় হইয়া উঠে। সকলেই প্রফুল্লচিত্তে ইহাদের প্রশংসাবাদে সাধারণের হৃদয়ে অচিন্তনীয় ও অনাস্বাদিত-পূর্ব প্রীতিরস সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। একজন সদাশয় ব্যক্তি একদা ভারতের গবর্নর জেনারেলের নিকট ভারতীয় সিপাহিদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাহারা (সিপাহিগণ) যে, জীবিত কাল পর্যন্ত আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তাহারা এবং তাহাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তিপূর্ণ সময়ে—যে সময়ে আমাদের শাসন বিধ্বস্ত-প্রায় বোধ হইয়াছিল, —আমাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষ দলের উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য সাধন করিয়াছে। তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিস্বামিদিগের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে*।"

ব্রিটিশ সেনার সহিত আমাদের দেশীয় সেনার তুলনা হইতে পারে না। নানা কারণে ও নানা বিষয়ে উভয়ে, উভয় হইতে বহুদূর অন্তরে অবস্থিত। একজন বৈদেশিক প্রভুর, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্মানুশাসনে, সর্বতোভাবে বৈদেশিকের ভৃত্যত্ব করে, অন্যজন তাহার স্বদেশীয় রাজার ও স্বদেশের কার্য-সাধনে নিয়োজিত থাকে; একজন অধিকাংশ সময়ে তাহার স্বজাতির, স্বধর্মের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, অন্যজন সকল সময়ে, ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া থাকে; একজনের প্রভুভক্তি প্রভু-দত্ত বেতনে সমুৎপন্ন ও প্রভুর সদাচরণে পরিবর্ধিত হয়, অন্যজনের প্রভুভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত পরিপুষ্ট হয় এবং

* Why is the Native Army Disaffected ?— An address to the Right Honorable the Governor-General of India by an old Indian, p. 2.

আপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও আমাদের দেশীয় সৈন্য ব্রিটিশ রাজের অনুগত ও ব্রিটিশ রাজের আজ্ঞানুবর্তী। অর্থ ও সদাচরণের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তি ক্রীত হয়, তাহা অনেক সময়ে ও অনেক স্থলে, প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্তব্যনিষ্ঠাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে।

বহুবিধ কষ্ট অথবা অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহী কখনও কর্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, সিপাহী সর্বপ্রকার কষ্ট-ভার বহনে প্রবৃত্ত হয় এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, সমীহিত সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন অনিচ্ছা ইহাকে কর্তব্য-পথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধিনায়কের অধীনে থাকিয়া, সিপাহী সর্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসাহ-সহকারে ব্রত-ধর্ম প্রতিপালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অসন্দিগ্ধভাবে এই ভিন্ন দেশীয় অধিনায়কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অম্লানভাবে তাঁহার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহার সাধনা প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার সদ্‌গুণ অবনত হইয়া পড়ে না। সে বিপত্তি-সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত হইয়াও, আপনার যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সতীর্থ ব্রিটিশ সেনার তৃপ্তিসাধনে অগ্রসর হয়; সে ইউরোপীয়ের সাহস ও তেজস্বিতা যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়, সে স্থানেও অবাধে ও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়া, আপন দলের পতাকা সংস্থাপিত করে; এবং সে যুদ্ধের সময় আপনার বহু পরিশ্রমলভ্য যৎকিঞ্চিৎ বেতনের অংশ দিয়া, ব্রিটিশ-রাজের সাহায্য করিয়া থাকে। পবিত্র ইতিহাসের প্রতি পত্রে তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুভক্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার মহত্ত্ব, তাহার একপ্রাণতা, তাহার কর্তব্য-বুদ্ধি, তাহার স্বার্থ-ত্যাগ অনন্তকাল তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ের অযুত শৃঙ্গপাতেও তাহার গৌরব-স্তম্ভ বিচূর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না এবং ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও তাহার কীর্তি-চিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে না।

দক্ষিণাপথে যখন ইংরেজ ও ফরাসীগণ পরস্পরের বিক্রমস্পর্ধী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তখন কোম্পানীর সিপাহি-সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়। সুদূর-বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশই সিপাহী-সৈন্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্র। এই সিপাহী-সৈন্য প্রথমে অল্পসংখ্যক হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণে কোম্পানীর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিমুখ হয় নাই। ক্রমে রণ-পারদর্শিতা ও ক্ষমতাবলে ইহারা উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করে, গুরুতর কর্তব্য সাধনে সুযোগ্য পাত্র হয় এবং সমরক্ষেত্রে

ইউরোপীয় বীরপুরুষের সমকক্ষ হইয়া উঠে। ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক ইংরেজি প্রণালীতে শিক্ষিত ও ইংরেজি প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া, এই উচ্চশ্রেণীর রাজপুত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ গৌরবে সমুন্নত হয় এবং বিজয়-শ্রীতে সম্বর্ধিত হইয়া যুদ্ধ-ব্যবসায়ে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া উঠে। তাহারা মাদুরা আক্রমণে কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, আর্কট রক্ষণে কিরূপ সাহস দেখাইয়াছিল, কডালুরে কিরূপ সুকৌশলে সর্বোৎকৃষ্ট ফরাসী সৈন্যের সহিত সম্মিনে সম্মিনে যুদ্ধ করিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহা আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। সর্বপ্রকার ক্ষমতা. সর্বপ্রকার দায়িত্ব, সর্বপ্রকার সম্মান ও সর্বপ্রকার পুরস্কার, সে সময়ে কেবল ইংরেজ সেনাপতিদিগের একায়ত্ত ছিল। সুশিক্ষিত সুব্যবস্থিত ও সুপটু ভারতবর্ষীয় সৈনিকগণও সে সকলের অংশগ্রাহী হইয়াছিল। শ্বেতকায় সৈনিক-প্রধানগণ ভারতীয় সেনাপতির হস্তে ভারতীয় সৈন্যগণের পরিচালন-ভার সমর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কৃষ্ণকায় সেনাপতিগণ তাহাদের শ্বেতকায় সতীর্থদিগের ন্যায় অশ্বারোহণে আপন আপন সৈন্যদল পরিচালন করিয়াছেন। সাহসে, পরাক্রমে ও কৌশলে এবিষয়ে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা লক্ষিত হয় নাই। উষ্ণীষের আশ্রিত সৈন্যগণ গোলাকার টুপির আশ্রিত সৈন্যগণের ন্যায়, সাহসিকতা ও রণদক্ষতার জন্য সম্মানিত ও সম্বর্ধিত হইয়াছে।

যে সময়ে অন্ধকূপ-হত্যার লোমহর্ষণ সংবাদ মান্দ্রাজে উপস্থিত হয়, একজন দৃঢ়কায় তরুণ-বয়স্ক পুরুষ যে সময়ে ভবিষ্য সৌভাগ্যের রেখাপাত করিতে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করেন, সে সময়ে ইংরেজদের ভাগীরথীর তটবর্তী বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কোন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল না। কিন্তু মান্দ্রাজে আমাদের দেশীয় ১৪ দল সৈন্য অবস্থান করিতেছিল; সহস্র সংখ্যায় ইহার প্রতিদল সংগঠিত হইয়াছিল। ক্লাইব ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে আরোহণ করেন এবং সুনীল বারি-রাশি অতিক্রম করিয়া, কলিকাতায় উপনীত হন। কলিকাতা সহজেই অধিকৃত হয়। এই সময় হইতেই ক্লাইব বাঙ্গালায় সৈন্যদল সংগঠন করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাগুণে বাঙ্গালার সৈনিকদল ক্রমেই পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইতে থাকে। এই সৈন্যগণ পলাশীর ক্ষেত্রে তাহার মান্দ্রাজদেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত তুল্য বিক্রমে ও তুল্য দক্ষতায় যুদ্ধ করিয়াছিল। ইহার আট বৎসর পরে এই একদল সৈন্যের স্থলে নয়দল হয়, এবং মান্দ্রাজের ন্যায় প্রতিদলে সহস্রপরিমিত সৈনিক পুরুষ বর্তমান থাকে।

যাঁহারা সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত ইউরোপীয় সৈন্য পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই বাঙ্গালার এই সিপাহিদিগকে উৎকৃষ্ট সৈন্য বলিয়া নির্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন

নাই। ইংরেজি পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত ও ইংরেজি রীতিতে পরিচালিত হইয়া এই সেনাগণ ইংরেজ সৈন্যের ক্ষমতাস্পর্ধী হইয়া উঠে। ইংরেজেরা এই সৈন্যদিগের প্রতি কোনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। যে প্রণালী ইহাদের ধর্ম, জাতি বা অনুশাসনের বিরোধী হইতে পারে, তাহা কখনও প্রবর্তিত হয় নাই। সিপাহিগণ আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত এবং সন্তুষ্ট থাকিয়াই রণস্থলে ব্রিটিশ রাজের পক্ষ সমর্থন করিত। তাঁহারা আপনাদের প্রণালী অনুসারে পৃথকভাবে অবস্থান করিত, পৃথকভাবে রন্ধন করিত, এবং পৃথকভাবে ভোজন করিত। তাহাদের কণ্ঠী ধারণে, তাহাদের কর্ণ-ভূষণ পরিধানে, এবং তাহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক তিলক ব্যবহারে কেহই বিরক্ত হইত না এবং কেহই তাহাদিগকে এই সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া, শ্বেত-পুরুষের দলে সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিত না। শ্বেতকায়গণ যে, তাহাদিকে আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করিবেন, এ আশঙ্কা কখনই তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। সুতরাং তাহারা সুখী ও সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকিত, আপনাদের সেনাপতির আজ্ঞাবাহক হইত এবং আপনাদের গবর্ণমেণ্টের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ততা দেখাইত।

সিপাহিগণ কখনই নিমক্‌হারাম ছিল না; তাহারা যাহাদের লবণ ভক্ষণ করিয়াছে, কখনই তাহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইত না এবং যাহাদের হস্ত তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে উন্মুখ রহিয়াছে, কখনই তাহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইত না। কৃতজ্ঞতা, প্রভুভক্তি ও প্রভু-বিশ্বাসে তাহারা সর্বদা গৌরবান্বিত থাকিত। কিন্তু যদি তাহারা দেখিত, তাহাদের প্রতিপালক, তাহাদের বিরুদ্ধ-মতবর্তী হইয়াছেন, তাহারা অপরিসীম সাহস ও অটল বিশ্বাসের সহিত এতদিন যাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, তিনিই তাহাদের প্রতিকূলতা সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা ক্ষোভে ও বিরাগে মর্মাহত হইয়া পড়িত। এ ক্ষোভ ও বিরাগ শীঘ্র বিস্মৃতির সলিলে নিমজ্জিত হইত না। ইহা পুটপাকের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তর দগ্ধ করিতে থাকিত।

বাঙ্গালার সিপাহী সৈন্য এক্ষণে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হয়। কিন্তু সিপাহী-সৈন্যদল এই অসন্তোষের উদ্ভব-ক্ষেত্র নহে। ইউরোপীয় সৈনিক সম্প্রদায় হইতে এই অসন্তোষ সিপাহী সৈন্যে সংক্রান্ত হইয়াছিল। কোম্পানীর সৈন্যদিগের নিমিত্ত মীরজাফরের প্রদত্ত অর্থ আসিতে বিলম্ব হওয়াতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ সাতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু যখন টাকা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সিপাহিগণ ইহার অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে।

১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দ

তাহাদের এই বিরক্তি অকারণে সমুদ্ভুত হয় নাই। তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত তুল্য পরাক্রমে, তুল্য সাহসে কোম্পানীর কার্য করিয়াছিল, সুতরাং ইহার পুরস্কার তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত সমানভাবে পাইবার প্রত্যাশী হইয়াছিল। কিন্তু বর্ণ জাতি ও ধর্মের বিভিন্নতার ন্যায় এ বিষয়েও ইউরোপীয়গণ ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা হইয়াছিল*। সুতরাং এ অকারণ পার্থক্য বিধানে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই এবং এ অসন্তোষও তাহারা শীঘ্র শীঘ্র হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। যে বহ্নি-রেখা তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অমনি নির্বাপিত হইল না। বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই একদল সৈন্য ব্রিটিশ অফিসরদিগকে আক্রমণ ও অবরোধ করিল এবং দৃঢ়তার সহিত কহিল, তাহারা কখনই কোম্পানীর অধীনে কার্য করিবে না। কিন্তু কঠোর হস্ত, কঠোর বিচার-প্রণালী সিপাহিদিগের এ অবাধ্যতা প্রতিরোধ করিতে নিরস্ত থাকিল না। ২৪ জন সিপাহী বিদ্রোহ-অপরাধে অভিযুক্ত হইল, ছাপড়ার সৈনিক বিচারালয়ে ইহাদের বিচারকার্য চলিতে লাগিল, পরিশেষে ইহারা দোষী বলিয়া সপ্রমাণ হইল, এবং অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ইহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দিবার আদেশ প্রচার হইল।

একশত বৎসরের অধিক কাল হইল, এই আদেশ কার্যে পরিণত হইয়াছে, একশত বৎসরেরও অধিক কাল হইল, চতুরধিক-বিংশতি জন সিপাহী স্বশ্রেণীর, সতীর্থদিগের সমকক্ষে অকাতরে অম্লানভাবে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। সিপাহিগণ অনেক লোমহর্ষণ ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু এই শোচনীয় ও ভয়াবহ কাণ্ড অপেক্ষা তাহাদের পূর্বস্মৃতিতে আর কোন ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রতিভাসিত হয় নাই। এ দৃশ্য যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি গভীর সন্ত্রাস ও গভীর মনোবেদনার উদ্দীপক। ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যগণ প্রশস্তক্ষেত্রে সমবেত হইল, কামানগুলি গোলা-পূর্ণ হইয়া, ভয়ঙ্কর সময়ের ভয়ঙ্করত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিল এবং অবরুদ্ধ ও দণ্ডার্হ সিপাহিগণ দণ্ড গ্রহণ করিতে এইস্থানে উপস্থাপিত হইল। বাঙ্গালার সৈন্যদলের অধ্যক্ষ মেজর মন্রো এই লোমহর্ষণ, ভীষণ ঘটনার প্রধান পরিচালক হইলেন। তাঁহার আদেশে প্রথম চারি-জন অপরাধী কামানের মুখে আবদ্ধ হইল এবং তাঁহার আদেশে কয়েকজন ভীষণ-মূর্তি কামান-রক্ষক শেষকার্য সম্পাদনার্থ দণ্ডায়মান হইল। এই শেষ-কার্য সম্পন্ন

* ইউরোপীয় সৈন্যদলের একজন সামান্য সৈনিক (Private) যখন চল্লিশ টাকা পায়, তখন সিপাহীকে ছয় টাকা দিবার প্রস্তাব হয়। অবশেষে ইহাদের অংশে কুড়ি টাকা করিয়া পড়িয়াছিল। Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 206, note.

হইতে কালবিলম্ব হইল না। মন্‌রোর অনুজ্ঞায় কামানে আবদ্ধ চারিজন বিশাল দেহ, ভীষণ-মূর্তি সিপাহীর প্রাণবায়ু অনন্ত অসীম বায়ুপ্রবাহে মিশিয়া গেল।

এই ভীষণ সময়ে, ভীষণকার্যের রঙ্গভূমিতে, ভীষণ অভিনয় দেখিয়া, সিপাহিদিগের প্রতিজনের মুখেই এক অভূতপূর্ব ও অনির্বচনীয় কালিমা লীলা করিতে লাগিল এবং প্রতিজনেরই গণ্ডদেশ অশ্রু-প্রবাহে প্লাবিত হইল। ব্রিটিশ সৈন্যগণের সমক্ষে ব্রিটিশ সেনাপতির আদেশে তাহাদের স্বজাতির এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে তাহারা নিদারুণ মর্মপীড়ায় হতজ্ঞান হইয়া উঠিল। একে একে কুড়িজন এইরূপে কামানের মুখে আবদ্ধ হইয়া, নীরবে ধীরভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিল এবং একে একে সমুদয় সৈন্যদল নীরবে ধীরভাবে এই শোচনীয় কাণ্ড চাহিয়া দেখিল। অবশিষ্ট চারিজনকে স্থলান্তরের সিপাহিদিগকে ব্রিটিশ সিংহের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ জানাইবার নিমিত্ত, পূর্বের ন্যায়, মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার নিমিত্ত রাখা রহিল। কিন্তু ইহাতেই এই ভয়ঙ্কর অভিনয় পর্যবসিত হয় নাই। বাঁকীপুরে আরও ছয়জন সিপাহীর বিচার হয় এবং তাহাদেরও জীবন-স্রোত এইরূপে অনন্ত কালস্রোতে বিলীন হইয়া যায়। এইকার্য দয়া ও ক্ষমতার বিরোধী হইলেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সাধারণ শান্তি স্থাপনার্থ ইহা সম্পন্ন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, দয়া ও ক্ষমা নীরবে ও ম্লানমুখে এই কার্য চাহিয়া দেখিল, নীরবে ও ম্লানমুখে ইহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং নীরবে ও ম্লানমুখে শান্তির বিঘ্ন দূরীকরণ জন্য ইহার অনুমোদন করিল।

এই কঠোর শিক্ষা ও কঠোর শাস্তি-প্রদান নিষ্ফল হয় নাই। সিপাহিগণ এই অবধিই কোম্পানীর অক্ষুণ্ণ প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করে এবং এই অবধিই বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সকল বিষয়েই কোম্পানীর আনুগত্য করিতে থাকে। তাহারা এই অবধি বুঝিতে পারিল, যেই হউক, কোম্পানীর বিরুদ্ধাচারী হইলে, তাহাকে হত-সর্বস্ব হত-মান ও হত-জীবন হইতে হইবে। ব্রিটিশ দণ্ড নীতি, জাতি-বিচার, শ্রেণী-বিচার ও প্রণালী-বিচার না করিয়া সকলকেই অন্যায়ের ফল-ভাগী করিবে। এই ধারণা ও এই বিশ্বাস পরিণামে অনেক মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। ক্লাইবের সময় ইউরোপীয় সৈন্যগণ যখন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, তখন দেশীয় সৈন্যগণ তাহাদের পৃষ্ঠপূরক হয় নাই। ক্লাইব এই বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত সিপাহী লইয়াই ইউরোপীয় সৈন্যের অশান্তভাব নিবারণ করিয়াছিলেন। যদি এই সময়ে সিপাহী-সৈন্য ইউরোপীয় অফিসরদিগের সাহায্যকারী হইত, তাহা হইলে গবর্নমেণ্ট নিঃসন্দেহ অনেক কষ্ট ও অসুবিধায় পতিত হইতেন। কিন্তু সিপাহিগণ আশ্রয়-দাতা ও প্রতিপালক কর্তার প্রতি আর অবিশ্বাসী হয় নাই, কিম্বা হঠকারিতা ও অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া,

আপনাদের চিরন্তন ধর্মে আর জলাঞ্জলি দেয় নাই। তাহারা কোম্পানীর লুন খাইয়াছিল, সুতরাং প্রতিকূল-পক্ষীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানীর পক্ষ সমর্থনেই উদ্যত হইল। সিপাহিদিগের এই অটল বিশ্বাস ও প্রভুভক্তি ক্লাইবের অবিদিত ছিল না। ক্লাইব কেবল এই সিপাহিদিগের উপর বিশ্বাস করিয়াই, বিশিষ্ট দৃঢ়তার সহিত তাঁহার সহযোগী স্মিথ ও ফ্লেচারকে ইউরোপীয় অফিসারদিগের অসন্তোষ দূরীভূত করিতে লিখিয়াছিলেন। সিপাহিগণ আপনাদের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে সেনাপতির আদেশে বিদ্রোহোন্মুখ ইউরোপীর অফিসরদিগকেও গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিল *। সিপাহিদিগের এই দৃঢ়তা দেখিয়া, ক্লাইব সুস্থির হইলেন। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন, বিপদের আশঙ্কা অতীত হইয়াছে; নিশ্চিত বুঝিলেন, যদি সমস্ত ইউরোপীয় সৈন্য বিদ্রোহী হয়, তহা হইলেও তিনি এই কৃষ্ণবর্ণ সিপাহিদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহাগ্নি নির্বাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গালার সিপাহীগণ কেবল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলিয়াও সমাজে সম্মানিত ছিল। ইহারা কুলমর্যাদার গৌরবান্বিত ছিল এবং পুরুষাধিগত ধার্মানুশাসন রক্ষা করিতে যত্নপর থাকিত। দক্ষিণাপথের সেনাগণও এইরূপে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত থাকিয়া, আপন আপন ধর্ম-পদ্ধতির অনুরূপ কার্যানুষ্ঠান করিত। ইহাদের নিয়ম অথবা ব্যবহার-প্রণালীর প্রতি এ পর্যন্ত কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু শেষে সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ এক শৃঙ্খলার পর আর এক শৃঙ্খলা প্রবর্তিত করিতে লাগিলেন, প্রতি শৃঙ্খলাতেই নূতন ধারণা, নূতন প্রস্তাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ দাক্ষিণাত্য সৈন্যদলে নূতন প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিলেন। এই সেনাদল ইংরেজি রীতিতে শিক্ষিত হইল, ইংরেজি রীতিতে সজ্জিত হইল এবং ইংরেজি রীতিতে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। কেবল ইহাতেই প্রবর্তমান শৃঙ্খলার পরিসমাপ্তি হইল না। সিপাহিগণ যে কর্ণভূষণ ও তিলক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, যাহাকে তাহারা জাতীয় গৌরবের একটি প্রধান চিহ্ন মনে করিত, তাহা হইতেও বিচ্যুত হইল **।

---

* Browne, History of the Bengal Army, vol. I, p. 589.

ক্লাইব এ সম্বন্ধে স্মিথ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—"এই ঘটনায় কৃষ্ণবর্ণ সিপাহী অফিসারেরা বিশ্বস্ততা ও কার্যক্ষমতার বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছে। তাহারা যাবৎ এইরূপ বিশ্বস্ত ও কার্যক্ষম থাকিবে ইউরোপীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহোন্মুখ হইলেও তাবৎ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"—*Clive to Smith, May 15, 1760, M. S. Records.* Comp. Kaye's Sepoy War, vol. I, p. 210, note.

** Standing Orders of Madras Army, Para. 10, Sec, 11, সিপাহীরা যখন সৈনিক বেশ

ইহার পর তাহাদের উষ্ণীষ দূরে অপসারিত হইল এবং তাহার স্থলে ইংরেজি প্রণালীর অনুযায়ী গোল টুপি স্থান পরিগ্রহ করিল।

সিপাহিগণ তত্ত্বজ্ঞ বা কারণানুসন্ধায়ী নহে। তাহারা সদা কৌতূহলপর ও সদা সন্দিগ্ধ। এই কৌতূহল ও সন্দেহে তাহারা অনেক সময়ে ন্যায়মার্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়পথে পরিচালিত হইত। নূতনপ্রকার টুপি ব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কায় সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ইংরেজি প্রণালীর টুপি দেখিয়া তাহারা মনে ভাবিল, গবর্নমেণ্ট এবার তাহাদের সকলকেই খ্রীস্টান করিবার কল্পনা করিয়াছেন। ইহার পর আর এক ধারণা আসিয়া তাহাদের পূর্ব আশঙ্কা দ্বিগুণ করিয়া তুলিল, তাহারা মনে ভাবিল, এই সকল টুপি গাভী ও শূকরের চর্মে নির্মিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তুল্যরূপ অস্পৃশ্য। শ্মশ্রুচ্ছেদন, কর্ণ-ভূষণ অপসারণ ও তিলক ব্যবহারের নিষেধে সিপাহিগণের গভীর আতঙ্ক ও গভীর সন্ত্রাস ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল। হিন্দু সিপাহিগণ যেমন তিলক ব্যবহারের নিষেধে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইল, মুসলমান সিপাহিগণ শ্মশ্রুচ্ছেদন ও কর্ণ-ভূষণের অপসারণে তেমনি বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে উভয় শ্রেণীর সিপাহিগণই গভীর মনোবেদনায় অস্থির হইয়া কোম্পানী-রাজকে অনিষ্টকারী ও অব্যবস্থিত বলিয়া মনে করে। ১৮০৬ অব্দের বসন্তকালে তাহারা পরস্পর আপনাদের জাতি ও ধর্ম-শাসন রক্ষা-সম্বন্ধীয় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়। এপ্রিল ও মে মাসে সিপাহিগণ অনেক অবকাশ পাইয়াছিল, এই সময়ে ইংরেজ অফিসরেরা আপন আপন সেনাদিগকে কদাচিৎ পরিদর্শন করিতেন এবং কদাচিৎ বা সৈন্য-শ্রেণীর প্যারেডে উপস্থিত হইতেন। সুতরাং সিপাহিরা প্রায়ই নিষ্কর্মা থাকিয়া আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হইত, অথবা অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ও ফকীরদের নিকট নানা প্রকার গল্প শুনিয়া, অবকাশ-কাল অতিবাহিত করিত। এইরূপ অবস্থায় তাহারা প্রায়ই টুপি ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত থাকিত, প্রায়ই বাজারের গল্প ও ফকীরদের নিকট ধর্মবিলোপের সংবাদ শুনিয়া, অধিকতর শঙ্কান্বিত সন্ত্রস্ত হইয়া হইয়া উঠিত। সুতরাং ঈদৃশ অবকাশ ও ঈদৃশী বৈষয়িক ব্যাপারে অনাসক্তি অসন্তোষ, বিরাগ ও শাত্রব-বুদ্ধি সমুত্তেজনের প্রধানতম কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কোম্পানীর কার্যের সম্বন্ধে সিপাহিদিগের অনেক অভিযোগ বর্তমান ছিল।

পরিধান করিবে, তখন কেহই তিলক, ফোঁটা অথবা কর্ণভূষণ রাখিতে পারিবে না। অধিকন্তু প্যারেডের সময় হনুদেশের কেশ চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে।—Comp. Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 218, note.

তাহারা যদি কায়মনোবাক্যে গবর্নমেণ্টের কার্য সাধন করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলেও সুবাদার অপেক্ষা উচ্চতর পদ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। এক সময়ে সিপাহীরা বিশ্বস্ততা ও সৎকার্যের বলে উচ্চপদে অধিরূঢ় হইত, কিন্তু সে সময় শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। সিপাহী অফিসরেরা উন্নত না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবনত হইয়া পড়ে। যে মর্যাদায় তাহারা আপন আপন দলে আধিপত্য করিয়াছিল, যে মর্যাদায় তাহারা অপরের নিকট গৌরবান্বিত থাকিত এবং যে মর্যাদা তাহাদের আত্মাদরের উদ্দীপক ছিল, ইংরেজদের ক্ষমতাবলে তাহাদের সে মর্যাদা বিনষ্ট হয়। তাহারা এক্ষণে আপন আপন দলে পূর্বতন গৌরবের ভগ্নপ্রায় কঙ্কাল ও পূর্বতন সম্মানের বিলুপ্তপ্রায় ছায়া-স্বরূপ বর্তমান থাকে। সিপাহীরা যখন কার্যে নিযুক্ত থাকে, তখন ইংরেজ অফিসর দেখিলেই অস্ত্র সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া থাকে। কিন্তু একজন ইংরেজ সৈন্য, সিপাহী অফিসরদিগের সমক্ষে এরূপ শিষ্টতার পরিচয় দেয় না। তাহারা কোনপ্রকার অভিবাদন না করিয়া. ইহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। ঈদৃশী শীলতা-হানি কেবল ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্যারেড-ভূমিতে ইংরেজ অফিসরেরা ভুলক্রমে অশুদ্ধ আদেশ-জ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করেন, অথচ নির্দোষী সিপাহিদিগের স্কন্ধে এই দোষ-ভার নিক্ষিপ্ত হয়। যে সকল সিপাহী-অফিসর কোম্পানীর কার্য করিয়া মস্তকের কেশ শুক্ল করিয়াছেন, তাহাদিগকেও সামান্য ইউরোপীয় সৈনিকগণ নিন্দা বা বিদ্রূপ করে। অভিযান-সময়ে সিপাহী-অফিসরদিগকে বাধ্য হইয়া সামান্য সৈনিকদিগের সহিত একত্রে এক শিবিরে অবস্থান করিতে হইয়া থাকে। যদি তাঁহারা নিজব্যয়ে ঘোটকারোহণে গমন করেন, তাহা হইলেও ইংরেজ অফিসরদের হস্তে তাঁহাদের নিস্তার থাকে না। সিপাহীরা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া থাকে, নিজাম ও মারহাট্টা অধিপতিদের সিপাহিরা তাহাদের সুবাদার ও জমাদার অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহার পর ব্রিটিশ কোম্পানী কার্যানুরোধে সিপাহিদিগকে অনেক দূরদেশে লইয়া যান, যদি তাহারা এই অজ্ঞাতচর, অদৃষ্টপূর্ব ও অপরিচিত স্থানে কালের কবলশায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাদের, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের দুরবস্থার ইয়ত্তা থাকে না, তাহারা দারুণ দৈন্য-গ্রস্ত হইয়া, ভিখারীর অবস্থায় পাতিত হইয়া থাকে। দেশীয় রাজারা কোন প্রদেশ অধিকার করিলে উৎকৃষ্ট সৈন্যদিগকে পুরস্কার স্বরূপ ভূমি দান করিয়া থাকেন ; কিন্তু কোম্পানী ইহার পরিবর্তে তাহাদিগকে কেবল মিষ্ট কথা দিয়াই শান্ত করিয়া রাখেন। ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিসেরাও কোম্পানীর সিপাহী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বেতন পায় এবং অধিক পরিমাণে সুখে থাকে। সিপাহীরা অনেক সময়ে সামান্য পশুর ন্যায়

পাদদলিত ও অবহেলিত হইয়া থাকে। এরূপও কথিত হইয়া থাকে যে, সৈন্যাধ্যক্ষ আর্থর ওয়েলেস্‌লী তাঁহার আহত সিপাহিদিগকে গুলি করিয়া নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

সিপাহিদিগের এই অভিযোগ কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ হইলেও ইহার অভ্যন্তরে যে অনেক সত্য গূঢ়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু এতন্নিবন্ধন বিরাগ ও অসন্তোষ সিপাহীরা দীর্ঘকাল সহ্য করিয়া আসিয়াছে এবং দীর্ঘকাল ইহা আপনাদের হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই হৃদয়-নিহিত বিরাগ ও অসন্তোষের উদ্দীপনায় কোনও আকস্মিক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয় নাই। কিন্তু শেষে গোল টুপি পরিধানের আদেশ প্রচার হওয়াতে এবং ফোঁটা ও কর্ণ-ভূষণের অপসারণে তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, তাহাদের সম্ভ্রম নষ্ট ও জাতি নষ্ট হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহারা ভাবিল, ব্রিটিশ কোম্পানী তাহাদিগকে আপনার জাতিতে আপনার ধর্মানুশাসনে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; ইহার পর তাহারা ভাবিল তাহাদের ভীষণ অন্ধকারময় নরকযাতনার সময় আসন্ন হইয়াছে। যে ভবিষ্য সুখ, ভবি আমোদ ও ভবিষ্য তৃপ্তি তাহাদের সম্মুখে নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং ঘোর অন্ধকারময় ভয়ঙ্কর বিভীষিকা তাহাদের সম্মুখে আগন্তুককালের করাল মূর্তির ছায়া প্রসারিত করিল। সে সন্তোষ, সে প্রীতি ও সে অনুরাগ অনন্ত সময়ের গর্ভে বিলীন হইল, তাহার পরিবর্ত্তে, অসন্তোষ, বিরাগ ও শাত্রব-বুদ্ধি তাহাদের হৃদয় কালিময় করিয়া তুলিল। তাহারা বুঝিল, এক্ষণে তাহাদের জাতি ও সম্ভ্রম রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না, জীবন পর্যন্ত পণ করিয়া আপনাদের বংশ-মর্যাদা রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইল। একভাব হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী একপ্রাণ হইয়া আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইল। এই অভ্যুত্থানের অধিনেতা ও শিক্ষাদাতাও দূরবর্তী ছিলেন না। মহীসুরের মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে হায়দরের প্রতাপ এক সময়ে সমস্ত দক্ষিণাপথে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে কেবল পূর্ব-স্মৃতিতেই প্রতিফলিত হইত। নিয়তিনেমির নিদারুণ পরিবর্ত্তনে ও সর্বসংহারক কালের আক্রমণে হায়দরের বংশধরগণ সিংহাসন-ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের অধীনে বহুসংখ্য অর্থ ও বহুসংখ্য স্বধর্মাবলম্বী অনুচর ছিল। তাঁহারা এক্ষণে এই দুর্গের আলস্যবর্ধক সুখ-শয্যায় সমাসীন হইয়া বিনষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সিপাহিদিগের সাহায্য ব্যতীত এই সুখ-স্বপ্ন অপ্রতিহত

রাখিতে তাঁহারা সমর্থ ছিলেন না। সুতরাং এই সিপাহিদিগকে স্থান-ভ্রষ্ট করিবার কল্পনা হইতে লাগিল। সময় শুভকর ছিল এবং অবিলম্বে কার্য আরম্ভ হইল।

এইকার্য অনায়াসে বা অবলীলায় সম্পাদনীয় ছিল না। সিপাহীরা ইংরেজ অফিসরদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক অফিসর দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করিয়া, পরিশেষে শান্তি-সুখ লাভের আশায় পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের স্থলে এক অদূরদর্শী সম্প্রদায় সিপাহিদিগের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ইহাঁদের সহিত সৈন্যদিগের কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, অনেক স্থলে ইহাঁরা আপন আপন দলের সিপাহিদিগকেও চিনিয়া লইতে পারিতেন না। সুতরাং এই নূতন অসন্তোষের সময় নূতন অফিসরগণ সিপাহিদিগকে সুব্যবস্থিত বা সুশৃঙ্খল রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্যারেডের সময় সিপাহিদিগকে আগন্তুক বা অপরিচিত লোকের ন্যায় দেখিতেন, সিপাহিরাও আপনাদের অধিনায়কদিগকে আগন্তুক বা অপরিচিত বলিয়া মনে করিত। সেই জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে, সময় শুভকর ছিল এবং অবিলম্বে কার্য আরম্ভ হইল।

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দ

মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে আডজুটাণ্ট জেনারেল আগন্যু সাহেব সেণ্ট জর্জ দুর্গে থাকিয়া, স্বকর্তব্য-কার্য প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময়ে বিলোরের সিপাহিদিগের অসন্তোষের সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। একদল সৈন্য ইহার মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচারণে সমুত্থিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজের সেনাপতি সার জন ক্রাডক নগরের নিকটবর্তী তাঁহার উদ্যান-বাটীতে গিয়াছিলেন; সুতরাং আগন্যু কালবিলম্ব না করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থান করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ক্রাডক বিলোরে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আগন্যু যে সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, তাহার কিছুই অত্যুক্তি বোধ হইল না। কিন্তু এবিষয়ে সদ্বিবেচনা বা ধীরতার অসম্মান হইল না, ধীরভাবে ও সদ্বিবেচনা সহকারে যাহা করিতে হয়, যথাসাধ্য তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। যে সকল সৈন্য শত্রুতাচরণে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে মান্দ্রাজে পাঠান হইল, অন্যান্য সৈন্যদল আসিয়া তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিল। সৈনিক বিচারালয় সেনানিবাশের শান্তি ও শৃঙ্খলাবিধানে তৎপর হইলেন, দুইজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীর প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড বিহিত হইল। কিন্তু ইহাতে সংক্রামকতা-দোষ তিরোহিত হইল না। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি ও বিরুদ্ধভাব ক্রমে সমস্ত সেনাদলে সংক্রান্ত হইয়া উঠিল।

এই সংক্রামক রোগ নিবারণে কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই, কোনরূপ সতর্কতা

ভবিষ্য আশঙ্কার উন্মূলন জন্য অবলম্বিত হয় নাই। বিলোর এক্ষণে শান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। নিদারুণ শত্রুভাব যে, অলক্ষ্যভাবে আপনার গতি প্রসারিত করিতেছে, তাহা কর্তৃপক্ষের কেহই বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রতিবিধানার্থ মনোযোগ দেন নাই। সিপাহিগণ অনেকের মুখে আপনাদের ধর্মনাশের কারণ শুনিয়া, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্রমেই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বিলোরের ব্রিটিশ সৈন্য সংরক্ষণার্থ কোনরূপ কার্য হয় নাই, কোনরূপ চেষ্টা মহীসূরের পদচ্যুত সুলতানের বংশধরদিগের সহিত সিপাহী সৈন্যের যোগাযোগ নিবারণে উন্মুখ হয় নাই। সুতরাং এই পদচ্যুত রাজ-বংশীয়গণ অবাধে সিপাহিদিগের ধূমায়মান বিদ্বেষানল উদ্দীপিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং অবাধে ধর্মনাশ ও জাতিনাশের ভয় দেখাইয়া, তাহাদিগকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। এদিকে অপরাপর লোকে গোলাকার টুপি দেখাইয়া নির্দেশ করিতেছিল, শীঘ্রই সিপাহিগণ ফিরিঙ্গিদের ধর্মাক্রান্ত হইবে এবং শীঘ্রই তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইয়া রহিবে। ক্রমে এই টুপি সকলকেই পরিতে হইবে, এবং ক্রমে সকল দেশই ফিরিঙ্গিদের ধর্মে নষ্ট হইয়া, যাইবে। দুর্গের অভ্যন্তরে ও দুর্গের বহির্ভাগে সর্বদা এইরূপ আন্দোলন ও এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। শেষে এই গোলাকার টুপি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্মনাশের আশঙ্কাস্থল হইয়া উভয়কেই শত্রুতাচরণে প্রবর্তিত করিল।

এই সমস্ত ঘটনা, এই সমস্ত আন্দোলন বিলোরের ইংরেজ অফিসরগণ অতি অল্প পরিমাণেই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অতি অল্প পরিমাণেই ইহার প্রতিবিধান জন্য সতর্ক হইয়াছিলেন। তাঁহারা এবিষয়ে এরূপ অমনোযোগী ও এরূপ সতর্কতা-শূন্য ছিলেন যে, একজন সিপাহী, সৈন্যদলের বিদ্বেষভাব ও শত্রুতাচরণ একজন ইংরেজ অফিসরের গোচর করাতে তাহাকে বাতুল বলিয়া লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং সমস্ত সৈন্যদলের প্রতি এইরূপ কলঙ্কের কালিমা অর্পণ করাতে দেশীয় অফিসরেরা, তাহাকে কঠোর দণ্ডের যোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এমন সময় আসিল, যখন অনিষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল এবং এই অনিষ্টের শিক্ষাদাতা গৌরবে উন্নত ও পুরস্কৃত হইল। এই ব্যক্তি প্রথমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, পরিশেষে স্বদলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে এরূপ ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছিল যে, তাহার নামোচ্চারণও দেশীয় সৈন্যগণ মহাপাপ বলিয়া মনে করিত এবং তাহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাতিশয় বিরাগ ও অশ্রদ্ধার মূল হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য সিপাহিগণ কহিত, "কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারিগণের প্রকৃতি

এবং তাঁহাদের গবর্নমেণ্টের ধর্ম্মই এই, তাঁহারা চোরকে সুখী করেন এবং সাধু ব্যক্তিকে দুঃখে দগ্ধ করিয়া থাকেন*”।

১০ই জুলাই বিপক্ষদিগের একটি কুল্যা হঠাৎ স্ফুটিত হইয়া উঠিল। এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে, ইহার পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে বহুসংখ্যক লোক অশ্বারোহণে ও পদব্রজে গল্প এবং আমোদ করিতে করিতে দুর্গে গিয়াছিল, সেইদিন সিপাহিগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনেককথা কহিতে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিগণ শেষকার্য সম্পাদনার্থ তখন প্রস্তুত হইতে পারে নাই। ইহার দুই কিম্বা তিনদিবস পরে সিপাহিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে**।

এই সময়ে বিলোরে চারিদল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। গভীর নিশীথে ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্তকরা সিপাহিদিগের অসাধ্য ছিল না। দ্বিপ্রহর রাত্রির দুইঘণ্টা পরে কার্য আরম্ভ হইল। যে-যে সৈনিক পাহারাকার্যে নিযুক্ত ছিল, বিরুদ্ধাচারী সিপাহীরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে বধ করিল, অন্যান্য সৈন্যগণও মৃত্যু-মুখে পাতিত হইল। চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত ইউরোপীয় ছিল, তাহারা নিষ্ঠুর হত্যাকারীর হস্তে আত্ম-প্রাণ বিসর্জন করিল। এই ভয়ঙ্কর নিশীথে এক্ষণে অভূতপূর্ব ও অদৃষ্টচর বিপ্লব উপস্থিত হইল। গভীর রজনীতে বন্দুকের আকস্মিক শব্দ শুনিয়া, অফিসরগণ সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক কারণ জানিবার উদ্দেশে গৃহ-বহির্ভূত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের আর চৈতন্য হইল না। উন্মত্ত সিপাহিগণ গুলি

* হায়দরাবাদের সিপাহী সৈন্যদল আডজুটাণ্ট জেনারেল আগনুর নিকট হিন্দুস্থানীতে একখানি পত্র প্রেরণ করে, তাহাতে লিখিত ছিল, বিলোরের ঘটনায়, মুস্তাফা বেগ নামক একজন সিপাহীর প্ররোচনায় সিপাহীরা প্রথমে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। কোম্পানীর গবর্নমেণ্টের রাজপুরুষগণ। ইহাকেই সুবাদারের শ্রেণীতে আরোহিত করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ধনাগার হইতে দশসহস্র প্যাগডা পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই মুস্তফা বেগই প্রথমে সিপাহিদিগকে বিপ্লব উপস্থিত করিতে ইঙ্গিত করে, শেষে কোম্পানী এই ব্যক্তিকেই, অনুগ্রহ করিয়া, লোক-প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন। —Kaye's, Sepoy War, vol, II, p. 227, note.

** এই সময়ে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিত হয়, তাহাতে জানা যায়, ১৪ই তারিখে বিলোরের বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। বিলোরের বিপ্লবের কারণানুসন্ধান জন্য যে কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে স্থিরকৃত হইয়াছিল যে, মহীসুরের পতাকা প্রাসাদে উড্ডীন করিতে প্রস্তুত করিবার ১৫ দিন পরে এই ঘটনার আবির্ভাব হয়। পক্ষান্তরে কথিত হইয়াছে, মেজর অর্থস্ট্রঙ্গ বিলোরে কিছুকাল অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ১০ই তারিখ রাত্রিতে তথায় উপনীত হন, কিন্তু দুর্গের বহির্ভাগের লোকেরা তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে, যেহেতু দুর্গে কোনরূপ আকস্মিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবার সূত্রপাত হইতেছিল।—Kaye's, Sepoy War, vol. II, p. 228, note,

করিয়া তাঁহাদিগকে একে একে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। ইহাদের দুই কিম্বা তিন-জন কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সেনানিবাসে উপস্থিত হইলেন এবং যাহারা নিদারুণ হত্যাকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহাদের পরিচালকতা-ভার গ্রহণ করিয়া বিপক্ষদিগকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিদিগের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা ইউরোপীয়দিগের সুসাধ্য হইল না। এই বিপ্লব নিরবচ্ছিন্ন সিপাহি-দিগের অভ্যুত্থান-মূলক হয় নাই। পুলিশের কর্মচারিগণও সিপাহিদিগের বীর্য-বহ্নি উদ্দীপ্ত করিতেছিল। পদচ্যুত সুলতানদিগের অধ্যুষিত গৃহ হইতে পরিশ্রান্ত সিপাহিদিগের তৃপ্তি-সাধনার্থ নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রেরিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের একগ্রতা ও শারীরিক তেজস্বিতা বিধানার্থ অনেক উৎসাহ-বাক্য ও অনেক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হইল। টিপু সুলতানের তৃতীয় পুত্র স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া, সিপাহিদিগকে উৎসাহান্বিত করিতে ক্রটি করিলেন না, তিনি নিজহস্তে তাহাদিগকে তাম্বূল প্রদান করিতে লাগিলেন এবং নিজমুখে মুসলমান-বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রভূতপরিমাণে পুরস্কার দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। যখন চারিদিকে এইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইতেছিল, যখন উন্মত্ত সৈন্যদলের ভয়ঙ্কর কলরব নৈশগগনে বিস্তৃত হইয়া গভীর নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, যখন ঘাতকের উত্তোলিত অসির প্রহারে অথবা ঘাতকের প্রতিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে, ইউরোপীয়দিগের জীবন-স্রোত কালের অনন্তস্রোতে মিশিয়া যাইতেছিল এবং যখন দুর্গের চতুর্দিকে নরশোণিত-প্রবাহে রঞ্জিত হইতেছিল, তখন মুসলমান সৈন্যগণের উৎসাহ-পূর্ণ বিকট "দিন দিন" শব্দের মধ্যে সুলতানের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য মহীসুরের ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত পতাকা প্রাসাদ-প্রাচীরে স্থাপন করে। পদচ্যুত সুলতানগণ পুনর্বার আপনাদের পুরুষাধিগত পতাকা স্বদেশীয়গণের বিক্রমে ও সাহায্যে আপনাদের প্রাসাদোপরি উড্ডীন দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। এক্ষণে তাঁহারা ভাবিলেন, তাঁহাদের বিলুপ্ত বংশের গৌরব রক্ষা পাইল, শ্বেতকায়ের পরাক্রম স্বদেশীয়দিগের পরাক্রমে পর্যুদস্ত হইয়া পড়িল এবং আপনাদের আধিপত্য ও আপনাদের প্রভুশক্তি পুনর্বার অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। উদ্ধত সিপাহিগণ প্রথমে হত্যাকাণ্ডে মনোনিবেশ করে, শেষে সুলতানের লোকে আহ্লাদসহকারে বিলুন্ঠিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, তাহাদের পথানুবর্তী ও উৎসাহকারী হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে সিপাহিরাও বিলুণ্ঠনে মনোযোগী হয়। দুর্গে যে সমস্ত ইংরেজ মহিলা অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা এই শোচনীয় ও ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দেহ নিকৃষ্টতর কার্য সাধনের

জন্য করাল সংহার-মূর্তির হস্ত হইতে রক্ষিত হইল। সুলতানের অনুচরগণ তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিল, যেহেতু তাঁহারা পরিশেষে মুসলমানদিগের অন্তঃপুরের শোভাবর্ধন করিতে পারিবেন*।

যখন দুর্গের অভ্যন্তরে এইরূপ শোচনীয় কাণ্ডের অভিনয় হইতেছিল, যখন ইউরোপীয়গণ গভীরনিশীথে করাল সংহার-মূর্তির কুক্ষিশায়ী হইতেছিলেন, তখন ব্রিটিশ জাতির হস্ত নিশ্চল হইয়া থাকে নাই, অথবা ব্রিটিশগণ আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা-হীন বা উৎসাহ-শূন্য হইয়া পড়েন নাই। মেজর কোট্‌স নামে ইংরেজ সৈন্যদলের একজন অফিসর দুর্গের বহির্ভাগের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, দুর্গের অভ্যন্তরের কলরব ও বন্দুকের শব্দ তাঁহার শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইল, তিনি আকস্মিক বিপ্লব ও আকস্মিক বিপদের বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া, এই সংবাদ জানাইতে অতি প্রত্যুষে আর্কটের সেনানিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আর্কটে এই সময়ে কর্নেল গিলিস্পির অধীনে একদল ব্রিটিশ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল, পূর্বাহ্ণ সাতটার সময় মেজর কোটস্‌ বিলোরের নিদারুণ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন, ইহার পনের মিনিট পরে গিলিস্পি আপনার সৈন্যদলের কিয়দংশ লইয়া বিলোরের অভিমুখে প্রস্থানপর হন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া থাকে। কামানগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। একদল ভারতবর্ষীয় অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তাহারাও ভেরীর শব্দ শ্রবণে ইউরোপীয় সৈন্যের ন্যায় সত্বরতা ও ইউরোপীয় সৈন্যের ন্যায় পটুতাসহকারে সজ্জিত ও ব্যবস্থিত হইয়া বিলোরের হতভাগ্য ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে উন্মুখ হয়। এই সময়ে সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা ও সর্বপ্রকার ব্যবস্থিততা যথাসাধ্য রক্ষিত হইল। অল্প বিলম্ব, অল্প বিশৃঙ্খলা অথবা অল্প অব্যবস্থিততা হইলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ছিল, সুতরাং গিলিস্পি যথাসাধ্য সুবিবেচনা পূর্বক আপনার সৈন্যদল সমভিব্যাহারে বিলোরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গিলিস্পি বিলোরের দুর্গ-প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দুর্গের বাহিরের কবাট উদ্‌ঘাটিত ছিল, কিন্তু ভিতরের কবাট অবরুদ্ধ ও বিপক্ষদলের অধিকৃত থাকাতে কামানের সাহায্য ব্যতীত গন্তব্যপথ বিমুক্ত করিবার সম্ভাবনা রহিল না। এই কামানও দ্রুতগতিতে আসিতেছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ইউরোপীয় ছিল, একজন সুদক্ষ অধিনেতা থাকিলেই ইহাদের দ্বারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারা যাইত। সুতরাং যখন

* এই হত্যাকাণ্ডে ১৪ জন অফিসর এবং ৯৯ জন সৈন্য গতায়ু হয়। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকজন অফিসর ও সৈন্য আহত হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের কয়েকজনের আঘাত সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা হইতেছিল, তখন গিলিস্পি একাকীই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সমুন্নত দুর্গ-প্রাচীরে উঠিবার নিমিত্ত কোনরূপ অধিরোহণী ছিল না। অগত্যা দুর্গের সেনাগণ একগাছি সুদৃঢ় রজ্জু উপর হইতে নামাইয়া দিল। গিলিস্পি এই রজ্জু ধরিয়া অক্ষতশরীরে ও ইউরোপীয় সৈনিকদিগের আনন্দধ্বনির মধ্যে প্রাচীরের উপর আরোহিত হইলেন। দুর্গ-প্রাচীরে উঠিয়াই গিলিস্পি সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন, এদিকে নির্দিষ্ট কামানগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল, ইউরোপীয়গণ গিলিস্পির অধীনে শত্রুদলের আক্রমণ নিরস্ত করিতে সজ্জিত হইল। সুদক্ষ অশ্বারোহিগণের পরাক্রমে, দুর্দ্ধর্ষ কামানের তীব্রবেগে জয়শ্রী অনায়াসেই গিলিস্পির করায়ত্ত হইল। অনেকে ব্রিটিশ সৈনিকদলের অসির আঘাতে গতাসু হইল এবং অনেকে ব্রিটিশ সিংহের দুর্বার পরাক্রম সহিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ পলায়িত হইতে লাগিল। এতক্ষণে টিপু সুলতানের পুত্রদ্বয়ের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, তাঁহারা বিজয়গৌরবে স্ফীত হইয়া, ব্রিটিশ পরাক্রম, কালের অতলসাগরে নিমজ্জিত হইল বলিয়া, যে চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা দূরে পলায়ন করিল এবং প্রনষ্ট রাজ্য পুনর্বার পদানত হইল ভাবিয়া, কল্পনানেত্রে যে উৎসব-বেশ দেখিতেছিলেন, তাহা অন্ধকারে মিশিয়া গেল। তাঁহারা এক্ষণে ইংরেজদের করুণার ভিখারী হইলেন। টিপু সুলতানের বংশধরগণ কর্নেল মেরিয়টের অধীনে রক্ষিত ছিলেন। রক্ষাকর্ত্তা মেরিয়টের অনুকম্পায় তাঁহাদিগকে আর সামরিক বিধির অধীন হইয়া কোনরূপ গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইল না। টিপু সুলতানের পুত্রদ্বয় ব্রিটিশ সিংহের নিকট করুণাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে করুণা হইতে বঞ্চিত হইলেন না*।

সিপাহিদিগের এই আকস্মিক অভ্যুত্থান দেখিয়া, গবর্ণমেণ্ট অনেক শিক্ষা পাইলেন। গভীর নিশীথে অচিন্তনীয় বিপ্লব রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে পূর্বসাবধানতার গভীর রেখাপাত করিল। যে সকল আদেশে সিপাহিদিগের আপত্তি থাকিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তৎসমুদয় রহিত করিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু ইহাতে এ আশঙ্কা একবারে নিবারিত হইল না, যে অনল সিপাহিদিগের হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল,

* কে সাহেবের সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বন করিয়া এই অংশ লিখিত হইল। ইহার সহিত প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বিবরণের একতা লক্ষিত হইবে না। কথিত আছে, যে অফিসর আর্কটে সংবাদ লইয়া যান, তিনি সুবিস্তৃত দুর্গ-পরিখা সন্তরণ দ্বারা পার হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রে লিখিত আছে, মেজর কোটস দুর্গের বাহিরে ছিলেন। সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, গিলিস্পি অধিরোহণী বা রজ্জুর সাহায্যে দুর্গের প্রাচীরে উঠেন নাই। দুর্গস্থ সৈনিক পুরুষগণ আপনাদের কটিবন্ধনী পরস্পর জড়াইয়া গিলিস্পিকে টানিয়া উপরে তুলেন। কিন্তু কে সাহেব গিলিস্পির সাক্ষরিত পত্রপাঠে অবগত হইয়াছেন, গিলিস্পি রজ্জুর সাহায্যে উঠিয়াছিলেন।—Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 235, note.

তাহা ইহাতেও নির্বাপিত হইল না। ঘৃণিত টুপি সিপাহিদিগের সমক্ষে অনলে দগ্ধ করা যাইতে পারে, কর্ণ-ভূষণ প্রত্যর্পিত হইতে পারে, ললাট-দেশ তিলকরাজিতে পুনর্বার শোভা ধারণ করিতে পারে, তথাপি প্রকৃত শান্তির-রাজ্য বহুদূর অন্তরে অবস্থিত ছিল। সিপাহিগণ সাধারণ্যে যে গভীর উত্তেজনায় অসি ধারণপূর্বক ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সে উত্তেজনা শীঘ্র শীঘ্র নিবারিত হইবার নহে। বিলোরের দুর্গে সুলতান বংশের ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত পতাকার পরিবর্তে পুনর্বার ব্রিটিশ সিংহের বিজয় বৈজয়ন্তীতে শোভা পাইতেছিল, তথাপি আর দুই-এক-স্থানে সমুত্তেজিত সিপাহিগণ, ব্রিটিশ সিংহের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেবল মহীসুরে ও কর্ণাটে সিপাহিগণ অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত হয় নাই; অন্যান্য স্থানেও ইহাদের অসন্তোষ প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। হায়দরাবাদে সৈন্যগণ এরূপ অসন্তুষ্ট হয় যে, তথায় একটি ভয়ানক আকস্মিক বিপ্লবের আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু নিজাম ও তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী মীর আলম ইংরেজদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, সৌহার্দ্যোচিত কার্য করিয়াছিলেন। যখন চারিদিকে সিপাহিদিগের গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল, তখন ভারতের মানচিত্র হইতে ব্রিটিশ অধিকারের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করাই সিপাহিদিগের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, যখন ইংরেজ বিনাশ ও ইংরেজ প্রভুত্বের বিলোপসাধন উদ্দেশে সিপাহিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন নিজাম ও তাঁহার মন্ত্রীর পবিত্র বিশ্বাস ও অনবদ্য সুহৃৎপ্রেম বিচলিত হয় নাই। হায়দরাবাদের লোকে নিজামকে ইংরেজদিগের এইরূপ পক্ষ-সমর্থক দেখিয়া, হায়দরাবাদের মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই *।

এই সর্বজনীন আশঙ্কা ও ভীতির সময় দুই-একটি কঠোরতর নিয়ম প্রবর্তিত হইয়া সিপাহিদিগকে অধিকতর উত্ত্রিক্ত করিয়া তুলে। একেই সেনাগণ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার পর কর্নেল মণ্ট্রেসরের আবির্ভাবে ঘটনাচক্র অধিকতর সাংঘাতিক হইয়া উঠে। মণ্ট্রেসর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া কতিপয় ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় নিয়ম প্রবর্তিত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি বাজারে টমটম

* হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট কাপ্তেন সিডেনহাম একদা লিখিয়াছিলেন, তিনি হায়দরাবাদে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া, আপনাদের অফিসরদিগকে হত্যা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। মীর আলম ও অপরাপর ইংরেজ পক্ষীয় ব্যক্তিকে নিহত এবং নিজামকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া ফেরিদুন জাকে দেওয়ান অথবা হায়দরাবাদের গদিতে আরোহিত করিবার প্রস্তাব হয়।—*Captain Thomas Sydenham to Mr. Edmonstone, M. S. Correspondence.* Comp. Kaye's, Sepoy War, vol, I, p. 235, note.

বাজাইবার নিয়ম রহিত করিলেন। এই অচিন্তপূর্ব নিয়মের প্রবর্তনায় হিন্দু সিপাহিদিগের মর্মে আঘাত লাগিল। তাহারা মনে করিল, কোম্পানী উৎসবাদিতেও তাহাদিগকে বাদ্য বাজাইতে নিষেধ করিতেছেন। সুতরাং যে আশঙ্কা তাহারা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, হায়দরাবাদের প্রতি রাস্তাতে প্রতি গলিতে একই আশঙ্কা একই ভীতি বিরাজ করিতে লাগিল এবং সিপাহিদিগের প্রতিজনের হৃদয়ই একসময়ে একবিষে কালিময় হইয়া উঠিল।

দেশীয় সৈনিকদিগের বিদ্বেষভাব এরূপ প্রবল ছিল এবং আশঙ্কিত বিপদ এরূপ ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে, প্রাচীন সিপাহী-অফিসরেরা মণ্ট্রেসরকে অশ্রদ্ধের ও ঘৃণিত নিয়মগুলি রহিত করিতে আগ্রহাতিশয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি ইহাতে আদৌ সম্মত হন নাই; পরিশেষে যখন বিলোরের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঈদৃশ কঠোরতর বিধি প্রচলিত রাখিলে নিশ্চয়ই সিপাহিগণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং নিশ্চয়ই মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইবেন। সুতরাং তিনি পূর্বআজ্ঞা রহিত করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন, কিন্তু ইহাতেও সিপাহিগণ সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা এরূপ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্যারেডের সময় আপনাদের টুপি অবজ্ঞাসহকারে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইল না। চারিদিকে অসন্তোষ, চারিদিকে আকস্মিক বিপ্লবের ভয়ঙ্করী-মূর্তি বিরাজ করিতে লাগিল। শেষে প্রগাঢ় চেষ্টা ও সুশৃঙ্খলায় হায়দরাবাদ এই বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল এবং বিদ্রোহোন্মুখ সৈনিকগণ ইউরোপীয় ও দেশীয় সিপাহীর প্রহরিতায় মসুলিপাটমে প্রেরিত হইল।

কিন্তু শান্তির সুখময় রাজ্য ইহাতেও সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না। মহীসুর রাজ্যের মধ্যবর্তী নন্দিদুর্গে সিপাহিদিগের অসন্তোষ ও বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। নন্দিদুর্গে সৈন্য অতি অল্পপরিমাণে ছিল। কিন্তু এখানকার দুর্গ পর্বতোপরি নির্মিত বলিয়া সুদৃঢ় ও দুরতিক্রমণীয় ছিল। অধিকন্তু বাঙ্গালোর এইস্থান হইতে একদিনের পথ, সুতরাং যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যগণ অনায়াসে বাঙ্গালার হইতে এইস্থানে আসিতে পারিত। এইস্থানের সৈন্যগণ অক্টোবর মাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাসহকারে ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে সজ্জিত হইল এবং হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিগণ একত্র হইয়া এক উদ্দেশ্য সাধনে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইল।

যেদিন তাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে পর্যুদস্ত করিতে অভ্যুত্থিত হইবে, যেদিন তাহারা ব্রিটিশ অফিসরদিগের শোণিতে আপনাদের অসি রঞ্জিত করিবে, সেদিন পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ১৮ই অক্টোবর এই নিদারুণ ঘটনার সূত্রপাত হইবে

বলিয়া সকলে পরামর্শ করে। সিপাহীরা আপন আপন পরিবারদিগকে দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়া আপনাদের শেষ-প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সজ্জীভূত হইতে লাগিল। ১৮ই অক্টোবর গভীর নিশীথে সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই ইংরেজ অফিসরদিগকে আক্রমণ করিত এবং নিশ্চয়ই করাল করবাল প্রহারে তাহাদিগকে অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই নিদারুণ শোণিত-স্রোতে পৃথ্বীদেহ আর কলঙ্কিত হইল না। সেই দিন অপরাহ্ন আটটার সময় একজন ইংরেজ অফিসর অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে সেনাপতির গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাকে ভবিষ্য বিপদের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। অশ্বারোহী অফিসর এই সংবাদ বলিতে-না-বলিতেই, একজন প্রসিদ্ধ দেশীয় বৃদ্ধ অফিসর পূর্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে সেইসংবাদ লইয়া সেইস্থানে উপনীত হইলেন। সুতরাং এক্ষণে সন্দেহের কারণ রহিল না এবং বিলম্বেরও অবকাশ রহিল না। বিশিষ্ট সত্বরতা-সহকারে বাঙ্গালোরে সংবাদ প্রেরিত হইল। এদিকে ইউরোপীয় সৈনিকগণ, যে স্থানে থাকিলে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায় সেইস্থানে শত্রুপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিল। বিনা আক্রমণে বিনা বাধায় ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাতে কর্নেল ডেবিসের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইল, অপরাহ্ণ তিনটার সময় তাঁহার সৈন্যদল নন্দিদুর্গের নিকট সমবেত হইতে লাগিল।

নন্দিদুর্গে আর আর কোনও গোলযোগ রহিল না। নবেম্বর মাস সমাগত হইল, কিন্তু এই নূতন মাসের সহিত নূতনবিধ অসুবিধা ও নূতনবিধ অশান্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। পালামকোটে মেজর ওয়েল্‌স্‌ ও ছয়জন অফিসরের অধীনে একদল সিপাহী সৈন্য ছিল। ইহাদের অনেকের আত্মীয় বিলোরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, এই নিদারুণ মর্মবেদনা তাহাদিকে ব্রিটিশ কোম্পানীর পরম শত্রু করিয়া তুলিয়াছিল। নবেম্বর মাসের শেষে মুসলমান সিপাহিগণ ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, কিরূপে ব্রিটিশ অফিসরদিগের গৃহে অগ্নি দিবে, কিরূপে অগ্নিকাণ্ডের গোলযোগে সকলকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিবে, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, কিরূপে দুর্গোপরি আপনাদের পতাকা উড্ডীন করিবে, তাহা স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। একজন মালাবার দেশীয় লোক ছদ্মবেশে এই সংবাদ লইয়া, ব্রিটিশ সেনাপতিকে জানায়। মেজর ওয়েলস্‌ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র এই বৈরভাব বিনষ্ট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও কার্য-নৈপুণ্যে ষড়যন্ত্রকারিগণ নিরস্ত হয়। ইহার দুইদিন পরে তিনেবেল্লি বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল ডাইস্‌ পালাম কোর্টে উপস্থিত হইয়া হিন্দু সিপাহিদিগকে একত্রিত করেন এবং তাহাদিগকে ব্রিটিশ কোম্পানীর পক্ষ

সমর্থন করিতে আদেশ দেন। হিন্দু সিপাহিগণ সকলেই ব্রিটিশ পতাকার অধীনে কার্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, সকলেই অটল প্রভুভক্তি ও অনমনীয় বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে প্রাণপর্যন্ত পণ করে। এইরূপ দৃঢ়তা ও কর্তব্যকুশলতায় পালামকোর্ট নররুধিরের বিলাসক্ষেত্র হয় নাই। এইরূপে প্রেসিডেন্সীর প্রায় প্রধান প্রধান সেনানিবেশগুলিতেই দেশীয় সৈন্যদিগের বিদ্বেষানল প্রধূমিত হয়, স্থান-বিশেষে উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং স্থান-বিশেষে উহা সাবধানতা ও সুশৃঙ্খলার বলে ধূমমাত্রেই পর্যবিশেষিত হইয়া যায়।

এই সমস্ত নিদারুণ ঘটনার ছয়মাস পরে মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্টের চৈতন্য হইল। তাঁহারা তখন স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন, দেশীয় সৈন্যেরা আপনাদের ধর্মলোপ ও জাতিলোপের আশঙ্কায় যেরূপ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অসন্তোষকর নিয়ম প্রচলিত রাখা বিধেয় নহে। সুতরাং পূর্বে সিপাহিদিগের ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিরোহিত হইল। গবর্নমেণ্ট সিপাহিগকেও স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণভাবে সম্বোধন করিয়া তাহাদের জাতি, ধর্ম ও অনুশাসন রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ২রা ডিসেম্বর বেণ্টিঙ্কের অধিষ্ঠিত গবর্নমেণ্ট আপনাদের মন্ত্রিসভায় একখানি ঘোষণাপত্রের প্রণয়ন ও অনুমোদন করিলেন। পরবর্তী দিবসে ইহা প্রচারিত হইল এবং হিন্দুস্থানী তামিল ও তেলগু ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রতি সৈনিকদলে প্রেরণ করা গেল। এই ঘোষণাপত্রে অনেক কথা লিখিত ছিল, সম্ভ্রমহানি ও ধর্মলোপের অমূলক আশঙ্কার বিষয় সুপ্রণালীতে সুযুক্তিসহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট এই ঘোষণাপত্রে নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিপাহিদিগের প্রতি সর্বদা যেরূপ অনুকম্পা ও উদারতা দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাহারা আপন অবস্থায় সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে। এরূপ অনুকম্পা ও সৌজন্য পৃথিবীর অন্য কোন অংশের সৈন্যগণ অন্য কোন গবর্নমেণ্ট হইতে লাভ করে নাই। তাহারা লরেন্স ও কুটের সময়ে যে সদাচরণে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, গবর্নমেণ্টের এই উদারতা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই সদাচরণে অনুরক্ত করিবে। যদি তাহারা এইরূপ সদাচার-সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে যথানিয়মে দণ্ডিত করিতে অবশ্যই প্রস্তুত হইবেন। গবর্নমেণ্ট এইরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সিপাহিদিগকে শান্ত ও সুব্যবস্থিত করিলেন। এদিকে দণ্ডবিধির অক্ষুণ্ণশক্তি হত্যাকারিদিগকে শাস্তি প্রদানে উন্মুখ হইল। যাহারা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রাণদণ্ড এবং অপর কয়েকজন পদচ্যুত হইল। এইস্থলেই দণ্ডবিধির কার্য শেষ হইল না। হোম গবর্নমেণ্ট এই বিপ্লবে

সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং মান্দ্রাজের গবর্নর, প্রধান সেনাপতি ও আড্‌জুটাণ্ট জেনারেলকে অযোগ্য ও অব্যবস্থিত বিবেচনায় পদচ্যুত করিলেন।

একবৎসরেই এই আকস্মিক বিপ্লবের শান্তি হইল, একবৎসরেই ব্রিটিশ সিংহের অপ্রতিহত প্রতাপ পুনর্বার সমস্ত দক্ষিণাপথে সকলের ভীতিস্থল হইয়া উঠিল। নূতন বৎসরে এক্ষণে নূতনবিধ তর্ক ও নূতনবিধ আন্দোলনের আবির্ভাব হইল। কি কারণে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হইল? কাহার দোষে এইবিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়া রুধির স্রোত প্রবাহিত হইল? ইহা কি রাজনীতি-ঘটিত অভ্যুত্থান? না বহিঃস্থ লোকের ষড়যন্ত্র? নিদারুণ বিপ্লব ও তন্নিবন্ধন নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের পর এইসকল প্রশ্ন সমুত্থিত হইয়া, রাজনীতিজ্ঞ ও সৈনিক প্রধানদিগের মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিয়া তুলিল। রাজনীতিজ্ঞগণ, ইংরেজি প্রণালীর অনুযায়ী গোলাকার টুপিই এই বিপ্লবের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৈনিক বিভাগের কর্মচারিগণের সমক্ষে এই কারণ সমীচীন বোধ হইল না। তাঁহারা এই বিপ্লবের মূলে রাজনীতির চাতুরী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতে লাগিলেন, অনেক সিপাহী নূতন প্রণালীর টুপি দর্শনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিল এবং অনেকে তাহা পরিধান করিতে উৎসুক হইয়াছিল। সুতরাং এই টুপিব্যবহারের প্রবর্তনায় সিপাহিগণ সমুত্তেজিত হইয়া ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। টিপু সুলতানের পদচ্যুত সন্তানদিগের মন্ত্রণাই তাহাদিগকেই এইবিপ্লবের উৎপাদনে প্রবর্তিত করিয়াছিল। যদি এই পদচ্যুত সুলতানগণ পরামর্শ দিয়া বিলোরের সিপাহিদিগকে ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত না করিতেন, যদি এই সুলতানদিগের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে সিপাহিগণ উৎসাহান্বিত না হইত, যদি তাহাদের অনুচরবর্গ আপনাদের ভ্রষ্টগৌরব-উদ্ধারের আশা হৃদয়ে সম্পোষণ না করিত তাহা হইলে কখনই ঈদৃশ নিদারুণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইত না। এইরূপে রাজ্যশাসন বিভাগের এক-এক সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্য-সিপাহিদিগের অভ্যুত্থানের এক-এক কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। রাজনৈতিক ও সৈনিক বিভাগ উভয়ই স্ব-স্ব দায়িত্ব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। একতর দল টুপির উল্লেখ করিয়া সামরিক নীতিতে দোষার্পণ করিয়াছেন, অন্যতর দল রাজ্যহরণের উল্লেখ করিয়া, রাজনীতিতে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন। আপন আপন বৈষয়িক ব্যাপারান্ধতাই উভয় সম্প্রদায়কে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত উপন্যস্ত করিতে প্রবর্তিত করিয়াছে।

১৮০৭ খ্রীঃ অব্দ

কিন্তু তৃতীয় দল প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে অন্য একটি বিস্ময়কর কারণের নির্দেশ

করিয়াছেন। ইহাদের মতানুসারে চারিদিকে খ্রীস্টধর্ম-প্রচার ও খ্রীস্টীয় ধর্ম-মন্দির স্থাপিত হওয়াতে সাধারণের হৃদয় আপনাদের সনাতন ধর্ম-নাশের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাধারণে এতন্নিবন্ধন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছিল। ইহার পর একটি অভূতপূর্ব বিস্ময়কর কিম্বদন্তী প্রচারিত হইয়া সাধারণকে অধিকতর আশঙ্কিত করিয়া তুলে। সাধারণে ভাবিয়াছিল, কোম্পানী বাজারের সমস্ত লবণ ক্রয় করিয়া, দুই স্তূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার একস্তূপে গো-রক্ত ও অন্যতর স্তূপে শূকর-রক্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এতদ্দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জাতিপাত করিবার অভিসন্ধি হইতেছে। এইরূপ কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ও এইরূপে ধর্মহানির আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়াই দক্ষিণাপথের সিপাহিগণ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

বিলোরের বিপ্লব সম্বন্ধে যে কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে কয়েকটি কারণের উল্লেখ ছিল। হোম গবর্নমেণ্ট এই সমস্ত কারণের অনুমোদন করিয়াছিলেন। দেশীয় সৈন্যদিগের পরিচ্ছদ ও বেশের পরিবর্তনকেই ইহাঁরা এই বিপ্লবের একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ, টিপু স্থলতানের পুত্রদিগের বিলোরে অবস্থিতি। টিপুর সন্তানগণ বিলোরে থাকাতেই সিপাহীরা তাহাদের প্ররোচনায় অফিসরদিগকে হত্যা করিতে যত্নপর হইয়াছিল। কিন্তু লিডন হল স্ট্রীটের বণিক্ প্রভুগণ ইহা অপেক্ষাও দূরতর কারণ নির্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন। অব্যবহিত কারণ-পরম্পরা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিল না। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভাপতিদ্বয় বোর্ড অব্ কনট্রোলের অধ্যক্ষকে একখানি অভিজ্ঞতা-পূর্ণ পত্র লিখিয়া চমকিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা একবাক্যে নির্দেশ করিলেন, ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অল্পজ্ঞানের, ভারতবর্ষীয় অধিবাসিদের সহিত স্বল্পঘনিষ্ঠতার এবং অল্পসহিষ্ণুতার লোকে এক্ষণে সামরিক ও রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান প্রধান পদগুলি ক্রমে একায়ত্ত করিয়া তুলিতেছেন। এইজন্য দেশীয় সৈনিকদল ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি ক্রমশঃ বিশ্বাসশূন্য হইয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লীর রাজ্য-সংযোজন নীতিতে মহীসুরের মুসলমান-বংশ ভিখারীর অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, এতন্নিবন্ধন সাধারণেও গবর্নমেণ্টের সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে; এবং সকল বিষয়েই ইংরেজি প্রণালী ও ইংরেজি মত প্রবর্তিত করাতে শাস্তা ও শাসিতদিগের মধ্যে ক্রমেই দূরতর সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই বিজেতা ও বিজিতার মধ্যে তাদৃশ সখিতা ও তাদৃশ ঘনিষ্ঠতার সঞ্চার হইতেছে না এবং এইজন্যই ভারতবর্ষীয়গণ অনেক

সময়ে সমুত্তেজিত হইয়া, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয় না* ।

বিলোরের বিপ্লবের পরেও অন্যান্য অনেকগুলি ঘটনাবশতঃ দেশীয় সৈন্যদল আপনাদের অফিসর হইতে অনেক পরিমাণে দূরতর হইয়া পড়ে। সিপাহিগণ ভবিষ্য সুখ ও ভবিষ্য সৌভাগ্য লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ কোম্পানীর অধীনে কার্যভার গ্রহণ করিয়া থাকে। আশা ও বিশ্বাস উভয়ই একত্র সম্বদ্ধ হইয়া তাহাদের সম্মুখে সুখ ও শান্তির নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য বিস্তার করে। এই সুখ ও শান্তির সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সৈনিকগণ অপেক্ষা আমাদের দেশের সৈনিকগণ অনেক দূর সৌভাগ্যশালী। ইংলণ্ডের অতি অল্প লোকই ভাবি সুখ ও সৌভাগ্যের আশায় বুক বাঁধিয়া, সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হয় এবং অতি অল্প লোকেই যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া, সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির আশা করিয়া থাকে। যাহারা নির্বিন্ন, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, অথবা নিদারুণ দশাবিপর্যয় যাহাদিগকে সামাজিক সংস্রব-শূন্য করিয়া তুলে, তাহারাই প্রায় ইংলণ্ডের সেনাদল পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের সেনাগণ কোনও সুখ, কোনও সৌভাগ্যের প্রত্যাশী হয় না, কোনও শান্তি তাহাদের ভাবি জীবনকে মধুময়ভাবে পরিপূর্ণ করে না এবং কোন আশা বা কোনও আশ্বাস তাহাদের সম্মুখে নেত্রতৃপ্তিকর দৃশ্য প্রসারিত করিয়া রাখে না। সে সমাজ-বহির্ভূত হইয়া অপরের প্ররোচনায় সৈনিক ধর্ম গ্রহণ করে এবং অপরের প্ররোচনায় পার্থিব বন্ধন-শূন্য আত্মাকে সামরিক-কার্যে সংযত রাখিতে যত্ন করিয়া থাকে। অল্পলোকেই তাহার সংবাদের জন্য লালায়িত হয় এবং অল্পলোকেই তাহাকে অভ্যর্থনা ও সমাদর করিতে উৎসুক হইয়া থাকে। সে এইরূপ আশাশূন্য, সৌভাগ্যশূন্য ও সংস্রবশূন্য হইয়া অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত হয় এবং জীবিত থাকিয়াও এক প্রকার মৃতের ন্যায় অবস্থান করে। আপনাদের কেহ মহারাণীর সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইলে ইংলণ্ডের অনেক পরিবার, তাহা তাদৃশ গৌববকর বা শ্লাঘাকর বিবেচনা করেন না, এবং ঈদৃশ জীবন্মৃত ও অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত ব্যক্তিদের সহিত তাহাদের তাদৃশ সহানুভূতি থাকে না।

কিন্তু আমাদের দেশীয় সৈনিক এরূপ জীবন্মৃত নহে, কিম্বা এরূপ সামাজিক সংস্রবশূন্য ও অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত নহে। সে সৈনিকদল প্রবিষ্ট হইয়াও স্বজাতি বা স্ববন্ধু হইতে বিচ্যুত হয় না, অথবা যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়াও কোনপ্রকার স্বত্বাধিকার হইতে

---

* The Chairman and Deputy Chairman of the East India Company (Mr. Parry and Mr. Grant) to the President of the Board of Control (Mr. Dundas).—M. S. *Records*. Comp. Kaye's, Sepoy War, vol. I, p. 251.

বঞ্চিত হইয়া পড়ে না। সে সৈনিক হইয়াও আপনার গৌরবে আপনি উন্নত থাকে, এবং সমরক্ষেত্রে কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন করিয়াও সর্বপ্রকার সুখ-শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। সে সময়ে সময়ে আপনার বাটীতে আইসে, সময় সময়ে পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করে এবং সময়ে আপনার বেতনের অধিকাংশ আলয়ে পাঠাইয়া থাকে। সিপাহিগণ যে পুরুষানুক্রমে কোম্পানীর লুন খাইয়া আসিয়াছে, ইহা তাহাদের একটি প্রধান গৌরবের বিষয়। তাহাদের ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সময়ই স্বর্গীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ থাকে এবং সকল সময়েই তাহাদিগকে উৎকৃষ্টতর অবদান, মহত্তর সাধনা সম্পাদন করিতে সমুত্তেজিত করিয়া থাকে। কোন বিকার, কোন অসন্তোষ, কোন অশান্তি তাহাদের পূর্বস্মৃতিকে কলুষিত করে না, অথবা কোন অভাব, কোন অনাশ্বাস তাহাদিগকে বর্তমানে তীব্র দুঃখানলে বিদগ্ধ করে না এবং ভবিষ্যতেও তাহার সৌভাগ্যের অন্তরায় হয় না। সিপাহিদিগের অনেকে যত্নপূর্বক কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন করিয়া অন্তিমে শান্তি-সুখ ভোগের আশায় পেন্সন গ্রহণপূর্বক পরম প্রীতি-সহকারে কালাতিপাত করিয়া থাকে। তাহারা আবাস পল্লীতে স্বচ্ছায় সুবিস্তৃত বটতরু-মূলে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া উপবেশন-পূর্বক আপনাদের ভূতপূর্ব কাহিনী কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়। লরেন্স, কূট, মিডো কি প্রকার যোদ্ধা ছিলেন, ফরাসিদিগের সহিত কি প্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, হায়দর হালি ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের সহিত কি প্রকার দীর্ঘব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা ইহাই আপনাদের আত্মীয়গণের সমক্ষে কীর্তন করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করে। আপনাদের কার্যক্ষেত্রে তাহার যেরূপ প্রফুল্লচিত্ত ও উৎসাহান্বিত থাকে, কার্যের অবসান হইলেও আপন পরিবার মধ্যে সেইরূপ প্রফুল্লতা, সেইরূপ উৎসাহ ও সেইরূপ শান্তি তাহাদিগকে অমৃতপ্রবাহে অভিষিক্ত করে। কোন সিপাহী জীবনের মাধ্যন্দিন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ পূর্বক গৃহে আগমন করে এবং পূর্বের ন্যায় পরিবার-বদ্ধ হইয়া বড়লাটের ভ্রাতা ছোট ওয়েলেস্‌লী সাহেব (আর্থর ওয়েলেস্‌লী) অথবা লিক সাহেবের (লর্ড লেকের) বীরত্ব-কাহিনী বিবৃত করিয়া আত্মীয়দিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। এইরূপ সুখ, এইরূপ শান্তি ও এইরূপ আমোদে সিপাহিদিগের অবকাশকাল অতিবাহিত হয়, তাহারা আপনার আবাস-পল্লীতে এইরূপ গণনীয়, এই-রূপ শ্রদ্ধেয় ও এইরূপ মাননীয় হইয়া সুখে কালাতিপাত করে। তাহাদের অনেকেরই ভূসম্পত্তি থাকে এবং অনেকেই সেই সম্পত্তি নির্বিবাদে ভোগ করিয়া আপনার অবস্থায় সর্বদা হৃষ্টচিত্ত ও প্রফুল্ল থাকে। সামরিক বেশ ও সামরিক ব্যবসায় কোম্পানীর সিপাহি-দিগের গৌরব, আত্মাদর ও আত্মগর্বের প্রধান পরিচয়স্থল। যে সকল সম্প্রদায় হইতে সিপাহীরা সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সৈনিকদল পরিপুষ্ট করে, সে সকল সম্প্রদায়

সর্বোপরিতন প্রভুশক্তির সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া, আপনাকে শতগুণে আহ্লাদিত ও গৌরবান্বিত বিবেচনা করে। কোম্পানীর অধীনে সৈনিক কার্য আমাদের দেশীয় লোকদিগের পক্ষে একটি গৌরবকর ব্যবসায়. দেশের সাহস-সম্পন্ন ও বীর্যবান্ পুরুষেরা সকলেই এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে আগ্রহান্বিত হয় এবং সকলেই ইহা হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাদিগকে অপমানিত, অপদস্থ ও অনাশ্রয় বিবেচনা করিয়া থাকে।

পূর্বতন ইংরেজ অফিসরেরাও সহৃদয়, অমায়িক ও সিপাহিদিগের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা সিপাহিদিগকে স্বগোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করিতেন, অনেক সময়ে অনেক স্থলে তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া, তাহাদের নিকট বাজারের গল্প ও প্রাচীন সামরিক কথা শুনিতেন এবং সকল সময়ে তাহাদের সুখ-সৌভাগ্য ও তাহাদের আমোদ-আহ্লাদ বর্ধনে যত্নপর থাকিতেন। সিপাহীরাও অফিসরদিগকে আশ্রয়-দাতা প্রতিপালক-কর্তা ও মঙ্গল-বিধাতা বলিয়া মনে করিত এবং তাঁহাদের আদেশ প্রতি-পালনে ও তাহাদের মত পরিপোষণে সন্তুষ্ট হইত। তাহারা অফিসরদিগকে আপনাদের শোকের সান্ত্বনাকর্তা ও অনিষ্টের প্রতিবিধানকর্তা মনে করিত। ফলতঃ অফিসরেরা দয়া, উদারতা ও সৌজন্যগুণে সর্বতোভাবে সিপাহিদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সিপাহীরা তাঁহাদিগকে পিতৃস্থানীয় ভাবিত এবং তাঁহাদের "বাবা লোক" অর্থাৎ পুত্রস্থানীয় বলিয়া পরিচিত হইলে সুখিত হইত।

কিন্তু এসময় শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল, শীঘ্রই এসময়ের উদারতা সমদর্শিতা ও সহানুভূতি বিগতকালের স্রোতে বিলীন হইল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে ব্রিটিশাধিকারের বৃদ্ধির সহিত স্থল-বিশেষে অধিনায়ক সম্প্রদায়েরও অব্যবস্থিতা, অসতর্কতা অনুদারতা বিকাশ পাইতে লাগিল। অফিসরদিগের পূর্ব ক্ষমতা ও পূর্ব প্রভুত্ব অনেকাংশে ন্যূন হইল, তাঁহারা এক্ষণে আডজুটাণ্ট জেনারেলের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তল হইয়া পড়িলেন। পূর্বে অফিসরেরা আপনাদের লোকদিগকে দণ্ডিত করিতে পারিতেন, উন্নত করিতে পারিতেন, সজ্জিত করিতে পারিতেন এবং সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত করিতে পারিতেন। যে অফিসরের সৈন্যদল প্রথমে বিজয়শ্রীতে গৌরবান্বিত হইত, সেই অফিসরের নামানুসারেই সেই সেই সৈন্যদলের নাম হইত। ইহাতে সিপাহীরা বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইত না। তাহারা অধিনায়কের নামানুসারে চিহ্নিত ও পরিচিত হইতে দেখিলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিত। শেষে ক্রমে ক্রমে রাজশক্তি উন্নতির সহিত অফিসরদিগের হস্ত হইতে ক্ষমতা অপহৃত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে অফিসরেরা আপনাদের সেনাদলে স্বল্প পরিচিত, স্বল্প মান্য ও স্বল্প আদরের পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষমতার অভাবে, প্রভুশক্তির অভাবে আর

অফিসরেরা আপন আপন দলে কর্তৃত্ব করিতে পরিলেন না এবং সিপাহীরাও আর তাঁহাদিগকে আপনাদের রক্ষা-কর্তা প্রতিপালক-কর্তা বা মঙ্গলবিধাতা বলিয়া জ্ঞান করিল না। আডজুটাণ্ট জেনারেল অফিস হইতে যাহা নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হইয়া আসিত, অফিসরেরা তাহাতেই অবনত-মস্তক হইতেন এবং তাহাই আপনাদের সেনাদলে প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত করিতেন। সিপাহীরা এতকাল আপন আপন অফিসরদিগকে আপনাদের সর্বপ্রকার সুখ ও সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের কেন্দ্র-স্বরূপ বলিয়া, যে ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা ন্যূনতর হইয়া পড়িল। অফিসরেরাও সিপাহিদিগকে আপনার-ভাবে আপনার লোক বলিয়া বিবেচিত করিতে নিরস্ত হইলেন। সুতরাং ঘনিষ্ঠতার পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে দূরতর ভার পরিবর্ধিত হইল এবং সমবেদনা, সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যের পরিবর্তে ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য ও অপ্রণয়স্থান পরিগ্রহ করিল।

এই দূরতা, উদাসীনতা ও অসৌহার্দ্যের সহিত অফিসরদিগের বিলাস-প্রিয়তাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্রুত গতি-শীল বাষ্পীয়যান ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের দূরতা হ্রাস করিয়া দিয়াছিল। ইংরেজেরা যেমন শাসনকার্যের উন্নতি করিতেছিলেন, তেমনি আপনাদিগকেও উন্নত করিতে বিস্মৃত হন নাই। ভারতবর্ষ ক্রমে ইংলণ্ডের ক্রোড়শায়ী হওয়াতে ইংলণ্ডের সামাজিকতা, ইংলণ্ডের বিলাসিতা ও ইংলণ্ডের শৌখিনতার তরঙ্গ ভারতের উপকূলেও আঘাত আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরেজি সংবাদ, ইংরেজি পুস্তক, ইহার পর ইংরেজ ললনারা দ্রুতগতিতে ও অপ্রতিহতভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাদের সংস্রবে অফিসরেরাও ভারতবর্ষীয়ভাব, ভারতবর্ষীয় আচার ও ভারতবর্ষীয়-মনুষ্যত্ব হইতে দূরে অপসারিত হইতে লাগিলেন। আর সিপাহিদিগের গল্পশ্রবণে, সিপাহিদিগের শৃঙ্খলাবিধানে ও সিপাহিদিগের উন্নতিসাধনে তাঁহাদের আসক্তি, অনুরাগ বা মনোযোগ রহিল না। স্বদেশীয় পুস্তক তাঁহাদের একাগ্রতা আকর্ষণ করিল, স্বদেশীয় বিলাসিতা তাহাদের শরীরের প্রতিস্তরে প্রসারিত হইল এবং স্বদেশীয় ললনার সৌন্দর্যগরিমায় তাঁহাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সবিশেষ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এক্ষণে প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈদেশিক হইয়া উঠিলেন, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষীয়দিগকে দূরতরভাবে দেখিতে লাগিলেন। সে সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি সিপাহিদিগকে তাঁহাদের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায়ের পার্থক্য এক্ষণে উজ্জ্বলরূপে সকলের সমক্ষে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। ঈদৃশী শৌখীনতা ধীরে ধীরে ভারতে উপনীত হইল, অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিল, মোহিনী শক্তির প্রভাবে বিজয়-লক্ষ্মী করায়ত্ত করিয়া তুলিল এবং শেষে আপনার সর্বতোমুখী প্রভুতা বিস্তার করিয়া

মোহের অন্ধকারে সকলকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত অফিসরদিগের পূর্বভাব, পূর্বসজীবতা ও পূর্বঅনুভূতি এতদূর পরিবর্তিত হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া বিলাসিতার স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দিতে সঙ্কুচিত হইলেন না, এইস্রোত নিরুদ্ধ করিতে কোনরূপ চেষ্টা হইল না, কোনরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে অতীতের ছায়া সমর্পণ করিতে অনুষ্ঠিত হইল না। প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সুন্দরীগণ প্রতীচ্য বিলাস ও প্রতীচ্যভাবে মনোমোহিনী হইয়া, প্রাচ্য ভূখণ্ডের সৌন্দর্যরাজ্যে আধিপত্য প্রসারিত করিতে লাগিলেন, এই সৌন্দর্য ও বিলাসের তরঙ্গে অফিসর-দিগের হৃদয়ও আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সিপাহিগণের প্রাচ্যভাব হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত সিপাহিদিগের পূর্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা বা সহানুভূতি রহিল না।

অফিসর ও সিপাহিদিগের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য জন্মিলেও তাহারা প্রকাশ্যভাবে কোনরূপ শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। লর্ড আমহার্স্ট ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময়ে তাহারা শান্তভাবে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮০৬ অব্দের ভয়ানক বিপ্লবের পর সিপাহিদিগের হৃদয় কোনরূপ অশান্তির উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া উঠে নাই। তাহারা বিশ্বস্তভাবে সাহস ও প্রভু-ভক্তি-সহকারে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং সাহস ও প্রভুভক্তি-সহকারে যুদ্ধ করিয়া লর্ড হেস্টিংসের গবর্নমেণ্টকে বিজয়শ্রীতে পরিশোভিত করে। কিন্তু যখন শান্তির রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন সিপাহিগণ অবসর পাইয়া অদ্ভুত কিম্বদন্তী ও গল্প শ্রবণে মনোনিবেশ করে, তখন তাহাদের হৃদয় পুনর্বার তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। ব্রিটিশ কোম্পানীর অব্যবস্থিতা সম্বন্ধে সিপাহিদিগের যে-সমস্ত অভিযোগ ছিল, তাহা এই সময়ে প্রবলতর হইয়া উঠে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে এবিষয়ের আর-একটি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতেছে। ১৮২২ অব্দের বসন্তকালে আর্কটের সৈন্যদলের আবাস-ভূমিতে একখণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কাগজে লিখিত ছিল যে, মহম্মদ ধর্মাবলম্বিগণ ইংরেজদিগের ক্ষমতায়ত্ত হইয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে এবং এইরূপ অধীন হওয়াতে তাহাদের প্রার্থনাও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সমক্ষে অগ্রাহ্য হইতেছে। তন্নিবন্ধন তাহারা অনেকে বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ঈশ্বরের অভিসম্পাত তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের ধর্ম রক্ষার জন্য সকলেরই প্রগাঢ়রূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর্কটে ও দিল্লীতে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান আছে। কিন্তু ইউরোপীয়ের সংখ্যা অতি অল্প মাত্র। ইহাদিগকে একদিনেই বধকরা সহজ। এই হিন্দু ও মুসলমানগণ একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হউক, নিশ্চয়ই ফল পাওয়া

১৮২২-১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ

যাইবে। এক্ষণে আর সময় নষ্ট করা কর্তব্য নহে। ইংরেজরা এইদেশের লোক-দিগের নিকট হইতে সমস্ত জাইগীর ও ইনামভূমি গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহারা তাহাদিগকে বৈষয়িক কার্য হইতেও বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় সৈন্যদল এইদেশে আহূত হইয়াছে, আর ছয়মাসের মধ্যেই সমস্ত দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে। অতএব এরূপ ব্যবস্থা হউক, যাহাতে প্রত্যেক দলের প্রাচীন সুবাদারগণ অন্যান্য সুবাদারদিগকে পরামর্শ দিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিতে পারে। এই সুবাদারেরা আবার জমাদারদিগকে পরামর্শ দিবে এবং এইরূপে সমস্ত সৈন্যদল ক্রমে উপদিষ্ট হইয়া উঠিবে। বিলোর, চিত্তোর মান্দ্রাজ এবং অন্যান্য স্থলে এইরূপ নিয়মানু-সারে কার্য হইলে সমস্ত সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করা হইবে, যেন তাহারা সকলে একদিনেই অভ্যুত্থিত হইতে পারে। ১৭ই মার্চ রবিবার এই অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হউক। এই ১৭ই মার্চ নিশীথকালে একজন নায়ক ও দশজন সিপাহী এক-একজন ইউরোপীয়ের গৃহে যাইবে এবং অবলীলায় ও অসঙ্কোচে শয্যাতেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে। এইকার্য শেষ হইলে দেশীয় অফিসরগণ সৈন্যদলের অধিনায়কতা গ্রহণ করিবেন এবং সুবাদারেরা কর্নেলের বেতন পাইবেন।

কোন্ ব্যক্তি হইতে এই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর লিপির উদ্ভব হইয়াছিল এবং কোন্ ব্যক্তি এইরূপে সমুদয় সৈন্যদিগের হৃদয় বিষাক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। এ-সম্বন্ধে সমুদয় অনুসন্ধান নিষ্ফল হইয়াছে। ইহা ছয় গণিত অশ্বারোহি-দলের লাইনে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল, ইহার অনুরূপ আর-একখানি লিপিও আট গণিত সেনাদলের লাইনে পাওয়া যায়। প্রাপ্তিমাত্র এই উভয় লিপিই সেই স্টেশনের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট উপস্থাপিত হইল। কর্নেল ফাউলিস্ এসম্বন্ধে উৎসাহ, একাগ্রতা ও যত্নসহকারে কার্যকরিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি প্রত্যেক রেজিমেন্টের অধিনায়ক-দিগকে একত্রিত করিলেন, তাঁহাদিগকে কাগজের লিখিত বিষয় জানাইলেন এবং তাঁহার যে-সমস্ত দেশীয় অফিসরদিগকে অধিক বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সহিতও এ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে অনুরোধ করিলেন। এইকার্য শেষ হইলে, কাগজে যে-সমস্ত সেনানিবেশের নাম ছিল, তাহার অধ্যক্ষদিগকেও এ-বিষয় জানান হইল। কিন্তু তাঁহারা কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। নির্ধারিত দিবস নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। কোনরূপ অসন্তোষ বা কোনরূপ বিরাগ সাধারণ শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইল না। এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ও এই ভয়ঙ্কর অভ্যুত্থানের পূর্বাভাস কেবল লিপি-মাত্রেই পর্যবসিত হইয়া গেল।

কিন্তু অধিক দিন এইরূপ নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল না, অধিক দিন এইরূপ

নিরুদ্বেগ শাসন-সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগকে নিঃশঙ্ক ও নির্ভয় করিয়া রাখিতে পারিল না। উল্লিখিত লিপি প্রাপ্ত হইবার কিছু দিন পরেই ডাকে আর-একখানি হিন্দুস্থানীপত্র মান্দ্রাজের গবর্নর সার্ তমাস্ মনরোর হস্তগত হইল। পত্রেরভাবে এইরূপ বুঝা গিয়াছিল যে, ইহা সিপাহী সৈন্যের প্রধান প্রধান অফিসরদিগের নিকট হইতে আসিয়াছিল। ইহাতে সাধারণতঃ দেশীয় সৈন্যদলের আত্মবেদনা লিপিবদ্ধ ছিল; এই আত্মবেদনা ও এই অভিযোগগুলি এই—"সমস্ত অর্থ, সমস্ত সম্মানই শ্বেতকায় সর্দার বিশেষতঃ সিবিলিয়ানদিগের করায়ত্ত হইতেছে, পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই দেশীয় সেনাগণের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিতেছে না। যদি তাহারা তরবারির বলে কোন দেশ অধিকার করে, তাহা হইলে এই সকল বেশ্যাপুত্র কাপুরুষ সিবিল সর্দারেরা সেই-দেশে প্রবিষ্ট হয়, সেইদেশ শাসন করে এবং কিছুকালের মধ্যেই ধনরাশিতে কোষাগার পূর্ণ করিয়া ইউরোপে প্রস্থানপর হয়। কিন্তু যদি একজন সিপাহী সমস্ত জীবন পরিশ্রম করে, তাহা হইলেও সে পাঁচকড়ার বেশি পায় না। মুসলমানদিগের শাসন সময়ে এ-বিষয়ের অনেক বিভিন্নতা ছিল। যেহেতু, যখন জয়লাভ হইত, তখন জাইগীর এবং প্রধান প্রধান পদ সৈন্যদিগকে দেওয়া হইত। কিন্তু কোম্পানীর শাসন সময়ে সকল বিষয়ই কেবল সিবিল কর্মচারিদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। একজন কালেক্টারের চাপরাশী দেশে যেমন ক্ষমতা ও প্রভুত্ব দেখায়, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এই চাপ-রাশী কখনও সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ করে না"। এইপত্র একজনের উদ্ভাবনায় অথবা একজন কর্তৃক লিখিত হইতে পারে। একজনে এইরূপ আপনার দুঃসহ মনোবেদনা প্রদেশাধি-পতির নিকট জানাইতে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু এই দুইখানি পত্রের যেরূপ ভাব, যেরূপ ধারণা ও যেরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সকল সময়ে সকল সিপাহিদিগেরই হৃদয়-নিহিত কথা। এই অভিযোগ ও এই বিকার চিরকাল তাহাদের অন্তরে জাগরূক ছিল এবং চিরকাল ইহা তাহাদের মর্মে মর্মে আঘাত করিতেছিল। পরিশেষে ইহা আর স্বল্প-পরিসর হৃদয়ে সম্বদ্ধ থাকিতে পারিল না, উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইল।

ইহার পর সময়ে সময়ে কয়েকটি নিয়ম প্রণীত ও প্রচারিত হইয়া স্থল-বিশেষে সৈন্যসমষ্টির শৃঙ্খলা-বিধানের প্রতিকূলতা সাধন করে। কিন্তু ইহাতে সাধারণ শান্তির কোনও ব্যাঘাত হয় নাই, অথবা কোন বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়া কোম্পানীর গবর্নমেণ্টকে বিপদাপন্ন করে নাই। একসময়ে লর্ড ইউলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে একটি অসন্তোষকর কার্যে হস্তার্পণ করিতে হয়। ডিরেক্টার সভা, সৈনিক কর্মচারিদিগের বাটা কমাইবার প্রস্তাব করেন। বেণ্টিঙ্ক এই প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে বাধ্য হন। ইহাতে সৈন্যগণ

সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং এতন্নিবন্ধন চারিদিকে মহাগোলযোগ বাধিয়া যায়। কিন্তু এই অসন্তোষ ও গোলযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এইসময়ে সংবাদপত্র-সমূহ প্রায় স্বাধীনভাবে কার্য করিতেছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় অনেকে স্বাধীন-ভাবে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে সমুদ্যত হয়। অর্ধ-বাটার সম্বন্ধে সৈনিক-দলের যে অভিযোগ ছিল, তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। স্বাধীন সংবাদপত্র অসন্তোষ নিবারণের একটি প্রধান উপায়। হৃদয় যে অসন্তোষে পূর্ণ থাকে, কালির সহিতই ক্রমে তাহা বাহির হইয়া হৃদয়কে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিয়া তুলে। এই অসন্তোষ আর সবেগে বা সতেজে প্রকাশ পাইয়া কোনরূপ বিপ্লবের কারণ হয় না। বেণ্টিঙ্কের সময়ে অর্ধ-বাটার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে সৈনিক-কর্মচারিগণ সংবাদপত্র সমূহেই আপনাদের মর্মবেদনা জানাইয়া নিরস্ত হন।

এইরূপে সৈনিক কর্মচারিগণের সমস্ত বিরাগ ও অসন্তোষ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ক্রমে সিপাহীরা শান্তিররাজ্যে শান্তভাবে আপনাদের কর্তব্যকার্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু রাজ্য-শাসন-চক্রের পরিবর্তনে সিপাহিদিগের মানসিক শান্তি ও প্রীতি চিরস্থায়ী হইল না। পরিবর্তনশীল রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব সুখ-শান্তির আশাও পরিবর্তিত হইতে লাগিল। আফগানিস্তানের যুদ্ধে সিপাহীরা বিশিষ্ট সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করে। তাহারা পালকের অধীনে আপনাদের কৃতকার্যতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল এবং নটের অধীনেও আপনাদের বীরত্ব, সাহস ও পরাক্রমের একশেষ দেখাইয়াছিল। যখন এই সুদৃশ্য, সুসজ্জিত ও সুপরাক্রান্ত সৈন্যদল আফগানিস্তানের গিরি-গহ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, তখন সিন্ধুর আমীরের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। সিপাহীরা অকুতোভয়ে, অটল সাহসে ভীষণ-মূর্তি, ভীম-পরাক্রম বেলুচিদিগের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল, নেপিয়ার তাহাদিগের এইরূপ উৎসাহ, বীরত্ব ও বিক্রম দেখিয়া প্রশংসাবাদে তাহাদিগকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে সিপাহিদিগকে আবার আর-একটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতা বা চিরাভ্যস্ত পরাক্রম স্খলিত হইল না। তাহারা পূর্বের ন্যায় সাহসের সহিত মহারাজপুরের ক্ষেত্রে অবতরণ করিল এবং পূর্বের ন্যায় পরাক্রমের সহিত সুসজ্জিত অরাতিদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনতিবিলম্বে শান্তির রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। চিরপ্রদীপ্ত সমরানল ক্রমে নির্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু এই শান্তির সহিতই আবার নূতন বিপদের উদ্ভব হইল। সিন্ধু ব্রিটিশ রাজ্যের একটি অংশ হইয়াছিল, ব্রিটিশ পতাকা সিন্ধুর সমতল-ক্ষেত্রে শোভা বিকাশ করিয়াছিল;

যে-সিপাহীরা এইবিজয়শ্রী ও এইরাজ্য করায়ত্ত করিতে প্রধান সহায় হইয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে বিজিত রাজ্য রক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করিল।

ভারতে ব্রিটিশাধিকার যে-সমস্ত রাজ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে, যে-সমস্ত রাজ্য একে একে ব্রিটিশ বিজয় বৈজয়ন্তী পরিবর্তনশীল কালের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছে; সেই সমস্ত রাজ্যাধিকারের ফলের সহিত সিপাহী সৈন্যদলের অব্যবস্থিতা ও বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব অনুস্যূত রহিয়াছে। রাজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অরাতির সংখ্যাও ন্যূন হইয়া আইসে, এই ন্যূনতার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্য সৈন্য রাখিবার আবশ্যকতাও অল্পতর হইয়া উঠে। সৈন্যগণের বিশ্বাস ও ভক্তির উপরে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। শত্রু সংখ্যা ন্যূন হইলে এবং রাজ্যাধিকারের আধিক্য সাধন করিলে, সৈন্যগণ যুদ্ধ-ব্যবসায় হইতে একরূপ বিরত হইয়া পড়ে। সুতরাং যে-উচ্চ আশায় তাহারা কোম্পানীর সৈনিকদলে প্রবেশ করে, যে-উচ্চ আশা তাহাদের হৃদয়-নিহিত ভাবনিচয়কে মহীয়ান্ করিয়া তুলে, তাহা ক্রমেই বিলোপ-দশা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অধিকন্তু রাজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিদিগের কষ্ট ও অসুবিধা বর্ধিত হয়। তাহারা বহু দূরদেশে, অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থানে কেবল পুলিসের ন্যায় প্রহরিতায় নিযুক্ত থাকে। এই প্রকার কার্য পরিশেষে তাহাদের অসুখ ও অশান্তির প্রধান কারণ হইয়া উঠে। ইহার পর যখন তাহাদের বাটা কমাইবার প্রস্তাব হয়, তখন তাহারা রাজ্যাধিকারের সাতিশয় প্রতিরোধী হইয়া উঠে। কোম্পানীর সিপাহিগণ সীমান্ত-বিভাগে অথবা পররাষ্ট্রে থাকিলে যে অতিরিক্ত বেতন পাইত; কোম্পানীর অধিকার প্রসারিত হইলে, সেই বেতন ন্যূনতর হয়। সুতরাং তাহারা যে কার্য করিয়া পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশী হইত, সেই কার্যের বিনিময়ে তাহারা এক্ষণে আপনাদের বেতনের অংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এইজন্য সিপাহীরা রাজ্যাধিকারের সাতিশয় বিরোধী এবং এইজন্য তাহারা দূরবর্তী নবাধিকৃত রাজ্যে কার্য করিতে সাতিশয় অসম্মত।

রাজ্যাধিকার ও তন্নিবন্ধন সিপাহিদিগের মনোগত ভাবের সম্বন্ধে যে-সমস্ত কারণ পরম্পরা উল্লিখিত হইল, তাহা সিন্ধু অধিকারের পর পরিস্ফুট হয়। এস্থলে ইহার একটি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতেছে। ১৮৪৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গবর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় লইয়া, ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন; এই সময়ে তিনি ৩৪ গণিত সিপাহিদলের অসন্তোষের সংবাদ অবগত হন। এই সৈন্যদল বাঙ্গালা হইতে সিন্ধুতে কার্য করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা পথে যাইতে যাইতে ফিরোজপুরে আপনাদের গতিরোধ করে। উল্লিখিত

সৈনিক পুরুষগণ এই বলিয়া, নববিজিত সিন্ধু রাজ্যে কার্য করিতে অসম্মত হয় যে, তাহারা যুদ্ধের সময় যে অতিরিক্ত বেতন পাইত, তাহা না পাইলে কখনই ঐ স্থানে কার্য করিতে অগ্রসর হইবে না। সিপাহিদিগের এইরূপ অবাধ্যতা ও অনিচ্ছা দেখিয়া লর্ড এলেনবরা ও প্রধান সেনাপতি নেপিয়ার বিশিষ্ট যত্ন ও কৌশল সহকারে শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙ্গালার ৭ গণিত অশ্বারোহিদল সীমান্তভাগে যাইবার সময় প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হইয়াছিল। অফিসরগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সুব্যবস্থিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আপনাদের ফণ্ড হইতে অর্থ দিতে চাহিলেন, আপনারা যত্ন করিয়া তাহাদের প্রার্থনাপূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন, তথাপি তাহারা ভেরীর নিনাদ শ্রবণে সজ্জিত হইল না, অথবা অফিসরদিগের আদেশে নির্দিষ্টস্থানে গমনোন্মুখ হইল না। একাগ্রতা ও অটল প্রতিজ্ঞার সহিত ফিরোজপুরের নিকটে বসিয়া রহিল। এই সময়ে আর-এক সঙ্কট উপস্থিত হইল। চারিদিকে কিম্বদন্তী প্রচারিত হইল যে, ইউরোপীয় সৈন্যগণও এ-বিষয়ে সিপাহিদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এই কিম্বদন্তী শ্রবণে রাজ্য-শাসন-বিভাগের কর্মচারিগণ সাতিশয় চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। একদল ইউরোপীয় সৈন্য স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতে লাগিল, সিপাহীরা আপনাদের ন্যায্য বেতন প্রার্থনা করিতেছে মাত্র; সুতরাং ইহা তাহাদের পক্ষে অশিষ্টতা বা অবিবেচনার কার্য নহে। এই সময়ে শতদ্রুর অপরপার্শ্বে শিখগণ অবস্থান করিতেছিল, তাহারা সিপাহিদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ ও সিপাহিদিগের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। সেই বিভাগের সেনাপতি ডিক উল্লেখ করিয়াছিলেন, সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ করিলে তাহারা কখনই প্রত্যাবর্তিত হইবে না। এবিষয়ে যদি কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ করা যায়, অথবা কিয়ৎপরিমাণে কঠোরতা প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সীমান্তভাগ সমরাগ্নিতে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে। এতন্নিবন্ধন নিরস্ত্রকরণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে সৈন্যদল কোনপ্রকারে দণ্ডিত না হইয়া যেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, গবর্নর জেনারেলের নিকট হইতে কোনরূপ আদেশ না আসা পর্যন্ত, সেইস্থানে ফিরিয়া আইসে। ইহার পরিবর্তে অন্য সৈন্যদল সিন্ধুতে কার্য করিতে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমে এই অনিষ্ট অনেক সৈনিকদলেই সংক্রান্ত হইয়া উঠে। অনেকেই পূর্বের ন্যায় বাটা না পাইলে কার্য করিতে অসম্মত হইল। শেষে অনেক যত্নে ও কৌশলে সিপাহিদিগের এই অবাধ্যতা নিবারিত হয়। গবর্নমেণ্ট অনেকস্থলে তাহাদিগকে প্রার্থিত বাটা দিতে প্রতিশ্রুত হন। সিপাহিদিগের এই

অসন্তোষ ও বিরাগ কেবল রাজ্য-বৃদ্ধির ফল। তাহারা আপনাদিগকে ন্যায্যপ্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া, বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এবিরাগ ও অসন্তোষ অকারণে সমদ্ভূত হয় নাই। তাহারা প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া কোম্পানীর জন্য রাজ্য-জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই রাজ্য জয় হইলে তাহারা আপনাদের নির্দিষ্ট বেতন হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। ইহাতে যে তাহারা বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইয়া কার্য হইতে বিরত হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। এবিষয়ে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের প্রভুভক্তিও অটল বা অনমনীয় থাকে না। লর্ড এলেনবরা নির্দেশ করিয়াছিলেন, দেশীয় সৈন্যদলের অসন্তুষ্টিতে অনেক বিপদ সম্ভবে, এই বিপদে ভারত-সাম্রাজ্যও বিপদাপন্ন হইতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস এই, সৈন্যদিগের নিরন্তর বিজিগীষা বৃদ্ধি করাই তাহাদিগকে সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত রাখিবার প্রশস্ত উপায়। কিন্তু এই বিজিগীষা ও সামরিক গৌরব, অন্যায় বা অবিচারে ভারাক্রান্ত করা বিধেয় নহে। ইহাতে রাজ্যাধিকারের লাভ অপেক্ষা রাজ্য-জয়ের অনিষ্ট অধিক হইয়া থাকে। লর্ড এলেনবরার এই নির্দেশ অসমীচীন নহে। রাজ্য-বৃদ্ধির সহিত যে, সিপাহিদিগের বিরাগ ও অসন্তোষের কারণ অনুস্যূত থাকে, তাহা এই সিন্ধু অধিকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কোম্পানীর সিপাহিগণ যেমন সাহসসহকারে ও অকুতোভয়ে সিন্ধু অধিকার করে, তেমনি পঞ্জাবরাজ্যও প্রভূত পরাক্রমের সহিত করায়ত্ত করিয়া তুলে। পঞ্জাব অধিকার সিপাহিদিগের অপরিসীম গৌরব ও মহত্ত্বের বিষয়। বর্তমান পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে এই রাজ্যাধিকারের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সিপাহিগণ সিন্ধুর ন্যায় এই বিজিত রাজ্যেও কার্য করিতে আজ্ঞপ্ত হয়। এ-সময়েও পূর্বের ন্যায় তাহাদের প্রাপ্য বেতন ন্যূনতর হইয়া উঠে। সুতরাং যে বিরাগ সিন্ধুজয়ের পর পরিস্ফুট হইয়াছিল, সে-বিরাগ পঞ্জাবজয়ের পরেও প্রকাশিত হয়। সিপাহিরা বুঝিতে পারিল না, তাহারা কোন্ নিয়ম, কোন্ যুক্তির বলে ন্যূন বেতনে বিজিতরাজ্যে কার্য করিবে? বুঝিতে পারিল না, তাহারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া ব্রিটিশ কোম্পানীর জন্য যে-অধিকার প্রসারিত করিয়াছিল, অপরিসীম সাহস ও পরাক্রমের সহিত ব্রিটিশ কোম্পানীকে যে বিজয়-লক্ষ্মীতে পরিশোভিত করিয়াছিল, সেই অধিকার ও সেই বিজয়-লক্ষ্মীর বিনিময়ে তাহারা কোন্ যুক্তির বলে প্রাপ্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে?

সুতরাং সেই সময়ে পঞ্জাবে যে-সমস্ত সৈন্য ছিল এবং যে-সমস্ত সৈন্য কোম্পানীর প্রাচীন অধিকার হইতে শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহারা অল্প বেতন গ্রহণ করিতে

অস্বীকৃত হয় এবং পূর্বের ন্যায় বর্ধিত বেতন পাইবার জন্য সাহস ও দৃঢ়তার সহিত বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। যে-যে সৈনিকদল এই অল্পতর বেতনের অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, অথবা শীঘ্রই ভোগ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের সহায়ভূত হইতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইতে থাকে। কতিপয় সৈন্যদলের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এক স্টেশন হইতে অন্য স্টেশনে যাইয়া সমস্ত ঠিক করে। অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে পত্রাদিও লিখিত হইতে থাকে। রাউলপিণ্ডিতে সৈন্যদিগের এই অসন্তোষ প্রথমে প্রকাশ পায়। একদা জুলাই মাসের প্রাতঃকালে সার্ কোলিন কাম্বেল সংবাদ পাইলেন দ্বাবিংশ সৈনিকদল আপন আপন বেতন গ্রহণে অসম্মত হইয়াছে। সিপাহিগণ বাহিরে শান্ত, বিনয়ী ও সুস্থির ছিল, কিন্তু তাহাদের এই শান্তি, বিনয় ও স্থিরতার অভ্যন্তরে প্রগাঢ় অসন্তোষ গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছিল এবং এই অসন্তোষ তাহাদের অবিচলিত স্থিরতার সাক্ষীভূত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল। কাম্বেল ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, অন্যান্য সৈনিক-দল যে শীঘ্র তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবে, ইহাও তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল। এইরূপ একতা, এইরূপ অসন্তোষ ও এইরূপ বিরাগ সমুদয়স্থলে সমুদয়সময়ে অবশ্যই বিপদের সূত্রপাত করিয়া থাকে। কিন্তু সাময়িক ঘটনা-বিশেষ এই আশঙ্কিত বিপদ অনেকাংশে পরিবর্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সিপাহী সৈন্যের এই অসন্তোষ নববিজিত রাজ্যে পরিস্ফুট হয়, নববিজিত অরাতি-পক্ষের মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে, প্রতিকূলপক্ষীয়ের সংস্রবে প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে এবং অবদ্ধমূল ও অব্যবস্থিত শাসনের অনুকূলতায় অবাধে ও অবলীলায় আপনার আধিপত্য প্রসারিত করিয়া তুলে। খালসাগণ এইসময়ে যদিও নিরস্ত্র হইয়াছিল, তাহারা যদিও কালের নিয়তিবলে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের অন্তর্নিগূঢ় ধূমায়মান বহ্নি নির্বাপিত হয় নাই। যে-বিকার ও যে-ক্রোধ তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা বিগতকালের ক্রোড়শায়ী হয় নাই। পূর্বস্মৃতি তাহাদের হৃদয়ে অনলকণা উৎপাদন করিয়াছিল এবং বর্তমান অবস্থা তাহাদিগকে যাতনার অসহ্য আক্রমণে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। ঈদৃশ বিরক্ত, বিদ্বিষ্ট ও অসন্তুষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হয়, তাহা হইলে এই খালসা সৈন্যে যে, তাহাদের সংখ্যা বর্ধিত হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। খালসাগণ এই অভ্যুত্থিত সিপাহিদলে সম্মিলিত হইয়া, অবশ্যই আপনাদের প্রনষ্ট রাজ্যের উদ্ধারে যত্নপর হইয়া উঠিবে এবং অবশ্যই ব্রিটিশ কোম্পানীর শাসনকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিবে।

১৮৪৯-৫০ খ্রীঃ অব্দ

এই আশঙ্কিত বিপদের সময়ে প্রধান সেনাপতি সার চার্লস্ নেপিয়ার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। গবর্নর জেনারেল এ-সময়ে শীতল পার্বত্য সমীরণ সেবন করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন, প্রধান সেনাপতি বিলম্ব না করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহাদের নিকট সংবাদ আসিল, কেবল রাউলপিণ্ডির একদল নহে, দুইদল সৈন্য তাহাদের বেতন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে এবং উজীরাবাদ ও ঝিলমের অন্য কয়েক দলও তাহাদের দৃষ্টান্তানুবর্তী হইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে গবর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি কতিপয় প্রধান সৈনিক পুরুষের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্নেল বেন্‌সন্ নামে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাস্পদ সৈনিক পুরুষ প্রস্তাব করিলেন যে, এ-সময়ে সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা কর্তব্য। কিন্তু নেপিয়ার এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তিনি বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। গবর্নর জেনারেলও প্রধান সেনাপতির মতে সম্মত হইলেন। সুতরাং যাহারা বেতন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদিগকে অস্ত্রহীন করা প্রধানতম কর্তৃপক্ষের যুক্তির অনুমোদিত হইল না। এদিকে বেন্‌সন গোপনে সার্ কোলিন্ কাম্বেলকে লিখিলেন তিনি এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ যেন ইউরোপীয় সৈনিকগণ আনিয়া কর্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু এইপত্র পৌছিবার পূর্বেই কাম্বেল আশঙ্কিত বিপদের হস্ত হইতে একরূপ পরিত্রাণ পাইলেন। তিনি ২৬শে জুলাই প্রধান সেনাপতিকে লিখিলেন, "সিপাহিদিগের প্রতি আপনার উপদেশ সিমলা হইতে প্রেরিত হইবার পূবেই সৈন্যগণ শান্তভাব অবলম্বন পূর্বক পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে"। সিপাহিদিগের এইরূপ শান্তি অবলম্বনের প্রধান কারণ নির্দেশ করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে, তাহারা শেষকার্য সম্পাদনার্থ তখন প্রস্তুত হইতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচারী হইতে তাহারা তখনও আশানুরূপ বল অথবা সাহস সংগ্রহ করে নাই। রাউলপিণ্ডিতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, নিকটবর্তী অন্যান্য সেনানিবেশেও ইউরোপীয় সৈনিকদল অবস্থান করিতেছিল। ইহাদিগকে একস্থানে সম্মিলিত করিবার সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং ইহাদের সাহায্যে বিপত্তি-পূর্ণ সৈনিক অভ্যুত্থান নিরস্ত করিবার চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইল।

নেপিয়ার অক্টোবর মাসে, প্রধান প্রধান সেনানিবেশগুলি পরিদর্শনার্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করেন। দিল্লীতে আসিয়া, তিনি সৈন্যদিগের অসন্তোষ স্পষ্টত দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, বর্ধিত বেতন না পাইলে কখনই পঞ্জাবে যাইয়া কার্যভার গ্রহণ করিবে না। একদল সৈন্য শতদ্রুর পারে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা যথাস্থানে যাইবার নিমিত্ত যাত্রা

করিতে সম্মত হইল না। নেপিয়ার এইরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সিপাহিদলে এই বিরাগ ও অসন্তোষ সর্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ কার্য পরিস্ফুট হইয়া ভয়ানক বিপ্লবের উৎপত্তি করিতে পারে। তিনি এ-সম্বন্ধে যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে ক্রুটি করিলেন না। সিপাহিদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উজীরাবাদে সৈনিকদলের বিরাগ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। কোম্পানীর একজন উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট কর্মচারী এইস্থানের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। জন হিরাবৃসে জীবনের প্রথমাবস্থায় সীতাবল্‌দির অন্যতম প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার কার্যনৈপুণ্য ও সামরিক কুশলতা ক্রমেই প্রকাশিত হইতে থাকে। হিরাবৃসে আপনার সৈনিকদলে বিলক্ষণ মাননীয়, শ্রদ্ধেয় ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সিপাহিদিগের হৃদয়গতভাব বিশিষ্টরূপে বুঝিতেন। বক্তৃতার মোহিনী শক্তির প্রভাবে যে, সিপাহিদিগের হৃদয় আর্দ্র হয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হয় এবং একাগ্রতা অবনত হইয়া পড়ে, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি অবশেষে এই বক্তৃতা-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই উদ্যত হইলেন। যখন উজীরাবাদের একদল সৈন্য প্রকাশ্যভাবে বেতন গ্রহণে অসম্মত হইল, তখন হিরাবৃসে সৈন্যদলকে প্যারেড-ভূমিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এমন উদ্দীপক, এমন হৃদয়গ্রাহী ও এমন যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল যে, সিপাহিরা তাহা শ্রবণ করিয়া, অনেকে অবনতমস্তক হইল, অনেকে বিরাগে, ক্ষোভে ও অনুশোচনায় আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল এবং অনেকে পূর্ব অবাধ্যতা স্মরণ করিয়া, দুঃখ-দগ্ধ-হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জন করিল। পুনর্বার তাহাদিগকে বেতন প্রদত্ত হইল। যে-চারি ব্যক্তি বেতন গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ডবিধির অধীন করা গেল এবং বিচারে তাহাদের প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইল। ইহার পরে সমস্ত সৈন্যদল এই দণ্ডাজ্ঞার কার্য দেখিতে সমবেত হইল। উজীরাবাদে চারিদল দেশীয় সৈন্য ছিল এবং একদল ইউরোপীয় সৈনিকও অবস্থান করিতে ছিল, ইহাদের সকলের সমক্ষেই এই দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত হইল। দণ্ডিত সিপাহিগণ সকলের সমক্ষে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রকাশ্যভাবে কঠোরতর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল। সিপাহিরা বিষণ্ণচিত্তে, কাতরভাবে সতীর্থদিগের এই শোচনীয় দশাবিপর্যয় চাহিয়া দেখিল। আর তাহারা কোনরূপ অবাধ্যতা বা কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিল না। আপনাদের নির্দিষ্ট বেতন গ্রহণ করিল এবং নির্দিষ্ট নিয়মঅনুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু এইস্থলেই দণ্ডবিধির অপ্রতিহত শক্তি অচল বা অকর্মণ্য হইয়া রহিল না। যে তিনজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারী একদল হইতে অন্যদলে যাইয়া সিপাহিদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের বিচার আরম্ভ হইল এবং বিচারে, তাহারা চতুর্দশ বর্ষকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু সার চার্লস নেপিয়ার অপরাধ ও আশঙ্কিত বিপদের গুরুতা দেখিয়া, এই দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্তন করিতে আদেশ করিলেন। এতন্নিবন্ধন চতুর্দশ বর্ষ কারাবাসের আদেশের পরিবর্তে তাহাদের প্রতি মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল। আর দুইজনও এই এক-অপরাধে এক-বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া, একবিধ দণ্ডের অধিকারী হইল*। অপরাধ অনুসারে বিচার করিলে এইদণ্ড কঠোরতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইবার পূর্বে প্রাণদণ্ড-বিধান ন্যায়ের তাদৃশ অনুমোদনীয় না হইতে পারে। কিন্তু শেষে নেপিয়ার এ দণ্ডও পরিবর্তন করিয়া অপরাধিগণকে যাবজীবন দ্বীপান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে ন্যায়ের সম্মান রক্ষিত হইল এবং দয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া ন্যায় ও আপনার সমতা বিধান করিল। নেপিয়ার এইদণ্ডের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই নির্বাসনে তাহারা আপনাদের অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইবে। কারণ, তাহারা স্বদেশ হইতে স্বজাতি হইতে জন্মের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া, সমুদ্রপারে অপরিচিত ও অজ্ঞাতস্থানে থাকিয়া, আপনাদের শোচনীয় জীবনে আপনারাই পরিতপ্ত হইবে। এইরূপ নির্বাসন কেবল পরিবর্তন মাত্র, ইহা তাহাদের অপরাধের সমুচিত শাস্তি বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। তাহারা শোচনীয়-দশার জীবিত-দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অবস্থান করিবে। সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীই ঈদৃশ শোচনীয় অদৃষ্টের অধিকারী হইয়া থাকে**"।

ইহাতেও সর্বজনীন বিরাগ অপসারিত হইল না। যদিও সিপাহিগণ স্থানবিশেষে কঠোর দণ্ডবিধিতে অথবা বক্তৃতার তীব্রতায় শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি স্থান-বিশেষে অশান্তির ভয়ঙ্করী মূর্তির বিরাম হয় নাই। এরূপ কিম্বদন্তী প্রচারিত হইয়াছিল যে, ডাকঘরের পত্রবাহকগণ অন্যান্য পত্রের ন্যায় সিপাহিদিগের ষড়যন্ত্র-পূর্ণ পত্র-রাশিও বহন করিয়া থাকে এবং এইসকল পত্র এক সেনানিবেশ হইতে অন্য সেনানিবেশে যাইয়া ভবিষ্যৎ বিপ্লবের বীজ বপন করে। শেষে এই সকল পত্রের অধিকাংশ অধিকৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিপ্লবের আভাস

* সার্ চার্লস নেপিয়ার লিখিয়াছেন, প্রথমে চারিজনের, শেষে একজনের বিচার হয়। Sir Charles Napier, Indian Mis-government, p. 59.

** Ibid, Indian Mis-government, pp. 59-60.

দৃষ্ট হয় নাই।* যাহা হউক নেপিয়ার আশঙ্কিত বিপদের বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিবিধানার্থ যথাসাধ্য যত্নপর হইয়াছিলেন। শেষে এই আশঙ্কার কার্য আরম্ভ হইল। নেপিয়ারের হৃদয় যে আশঙ্কিত বিপত্তির অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল, তাহা বর্ধিত হইয়া চারিদিকে সংহার-মূর্তির ছায়া বিস্তার করিল। গোবিন্দগড়ের ৬৬ গণিত সৈনিকদল প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হইল এবং প্রভূত উৎসাহ ও পরাক্রমের সহিত দুর্গের দ্বার আক্রমণ করিল। এইদ্বার অধিকার করিলে, বাহিরে যে-সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারা কখনও দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং দুর্গ অনায়াসেই শত্রুপক্ষের অধিকৃত হইত। এইসময়ে গোবিন্দগড়ে একদলও ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কিন্তু সেনাপতি ব্রাডফোর্ডের অধীনস্থ প্রথম অশ্বারোহিদল বিপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে সজ্জিত হইল। ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের সাহসে ও পরাক্রমে প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া, ইহারা দুর্গদ্বার করায়ত্ত ... র্গ রক্ষিত হইল, এবং সেইসঙ্গে ইউরোপীয় অফিসরদিগেরও জীবন রক্ষিত হইল। এক্ষণে ৬৬ গণিত সৈন্যদলের নাম সৈনিকের তালিকা হইতে কর্তিত হইল। নেপালস্থ পার্বত্য প্রদেশের গুরুখা সৈন্য তাহাদের পতাকা ও তাহাদের সামরিক ভূষণ অধিকার করিল।

সার চার্লস নেপিয়ার লিখিয়াছেন, যখন ৬৬ গণিত সেনাদল নিরস্ত্র হইল, যখন তাহাদের পতাকা ও যুদ্ধ-ভূষণ গুরুখাগণ অধিকার করিল, তখন সৈনিকদিগের অসন্তোষ ও শাত্রবভাব আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া গেল। সিপাহিগণ দেখিল, তাহাদের ন্যায় সাহসী, রণকুশল ও পরাক্রমশালী অন্য-এক-সম্প্রদায় তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিল। সুতরাং ইহাতে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, যেহেতু কোম্পানী একের বিনিময়ে অন্য এক সৈনিক সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা ইহাদেরই সাহায্যে আপনাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ অপ্রতিহত রাখিতে পারিবেন। কিন্তু সিপাহিগণ জাতিনাশ অথবা ধর্মনাশের আশঙ্কায় গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহারা বর্ধিত বেতনের প্রত্যাশা করিয়াছিল এবং এই বর্ধিত বেতনের জন্যই আশ্রয়দাতা প্রতিপালক-কর্তা কোম্পানীর সমক্ষে অবাধ্যতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। নেপিয়ার ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবিষয়ের কোন প্রতিবিধান না করিলে যে, সাধারণ বিরাগ ও অসন্তোষ নিরাকৃত হইবে না, ইহাও তাঁহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যে-পরিবর্তনে সিপাহিরা বিরক্ত হইয়াছিল, যে-

* Calcutta Review, vol. XXII.

** Ibid.

পরিবর্তন সিপাহিদিগকে অবাধ্যতা প্রদর্শনে প্রবর্তিত করিয়াছিল এবং যে-পরিবর্তন তাহাদের গভীর মনোবেদনার উদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছিল, সার চার্লস্ নেপিয়ার তাহা অন্যায় ও অরাজনীতি-সম্মত বলিয়া উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। সুতরাং এ-বিষয় যখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের বিবেচনাধীনে ছিল, তখন তিনি সিপাহিদিগকে পূর্বতন নিয়মানুসারে বেতন দিতে আদেশ প্রচার করিলেন :

যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সার চার্লস নেপিয়ার ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে লর্ড ডেলহৌসীর সহিত তাঁহার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। যখন প্রধান সেনাপতি সিপাহিদিগের প্রাপ্য বেতনের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন গবর্নর জেনারেল সমুদ্রের শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, প্রধানতম সৈনিকপুরুষ সমুদয় কার্য শেষ করিয়াছেন। প্রধানতম গবর্নমেণ্টের অজ্ঞাতসারে প্রধান সেনাপতির আদেশ প্রচারিত হওয়াতে লর্ড ডেলহৌসী সাতিশয় বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নেপিয়ার এই বলিয়া স্বকৃত-কার্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন যে, বিপদ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং এ-বিষয়ে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। কিন্তু ডেলহৌসী নেপিয়ারের এ-সমর্থন অস্বীকার করিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত নির্দেশ করিতে লাগিলেন, প্রস্তাবিত সময়ে কোনরূপ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নেপিয়ারের কার্যপ্রণালীর সমালোচনা করিয়া যে মিনিট প্রচারিত করেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "প্রধান সেনাপতি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের নিকট সংবাদ দেন যে, গত জানুয়ারি মাসে পঞ্জাবের সৈন্যদলে অসন্তোষ লক্ষিত হইয়াছিল, সৈনিকদিগের অবাধ্যতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহা এতদূর সম্প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট সে-সময়ে একটি ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতির প্রেরিত এই সংবাদ আমি ২৬শে মে সাতিশয় বিস্ময়সহকারে পড়িয়াছি। প্রধান সেনাপতি যে-ধারণা পোষণ করিয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আমি বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি। আমি তদানীন্তন সময়ের সমস্ত কাগজপত্রও ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়াছি এবং যাহা যাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহাও যত্নপূর্বক অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি, এদিকে প্রধান সেনাপতি যে-ধারণা ও বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া সমস্ত সৈন্যকে বিপ্লবকারী ও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে বিপদাপন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সে-ধারণা ও বিশ্বাসের সত্যতা বা সাধুতার সম্বন্ধেও আমি কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না। আমি কেবল নিজের মতানুসারে ইহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি পূর্বে প্রধান সেনাপতির প্রদত্ত সংবাদ যেভাবে পড়িয়াছিলাম,

এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সেইভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। ভারতবর্ষ বিপদাপন্ন হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিবার কিছুই সার্থকতা নাই। ভারতবর্ষ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত এবং ইহার নূতন প্রজাগণের বশ্যতায় অন্তঃশত্রুর আক্রমণে নিরাপদ। এ-অবস্থায় সৈনিকদল-বিশেষের আংশিক অবাধ্যতায় ইহা কখনই বিপদাক্রান্ত হইতে পারে না। ... সৈন্যদল বিদ্রোহাপন্ন এবং সাম্রাজ্য বিপদাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া যে যে-মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছি"।

কিন্তু সার্ চার্লস নেপিয়ার স্বয়ং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সৈনিক সম্প্রদায় পর্যবেক্ষণ করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে লর্ড ডেলহৌসীর এই উক্তি তাদৃশ সমীচীন বোধ হইবে না। নেপিয়ার দিল্লীতে গিয়াছিলেন, আগ্রাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, মীরাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরিশেষে হিন্দুদিগের পুণ্যভূমি হরিদ্বারেও আপনার গতি প্রসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল স্থানের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একই অসন্তোষ, একই বিরাগের ভয়ঙ্করী মূর্তি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সত্যবটে তদানীন্তন সময়ে এই অসন্তোষ ও বিরাগ পরিস্ফুট হইয়া কোনরূপ বিপ্লবের স্থত্রপাত করে নাই, সত্যবটে তদানীন্তন সময়ে সিপাহিগণ ন্যূন বেতন গ্রহণের প্রস্তাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, কোম্পানীরাজকে ভারতীয় ভূখণ্ড হইতে অপসারিত করিতে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু এ-প্রস্তাবে তাহারা যে-মর্মে আঘাত পাইয়াছিল, অবাধ্যতায় অনমনীয় হইয়াছিল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় অটল হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রতিহিংসায় কোম্পানীর গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইবার স্থসময় অপেক্ষা করিতেছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নেপিয়ার এই অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের পূর্বাভাস স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন; ইহা যে সময়ান্তরে বা ঘটনান্তরে পরিস্ফুট হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে বিপত্তি-সাগরে নিমজ্জিত করিবে, ইহাও তাঁহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি এইজন্য তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ বেতন দিয়া প্রভুভক্ত, প্রভুকার্যপরায়ণ ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

শেষে ঈদৃশী সাবধানতা, ঈদৃশী কার্যকুশলতা ও ঈদৃশী উদারতার সম্মান রক্ষিত হইল না। নেপিয়ার বিরাগে ও ক্ষোভে মস্তক অবনত করিলেন। শাসন-বিভাগের উচ্চতমপদে অধিরূঢ় হইয়া ডেলহৌসী আপনার শাসন-প্রণালী বিপর্যস্ত করিলেন না। তিনি স্বীয় রাজশক্তি ও রাজ্য-শাসন-প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। এদিকে নেপিয়ার ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের নিকট পদত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ হইল। স্থতরাং তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। নেপিয়ার ২২শে মে অশ্বারোহিদলকে একখানি পত্র লিখিয়া

জানাইয়াছিলেন, "এক্ষণে প্রায় সপ্ততিবর্ষে পদার্পণ করাতে এবং গত দশবৎসর কাল সাতিশয় শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি ভোগকরাতে আমি সুস্থতালাভের প্রয়াসী হইয়াছি। ভারতবর্ষের জলবায়ুর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকিলে কখনই এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিব না"।

গবর্নর জেনারেলের সহিত মত-বৈষম্য উপস্থিত হওয়াতে সার্ চার্লস নেপিয়ার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্বক শারীরিক ও মানসিক শান্তি-সুখের আশায় স্বদেশে গমন করিলেন। গবর্নমেণ্টের শীর্ষস্থানীয় এই দুইজন প্রধান ব্যক্তির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিকক্ষেত্রে অনেক বিষময় ফলের বীজ বপন করিয়াছিল। ইহাতে সৈনিক বিভাগের প্রভুত্ব ও সম্মান অনেকাংশে ন্যূন হইয়া পড়ে। সিপাহীরা এবারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহাদের প্রধানতম কর্তাও সর্বাংশে ক্ষমতাশালী নহেন। ইংলণ্ড যাঁহার হস্তে সমস্ত সৈনিক দলের অধিনায়কতা সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন এবং যাহাকে গুরুতর কর্তব্যের দায়ী করিয়া, অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থ নিয়োজিত করেন; তিনিও একজন সিবিল গবর্নরের কর্তৃত্বের সমক্ষে হতমান হন।

কিন্তু এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য একটি বিষয় সাধারণের পরিজ্ঞাত হইয়াছে, অন্য একটি বিষয় সাধারণে জানিতে পারিয়া ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি শিথিল ও অবদ্ধমূল বলিয়া মনে করিয়াছে। চিন্তাশীল ব্যাক্তিগণ তখন দেখিলেন; গবর্নমেণ্টের প্রধানতম কর্তৃপক্ষ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা গবর্নমেণ্টের ব্যবস্থিততার সম্বন্ধে সাতিশয় সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। একজন ভারতবর্ষীয় বিচক্ষণ অফিসর একদা সার্ জর্জ ক্লার্ককে লিখিয়াছিলেন, "আমার এক্ষণে ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি অভিজ্ঞ লোকদিগের নিকট তিনটি কথা শুনিতে পাইয়াছি; এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেও এ-বিষয়ের অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনটি দুর্ঘটনা ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টর স্থায়িত্ব কখন অপসারিত হইবে না। এই দুর্ঘটনাত্রয়ের প্রথমটি এই—উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যাহাতে এই শাত্রব ভাব না থাকে, অন্ততঃ যাহাতে ভারতবর্ষীয় লোকে এইভাবের বিষয় জানিতে না পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। এক্ষণে সাহেবদের মধ্যে শত্রুতা বর্তমান রহিয়াছে; এবং তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মাৎসর্য মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় সাধারণের দৃষ্টিপথবর্তী হইতেছে"। লোকে এইরূপ ভাবেই ডেলহৌসী ও নেপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া ব্রিটিশ শাসনের মূল-ভিত্তি শিথিল মনে করিয়াছিল। লোকে মনে করিত, ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের সংখ্যা অল্পমাত্র; কিন্তু একতায় তাহারা বহুসংখ্য হইয়া থাকে। যদি একতা বিনষ্ট হয়, যদি একতার পরিবর্তে

বিদ্বেষ, হিংসা ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে ইংরেজেরা ক্রমে ভারতবর্ষে হীনবল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের শাসন-প্রণালীও ক্রমে হীন-শক্তি হইতে থাকে।

লর্ড এলেনবরার শাসন-সময়ে কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঠিক এইরূপ কারণে এইরূপ অনৈক্য সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যে-সমস্ত ভারতবর্ষীয় সৈন্য সিন্ধুতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, প্রধান সেনাপতি প্রধানতম গবর্নমেণ্টের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, তাহাদিগকে অতিরিক্ত অর্থদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্নর জেনারেল সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু এই বিরাগ সে-সময়ে সাধারণে তাদৃশ অভিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করে নাই। সে-সময়ে সিন্ধুতে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল সুতরাং সাধারণের মন সেই সময়ের দিকেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সে-সময়ে এই সামরিক কাহিনী ব্যতীত সাধারণের অবকাশ-কাল অতিবাহনের আর কোন সামগ্রী ছিল না। কিন্তু ডেলহৌসীর সহিত নেপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধারণ্যে ঘোষিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সকল সেনানিবাসে, সকল বাজারে ও সকল পল্লীগ্রামেই ইহা কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোম্পানী-রাজের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছিল, সকলেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোম্পানীর গবর্নমেণ্টকে একতাশূন্য বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং সকলেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনীতির মূল-দেশে অনেক আবর্জনা দেখিতে পাইয়াছিল। সাধারণে ভাবিয়াছিল, ইংরেজ একখানি তেজস্বি হস্ত ও একটি তেজস্বি মস্তিষ্কের সাহায্যে ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতেছে; সেই ইংরেজই এক্ষণে আপনাদের গৃহবিবাদে ও আপনাদের অনৈক্যে ক্রমে নিস্তেজ, নির্বল ও নিঃসহায় হইয়া পড়িতেছে।

এইরূপে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থিততা সাধারণের হৃদয়ে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সিপাহিগণ এতৎপ্রসঙ্গে যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা বর্ধিত বেতনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল এবং এই বর্ধিত বেতন না পাইলে নববিজিত রাজ্যে কার্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে এই বর্ধিত বেতনের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া তাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি পূর্বাপেক্ষা আস্থাশূন্য হইয়া পড়িল এবং পূর্বাপেক্ষা রাজ্যাধিকারের বিরোধী হইয়া উঠিল। তাহারা প্রধান সেনাপতিকে বিদায় লইতে দেখিয়া স্থির করিল, কোম্পানীর অধিকার প্রসারিত হইলে আর তাহাদের কোনও লাভ নাই; সুতরাং কোম্পানীর জন্য নূতন রাজ্য জয় করা এবং নূতন রাজ্যে কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন করা, তাহাদের পক্ষে বৃথা আয়াস মাত্র। সিপাহীরা এই জ্ঞান, এই ধারণা কখনও বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত করে নাই; তাহারা

অতীতের চিত্র যত্নপূর্বক স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াছিল; এবং বর্তমানের চিত্রের সহিত তাহার তুলনা করিয়া আপনাদের কর্তব্যপথ নির্দিষ্ট করিয়া লইতেছিল। যদি সিপাহিদিগের হৃদয় ভবিষ্যৎ আশায় একাগ্রতাসম্পন্ন করা হইত, যদি সিপাহিদিগকে আশ্বাসবাক্যে উদ্যোগী ও উৎসাহী করা যাইত, যদি তাহাদিগকে বলা হইত, তাহারা কার্যানুরোধে যেরূপ দূরদেশে যায়, অপরিচিত ও অজ্ঞাতস্থানে যেরূপ অসুবিধা ভোগ করে, তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের জন্য কোনরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে, তাহা হইলে তাহারা আহ্লাদ, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত এই আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিত এবং আহ্লাদ, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত কোম্পানীর কার্যসাধনে সমুদ্যত হইত। কিন্তু গবর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা এ আহ্লাদ, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশের সুবিধা পাইল না। তাহারা আপনাদের প্রভুর নিকট অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে সে প্রত্যাশা ভঙ্গ হইল, তাহারা সুবিচার দেখিতে পাইল না; এবং আপনার প্রভুদিগকেও সুব্যবস্থিত, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মের অনুসারী বলিয়া জ্ঞান করিল না।

ইহার পর আর-এক ঘটনায় সিপাহিদিগের অসন্তোষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে*। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল; ব্রহ্মদেশবাসিগণ ব্রিটিশ সিংহের বিপক্ষে সমরসজ্জার আয়োজন করিয়াছিল: এইযুদ্ধে সিপাহী সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। সাগরের বারিরাশি অতিক্রম ভিন্ন ব্রহ্মে উপনীত হইবার সুগম পথ নাই; এজন্য সিপাহিগণ সমুদ্রপথে যাত্রা করিতে আজ্ঞপ্ত হইল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কখনও সিপাহিদিগকে সমুদ্র-যাত্রায় প্রবর্তিত করিবেন না; প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সিপাহিদের ধর্মের বিরুদ্ধে, অনুশাসনের বিরুদ্ধে, চিরাগত ব্যবহার-প্রণালীর বিরুদ্ধে কখনও হস্তোত্তলনে প্রবৃত্ত হইবেন না; কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ প্রচারিত হওয়াতে সিপাহিগণ সে প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। ৩৮ গণিত সৈন্যগণ এই প্রতিজ্ঞা করিল, তাহারা কখনই সাগর-বারি অতিক্রম করিবে না এবং কখনই আপনাদের ধর্মানুশাসনের বিরুদ্ধাচারী হইয়া কোম্পানীর কার্য করিতে অগ্রসর হইবে না। সৈন্যদলের এই অটল প্রতিজ্ঞা দর্শনে গবর্নমেণ্ট বাঙ্নিপত্তি করিলেন না; তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট ও সর্ব-প্রকারে তাহাদের অনুশাসনের অনুযায়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

---

* কে সাহেব, লর্ড ডেলহৌসীর সহিত চার্লস্ নেপিয়ারের বিবাদের অব্যবহিত-পরবর্তী-সময় প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ বলিয়াছেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ৩৮ গণিত সৈন্যদল ব্রহ্মদেশে যাইতে অসম্মত হয়। Vide, Calcutta Review, vol. XLI p. 112.

লর্ড ডেলহৌসীর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পাঁচবৎসর পূর্বে কোম্পানীর ইউরোপীয় সৈন্য-সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে বর্ধিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে-সমস্ত সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, তাহার সংখ্যা অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়া পড়ে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের তিন প্রেসিডেন্সীতে ঊনত্রিশ দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল; এই ঊনত্রিশ দলে সর্বসমেত অষ্টাবিংশতি সহস্র সৈন্য অবস্থান করে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইহার স্থানে চতুর্বিংশতি দল ছিল এবং এই সমুদয় দলে ত্রয়োবিংশতি সহস্র সৈনিক-পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। এই পাঁচবৎসরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশাধিকার ভূয়ির পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। বৎসরের-পর-বৎসরে, একদেশের-পর-অন্যদেশের মানচিত্র লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইতে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ ব্রিটিশাধিকার বর্ধিত হইলেও ভারতবর্ষে ১৮৫২ অব্দ অপেক্ষা ১৮৫৬ অব্দে তিনহাজার সৈনিক পুরুষ কম হয়। এই দুই অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইংলণ্ডকে ইউরোপে একটি মহাসমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল. একটি মহাসমর ইংলণ্ডকে সর্বাংশে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল; এজন্য ইংলণ্ড ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা বর্ধিত করিতে চেষ্টা পান নাই ইউরোপীয় সমরের নিমিত্তই অধিকাংশ সৈন্য নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন।

ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলন বা সামরিক ঘটনা যে ভারতবর্ষে আন্দোলনের বিষয় হয় না, ইহা মনেকরা ভ্রান্তির কর্ম। ইউরোপে কোন গুরুতর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইলে, ভারতবর্ষেও তাহা আন্দোলিত হইতে থাকে এবং ভারতবর্ষের লোকের মনেও তাহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া উঠে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় ইহার যাথার্থ্য পরিস্ফুট হয়। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই ইংলণ্ড ও রুষিয়ার সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রতি বাজারে, প্রতি পল্লীতেই এই যুদ্ধের সংবাদ, রুষিয়ার সাহস ও ইংলণ্ডের পরাক্রম সকলের আলাপের বিষয় হইয়া উঠে। কিন্তু শেষে অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা এই আন্দোলন ক্রমে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে। ব্রিটিশ রাজ্যের পরাজয় ব্রিটিশ রাজ্যের অবনতি এই আন্দোলনে সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ক্রমে সাধারণে ঘোষিত হইল, রুষিয়া ইংলণ্ড জয় করিয়া আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, এবং মহারাণী বিক্টোরিয়া পলায়ন করিয়া, ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলের নিকট আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। এইরূপ অনভিজ্ঞতামূলক কিম্বদন্তীতে সাধারণে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি পূর্বাপেক্ষা হতাদর ও হতশ্রদ্ধ হইতে লাগিল এবং সাধারণে ব্রিটিশ-রাজকে পূর্বাপেক্ষা হীনবল, অব্যবস্থিত ও অনৈক্য-দূষিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইহার পর ক্রিমিয়াযুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য লইয়া যাইবার

প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াতে সকলেই সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং সকলেই আবার জাতি নাশ ও ধর্ম নাশের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। একজন ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ক্রিমিয়া যুদ্ধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইবার অভিপ্রায় পার্লিয়ামেণ্টে পরিব্যক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষের অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোক মাত্রেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন।" এই বিস্ময় অকারণে সমুদ্ভূত হয় নাই; অকারণে এই বিস্ময় ভারতবর্ষের হৃদয়ে স্থান পরিগ্রহ করে নাই। সূক্ষ্মদর্শিগণ ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মানসিক-ভাব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন। সৈন্যগণ যে, এ-প্রস্তাবে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিবে, ইহাও তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অব্যবস্থিততা বা নির্বুদ্ধিতার প্রস্তাব তাঁহারা আদরসহকারে গ্রহণ করেন নাই, অথবা আদরসহকারে ইহা শ্রবণ করিয়া কোনরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই।

ডেলহৌসির শাসন-সময়ে অন্যান্য অনেকগুলি ঘটনাতেও ভারতবর্ষের অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোক মাত্রেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া উঠেন। ডেলহৌসী ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষের শাসন-কর্তৃত্ব অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্নর জেনারেলদিগের মধ্যে লর্ড ডেলহৌসীর তুল্য ক্ষিপ্র-কর্মা ও কার্য-কুশল ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি এই ক্ষিপ্রকারিতায় ও কার্য-কুশলতায় ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন এবং অনেক পরিবর্তনে ভারতবর্ষকে নূতন উপাদানে একপ্রকার নূতন করিয়া সংগঠিত করিয়াছেন। তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাই একাগ্রহৃদয়ে ও সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন। যে-আটবৎসর কাল তাঁহার হস্তে রাজ্য-শাসনের ভার সমর্পিত ছিল, সেইকালে তিনি কখনও স্বীয় কর্তব্য-পথ হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হন নাই। এই আটবৎসর কাল তিনি যে রাজনীতির অনুসরণে ও যে রাজনীতির প্রভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রাজনীতি তাঁহার নিজের অভ্যস্ত ও নিজের প্রবর্তিত। সুতরাং সেই রাজনীতি অনুসারে কার্য করাতে যে ফললাভ হইয়াছে, তাহা সর্বাংশে তাঁহার নিজের প্রাপ্য। তিনি অনলসভাবে কার্য করিতেন, অকুতোভয়ে কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন এবং অবলীলায় ও অসঙ্কোচে আপনার অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিয়া তুলিতেন। অন্য কোন শাসনকর্তা তাঁহার ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এবং তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায়ের সহিত কার্য করিতে পারেন নাই। ডিমস্থিনিস ও সিসিরো অবিসম্বাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী নহেন, সেক্ষপিয়র ও কালিদাস অবিসম্বাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নহেন, প্রতাপ সিংহ ও নেপোলিয়ন অবিসম্বাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ নহেন, কাবুর ও বিসমার্ক অবিসম্বাদিতরূপে

সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ নহেন ; কিন্তু ডেলহৌসী ক্ষিপ্রকারী ও কার্য-কুশলদিগের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি তাঁহার সতীর্থদিগকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া আপনার অদ্বিতীয়ত্ব সাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ডেলহৌসীর সময়ে অনেকগুলি আভ্যন্তরিক উন্নতির সূত্রপাত হয়। তিনি ভারতে রেলওয়ে আরম্ভ করেন, টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করেন, বারি দোয়াব ও গঙ্গার খাল খনন করেন এবং সুদীর্ঘ রাজপথ প্রস্তুত করেন। তাঁহার সময়ে বিদ্যালয়সমূহে গবর্নমেণ্টের সাহায্য দান-প্রণালী প্রবর্তিত হয় এবং তাঁহার সময়েই সাহায্য-কৃত বিদ্যালয়সমূহ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে আরম্ভ করে। ডেলহৌসীর অনুষ্ঠিত এই আভ্যন্তরীক কার্যপ্রণালীর গুণে বাণিজ্যের বহুল প্রচার হইয়াছে, বিদ্যা শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সকলে একউদ্দেশে একসূত্রে সম্মিলিত হইয়া, একপ্রাণ হইতে অভ্যাস করিতেছে।

ডেলহৌসী জাতীয় ভাব ও জাতীয় চরিত্রে উন্নত ও অনমনীয় ছিলেন। তিনি সকল বিষয়ই ইংরেজিভাবে ইংরেজিচক্ষে চাহিয়া দেখিতেন, এবং সকল বিষয়েরই ইংরেজিভাবে ইংরেজিচক্ষে বিচার করিতেন। তাঁহার হৃদয় দৃঢ়তর ও সুব্যবস্থিত ছিল এবং মানসিকভাব সর্বপ্রকারে অতুলনীয় কার্য কুশলতার অদ্বিতীয় অবলম্বন ছিল। তিনি এই একটি সত্য দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ইংরেজি শাসন-প্রণালী, ইংরেজি আইন, ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি ব্যবহার-পদ্ধতি, ভারতীয় শাসন-প্রণালী, ভারতীয় আইন, ভারতীয় শিক্ষা ও ভারতীয় ব্যবহার-পদ্ধতি অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তিনি সর্বান্তঃকরণে এবং সর্বপ্রকার দৃঢ়তা, অটলতা ও স্থিরতার সহিত এই সত্যটি কার্যে পরিণত করিয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ভারত-মানচিত্রের সমস্ত অংশ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েরই প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল সংসাধিত হইবে। এই ধারণা ও এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে সম্পোষিত হইয়াছিল, ধীরে ধীরে কার্যপথ প্রদর্শন করিতেছিল, ভবিষ্য সুখ ও ভবিষ্য আশার মনোমোহন দৃশ্য সম্মুখে বিস্তার করিয়াছিল এবং শেষে অবারিত-বেগে ও অনমনীয়বিক্রমে আপনার কৃতকার্যতায় আপনিই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই ধারণায় এতদূর আস্থাবান হইয়াছিলেন, এই ধারণানুসারে কার্য করিতে এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংক্ষেপে এই ধারণার অনুসারী কার্য করিলে যে মহৎ ফললাভ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই বিচলিত বা পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজ্য-শাসন বিভাগের সমস্ত

প্রধান কর্মচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহার এ-বিশ্বাস অনুমাত্র বিচলিত হইত না। যে-সময়ে কয়েকজন ব্যতীত, আর সকল প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ প্রাচীন রাজনৈতিক মত পরিত্যাগ পূর্বক অভিনব রাজনৈতিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় রাজ্য-শাসন-ক্ষেত্রে সেই সময়ে তাঁহার আধিপত্য প্রসারিত হয়। মালকম, এলফিন্স্টোন ও মেটকাফ যে-রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যে-রাজনৈতিক মত পরিপোষণ করিয়াছিলেন; সে মন্ত্র ও সে মত তাঁহার শাসন-সময়ে সুদূরে অপসারিত হইতে থাকে। তিনি যে-পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে-মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন ও যে-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহযোগিগণের অনেকে সেইপথে পদার্পণ করেন সেইমতের অনুসরণ করেন ও সেইমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠেন। এই শিষ্যদল লইয়া ডেলহৌসী আপনার আশানুরূপ কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং এই শিষ্যদলের শিরঃস্থানীয় হইয়া, তিনি ধীরে-ধীরে একে-একে আপনার অভীষ্টকার্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলেন।

ডেলহৌসী যথেচ্ছাচার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। আত্মমুখতা, একাগ্রতা ও অনাশ্রবতায় তিনি সর্বদা অনমনীয়, অজেয় ও অবিচলিত থাকিতেন। তাঁহার ইচ্ছা, কিছুতেই নিবারিত বা সংযত হইত না। অসাধারণ আত্মগরিমায় ইহা সর্বদা উন্নত থাকিত, অটল উৎসাহে ইহা কার্যপথে অগ্রসর হইত এবং সমুদয় বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম পূর্বক ইহা লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইয়া আপনার অভীষ্টফল লাভ করিত। ডেলহৌসীর ক্ষমতা ও ডেলহৌসীর যথেচ্ছাচার সর্বদা বিমুক্তভাবে বিমুক্তপথে কার্য করিতে অগ্রসর হইত। ডেলহৌসী এই ক্ষমতা ও যথেচ্ছাচারের বলে বিপুল উৎসাহের সহিত আপনার সমস্ত কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতেন। গত আটবৎসর কাল ভারতবর্ষের রাজ্য-শাসন-বিভাগে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসমুদয়ই কেবল ডেলহৌসীর নিজের ইচ্ছা ও নিজের অভিপ্রায় হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ডেলহৌসীর প্রকৃতি-সিদ্ধ একটি মহদ্দোষে তাঁহার রাজনীতি অনেকস্থলে কলঙ্কিত ও দূষিত হইয়াছে, এবং তাঁহার অভাবনীয় কৃতকার্যতাও অনেকস্থলে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা উদ্গীরণ করিয়াছে। যাঁহার কল্পনা ও প্রতিভা-শক্তি তেজস্বিনী নহে, তিনি কখনও প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ডেলহৌসীর এইকল্পনা বা প্রতিভাশক্তি কিছুই ছিল না। যাঁহার কল্পনার আভাস নাই, প্রতিভা-শক্তির বিকাশ নাই, তিনি বহুবৎসরের অভিজ্ঞতাবলে সম্প্রদায় বিশেষের জাতীয় চরিত্র বুঝিতে পারেন, কিন্তু কল্পনা ও প্রতিভা-শক্তি যাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, তিনি অতি অল্পআয়াসে ও অল্পসময়েই এইজাতীয় চরিত্র সুপ্রণালীক্রমে

পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। ডেলহৌসী এই দুইয়ের একটিরও অধিকারী হন নাই, এই দুইয়ের একটিও তাঁহাকে মহীয়ান্ বা গৌরবান্বিত করিয়া তুলে নাই। সুতরাং তিনি যে রাজ্য-শাসনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন, যে-রাজ্যের লোকদিগের মধ্যে তাঁহার ভবিষ্য-কীর্তি আবদ্ধ হইয়াছিল এবং যে রাজ্যের তিনিই একমাত্র বিধাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে-রাজ্যের প্রকৃতি ও সে-রাজ্যের লোকের হৃদয়গত ভাব তাঁহার কখনও পরিজ্ঞাত হয় নাই। যে-ধারণা যথেচ্ছাচার দেশে যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালীর সম্বন্ধে সম্যক্ প্রযোজিত হয়, তিনি কেবল সেই ধারণার অধিকারী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়গণ তাহাদের প্রাচীন কিম্বদন্তীতে কিরূপ বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রাচীন অনুশাসন-সমূহকে কিরূপ সম্মান করে, তাহা তিনি জানিতেন না. ভারতবর্ষীয়গণ আপনাদের প্রাচীন বংশের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে, সে-শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতি তিনি কখনও আস্থা দেখাইতেন না, ভারতবর্ষীয়গণ তাহাদের চিরমান্য ব্যবহার পদ্ধতি ও চিরাগত সংস্কারের প্রতি কিরূপ বিশ্বাসী, তাহা তিনি বুঝিতেন না। আপনাদের প্রাচীন শাসনপ্রণালী অসম্পূর্ণ ও দোষাক্রান্ত হইলেও সাধারণে পরিশুদ্ধ ইংরেজি পদ্ধতি অপেক্ষাও যে, তাহাতেই সমধিক অনুরক্ত থাকে, তাহা বুঝিতে তাঁহার কোন কল্পনা বা প্রতিভা ছিল না। কোন কল্পনা বা প্রতিভা তাঁহাকে এইসমস্ত বৈষয়িক জ্ঞান বা এইসমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের গূঢ়তত্ত্ব বিনির্ণয়ের অধিকারী করে নাই, কোন কল্পনা বা প্রতিভা তাঁহাকে বহুদর্শী, বহু গুণান্বিত ও বহুজ্ঞানী করিয়া তুলে নাই। যে-অধিপতি পুরুষ-পরম্পরায় আপনার রাজ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, উচ্চতর গরিমা, মহত্তর সম্মান, উন্নততর আদর যাঁহাকে পুরুষ পরম্পরায় শতগুণে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, একজন বিদেশী ও বিধর্মীর আদেশে সেই রাজাধি-পতির রাজ-সম্মান হঠাৎ পর্যুদস্ত এবং হঠাৎ তাঁহার গরিমা, সম্মান ও আদর বিগত-কালের গর্ভশায়ী হইলে সাধারণে যে তাহাতে বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণা ছিল না; কিম্বা আপনার বংশানুগত স্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে এবং আপনি পর-ধর্মাক্রান্ত পর-পুরুষের ইচ্ছায় নিদারুণ দৈন্যগ্রস্ত হইলে, সেই রাজ্যাধিপতি কিরূপ মর্মবেদনায় অধীর হন, কিরূপ বিরাগ, কিরূপ ক্ষোভ তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করে এবং কিরূপ যাতনা তাঁহার চিরসুপ্ত প্রতিহিংসাবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে, তাহা তিনি কখনও অনুধাবন করিতেন না। তিনি অপরের চক্ষে দেখিতেন না, অপরের মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেন না এবং অপরের হৃদয়েও অনুভব করিতেন না। তিনি জাতীয় বিশ্বাস ও জাতীয় অনুভূতি পাদদলিত করিয়া, নিজের ধারণা, নিজের বিশ্বাস ও নিজের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য করিতে ভালবাসিতেন।

ডেলহৌসী আপনার এইরূপ অদ্বিতীয় ধারণা ও অদ্বিতীয় বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই ব্রিটিশ কোম্পানীর অধিকার সম্প্রসারিত করিতে সমুদ্যত হন এবং এইরূপ ধারণা ও এইরূপ বিশ্বাস বলেই চিরাগত কিম্বদন্তী, চিরাগত অনুশাসন ও চিরাগত ব্যবহার-পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, অনেক রাজ্যের স্বাধীনতা ও অনেক রাজ-সম্মান অপহরণ করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এই মানচিত্রের সমুদয় স্থলই ক্রমে লোহিতবর্ণ হইয়া যাইবে, এ ভবিষ্যবাণী ডেলহৌসীর রাজ্যশাসনে অনেকাংশে ফলবতী হয়। ডেলহৌসী বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া, পঞ্জাবে ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন, প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া, সেতারা, ঝান্সী ও নাগপুর ব্রিটিশ-রাজ্যে সংযোজিত করেন এবং অত্যাচার ও অবিচারের হেতু প্রদর্শন করিয়া, অযোধ্যায় আপনাদের আধিপত্য প্রসারিত করিয়া তুলেন। ভারতে ব্রিটিশাধিকার এইরূপে কয়েকটি সুবিস্তৃত ও প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিপুষ্ট হয়। ইহার পর প্রাপ্য অর্থের বিনিময়ে বিরার হস্তগত করিয়া, ডেলহৌসী রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে আর-একটি অকল্পিত-পূর্ব বুদ্ধি বা চাতুরী দেখাইয়া সকলকে চমকিত করেন। ডেলহৌসী কেবল এইরূপে রাজ্যহরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করিয়াও একটি মহৎ অনিষ্টের সূত্রপাত করেন। এইরূপে সহানুভূতির অভাবে, বহুদর্শিতার অভাবে ও প্রজাসাধারণের হৃদয়গত ভাবের পরিজ্ঞানের অভাবে ডেলহৌসী হিন্দু, মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়কেই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিদ্বেষ্টা করিয়া তুলেন। পিতৃপ্রাপ্য বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পরম শত্রু হন, ঝান্সী অধিকৃত হওয়াতে লক্ষ্মীবাঈর হৃদয়ে নিদারুণ ক্রোধাগ্নির সঞ্চার হয় এবং অযোধ্যা কোম্পানীর মুল্লুক হওয়াতে বাঙ্গালার সিপাহিগণ দারুণ মর্ম্মপীড়ায় অধীর হইয়া পড়ে। ডেলহৌসী এইরূপে ধীরে ধীরে ভারতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্য বিপ্লবের বীজ বপন করেন এবং অগৌরব ও অনুদারতায় ভারতসাম্রাজ্য ক্রমে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন। পররাষ্ট্র গ্রহণ ও স্বাধীন রাজগণকে সাধারণ লোকের অবস্থায় পাতিত করণে যে, সাধারণে গবর্নমেণ্টকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে থাকে এবং সেই গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকে। এই পররাজ্যগ্রহণ-বিষয়িণী নীতির সম্বন্ধে কাপ্তেন ব্রুক একদা রবার্ট সাউদীকে কহিয়াছিলেন, "যদি ভারতবর্ষে আমাদের রাজত্ব বিধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে তথায় আমাদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ কেবল কতকগুলি ভগ্ন বোতল ও ছিপি মাত্র থাকিবে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত বন্দরেই আমাদের গবর্নমেণ্ট সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন, যেহেতু সাধারণে উন্নতিশীল বাণিজ্য হইতে মহৎ

উপকার পাইতেছে; কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরে আমরা অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইতেছি। এখানে দৌরাত্ম্যকর পদ্ধতি বিরাজমান রহিয়াছে, আমরা দশভাগের নয়ভাগ গ্রহণ করিতেছি, ভারতবর্ষীয়গণ ক্রমেই হৃতসর্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহাদের কেহ আমাদের শাসন-পদ্ধতিকে স্কর সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কারণ, ইহা ধীরে ধীরে গতি প্রসারিত করে; প্রবল তেজের আঘাতে ইহার গতি অনুভূত হয় না, কিন্তু ইহা সর্বদাই তাহাদিগকে মৃত্তিকার দিকে অবনত করিতে থাকে*"। আর-একজন সূক্ষ্মদর্শী সুলেখক এই পররাজ্য গ্রহণ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "কর গ্রহণ হইতে একবারে বিরত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয়দিগের উৎপীড়ন-কার্য হইতে সহজেই বিরত হইতে পারি, যদিও আমরা তাদের প্রণয়লাভের অধিকারী না হইতে পারি, তথাপি তাহাদের অবজ্ঞা অব্যাহত রাখিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সমুদয়কে একভূমিতে একঅবস্থায় পাতিত করা আমাদের উচিত নয়। ইহাতে তাহাদের সংস্কার বিচলিত হয়, ভয় পরিবর্ধিত হয় এবং উপাধি ও সম্পত্তি হরণাশঙ্কা অধিকতর হইয়া উঠে। আমরা এক্ষণে আমাদের ভ্রম ও তাহার শোচনীয় পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছি"। জিন পাল রিচার একদা কহিয়াছিলেন, "বহুদর্শিতা একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কিন্তু এই বিদ্যালয়ের বেতন নিতান্ত গুরুতর"। আমরা এমন উপদেশ পাইয়াছি যে, তাহা লাভকরা দুর্ঘট এবং বিস্মৃত হওয়া ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। এই উপদেশ লাভ করিতে আমাদিগকে অনেক ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে; যদি আমরা এই উপদেশে হতাদর হই, তাহা হইলে ইহার দশগুণ ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। এই উপদেশ লাভ করিতে আমরা গত কয়েকমাস (সিপাহী-যুদ্ধের সময়) অবিশ্রান্ত উৎকণ্ঠা ও মনঃপীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছি। এই কয়েক-মাস, পাছে আমাদের প্রাচ্য শাসনদণ্ড আমাদিগ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এইভয়ে নিরন্তর কম্পিত হইয়াছি; আমরা আমাদের বিপক্ষদলের আকস্মিক ও ভয়ঙ্কর অস্ত্র সঞ্চালনে ভীত হইয়াছি এবং আমরা আমাদের অগৌরবকর বিজয়-বার্তাও অবনত-মস্তকে শ্রবণ করিয়াছি। এই উপদেশের চিহ্ন সমসাময়িক ইতিহাসের ঘোর অন্ধকারময়-পত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ইহা কখনও বিস্মৃতি-সাগরে নির্মজ্জিত হইবে না; যে-পর্যন্ত নিহত যোদ্ধবর্গের নাম তাহাদের দুঃখিনী বিধবা পত্নী ও শোকসন্তপ্ত সন্তানদিগের হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়, যে-পর্যন্ত এই বিপ্লবের দর্শকগণ—যাঁহারা এই বিপ্লব নিরস্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন এবং ভয়ঙ্কর শোণিত-স্রোত দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়াছিলেন,—এই মর্ত্যভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কালের

* Southey, Common place Book, 4th series, p. 648,

দুর্বার পরাক্রমে পঞ্চভূতে মিশ্রিত না হন, যে-পর্যন্ত আমাদের যথার্থ উপকারী শাসনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া, ভারতবর্ষীয়গণ আমাদের ভূতপূর্ব অব্যবস্থিততার সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে নিরস্ত না হয়; পক্ষান্তরে যে-পর্যন্ত স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসিগণ তাহাদের আপন আপন অধিপতিগণের শাসনের ন্যায় ইংরেজি শাসনেও অনুরক্ত থাকিতে অভিলাষী না হয় এবং যে-পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় বিপ্লব অন্যায় রাজ্যগ্রহণের একমাত্র ফল মনে করিয়া আমরা কর্তব্যপথে অগ্রসর না হই, সে পর্যন্ত কখনও ইহা স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হইবে না*"।

কেবল ডেলহৌসীর রাজ্যগ্রহণ-প্রণালীকে লক্ষ্য করিয়াই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এইরূপ হৃদয়-ভেদি-বাক্য-পরম্পরা উপন্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল ডেলহৌসীর রাজ্যগ্রহণ-প্রণালীতেই দূরদর্শী ব্যক্তিগণের হৃদয় এইরূপ ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ডেলহৌসীর আত্মাম্মুখতা, ডেলহৌসীর অনাশ্রবতা, ইহার পর ডেলহৌসীর সহানুভূতির অভাবই ভারতীয় ক্ষেত্রে ঈদৃশ শোচনীয় রাজনীতির কায-প্রণালী প্রবর্তিত করে। একজন স্পষ্টবক্তা ইংরেজ ডেলহৌসীর রাজ্য শাসনের সমালোচনায় লিখিয়াছেন, "তিনি (ডেলহৌসী) উৎকৃষ্ট ও সচ্চরিত্র লোক হইতে পারেন, কিন্তু শাসন-বিষয়ে অতি নিকৃষ্ট ও অপদার্থ ব্যক্তি"**। আমরা ঈদৃশ কঠোর বাক্যের পুনরুক্তি করিয়া ভারতবর্ষের একজন প্রধান শাসনকর্তাকে কলঙ্কিত করিতে চাহি না। ডেলহৌসীর অনেকগুলি গুণ ছিল, কিন্তু শাসনকার্যের সমুদয় স্থলে এই গুণসমষ্টির বিকাশ লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার স্বজাতির অনেকে যে-ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতে চাহিতেন, যে-কায করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রভুভক্ত ও সদাসন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন, তিনি সেইসকল ভাব ও সেইসকল কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। জন মালকম্ একদা মেজর স্টুয়ার্টকে লিখিয়াছিলেন, "সমস্ত ভারতবর্ষকে কতকগুলি জিলাতে বিভক্ত কর, আমি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছি আমাদের সাম্রাজ্য পঞ্চাশবর্ষ কাল থাকিবে। কিন্তু যদি আমরা ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি অব্যাহত রাখি, তাহা হইলে যতকাল ইউরোপে আমাদের নৌযুদ্ধের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিবে, ততকাল আমরা ভারতবর্ষে অবস্থান করিতে পারিব, যতদিন আমাদের এই প্রাধান্য থাকিবে, ততদিন কোন ইউরোপীয় শত্রু আমাদের প্রাচ্য সিংহাসন বিচলিত করিতে পারিবে না'†। মেজর

---

* Westminster Review, New series vol. XXII. pp. 156-157. India ; Annexation ; British Treatment of Native Princes.

** Evans Bell, Empire in India.

† Kaye's Life and Correspondence of Major General Sir John Malcolm, vol II, p. 372.

ইবান্স বেল একসময়ে নির্দেশ করিয়াছিলেন "'ভারতবর্ষ তরবারির বলে অধিকৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ইহা তরবারির বলে রক্ষিত হইবে।' এই বাক্যটিতে যে আমি কিরূপ বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়াছি তাহা বলিবার নহে। যদি ইহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, ভারতবর্ষে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা ও সমস্ত অধিকার কেবল সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, তাহা হইলে এই বাক্যটিকে আমি অসত্য বলিতেছি, যদি ইহা এইঅর্থ প্রকাশ করে যে, আমরা কেবল সৈন্য দ্বারাই ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারি এবং প্রজাসাধারণের অধিকার, অনুভূতি ও সামাজিক রীতি পরম্পরায় অনাদর প্রদর্শন করিয়া, কেবল সৈনিক বলের সাহাযোই আমাদের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে পারি, তাহা হইলেও আমি ইহা অসত্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। ভারতবর্ষ একমাত্র অসির সাহায্যেই রক্ষিত হইবে, সুতরাং এই অসিতেই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত; ব্রিটিশ জাতির করধৃত অসিতে আমাদের প্রকৃত ক্ষমতা অবস্থান করিতেছে আশ্চয়ের বিষয় এই, রাজ্যাধিপতি-গণের হৃদয় এইরূপ ধারণা ও এইরূপ মতই পরিপূর্ণ রহিয়াছে"।

"আমাদের সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা, আমাদের উদারতা ও আমাদের সুশাসনের উপরেই নির্ভর করিতেছে। অধিবাসিদিগের সাধু মত ও সাধু ইচ্ছার উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিলে এবং ন্যায়ানুগত শাসনপ্রণালী দ্বারা আমাদের প্রাধান্যের উপর সাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা জন্মাইলে আমাদের সাম্রাজ্য অটল থাকিবে"।

"১৮৪৮ অব্দে কলিকাতায় লর্ড ডেলহৌসীর ভারত সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণের পর হইতেই সমস্ত ভারতবর্ষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও বিরাগ প্রবল-বেগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যেখানে সাধারণ্যে অসন্তোষ ও অবিশ্বাস বিরাজ করিতেছে সেখানে মহত্তর বিপ্লব সংঘটন জন্য কোন একটি সামান্য সূত্রের অভাব উপস্থিত হয় না। সমুদয় বিষয়েই ক্রোধোদ্রেকের কারণ হইতে পারে এবং সমুদয় বিষয় লক্ষ্য করিয়াই উন্মত্তভাবে চীৎকার করা যাইতে পারে। অধিনেতা ও পরিচালকগণ বিপ্লবের প্রবর্তনার জন্য সমুদয় বিষয়ই গ্রহণ করিতে পারে এবং সমুদয় বিষয়েই ক্রোধোন্মত্ত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে অভাবনীয় জ্ঞান ও ধারণা প্রবেশিত করিতে পারে। যেখানে অসন্তোষ, সন্দেহ ও কৌতূহল একাধিপত্য করিতেছে, সেখানে চর্বি-সম্পৃক্ত টোটাও লোকদিগকে উদ্রিক্ত করিতে পারে, কঠোর প্রণালীও উদ্রিক্ত করিতে পারে, আধুনিক ভবিষ্যদ্বাণীও উদ্রিক্ত করিতে পারে, সংক্ষেপে সমুদয় বিষয়েই উদ্রেকের উৎপাদক হইতে পারে*।"

* English in India, pp. 34-40.

লর্ড ডেলহৌসীর মস্তিষ্কে কখনও এরূপ জ্ঞান সঞ্চারিত হয় নাই, এরূপ জ্ঞান এরূপ কল্পনা কখনও তাঁহাকে সহানুভূতি ও বহুদর্শিতা দেখাইতে প্রবর্তিত করে নাই। ডেলহৌসী স্বৈরাচারের প্ররোচনায় অযোধ্যা অধিকার করিয়া যে বিপ্লবের বীজ বপন করেন, কালক্রমে তাহা হইতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়। পঞ্জাব জয়ের পর, সার হেনরী লরেন্স প্রভৃতি তাঁহাদের স্বাভাবিক কল্পনা ও প্রতিভাবলে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, এই নববিজিত রাজ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কখনই সম্মানিত ও সমাদৃত হইবেন না। স্বাধীনতাপ্রিয় শিখগণ হঠাৎ ফিরিঙ্গিদের অধীনে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে প্রথমে অবশ্যই আপনাদিগকে অপদস্থ ও অপমানিত জ্ঞান করিবে। সুতরাং এই সীমান্তভাগ ইউরোপীয় সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত না হইলে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবন্ধ করিবার সুবিধা হইবে না। এই বিবেচনায় তাঁহারা বহুসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য পঞ্জাবে একত্রিত করেন। অবশিষ্ট কয়েকদল সৈন্য স্থানান্তরে ব্যবস্থাপিত হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদিগকে কোম্পানীর অধিকৃত অন্যান্যস্থান রক্ষার জন্য বহুসংখ্য দেশীয় সৈন্যের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ইহার পর ইংলণ্ড ক্রিমিয়া যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রার্থনা করেন। সুতরাং সাধারণে ভাবিতে লাগিল, ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা ও সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য তাঁহারা সকলবিষয়েই ভারতবর্ষীয়-দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত তাঁহাদের কোনও কার্য সংসাধিত হয় না।*

ইহার পর যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যে সংযোজিত হয়, নবাব ওয়াজিদ আলি যখন ব্রিটিশ কোম্পানির পেন্‌সন্‌ গ্রহণ করিয়া অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত হন, তখন সাধারণের এইরূপ বিরাগভাব আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠে। পঞ্জাবের ন্যায় অযোধ্যা সীমান্তরাজ্য নহে, সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য তথায় বহুসংখ্য সৈন্য রাখিবারও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় নাই। ইংরেজেরা কেবল স্বল্পমাত্র সৈন্য আনিয়া অযোধ্যায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন্‌ করেন এবং এই স্বল্পমাত্র সৈন্যের উপরই অধিকৃত রাজ্যের রক্ষার-ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। এইরূপে অসময়ে অতর্কিতভাবে অযোধ্যায় ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হওয়াতে সাধারণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইল। তাহারা দেখিল, ইংরেজেরা অবশেষে ভারতবর্ষের একটি প্রধান মুসলমান রাজত্বের

* ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে। ইহাতে লোকে আবার ভাবিতে লাগিল ইংলণ্ডের কেবল সৈন্য সংখ্যার হ্রাস হয় নাই; প্রত্যুত অর্থেরও হ্রাস হইয়াছে।—Vide Kaye's Sepoy War. vol. I, p. 345, note.

ধ্বংস করিলেন, তাহাদের প্রভু-শক্তি ক্রমেই সংহারিণী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিকট-ভাবে মুখব্যাদান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সমুদয় রাজ্যই ইহার মুখে পতিত হইবে এবং ক্রমে ক্রমে ভারত-মানচিত্রের সমুদয় অংশই লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে। সাধারণে ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না, আপনাদের দেশীয় রাজগণকে অতল সাগরে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া এবং আপনাদের সমুদয় বিষয়ই বৈদেশিক শ্বেত-পুরুষের করায়ত্ত মনে করিয়া তাহারা ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে সাতিশয় আকুল হইয়া উঠিল।

অযোধ্যা অধিকৃত হওয়াতে সিপাহিরাও অনেকগুলি কারণে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার সিপাহিগণের অধিকাংশই অযোধ্যার লোক। অযোধ্যার প্রতি পল্লীতেই ব্রিটিশ কোম্পানীর প্রদত্ত পরিচ্ছদধারী ও ব্রিটিশ কোম্পানীর কার্যানুরক্ত সিপাহিদিগের আত্মীয়গণ অবস্থান করিয়া থাকে। এই সিপাহিগণ সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশীয় এবং আপনাদের বংশমর্যাদায় আপনারা উন্নত। মুসলমান রাজত্ব বিনষ্ট হওয়াতে তাহাদের জাতীয় গৌরবের কোন হানি হয় নাই; ওয়াজিদ আলি সিংহাসন-ভ্রষ্ট হওয়াতে তাহারা আপনাদিগকে সম্মান-ভ্রষ্ট মনে করে নাই। কিন্তু অন্য কারণে তাহাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। অযোধ্যা যত-দিন পররাষ্ট্র-শ্রেণীতে নিবেশিত ছিল, ততদিন তাহারা আপনাদের দেশে সাধারণের আদরের পাত্র হইত এবং সাধারণের নিকট গৌরবান্বিত থাকিত। কোম্পানীর কর্ম গ্রহণ করাতে স্বদেশে অনেক বিষয়েই তাহাদের অনেক সুবিধা ছিল। সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত, সকলেই তাহাদিগকে সাহায্যদানে উন্মুখ হইত এবং সকলেই তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ ব্যগ্র থাকিত। স্বদেশে কোনরূপ অত্যাচার বা অবিচার হইলেও তাহাদের কোনও অনিষ্ট হইত না। তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অনুগ্রহে সপরিবারে সুখে কালাতিপাত করিত। সূক্ষ্মদর্শী সার্ হেনরী লরেন্স একদা লিখিয়াছিলেন, "সিপাহীরা পূর্বে সমাজে যেরূপ গণনায় ছিল; এক্ষণে সেরূপ নাই। তাহারা পর রাজ্য-গ্রহণে বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেহেতু, প্রত্যেক রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সংযোজিত হইলে কার্যক্ষেত্র সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইসঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের শত্রু-সংখ্যা অল্পতর এবং তন্নিবন্ধন সিপাহীর প্রয়োজনও অল্পতর হয়।... পর-রাজ্য-গ্রহণ তাহার প্রীতিকর কি না, এইপ্রশ্ন একদা বোম্বাই অশ্বারোহিদলের একজন অযোধ্যাবাসী সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছিল। সে উত্তর করিয়াছিল, "না, রাজ্যগ্রহণ আমরা ভালবাসি না। যখন আমি বাটিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতাম, তখন মহৎ লোকের ন্যায় আদর পাইয়াছি। আমার আবাসপল্লীর সম্ভ্রান্ত লোকে

আমাকে সম্মুখীন দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে নিম্নশ্রেণীর লোকে আমার সম্মুখে ধূমপান করিয়া থাকে"*।

অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে তত্রত্য সিপাহিগণ এইরূপ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা নবাবের শাসন-সময়ে স্বদেশে আদর ও সম্মানের পাত্র হইয়া কালযাপন করিত। তাহাদের পরিহিত সামরিক পরিচ্ছদে, তাহাদের ব্যবহৃত সামরিক অস্ত্রে ব্রিটিশ কোম্পানীর দেদীপ্যমান প্রতাপ দেখিয়া সকলেই তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভয় করিত; এবং সকলেই ব্রিটিশ কোম্পানীর লোক বলিয়া তাহাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিত। কেহই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিত না, অথবা কেহই তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের করায়ত্ত হইল, যখন অন্যান্য লোকের ন্যায় সিপাহিগণও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সাধারণ-প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইল; তখন তাহাদের আর সে সম্মান, সে গৌরব ও সে আদর রহিল না। তাহারা স্বদেশীয়দিগের সহিত এক-ভূমিতে একভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া এক কমিশনরের রক্ষাধীন হইল। সুতরাং সিপাহীরা অযোধ্যা গ্রহণের ফল স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, রাজ্যাধিপতির পরিবর্তন হওয়াতে সাধারণে যেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাও সেইরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং সকলেই একবিধ ক্ষোভে ও একবিধ বিরাগে পরস্পরের সহিত সহানুভূতিপর হইয়া উঠিল।

এইরূপে অযোধ্যা গ্রহণের পর সিপাহীরা কোম্পানীর রাজ্যের প্রতি অধিকতর বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে; এবং ক্রমে তাহাদের বিশ্বাস ও বাধ্যতা অধিকতর দূরে অপসারিত হইয়া পড়ে। সিপাহীরা কেবল সৈনিক পুরুষ নহে; তাহারা স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াও কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকে। স্বজাতির মঙ্গল সাধনে, স্বগোষ্ঠীর উন্নতি বিধানে তাহাদের অনুভূতি, তাহাদের ইচ্ছা ও তাহাদের অভিপ্রায় নিয়ত কার্যতৎপর থাকে; সাধারণ ঘটনা জানিবার তাহাদের অনেক

* Sir Henry Lawrence to Lord Canning, M.S.S. Correspondence. পররাজ্য হরণ করিলে যে, সিপাহীরা সাতিশয় বিরক্ত হয়; তাহা সিপাহিদিগের এই কয়েকটি কথায় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে; প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, একজন সিপাহী তাহার অফিসরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'এক্ষণে তাঁহারা সিপাহিদিগকে ছাড়িয়া কি করিবেন"। আর একজন কহিয়াছিল, "এক্ষণে আপনারা পঞ্জাব অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে সৈন্য সংখ্যাও ন্যূন করিবেন"। অপর একজন সিন্ধুদেশ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর সহিত সংযোজিত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া নির্দেশ করিয়াছিল, "বোধহয় লণ্ডনকে বাঙ্গালার সহিত সংযোজিত করিবার আদেশ প্রচারিত হইবে"।—Kaye's Sepoy War, vol, I. p, 347, note.

সুবিধা আছে। তাহারা আপনাদের সৈনিক নিবাসে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির লোকের সহিত সংমিশ্রিত হয়, দূরপ্রবাসী বন্ধুদিগের সহিত পত্রাদিদ্বারা আলাপ করে, বাজারের সমস্ত গল্প স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখে, এবং কৌতূহলপর হইয়া সকল সময়ে সকল বিষয়েরই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য, গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় কি ইহাও তাহারা অনেক সময়ে বুঝিতে পারে; কিন্তু সদা সন্দিগ্ধ ও কৌতূহলপর বলিয়া, তাহারা অনেক সময়ে উহা ভিন্নভাবে বুঝিয়া থাকে, ইংরেজ গবর্নমেণ্টের কার্য-প্রণালীর গূঢ়তত্ত্ব বিনির্ণয়ে তাহার কোনও ক্ষমতা নাই; ইংরেজের দুরূহেয় রাজনীতির মর্মাবধারণেও তাহাদের কোনও সামর্থ্য নাই। তাহারা পূর্বের ন্যায় ইংরেজ অফিসরদিগের সহিত পরামর্শ করিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা অপূর্ব কল্পনাবলে নানাপ্রকার অনিষ্টকর স্বপ্ন দর্শন করিত এবং আপনাদের কল্পনায় আপনারাই উন্মত্ত হইয়া দুঃসাহসিক কার্যসাধনে অভিনিবিষ্ট চিত্ত হইত।

তাহাদের এই কল্পনা উদ্দীপ্ত করিতে লোকের অভাব ছিল না। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সম্বন্ধে অনেক উপকথা তাহাদের সমক্ষে কীর্তিত হইত, অনেক উপকথা তাহাদিগকে রোমাঞ্চিত করিত এবং ধমনী মধ্যে শোণিতবেগ দ্বিগুণিত করিয়া তুলিত। কোম্পানীর রাজ্যাধিকার প্রসারিত হওয়াতে তাহাদের প্রয়োজনীয়তার যেমন হ্রাস হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের স্বজাতির ধর্মনাশের-পথ উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে-দেশ কোম্পানীর রাজ্যে সংযোজিত হয়, সেইদেশে খ্রীস্ট ধর্মের প্রচার ও সেই দেশীয়দিগকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার উপায়ও সহজ হইয়া থাকে। যে-সিপাহিগণ নিদারুণ ক্ষুৎপিপাসার্ত হইয়াও অন্তিমসময়ে নিম্নজাতির আহৃত দ্রব্য গ্রহণ করে না;* এক্ষণে তাহারা আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদিগকে

* ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি কর্নেল স্কিনার উনোয়ার রাজার সহিত যুদ্ধে আহত হন। যুদ্ধ শেষ হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে কি কি ঘটনা হয়, স্কিনার স্বয়ং দর্শন করিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিবরণে সিপাহিদিগের স্বধর্মানুরক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। কর্নেল স্কিনার লিখিয়াছেন; "অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমি আহত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হই। পরদিন প্রাতঃকালে আমার চেতনার সঞ্চার হয়। সচেতন হইয়া দেখিলাম, আমাদের আহত সৈনিকগণ চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি সূর্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া একটি বনের মধ্যে গিয়া লুকাইলাম। নিকটে আরও দুইজন এতদ্দেশীয় সৈনিকপুরুষ ছিল, তাহাদের একজন সুবাদার, অন্যজন জমাদার। একের পাদদেশ গুলির আঘাতে বিচূর্ণ হইয়াছিল, অপরের শরীরে বল্লমের আঘাত লাগিয়াছিল। নিদারুণ পিপাসায় এক্ষণে আমরা সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িলাম; নিকটে জনপ্রাণী দেখা গেল না। এইরূপ অবস্থায় আমরা সমস্তদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিন্তু হায়। রাত্রি উপস্থিত হইল; আমাদের অদৃষ্টে মৃত্যু কি সাহায্য কিছুই ঘটিল না। পূর্ণচন্দ্র আকাশে বিমলকর বিকাশ করিতেছিল; নিদাঘ

দেখিতে পাইল। ইহার পর ভারতবর্ষের অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির উচ্ছেদ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম-সংস্কারের মূলে আঘাত করিবার জন্য আইন প্রণীত হইয়াছে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ধর্ম-সঙ্গত কার্য-প্রণালীর প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কারগৃহে পাচকগণ কার্য করিতেছে; প্রতি সৈনিক নিবাসে, প্রতি সৈনিক দলে, আগন্তুক সন্ন্যাসী ও ফকীরগণ এইরূপ কাহিনী বিবৃত করিয়া সিপাহিদিগকে উত্রিক্ত করিয়া তুলিতেছিল। ফিরিঙ্গী গবর্নমেণ্টকে পর্যুদস্ত করিলে যে তাহাদের অনেক লাভ হইবে, তাহারা সপরিবারে মহাসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে, তাহাও তাহাদের নিকট প্রস্তাবিত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত প্রাচীন রাজ্য কোম্পানীর সাম্রাজ্যে সংযোজিত হইয়াছিল, সেই রাজ্যের লোকেও সিপাহিদিগের হৃদয় কলুষিত করিতে সমুদ্যত হয়। ইহারা বিবিধ বেশে বিবিধ উপায়ে সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে। গভীর সাধনা ইহাদিগকে একাগ্র করিয়াছিল, প্রগাঢ় কার্য-তৎপরতা ইহাদিগকে অনলস রাখিয়াছিল এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ইহাদিগকে উদ্দেশ্যসাধনে অপরাঙ্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের স্থির-প্রতিজ্ঞা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল, অলক্ষ্যভাবে পরাক্রম সংগ্রহ করিতেছিল, অবিচলিতভাবে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিল, শেষে বিপুল উৎসাহে আপনার উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতেছিল। যোগব্রত ব্রহ্মচারীর বেশ, ক্রীড়াকৌতুকপর পুতুল ক্রীড়কের বেশ,

---

সমস্ত [illegible] শীতে হইয়া পড়িলাম; শীত এমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি জীবিত থাকি, তাহাহইলে আর কখনও সৈনিক-কার্য গ্রহণ করিব না। আমার চারিদিকে যুদ্ধাহতগণ আর্তস্বরে জল প্রার্থনা করিতেছিল। শৃগাল-দল চারিদিকের শবদেহ বিদীর্ণ করিতেছিল; আমরাও তাহাদের জন্য প্রস্তুত হইতেছি কিনা, দেখিবার জন্য ক্রমেই আমাদের সম্মুখীন হইতেছিল। আমরা শব্দ করিয়া বা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছিলাম, এইরূপে ভয়ানক সুদীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে দেখিলাম, একজন পুরুষ ও একটি বৃদ্ধা স্ত্রী চাঙ্গারি ও জল-পাত্র হস্তে করিয়া আমাদের সম্মুখবর্তী হইয়াছে। বৃদ্ধা সমুদয় আহত ব্যক্তিকেই চাঙ্গারি হইতে এক এক-খানি রুটি ও জলপাত্র হইতে জল দিল। আমাকেও সে উহা প্রদান করিল, আমি ঈশ্বরকে ও তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। সুবাদার উচ্চশ্রেণীর রাজপুত এবং এই বৃদ্ধা চামার জাতীয় ছিল। সুতরাং সুবাদার তাহার প্রদত্ত জল কি রুটি কিছুই গ্রহণ করিল না। আমি আগ্রহসহকারে তাহাকে ইহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। সুবাদার অম্লানবদনে কহিল, "আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা অতি অল্পক্ষণ মাত্র জীবিত আছি; এই অল্পক্ষণের জন্য কেন চিরন্তন ধর্মানুশাসন পরিত্যাগ করিব? না, আমি কখনই এই জল ও রুটি গ্রহণ করিব না, পরিশুদ্ধ ধর্ম রক্ষা করিয়া অকলঙ্কিতভাবে মৃত্যুর ক্রোড়শায়ী হইব।"—Military Memoir of Lieute.ant-Colonel James Skinner, vol. I. p. 178. Comp. Duke of Agryll, India under Dalhousie and Canning, pp. 75-76.

যে-বেশই ইহারা পরিগ্রহ করুক না কেন, যে-স্থানেই ইহারা গমন করুক না কেন, যে-সৈনিক দলের সহিতই ইহারা সম্মিলিত হউক না কেন, সিপাহিদিগের হৃদয় তরঙ্গায়িত ও সিপাহিদিগকে আকস্মিক বিপ্লবের জন্য উদ্রিক্ত করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য-সাধনে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইল না, কোনরূপ অন্তরায় ইহাদের প্রতিকূলতা সাধন করিল না। উপযুক্ত সময়ে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহা উপযুক্ত সিপাহিদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে স্থান পরিগ্রহ করিল এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ঘটনা বিশেষের আবির্ভাবে তাহা ফলোন্মুখ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে অস্থির করিয়া তুলিল।

ভারতবর্ষের জন্য নূতন গবর্নর জেনারেলের নিয়োগের সময় অনেক আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার পর যখন লর্ড ডেলহৌসীর ন্যায় একজন ক্ষিপ্রকর্মা ও কার্যকুশল ব্যক্তি ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার উত্তরাধিকারীর স্থিরীকরণ-সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। যিনি আটবৎসর কাল কার্য-নৈপুণ্যগুণে ভারতবর্ষের রাজনৈতিকক্ষেত্রে অনেক সংস্করণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, স্থিরতা ও দৃঢ়তার বলে যিনি আপনার প্রবর্তিত-নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কে তাঁহার পদ গ্রহণ করিবেন, এক্ষণে ইহাই সকলের বিচার্য হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয়গণ সোৎসুকচিত্তে তাহাদের ভাবী শাসনকর্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে সংবাদ আসিল, লর্ড পামরস্টোনের একজন মন্ত্রশিষ্য মহারাণীর পোস্ট মাস্টার জেনারেল লর্ড ডেলহৌসীর পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

লর্ড ক্যানিঙ্ অযোগ্য পাত্র বা অনুদারপ্রকৃতি ছিলেন না। ইটন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সাহিত্য ও গণিতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে অক্সফোর্ডের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে গ্লাডস্টোন্, ব্রুস্, ফিলিমোর তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই এক এক সময়ে বৈষয়িক কার্যক্ষেত্রে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন*। ক্যানিঙ্ যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, তখন তিনি একবিংশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইসময়ে পার্লিয়ামেণ্টের দ্বার তাঁহার নিকট অবারিত ছিল। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট সত্বরতা সহিত বৈষয়িক কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে অভিলাসী হন নাই। ক্যানিঙের বক্তৃতাশক্তি তাদৃশ তেজস্বিনী ছিল না, তিনি সাধারণতঃ সাতিশয় লজ্জাশীল ছিলেন। সুতরাং

* গ্লাড্স্টোন ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী। ব্রুস ভারতবর্ষের অন্যতম গবর্নর জেনারেল লর্ড এল্‌গিন। ফিলিমোর, ইংলণ্ডের একজন প্রধান ব্যবহারাজীবী।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যে, তাঁহার ক্ষমতা অধিকতর বিকশিত হইবে, ইহা তিনি প্রথমে অনুধাবন করেন নাই। যাহা হউক, তিনি সংসারে প্রবেশের পথ চির-নিরুদ্ধ রাখিলেন না। কামিনীর কমনীয় হৃদয় আকর্ষণ করিতে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সরলতা, উদারতা ও নম্রতাতে পবিত্র প্রেমের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি এক্ষণে এই পবিত্র প্রেমের পবিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩৫ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর চার্লস জন ক্যানিঙ্ সারলোট স্টুয়ার্ট নামে একটি কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই কামিনী রূপলাবণ্যবতী এবং বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি মানসিকগুণে গরীয়সী ছিলেন। পরিণীত হইবার একবৎসর পরে ক্যানিঙ্ পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। কমন্স সভায় তাঁহাকে কিঞ্চিদধিক ছয়সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। ক্যানিঙ্ ইহার পর লর্ড সভায় আসন পরিগ্রহ করেন। প্রায় বিংশতি বৎসর ক্যানিঙ্ লর্ড সভায় অবস্থান করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। ক্যানিঙ্ প্রথমে পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারীর পদে নিয়োজিত হন। তিনি কর্তব্য সম্পাদনে সন্তুষ্ট ছিলেন; এবং স্বীয় কর্তব্য অতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্বাহ করিয়াছিলেন, ক্যানিঙ্ ইহার পর ১৮৪৬ অব্দে বনবিভাগের প্রধান কমিশনারের পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি মন্ত্রিসভার সভ্য ও পোস্ট মাস্টার জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন।

এইরূপ কার্যকুশল অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের হস্তে লর্ড ডেলহৌসীর পর ভারতবর্ষের শাসনভার সমর্পিত হয়। অগস্ট মাসের প্রথম দিনে ইণ্ডিয়া হাউসে ডিরেক্টারদিগের একটি সভা হয়; ক্যানিঙ্ এইসভায় যথারীতি শপথ করিয়া ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এইদিন অপরাহ্ণে তাঁহার সম্মানার্থ একটি সমৃদ্ধ ভোজের অনুষ্ঠান হয়। ইংলণ্ডে ঈদৃশ ভোজ একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনা নীরবে বা বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয় নাই। সেই অগস্ট মাসের প্রথম দিনে সুপ্রশস্তগৃহে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভাপতি ইলিয়াট্ ম্যাক্‌নাটন এই ভোজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। যাঁহার সম্মান বর্ধন জন্য এই সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি নীরবে থাকেন নাই। ক্যানিঙ্ এইভোজে গম্ভীরস্বরে বিলক্ষণ গাম্ভীর্যের সহিত একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি অকপটচিত্তে অনেক কথা কহিয়াছিলেন, আপনার দায়িত্ব কার্যের গুরুত্বের উল্লেখ করিয়া অকপটচিত্তে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছিলেন, এক সময়ে এইরূপ গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে তিনি যে সঙ্কুচিত হইতেন, ইহা স্বীকার করিতে তিনি লজ্জিত নহেন। কিন্তু এক্ষণে

১৮৫৫-১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ

কোম্পানীর হস্ত হইতে যে-ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিতে তিনি প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক মিনিটে নিজের অধ্যবসায়, চেষ্টা ও মনোযোগ বিধান করিবেন। তিনি ইহার পর সভাপতি ম্যাক্‌নাটনের দিকে ফিরিয়া কহেন, "আপনারা অন্য ডিরেক্‌টার সভার সহিত একীভূত হইয়া কার্য করিতে আমাকে নির্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি এই অনুরোধের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং ইহা কায়মনোবাক্যে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। আমি জানি, আপনারা যে সকল সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, তাঁহারা যেখানেই আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন, সেখানেই সকলে বিশ্বাসের সহিত তাঁহাদের অধীনে কার্য করিয়া থাকে। বর্তমান গবর্নমেণ্টের প্রধান ব্যক্তি ও আমার সহযোগিগণের সহানুভূতির উপরেও আমি নির্ভর করিতেছি। কিন্তু সিবিল ও সৈনিক সম্প্রদায় পরস্পর একীভূত হইয়া কার্য করিলে আমি সাতিশয় আনন্দ অনুভব করি। রাজকীয় কার্যের এই দুটি প্রধান সম্প্রদায় ব্যতীত আমার দেশীয়গণ গবর্নমেণ্টের অন্য কোন বিষয় সমধিক গৌরবের সহিত দর্শন করেন কি-না, তাহা আমি অবগত নই। এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য অনেক কার্য করিয়াছেন এবং আপনাদের দল হইতে সমর ও শান্তির সময়ে এরূপ কার্যকুশল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে পাইলে ইউরোপের যে-কোন রাজ্য, আপনাদিগকে সমধিক গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতে পারে। মহাশয়, এই সমস্ত লোক থাকাতেই আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই একটি অতুলনীয় দৃশ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, পঞ্চদশ কোটি লোক একটি সমৃদ্ধিপন্ন দেশে বৈদেশিকের শাসনে, সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে"।

ইহার পর ক্যানিঙ্‌ পদের গুরুত্ব ও মহত্তের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কহিয়া এই ভবিষ্য বাণী দ্বারা সকলকে চমকিত করেন, "আমি জানি না, ভারতবর্ষে কীদৃশ ঘটনার আবির্ভাব হইবে। আমি ভরসা করি এবং প্রার্থনা করি আমরা যুদ্ধের শেষ সীমায় উপনীত হইব না। আমি শান্তিপূর্ণ সময়ে কার্য করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি কখনই বিস্মৃত হইব না যে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের মঙ্গল অনেকটা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের আকাশ এক্ষণে নির্মল দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে একহস্ত পরিমিত একখণ্ড মেঘের উদয় হইতে পারে। এই মেঘ ক্রমে বর্ধিতায়ন হইয়া অবশেষে আমাদের সর্বনাশ সাধন করিতে পারে। যাহা একবার সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহা আবারও সঙ্ঘটিত হইতে পারে। বিরাগের কারণ পরম্পরা ন্যূন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অপসারিত হয় নাই। এক্ষণেও অনেক অসন্তুষ্ট

ও অবাধ্য ব্যক্তি আমাদের শাসনাধীনে আছে। আমাদের এখনও এরূপ প্রতিবাদী রহিয়াছে যে, তাহাদের প্রতি আমরা সম্পূর্ণরূপে সতর্কতাশূন্য হইয়া থাকিতে পারি না এবং আমাদের সীমান্তভাগও এরূপ অবস্থায় রহিয়াছে যে, সম্ভবতঃ তাহার কোন অংশে কোন সময়ে বিপ্লবের উৎপত্তি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন করদরাজ্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তি রক্ষাকরা সন্দেহের স্থল। কিন্তু যদিও আমরা এইরূপ শান্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ হই, তথাপি আমরা আমাদের সম্মান, সাধুবিশ্বাস এবং সৎকার্যবলে অন্ততঃ সেইশান্তি পাইবার যোগ্য হইতে পারি ; কিন্তু যখন এই সমস্তের পরিবর্তে আঘাত দিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, তখন বিশিষ্ট ধীরতা ও বিবেচনার সহিত সেই আঘাত দিতে পারি। এইরূপ সুবিবেচনা পূর্বক আঘাত দিলে দ্বন্দ্ব অবশ্যই অল্পকাল স্থায়ী হইবে, সেই দ্বন্দ্বের ফলও অনিশ্চিত হইবে না, কিন্তু আমি সন্তোষের সহিত এই সকল আশঙ্কা হৃদয় হইতে অপসারিত করিতেছি এবং সন্তোষের সহিত শান্তির সুবিস্তৃত দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছি ; ভরসা করি, আমি এই শান্তিররাজ্যে থাকিয়া আপনাদের সানুকূল সহায়তালাভে সমর্থ হইব"।

যাঁহারা লর্ড ক্যানিঙের পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এই বক্তৃতা শুনিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বক্তাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। যে বক্তৃতা ১৮৫৫ অব্দের ১লা অগস্ট তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনেক পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতা অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। ইহা যেমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তেমনই ধীরভাবে ও গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল. ইহার প্রত্যেক বাক্য ও ও প্রত্যেক শব্দই শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে অনাস্বাদিতপূর্ব সুখ সঞ্চারিত করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্যানিঙ্ আশঙ্কিতহৃদয়ে যে হস্তপরিমিত মেঘের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে মেঘ সত্যই ভারতীয় আকাশে সমুদিত হইয়াছিল এবং সত্য সত্যই বর্ধিতায়ন হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট্‌কে সমূহ বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। যাঁহারা ক্যানিঙের এই বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা পরিশেষে এই ভবিষ্য বাণী ফলবতী হইতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং ক্যানিঙের লোকাতীত ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন।

সেই সমৃদ্ধ ভোজের সুসজ্জিত গৃহে, সেই ১লা অগস্ট আর-একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করেন। লর্ড পামরস্টোন ভারতবর্ষের পূর্বতন গৌরব, মহিমা ও পূর্বতন খ্যাতির কাহিনী বিস্মৃত হন নাই, কিম্বা ভারতবর্ষকে

পূর্বগৌরবে গৌরবান্বিত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি অম্লানবদনে কহিয়াছিলেন, "প্রাচীন সভ্যতা প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে মিশর দিয়া এই দিকে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সেই সময়ে অসভ্য ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমরা সেই অসভ্যতার নিকৃষ্টতম পদ হইতে সভ্যতার উচ্চতম পদে অধিরূঢ় হইয়া প্রাচীন সভ্যতাজননী ভারতবর্ষে সভ্যতা ও জ্ঞান প্রত্যাবর্তিত করিতেছি। বোধহয় ভারতবর্ষের অসংখ্য অধিবাসিদিগকে উচ্চতর ও পবিত্রতর বিষয় দান করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতে পারে"। ইহার পর লর্ড পামরস্টোন ক্যানিঙের ভবিষ্য বাণী উল্লেখ করেন এবং কোন্ স্থানে ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ডের আবির্ভাব হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া দেন।

কিন্তু যদিও লর্ড ক্যানিঙ্ ইণ্ডিয়া হাউসে যথাবিধি শপথ পূর্বক ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং যদিও সাধারণে তাঁহাকে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে, তথাপি তিনি পূর্বের ন্যায় কিছুকাল মন্ত্রিসভার সভ্য ও পোস্ট্ মাস্টার জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পূর্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে লর্ড ক্যানিঙ্ লর্ড ডেলহৌসীর হস্ত হইতে ১৮৫৬ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু শেষে ডেলহৌসী ১লা মার্চ পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং ক্যানিঙ্কে আর কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে হইল। যখন এই অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত হয়, তখন অভিনব গবর্নর জেনারেল ভাবিয়াছিলেন, ডেলহৌসী অযোধ্যার সম্বন্ধে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ও ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কা নিবারণ জন্যই এই বিলম্ব করিতেছেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে এইরূপ বিলম্বে তাঁহার ও ডেলহৌসীর বিশেষ অসুবিধা হইবে না। সুতরাং, এই বিলম্ব প্রথমে তাঁহার অনুমোদনীয় হয় নাই। অপরে ভাবিতে পারে, অযোধ্যা গ্রহণ করাতে বিপদের আশঙ্কায় নূতন গবর্নর জেনারেল এরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিম্বা এই কার্য তাঁহার নিকট এরূপ অশ্রদ্ধেয় ও এরূপ দৌরাত্ম্যজনক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি উহার কোন কার্য স্বয়ং সম্পন্ন করিতে চাহেন নাই। এই উভয় ধারণাই সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিমূলক। অযোধ্যা-গ্রহণ প্রস্তাব, মন্ত্রিসভার প্রস্তাব, এই মন্ত্রিসভার সভ্যপদে অধিষ্ঠিত থাকাতে ক্যানিঙ্ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং অযোধ্যার সুবন্দোবস্ত করিতে ক্যানিঙ্ সবিশেষে উৎসুক ও উৎসাহান্বিত ছিলেন। এইজন্য তিনি ডেলহৌসীর-কৃত কালবিলম্বের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু যখন ডেলহৌসীর শেষপত্র উপস্থিত হইল, এই শেষপত্রে ক্যানিঙ্ যখন অবগত হইলেন, ডেলহৌসী বিশেষ ঘটনার জন্য নয়, প্রত্যুত সাধারণ ঘটনার জন্য কয়েক সপ্তাহ বিলম্ব

করিতেছেন, তখন ক্যানিঙ্ কোনরূপ আপত্তি করিলেন না; অবিরক্তভাবে ডিরেক্টারদিগের সহিত একমত হইলেন *।

২১শে নবেম্বর ক্যানিঙ্ স্ত্রীর সমভিব্যাহারে উইণ্ডসরে গমন করেন এবং মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া ২৩শে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই নবেম্বর মাসেই ক্যানিঙ্ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। তিনি মিশরের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া জানুয়ারির মধ্যভাগে স্যুয়েজে জাহাজে আরোহণ করেন এবং তথা হইতে এডেনে উপনীত হন। ক্যানিঙ্ ১৮৫৬ অব্দের ২৮শে জানুয়ারি বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া ব্রিটিশ সিংহের প্রাচ্য সাম্রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করেন। গবর্নর জেনারেলকে যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়, ডেলহৌসীর আদেশানুসারে তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ক্যানিঙের আগমনে বোম্বাই নগরে উৎসব বা আড়ম্বরের কোনও ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। ক্যানিঙ্ ২রা ফেব্রুয়ারি ম্যাক্‌নাটনকে লিখিয়াছিলেন, "আমাকে গবর্নর জেনারেলের ন্যায় সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে ডেলহৌসী আদেশ প্রচার করিয়াছেন; আমিও এইস্থানে সেইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছি। যদিও আমি ইহা পাইতে ইচ্ছা করি না, অথবা পাইবার কোন আশা করি না, তথাপি ঈদৃশ আড়ম্বর নিবারণ করিতে কোনরূপ চেষ্টা করি নাই"। ক্যানিঙ্ বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হন, তাঁহার সহপাঠী বন্ধু লর্ড হারিস্ এইস্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এই বন্ধুর গৃহে কয়েক দিন আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিন কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং সেইদিনই গবর্নমেণ্ট হাউসে রীতিমতো শপথ করিয়া ভারতবর্ষের প্রধান শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

যাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বদেশে যেরূপ অভিমতেরই পরিপোষক হউন না কেন এবং ভারতবর্ষের কার্যের সম্বন্ধে যেরূপ ধারণারই অনুবর্তন করুন না কেন, এখানে আসিয়াই কার্যভারে সাতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। কার্যের স্রোতঃ এরূপ তীব্রবেগে, এরূপ অনর্গলভাবে প্রবাহিত হয় যে,

* লর্ড ক্যানিঙ্ ডিরেকটারদিগের সভাপতি ম্যাক্‌নাটনকে এইভাবে একখানি পত্র লিখেন—"প্রথমে বোধ হইয়াছিল, লর্ড ডেলহৌসী অযোধ্যার বন্দোবস্ত করিতে বিলম্ব করিতেছেন, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং এই বন্দোবস্ত করিলে অনেক অসুবিধা হইবে; কিন্তু এক্ষণে জানিলাম, ডেলহৌসী সাধারণ কার্যের জন্য বিলম্ব করিতেছেন। সুতরাং আমি ইহাতে আর কোন আপত্তি করিতেছি না। আমি ভরসা করি, আপনি লর্ড ডেলহৌসীর বাসনা পূর্ণ করিবেন এবং ডেলহৌসী যে দিন নির্দেশ করেন, সেই দিনে আমাকে তাঁহার উত্তরাধিকারিপদে নিযুক্ত করিবেন"। —*Lord Canning to Mr. Macnaghten, September* 20, 1855, M.S.S. Correspondence.

প্রথমে তাহার গতি মন্দীভূত করা একরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। সময় এই কষ্টসাধ্য ব্যাপারের প্রধান উপদেষ্টা। সময়ের ক্ষমতাবলেই এই কষ্টকর কার্য ক্রমে সহনীয় হইয়া উঠে। গবর্নর জেনারেলগণ অপরিচিতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব স্থানে আসিয়াই একবারে তাহার সর্বপ্রধান অধিনায়ক হন, অপরিচিতপূর্ব, ও অদৃষ্টপূর্ব বিষয়ের প্রতিকূলে তাঁহাদিগকে অনেকবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বাক্সের-পর-বাক্স প্রতিদিন তাঁহাদের টেবিলে স্থাপিত হইতে থাকে এবং প্রতি বাক্সই অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানের ঘটনাপূর্ণ কাগজরাশিতে পরিপূর্ণ থাকে। অভিনব গবর্নর জেনারেলকে অভিনব স্থানে আসিয়া অভিনব কাগজাদি পরীক্ষাপূর্বক আদেশ প্রচার করিতে হয়। কিন্তু ক্যানিঙ্ এইরূপ কর্মপ্রপীড়িত হইয়া হতোদ্যম হন নাই; কিম্বা সমুদয় বিষয়ের প্রকৃতমর্ম গ্রহণ করিতে কখনও ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি ধীরভাবে ও সুবিবেচনা সহকারে কার্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ধীরভাবে ও সুবিবেচনা সহকারে সমুদয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নপর হইলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের সুপ্রশস্ত গৃহে ১লা অগস্ট তাঁহার মুখ হইতে যে-সমস্ত মহার্ঘবাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা কেবল কথামাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই, অথবা অলীক আড়ম্বরের অলীকভাব সম্পোষণ করে নাই। তিনি অবিচলিতভাবে কার্য করিতে লাগিলেন. ধীরতাসহকারে আপনার কর্তব্য-পথ নির্ধারণ করিয়া তুলিলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্বপ্রকার বাধা, সর্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি না বুঝিয়া হঠাৎ কোন কার্য করিয়া আপনার হঠকারিতার পরিচয় দিলেন না। তিনি জানিতেন, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিষয় জানিবার বাকি রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সমুদয় বিষয় প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে অবগত না হইলে যথারীতি কর্তব্য সম্পাদন দুরূহ হইয়া উঠিবে। সুতরাং ক্যানিঙ্ আপনার জ্ঞান প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন এবং সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আপনার অভীষ্ট বিষয় জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে-সমস্ত রাজপুরুষ দেশীয় রাজাদিগের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন এবং যে-সমস্ত রাজপুরুষ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মনোগত-ভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা ক্যানিঙের বৈষয়িক জ্ঞান সম্প্রসারিত করিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্যানিঙ্ এইরূপে অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যেও অনেকে উপযুক্ত ও সৎপরামর্শদাতা ছিলেন। ইঁহারা দূরদর্শিতাবলে ভারতবর্ষের অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে জেনারেল জন লো, ডোরিন, জন পিটার গ্রাণ্ট এবং বার্নেস্ পিকক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন। এস্থলে প্রথম ব্যক্তির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। জেনারেল লো কিরূপ রাজনীতিজ্ঞ ও কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, এই পুস্তকের স্থান বিশেষ তাঁহার যে-সমস্ত মত পরিগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয়েই উহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। লো তিপ্পান্ন বর্ষকাল ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তদানীন্তন সময়ে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ লোর বিরুদ্ধে কেবল এই একটি অভিযোগ করিতেন যে, তিনি বয়সের আধিক্যে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু যদিও লো মেহিদপুরের সংগ্রামস্থলে মালকমের পার্শ্বে থাকিয়া আপনার সমর-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদিও যৌবনের অপরিমিত তেজস্বিতা, অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁহা হইতে অপগত হইয়াছিল, যদিও মাধ্যন্দিন সূর্যের প্রখররশ্মি পরিবর্তনশীল সময়ের আক্রমণে কিয়দংশে হ্রস্বতেজ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার কার্যকারিতা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। লো এক্ষণে তেজস্বী যোদ্ধার ন্যায় কর্মকুশল ও দৈহিক বিক্রমশালী ছিলেন না বটে, কিন্তু রাজনৈতিক উপদেশে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কোন অংশেই অযোগ্যপাত্র ছিলেন না। তিনি সন্ধি-বিগ্রহে উদার মন্ত্রণাদাতা ছিলেন, সুনিয়ম ব্যবস্থাপনে সূক্ষ্মদর্শী উপদেষ্টা ছিলেন এবং শাসনাধীন রাজ্যের মঙ্গল বিধানে যত্নপর উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের মানসিক-ভাব ও তাঁহাদের রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়গতভাব বুঝিতে পারিতেন না এবং তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিয়া ধীরতা ও উদারতার সহিত রাজ্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল-সাধনে যত্নপর ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের চক্ষে দেখিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের রসনায় কথা কহিতেন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে অনুভব করিতেন। লো ডেলহৌসীর সংহারিণী কার্যপ্রণালী ও অনুদার মত দেখিয়া দুঃখে ও আশঙ্কায় ম্রিয়মান হইয়া-ছিলেন এবং আপনি যে-রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, যে-রাজনৈতিক মতের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে সুদীর্ঘকাল চেষ্টা পাইয়াছেন এবং যে রাজনৈতিক মত ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া দীর্ঘকালের দূরদর্শিতায় অবধারণ করিয়াছেন, সেই রাজনৈতিক মতের অবনতি ও সেই রাজনৈতিক মতের বিলোপদশা দেখিয়া তিনি হৃদয়ে যার-পর-নাই আঘাত পাইয়াছিলেন। লো সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনেই আপনার উদার মত রক্ষা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন এবং যথাশক্তি আপনার চেষ্টার শেষসীমায় উপনীত হইতেন। কিন্তু ডেলহৌসী স্বীয় অনাশ্রবতা-দোষে সর্বদাই এই উদার মতে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন এবং সর্বদাই এই উদার মত

পাদদলিত করিয়া আপনার অভ্যস্ত কার্যপ্রণালীর প্রবর্তনায় যত্নপর হইতেন। ডেলহৌসী লোর মতে হতাদর হইলেও লোর প্রতি কখনও অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সর্বদা লোর জরাগ্রস্ত সৌম্যমূর্তিকে যথোচিত সম্মান করিতেন। কিন্তু হঠকারী শাসনকর্তার কার্যকাল শেষ হইল, তিনি অবসর হইলেন; লর্ড ক্যানিঙ্‌ আসিয়া লোর সৌম্যমূর্তিকে যেমন সম্মান করিতে লাগিলেন, তেমনই তাঁহার উদার মতেরও সমাদর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে দুইজন সিবিল কর্মচারী এই সময়ে ভারতবর্ষীয় সভায় সভ্য ছিলেন তাঁহাদের একজন ঘটনাক্রমে এবং অপরজন আপনার বৈষয়িক জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে সেইপদে সমাসীন হন। ডোরিন যদিও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে ষড়ধিক ত্রিংশৎবর্ষ যাপন করিয়াছিলেন এবং যদিও মন্ত্রিসভার সহকারী সভাপতি ছিলেন, তথাপি ক্ষমতাশালী বা বহুদর্শী ছিলেন না। তিনি সে-সময়ে কোন প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন প্রকারে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গবর্নমেণ্টের রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু সে-সময়ে রাজস্ব-বিভাগে তাঁহার কোনরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয় নাই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ছিল এবং ভারতবর্ষীয়দিগের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও অল্পতর ছিল। তাঁহার কোনরূপ একাগ্রতা ছিল না, কোনরূপ উৎসাহ ছিল না এবং কোনরূপ পটুতা ছিল না, তিনি কেবল আপনার অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সন্তুষ্ট থাকিয়াই আপনার কার্য সম্পন্ন করিতেন। রাজ্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল-সাধনোদ্দেশে তাঁহার ইচ্ছা প্রবর্তিত হইত না। তিনি ডেলহৌসীর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির সমর্থন করিতেন; তাঁহার বহুসংখ্য মিনিট কেবল এইরূপ সমর্থনের অনুচিত যুক্তিতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অনুদার রাজনীতির সমর্থ ভিন্ন তাঁহা কর্তৃক রাজ্যের মঙ্গল-সাধনোপযোগি কোন কার্য সম্পন্ন হয় নাই; বহুদর্শিতা বা সহানুভূতি তাঁহাকে সুপথ দেখাইবার জন্য আলোকবর্তী স্বরূপ হয় নাই।

জন পিটার গ্রাণ্টের কার্যকাল ত্রিংশৎ বর্ষ হইয়াছিল; যদিও তিনি তাঁহার সিবিলিয়ান সহযোগী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছেন। তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা অসাধারণ ছিল। তিনি সেই সময়ে কোম্পানীর একজন উৎকৃষ্ট ও যোগ্যতম কর্মচারী ছিলেন। কোন তরুণ-বয়স্ক সিবিল কর্মচারী জন গ্রাণ্টের ন্যায় পটুতা ও দক্ষতা-সহকারে রাজকার্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। জন্‌ গ্রাণ্ট নিজের ধারণা ও নিজের বিশ্বাস অনুসারে কার্য করিতে ভালবাসিতেন; তিনি অনেক সময়ে ডেলহৌসীর কার্যপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধেও স্বাভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার

কার্যপ্রণালী সরল ও সুগম ছিল, তিনি অবলীলায় আপনার কর্তব্যপথ নির্ধারণ করিতেন এবং অবলীলায় সেইপথ অবলম্বন করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। গ্রাণ্ট্ স্বাধীনভাবে কোন স্বাধীন মত প্রকাশের অবসর অধিক অল্পই পাইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান তাদৃশ সম্প্রসারিত ছিল না। তাঁহার কার্য প্রধানতঃ কাগজপত্র লেখাতেই পর্যবসিত হইত না। সর্বদা মিনিট লিখিয়া ও গবর্নমেণ্ট্-সংক্রান্ত কাগজাদির আন্দোলন করিয়া তিনি এমন পরিপক্ক হইয়াছিলেন যে, যদি কাগজরাশির মধ্যে কোনরূপ ভুল থাকিত এবং তন্নিবন্ধন যদি গবর্নমেণ্ট রাজস্ব-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতিতে ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি সেই কাগজরাশি পর্যবেক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভ্রম অপসারিত করিয়া দিতেন। গ্রাণ্ট্ লর্ড ডেলহৌসীর শাসনকালের শেষাংশে মন্ত্রিসভায় সভ্যের আসন পরিগ্রহ করেন। তিনি নির্ভয়ে ও অসঙ্কচিত্তে আপনার অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেন; তিনি যে সমস্ত মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তদানীন্তন সময়ে গবর্নমেণ্ট-সংক্রান্ত প্রথমশ্রেণীর কাগজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহার মিনিটে যুক্তিপ্রণালী সুব্যবস্থিত থাকিত, স্বাভিপ্রায় পরিস্ফুতরূপে অভিব্যক্ত হইত এবং স্থানে স্থানে গভীর রসিকতা ও স্থানে স্থানে গভীর শ্লেষদ্বারা সমলঙ্কৃত থাকিত। স্থূলতঃ জন গ্রাণ্ট্ মনস্বী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, যদিও এই উদারতা রাজনৈতিক চাতুরীতে সময়ে সময়ে ব্যাহত হইত, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্যের সাধুতা ও তাঁহার জীবনের পবিত্রতার সম্বন্ধে কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিত না।

বার্নেস্ পিকক্ ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। আইন প্রণয়ন ও আইন ব্যবস্থাপনেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণও প্রশস্ত ছিল। বিখ্যাত ওকেনেলের বিচার সময়ে পিককের আইনাভিজ্ঞতা প্রথমে পরিস্ফুট হয়। তিনি এই অভিজ্ঞতার বলে ভারতবর্ষে ব্যবস্থাসচিবের আসনে সমাসীন হন। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ও ব্যবহার-পদ্ধতি তাঁহার অল্প পরিজ্ঞাত থাকাতে তিনি সকল বিষয় ইংরেজি প্রণালী অনুসারেই সম্পন্ন করিতে সমুদ্যত হইতেন; ইংলণ্ডীয় পদ্ধতি ও ইংলণ্ডীয় রীতি যে ভারতবর্ষে সম্যক্ প্রয়োজিত হয় না, ইহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের অনুশাসন, ইহাদের ব্যবহার-প্রণালী এবং ইহাদের লৌকিক-ক্রিয়া পরস্পর ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং ইংরেজি সংস্কারের অনুবর্তী হইয়া কোনরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে উহা সকল সময়ে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযোগী হইতে পারে না। পিককের অভিপ্রায় স্থল-বিশেষ ভারতবর্ষীয়দিগকে এইরূপ অনুপযুক্তরূপে সংস্কৃত

করিবার জন্যই প্রবর্তিত হইত। কিন্তু পিককের উৎসাহ ও কার্যক্ষমতা প্রবল ছিল। তিনি উৎসাহ-সহকারে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন এবং স্বীয় ক্ষমতাগুণে কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন।

এইরূপ সহযোগিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্যানিঙ্‌ ভারতবর্ষ-শাসনে প্রবৃত্ত হন। স্থূলতঃ বলিতে গেলে তদানীন্তন সময়ে মন্ত্রিসভা নিরবচ্ছিন্ন অপদার্থ বা অকর্মণ্য লোকে সংগঠিত হয় নাই। জেনারেল লোর ন্যায় ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত থাকাতে সভা অনেকপরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। যদিও লো মান্দ্রাজ সৈনিকদলের একজন প্রাচীন সৈনিক পুরুষ ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতুলনীয় ছিল। ঈদৃশ বহুগুণান্বিত সহযোগী ক্যানিঙের অনুচিত মন্ত্রণাদাতা ছিলেন না*। ক্যানিঙ্‌ যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন জর্জ আন্‌সন ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। জর্জ আনসন্‌ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হওয়াতে ভারত-বর্ষীয় ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সকলেই সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহারা সেনাপতি আনসনে কোন অসাধারণ সৈনিক-গুণ দেখিতে পান নাই। যাহা-হউক, আনসন বৃদ্ধ বা কার্যাক্ষম ছিলেন না। তিনি সৈনিক দলের শৃঙ্খলা বিধান করিতে পারিতেন, অশ্বারোহণে বহুদূর পর্যটন করিতে পারিতেন এবং আপনার কর্তব্যপথ আপনি নির্দেশ করিয়া লইতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু আন্‌সনের দেহলক্ষ্মী ক্ষীণ ও কিয়ৎপরিমাণে নিষ্প্রভ ছিল। আনসন্‌ শালপ্রাংশু মহাভুজ ছিলেন না; বিরাট মূর্তির অনুরূপ কোন ভীমকান্ত সৌন্দর্য তাঁহার দেহে পরিলক্ষিত হইত না। তিনি কৃশ ছিলেন। এই কৃশ শরীরও কার্যক্ষমতা ও বীর্যবত্তার অবলম্বন ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের জলবায়ু অনেক সময়ে বৈদেশিকের শরীরে সহনীয় হয় না; ঋতুপরিবর্তনে অনেক সময়ে তাঁহাদের দৈহিক সুস্থতারও পরিবর্ত হইয়া থাকে। ১৮৫৬ অব্দের গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জলবায়ু আনসনের দেহে এরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল যে, লর্ড ক্যানিঙ্‌ অনেকবার বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার সৈনিক সহযোগী ক্রমেই কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইতেছেন এবং ক্রমেই দৈহিক বীর্য ও তেজস্বিতা তাঁহা হইতে অন্তর্ধান করিতেছে।

এই সময়ে দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের ক্ষমতা পরস্পর সীমাবদ্ধ বা সুব্যবস্থিত ছিল না। সুতরাং যখন উভয় বিভাগের প্রধানত কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতেন, তখন উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য হইয়া উঠিত। ঘটনাক্রমে এই সময়ে

* লর্ড ক্যানিঙের পৌঁছিবার কিয়ৎকাল পরেই জেনারেল লো ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। কিন্তু পরবর্তী শীতকালে (১৮৫৬-৫৭) তিনি এই দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

গবর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে বৈষয়িক কার্য-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তিগত বিবাদের সূত্রপাত হয় নাই। লর্ড ক্যানিঙ্ ও জেন্যারেল আনসন, উভয়েই পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন ক্রমে এ বিষয় সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত হইয়া তীব্রভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এই আন্দোলন কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রহিল না, ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে চমকিত করিয়া তুলিল। ইংলণ্ডীয়গণ ভাবিলেন, ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে অবশ্যই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানতম দেওয়ানী কর্মচারী লিখিলেন, যদিও কেবল একটি বিশেষ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য হইয়াছে, তথাপি সৈনিক-প্রধানের সৌম্য প্রকৃতি এরূপ মনোহারিণী এবং তিনি এরূপ পবিত্র স্বভাবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে, তাঁহার সহিত কখনও বিবাদ হওয়া সম্ভাবিত নহে *। যাহাহউক, ঈদৃশ অনৈক্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা বা সম্মান ন্যূনতর হয় নাই। যখন আনসন্ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যাদি পরিদর্শন মানসে উত্তর-পশ্চিমঞ্চলে যাত্রা করেন, তখন তিনি গবর্নব জেনা-রেলের সহৃদয়তায় মোহিত হইয়াছিলেন এবং গবর্নর জেনারেলের সৌহার্দ্য ও সৌজন্যে সম্বর্ধিত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ঈদৃশ সৌহার্দ্য ও সৌজন্যের বিষয় কখনও তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হয় নাই।

* লর্ড ক্যানিঙ্ জুন মাসে আনসনের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার প্রকৃতি মনোহর। তাঁহার উত্তরাধিকারী আর কে আছে, তাহা আমি অবগত নহি।" ইহার পর অক্টোবর মাসে তাঁহার লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হয়— "আপনি আনসন্ ও আমার সম্বন্ধে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি না। যেহেতু, দুই-তিন মাস হইল এ-বিষয় কলিকাতায় আন্দোলিত হইয়াছে, এবং সংবাদপত্রেও স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। আমার বোধহয় দুটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনৈক্য হওয়াতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। সেই বিষয় দুটির একটি এই, যে সকল কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে যাইতে ইচ্ছুক হন, প্রধান সেনাপতি তাঁহাদের সেই বিদায়-প্রার্থনাপত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া গবর্নর জেনারেলের মন্ত্রিসভায় পাঠাইবার ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি এই, গবর্নর জেনারেল দেওয়ানী ও রাজনৈতিক বিভাগে যে সমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করেন, তাহাতেও প্রধান সেনাপতি ক্ষমতা পরিচালন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই দুই বিষয়েই তাঁহার মতের অনুমোদন করি নাই। কিন্তু এইরূপ অনৈক্যে বা এতন্মূলক আন্দোলনে আমাদের মধ্যে কোনরূপ মনান্তর হয় নাই। তিনি এরূপ সাধুপ্রকৃতির লোক ও এরূপ মহাশয় ব্যক্তি যে তাঁহার সহিত বিবাদ হওয়া অসম্ভব।"

—M.S.S. Correspondence. Comp. Kaye's History of the Sepoy War, vol I, p. 594, Notes.

গবর্নর জেনারেলের তিনজন সেক্রেটরির মধ্যে সিসিল বীডন হোম ডিপার্টমেণ্টে, এড্‌মোনস্টোন্ পররাষ্ট্র বিভাগে এবং কর্নেল বার্চ সৈনিক-বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম দুইজন সূক্ষ্মদর্শী ও কার্যকুশল ছিলেন। তাঁহারা যে-যে বিভাগের কার্যে ব্রতী ছিলেন, সে-সে বিভাগের সমুদয় বিষয় তাঁহাদের অভ্যস্ত ছিল। ক্যানিঙ্‌ এই সকল কর্মচারীর অধিনায়ক হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং এই সকল কর্মচারীর সাহায্যে সুবিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যের পরিচালনে মনোনিবেশ করেন।

ব্যবস্থাপক সভা এই সময়ে সাতজন সভ্যে সংগঠিত হইয়াছিল। ডোরিন ইহার সহকারী সভাপতি ছিলেন ; ইলিয়ট মান্দ্রাজের, লিগেইট্‌ বোম্বাই-এর, কারি বাঙ্গালার এবং হারিঙ্‌টন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি ও সার আর্থর বুলারও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, এইসকল সভ্যদিগের কেহ উদার মত কেহ বা ডেলহৌসীর অবলম্বিত সঙ্কীর্ণ মতের অনুবর্তন করিতেন।

হালিডে বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নরের পদে সমাসীন ছিলেন। কর্তব্য-প্রিয়তা ও শ্রমশীলতার সহিত অনুদারতা ও অব্যবস্থিততা হালিডের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। হালিডে ন্যায়-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়াও অন্যায়ের কঠোর দণ্ড পরিচালনায় কাতর হইতেন না এবং সুশিক্ষা ও সুমার্জিত রুচির অধিকারী হইয়াও লোক-বিরাগ সংগ্রহে অপরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি মুখে অমৃতরস বর্ষণ করিয়া সাধারণকে সন্তুপ্ত করিতেন, বাক্যে গরল-ধারা প্রবাহিত করিয়া লোকের হৃদয় কলুষিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার অভিপ্রায় স্বাধীনতার পরিপোষক হইত, এবং তাঁহার নীতি দৌরাত্ম্যের পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট থাকিত। ভারতবর্ষীয় সংস্কারকগণ আপনাদের সংস্করণ-কার্যের স্থলে হালিডের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেন এবং ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সিবিলিয়ানগণ আপনাদের কার্য-পদ্ধতির স্থলে হালিডের অবলম্বিত নীতির উল্লেখে যত্নপর হইতেন। হালিডে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সাতিশয় বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের উপর তাঁহার এই বিরক্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের তেজস্বিনী বহ্নিশিখায় হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন, হস্ত দগ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বালকের ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। একসময়ে তিনি নিতান্ত নির্বোধের ন্যায় লর্ড ডেলহৌসীর প্রাইবেট সেক্রেটারির সহিত প্রকাশ্য বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ; যে-কোন কারণেই হউক, লর্ড ডেলহৌসী স্বীয় প্রাইবেট সেক্রেটারিকে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নরের সত্যবাদিতার উপর দোষারোপ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কিছুকাল মুদ্রণ-স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়াছিল,

হালিডে তাহার একজন প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন। আইন তাঁহার হস্তে যে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল, সে-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে তিনি যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। সিপাহী-যুদ্ধের সময় তিনি ভারতবর্ষীয় ইংরেজ সম্প্রদায়ের সাতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার নিজের কর্মচারিগণও এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপূরক হইতে কাতর হন নাই।

যিনি অসামান্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, তাঁহার পুত্রের হস্তে মান্দ্রাজের শাসনকর্তৃত্ব ছিল। লর্ড হ্যারিস্ একজন সামাজিক, দয়ালু এবং গম্ভীরস্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি রোমান কাথলিক ও গোলযোগ-কারিদিগের প্রতি সাতিশয় বিরাগ প্রকাশ করিতেন। প্রকৃতি তাঁহার স্বভাব উদার ও সম্প্রসারিত করিয়াছিল, পবিত্র খ্রীস্টধর্ম তাঁহাকে সহৃদয় সামাজিক করিয়া তুলিয়াছিল এবং ঘটনাবলি তাঁহাকে বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা বিভিন্ন বিষয় শাসন করিবার প্রবল সমর্থনকারী করিয়াছিল। তিনি সাধুতাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, সত্য-নিষ্ঠাকে সর্বান্তঃকরণে আদর করিতেন এবং সুবিবেচনা ও সুপরামর্শে সতিশয় প্রফুল্ল হইতেন; উৎপীড়িত প্রজাগণের দুঃখ নিবারণ জন্য তিনি কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেন না এবং স্ব কর্তব্য সম্পাদনকালে তিনি কোন প্রকার লোক নিন্দাকে নিন্দা বলিরা গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি একদিকে সাধারণের কষ্ট নিবারণ জন্য একটি বিখ্যাত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, অপরদিকে লোক নিন্দায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক মুদ্রণ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার অভিপ্রায়ানুসারি কার্যসম্পাদনে একাগ্রতার পরিচয় দেন। দীর্ঘসূত্রতা লর্ড হ্যারিসের শাসনকার্যের একটি গুরুতর দোষ ছিল। তিনি মান্দ্রাজে ভূমির বন্দোবস্ত-কার্যের অনুষ্ঠান করেন, বোধহয় ষড়ধিক ত্রিংশৎ বর্ষ ইহার কার্যকাল নির্ধারিত হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার শাসননীতি মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণের বিরুদ্ধ-বাদিনী ছিল, কিন্তু শেষে এই বিরুদ্ধভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া আইসে।

লর্ড এলফিন্‌স্টোন বোম্বাইয়ের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর পূর্বে এলফিন্‌স্টোন মান্দ্রাজের শাসনকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে আতিথেয়তা ও আমোদপ্রিয়তায় তিনি লোকপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বোম্বাই আসিয়া তিনি শাসন-বিভাগে আপনাকে খ্যাতাপন্ন করিতে সবিশেষ প্রয়াসবান্ হন।

উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ এই সময়ে গবর্নর কলবিন সাহেবের শাসনাধীন ছিল। কলবিন প্রথমে লর্ড অকলাণ্ডের প্রাইবেট সেক্রেটারী ছিলেন। ইহার পর তিনি

তেনাসরিম প্রদেশের কমিশনার ও সদর জজের পদে অধিরোহণ করেন। শেষে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শাসনদণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়।

ভালই হউক, আর মন্দই হউক, এই সকল লোকের হস্তে ১৮৫৭ অব্দের পূর্বভাগে গবর্নমেণ্টের শাসন-ভার সংন্যস্ত ছিল। বিপ্লব সংঘটনের প্রাক্কালে ইংলণ্ড্ এইসকল রাজপুরুষের হস্তে আপনার প্রাচ্য লোমহর্ষণ সাম্রাজ্যের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস॥ প্রথম ভাগ সমাপ্ত